

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার ৮

গৌতমীয়-তন্ত্রম্

মহর্ষিপ্রবর-গৌতম-বিরচিতম্

[সান্দ্যবাদ-বৈষ্ণব-তন্ত্রম্]

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত-

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্

কলিকাতা- ১৯০৬ সংখ্যক-বহুবাক্যরট্টম্,

“বসুমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী-মেসিনবক্সে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়-মুদ্রিতম্ ।

[মূল্য ৮০ বাবো আনা]

নিবেদন

এই অসংখ্য তত্ত্ব-বিরাজিত—শিবশক্তি-সাধনার অষ্টসিদ্ধিলাভের নানা প্রক্রিয়ানির্দেশিত দেশে—বৈষ্ণবীয় সাধনার তত্ত্ব নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। বৈষ্ণবগণের সাধনকুঞ্জে বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকিলেও এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মপিপাসু সত্যাত্মসন্ধিৎসু পাঠকগণের তৃষ্ণাপিপাসা তৃপ্ত করে নাই। শ্রীনবদ্বীপের বহু বৈষ্ণববাসে বহু সন্ধান করিয়াও গুপ্ত বৈষ্ণবসাধনার গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন তত্ত্ব আছে কি না, জানিতে পারি নাই। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর নিত্যপারিষদ—যিনি শ্রীমহাপ্রভুকে প্রেমের অবতার বলিয়া প্রথম চিনিতে পারিয়া, কীর্ত্তনানন্বে মাতোয়ারা হইয়া, শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন—অসাধারণ পার্ণাশ্রিত্য-প্রতিভাবলে শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া মুক্তিতর্ক-বাদে শ্রীমহাপ্রভুকে লোকসমাজে অবতার প্রতিপন্ন করেন—সেই ভক্তাবতার জগদীশ পণ্ডিতের ত্রীপাট যশড়ার কীট-জীর্ণ বিগলিতপ্রায় পুথিরাশি আলোড়িত করিয়া এই বৈষ্ণবীয় মহাতত্ত্বের গলিতপ্রায় পুথিখানি জরাজীর্ণভাবে প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহার পাঠ-উদ্ধার করাও বিঘ্ন সঙ্কট হইয়া পড়ে। তাহার পর শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর একখানি অল্প জীর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়া—উভয় পুথি মিলাইয়া পাঠ-উদ্ধার করিয়া এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বখানি পরমযত্নে অনূদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আশা করি, ভক্তসম্প্রদায় এই আয়াস-সংগৃহীত মহারত্ন—ভুলসীমাল-সমৃদ্ধ সাধনার অমূল্যনিধি গ্রহণ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবার গুণ্ডযোগ লাভ করিবেন।

তত্ত্বের মহাশক্তিই বৈষ্ণবী—বৈষ্ণবীয়পেই মহামায়ার বিচিত্র বিকাশ। সেই মায়ার প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট—জগৎ চালিত—সেই মায়াবোরে আবদ্ধ হইয়া সমসারকুপ-নিবদ্ধ মানব আমরা মোহাঙ্ককারে রজ্জুতে সর্পদ্বন্দ্ব করিতেছি—আশা-মরীচিকাকে সুখবন্ধ মনে করিতেছি—আকাশকুহুমকে নন্দনের পারিজাত দেখিতেছি—মহামায়ার লীলা-বিলসে মায়ার বশে ঘুরিতেছি।

তাত্ত্বিক সাধক সেই মায়ার বিলম্বে অবিত্যাসাধনা করিয়া অষ্টসিদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন। বৈদ্যাস্তিক সেই মায়াবান ছিন্ন করিয়া আত্মজীবনে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন—অবৈতজ্ঞানের বিকাশ দেখাইতেছেন—জগৎ মিথ্যা—জগতীত শক্তিরঙ্গ উচ্ছ্বসিত নিরাকার নিগুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু ইহাও সেই মায়ামায়ার অনন্ত লীলার বিদ্বাদ্বিকাশ প্রহেলিকামাত্র। বুদ্ধিরথে আরোহণ করিয়া এ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র লীলামুদ্র অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণবসাধক ভক্তিসাধনার আয়োজ্যগ করিয়াছেন—প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম-লীলার কল্পনাতীত সৌন্দর্য-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমের সাধনা করিতেছেন। এ সাধনা মাতৃরূপে নহে—নায়িকারূপে—প্রেমময়ী রমণীরূপে—প্রেমের দিব্যমূর্ত্তি ঐরাধারূপে এ সাধনা—কামগন্ধহীন স্বর্গীয় প্রেম—শুদ্ধা ভক্তির উপাসনা। শাস্ত—দাস্ত—সখা—মাধুর্য্য—তুমি প্রভু, আমি দাস—সংসারে জন্মজনিত অপার দুঃখকে ভয় কি—আমার কোটি কোটি জন্ম ইউক—কিন্তু প্রভু, এ অধম অক্ষম দাস যেন কোন দিন তোমার সেবায় বঞ্চিত না হয়। যেন বিলাসের অপাত-মধুর কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তোমাকে ভুলিবার অবসর না হয়। মোক্ষ চাহি না—নির্ব্বাণ আমার কামা নহে—জনমে জনমে তুমি আমার প্রাণনাথ হইও—যেন তোমার শ্রীচরণ-সরোজ ধ্যান করিতে করিতে তোমার দিব্য-জ্যোৎস্না-সুরঙ্গগঠিত—চির-অপরিস্রান পারিজাতরাশির সুধামামণ্ডিত সেই ত্রিলোকে অতুল রাতুল চরণ দুটি স্রবণে, মননে, ধ্যানে, তথ্যে, দুঃখে সর্বদা দেখিতে দেখিতে পেম জীবন গোঁয়াইতে পারি। তুমি প্রভু, অনন্ত প্রেমময়—তোমার স্বর্গীয় প্রেমছাতি-মাধুরীর কিঞ্চিদপি-কিঞ্চিৎ অংশ হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিও না প্রভু! তাহা হইলে আর বাঁচিব না—মরিতে, ত' সর্বদা প্রস্তুত—কিন্তু মরণেও ত' সে চরম পরম সুখ, সে অপার আনন্দ আর পাইব না। সেই অনন্ত সুখার অকুরন্ত সুখাকরের ভক্তিসুধাপানে মনোমধুর তৃপ্ত—কৃতার্থ হইতে পারিবে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের এই প্রেমসাধনার গুহ্যতত্ত্বের উৎস-মূল কোথায়?

শ্রীমীতগোবিন্দে যে প্রেমলীলামাধুর্য্যের স্বর্গীয় সুসমা—চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস সে প্রেমের গানে প্রাণের আকুল নিবেদন

নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—লোচনদাস, নরোত্তম দাস, বছরশন যে বিরহের ব্যাকুলতার স্বাক্ষরে পাষণ-প্রাণও করুণায় বিগলিত করিয়াছেন—শ্রীমহাপ্রভু যে বিধে অভুল প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যের মহাসংকীর্ণনে ভারতের প্রতি জনপদপল্লী প্রেমতরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের প্রবল বস্তার ছুকুল প্রাবল্য করিয়া হৃদয়ের জাড়া বিলাসের অবসাদ ভাসাইয়া বাজালীকে প্রেমভক্তির ব্যাকুলতায় চির-অধীর উন্নত করিয়া গিয়াছেন—যে গুহ্যসাধনার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-বন, শ্রীমথুরা, শ্রীব্রজধাম, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবন্দ্যধাম প্রভৃতি পুণ্যভূমিরে শত শত আশ্রয়, আবাসে, আশ্রমে, কুঞ্জে-কুঞ্জে পুঞ্জ-পুঞ্জ বৈকব-সাধক-সম্প্রদায় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আত্মনিয়োগ করিয়া ভক্তিজগৎ সৌরভিত গৌরবাসিত করিয়াছেন, করিতেছেন—তাঁহাদের শুদ্ধভক্তি আকুল প্রেমপ্রবাহে ভক্তগণ চিরদিন আনন্দ-রসে স্নানিয়া উঠিয়াছে—বাজালার গগন-পবন চির-মুখরিত হইয়াছে—সেই প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যের মূলে কি কোন সত্যই নিহিত নাই? ইহা কি কেবল ভাবের আবেশবাত্র—না বিলাস-লীলার উপর একটা ধর্মের প্রচ্ছদ-পট—না একটা প্রান্ত কুসংস্কার? গৌতমীয় তত্ত্ব পাঠ না করিলে বৈকবীর সাধনার সেই উৎস-মূলের সন্ধান পাইবেন না। ভক্তসম্প্রদায় দেখিবেন—প্রেমের সাধনা দাস্ত-সখ্যামধুর-ভাবে ভক্তিরসের ব্যাকুলতার ভিতরও সেই মহাশক্তিলভের দিব্যবিকাশের সাধনা সম্বাহিত। সে সাধনার অভূত আনন্দ—অমুগম সিদ্ধি।

দেশের গৌরব-বৃদ্ধির দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ বৈকব-সাহিত্যের সম্বন্ধ করিতে শিখিয়াছেন—ইহা দেশের মহাসৌভাগ্য। বাঁহারা বৈকব-সাহিত্যের গৌরব করেন, দেখিবেন, অনন্ত-প্রেমের সাধুধর্মভিত সাধনার মূলে কি অবিসংবাদিত গুণ্ডসত্য নিহিত হইয়া গুণ্ডপ্রোতভাবে ভক্তসমাজের কল্যাণবিধান করিতেছে। ভক্তগণ মহাবৈকবীর শক্তির স্নিগ্ধোচ্ছল প্রভায় সমুচ্ছল এই বৈকবীর সাধনতত্ত্বখানি পাঠে সেই সত্যের সন্ধান পাইলে এই লুপ্ততত্ত্বপ্রচার সার্থক হইবে।

বহুবচী-সাহিত্য-মন্দির

বিনয়ানন

শ্রীমস-পুণিমা, ১৩৩৪

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গৌতমীয়তন্ত্রম

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।

প্রণম্য দ্বারকানাথং গোপীজনমনোহরম্ ।

লিখ্যতে গৌতমিতন্ত্রং সৰ্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ১ ॥

সিদ্ধাশ্রমে বসন্ ধীমান্ কদাচিদ্গৌতমো মুনিঃ ।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতো ভক্তিমান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২ ॥

গ্রন্থারম্ভে বিব্রবিনাশমানসে গ্রন্থকর্তা গ্রন্থপ্রতিপাদ পৰমপুরুষ
শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ।

গোপীপণের মনোমোহনকারী, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম
করিয়া সমস্ত তন্ত্রের প্রধান এই গৌতমীয়তন্ত্র লিখিত
হইতেছে ॥ ১ ॥

কোন এক সময়ে সিদ্ধাশ্রমবাসী, ধীমান্, তপঃস্বাধ্যায়নিরত,
ভক্তিমান্, পুরুষপ্রধান, সমস্ত জ্ঞাতিতত্ত্বজ্ঞ, ইতিহাসপুরাণবিৎ,

নমস্তন্ শিরসা বিষ্ণুং স্তবন্ বাচা জনার্দনম্ ।
 জপন্ করাভ্যাং যজ্ঞেশং হৃদা ধ্যানন্ সদা হরিম্ ॥
 সমস্তশ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ ইতিহাসপুরাণবিৎ ।
 মন্ত্রোষধিক্রিয়াবশ্যযোগসিদ্ধান্ততত্ত্ববিৎ ॥ ৪ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী নারদং প্রণিপত্য চ ।
 বিনম্রাবনতো ভূত্বা পর্যাপৃচ্ছদ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
 ভগবন্ কামদা মন্ত্রাঃ শূদ্রাজ্যাত্তদধিকারকাঃ ।
 বিভিন্নফলদান্তে তু নৈকত্র ফলদা মতাঃ ॥ ৬ ॥
 এতৎসমফলাঃ সর্বৈ ন মন্ত্রা ইতি ন শ্রুতম্ ।
 যেন সর্বফলাবাপ্তিঃ সর্বেষাং বন্ধুরেব যঃ ॥ ৭ ॥
 সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ ।
 তং ব্রূহি ভগবন্নম্রঃ মম সর্বার্থসিদ্ধয়ে ॥
 তব নাবিদিতং কিঞ্চিদ্বিশ্বতে সচরাচরে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রোষধির প্রয়োগজ্ঞানী ও তৎফলবেত্তা, যোগসিদ্ধান্ততত্ত্বজ্ঞ,
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌতম ঋষি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী হইয়া জনার্দন যজ্ঞেশ্বর
 বিষ্ণুকে শিরোধারা প্রণাম, বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব, করদ্বারা
 তনামজপ ও তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান পূর্বক বিনম্রাবনত হইয়া
 প্রণাম-পুরঃসর নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—ভগবন্,
 তুমিই, সকল মন্ত্র সমান ফলদাতা নহে। যে সকল মন্ত্রে জ্ঞী
 ও শূদ্রাদি অধিকারী, সেই সকলের কলের সহিত ব্রাহ্মণা-
 দির মন্ত্রের কলের তুল্যতা দেখা যায় না। অতএব যে মন্ত্র
 সর্বপ্রকার ফলদাতা, অথচ সকলের বন্ধু এবং যে মন্ত্রে সর্ববর্ণের
 সমান অধিকার (যে মন্ত্রে জ্ঞী-শূদ্রাদিরও অধিকার) আছে,

ইতি শ্রদ্ধা মুনিশ্রেষ্ঠো নত্বা বিষ্ণুমুবাচ হ ।
 সাধু পৃষ্ঠঃ ময়াপ্যেবং পৃষ্ঠঃ প্রোবাচ পদ্মতঃ ॥
 তথা তে কথয়িষ্যামি যথা প্রোক্তং স্বয়মুবা ॥ ৯ ॥
 সৰ্ব্বৈ কামাঃ প্রসিধ্যন্তি কৃষ্ণমন্ত্রজপাদিজ ।
 সৰ্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে ॥
 গাণপত্যোষু শৈবেষু তথা শাক্তেষু সূত্রত ॥ ১০ ॥
 বৈষ্ণবেষু সমন্তেষু কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলপ্রসূয়ে ।
 বিশেষতঃ দশার্ণোহয়ং জপমাত্রাণ সিদ্ধিদঃ ॥ ১১ ॥
 মন্ত্রস্ত জ্ঞানমাত্রাণ লভেদ্বুক্তিং চতুর্বিধাম্ ।
 সমস্তপাপরাশীনাং জলনোহয়ং মুনীশ্বর ॥
 অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিত্ততে ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্, সৰ্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্রই বলিতে আজ্ঞা হউক ।
 এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার অবিদিত কিছুই নাই ॥ ২-৮ ॥

গৌতম ঋষির এই প্রশ্ন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ভগবান
 বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন :—তুমি উত্তম বিষয়ই জিজ্ঞাসা
 করিয়াছ । পূর্বে আমাদ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা
 আমাকে বাহ্য বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি,
 শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

হে দ্বিজবর, কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে সকল কামনাই পূর্ণ হয় ।
 হে সূত্রত, বিষ্ণুমন্ত্র শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল
 মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ॥ ১০ ॥ তদ্ব্যতীত কৃষ্ণমন্ত্র আবার সকলপ্রকার
 ফল প্রদান করে বলিয়া সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ দশাক্ষর
 মন্ত্র জপমাত্রই সিদ্ধি দান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ এই মন্ত্রের

অনেনারাদিতঃ কৃষ্ণঃ প্রসীদত্যেব তৎকৃণাৎ ।
 তস্ত সংক্ষেপতো বক্ষ্যে সৰ্ব্বং সম্যক্ শৃণুষ মে ॥ ১৩ ॥
 পদ্মধোনিরবাপাণ্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ ।
 অবাপুজ্জিদশাঃ স্বৰ্গং বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ ॥ ১৪ ॥
 পক্ষিণামধিপঃ সোহভূদগুরুড়োহপি দ্বিজোত্তম ।
 কচ্চিৎ কৃষ্ণং সমারাধ্য ধনেশত্মবাপ্তবান্ ॥ ১৫ ॥
 মন্ত্ৰেণ কৃষ্ণমারাধ্য চন্দ্রঃ সৰ্ব্বজনপ্রিয়ঃ ।
 করোতি স্ববশে কামঃ সৰ্বান্ কামাননেন চ ॥ ১৬ ॥
 মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রো গুহানাং গুহ্যমুত্তমম্ ।
 মন্ত্ররাজমিমং জ্ঞাত্বা কৃতার্থো জায়তে নরঃ ॥ ১৭ ॥
 পুত্রবান্ ধনবান্ বাগ্মী লক্ষ্মীবান্ পশুবান্ ভবেৎ ।
 স্তভগঃ সন্মতঃ শ্লাঘ্যো যশস্বী কীর্ত্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানমাত্রই জীব চতুর্কিধ মুক্তি (সারূপ্য, সামূহ্য, সালোক্য ও সাষ্টি) লাভ করিয়া থাকে । সুনীশ্বর, এই মন্ত্র সমস্ত পাপরাশির বিনাশসাধন করে । এই মন্ত্রের তুল্য মন্ত্র জগতে কোথায়ও দেখা যায় না ॥ ১২ ॥ এই মন্ত্র দ্বারা আরাধিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তৎকৃণাৎ প্রসন্ন হন । আমি সংক্ষেপে এই মন্ত্রের প্রয়োগ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥ হে দ্বিজোত্তম, ঐ মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক, ইন্দ্র দেবরাজ্য, দেবগণ স্বৰ্গ, বৃহস্পতি বাগীশত্ব, গুরুড় গরুর আধিপত্য, কুবের ধনেশ্বরত্ব, চন্দ্র সৰ্ব্বজন-প্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কামদেব সৰ্ব্বকামনা স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ১৪-১৬ ॥ এই মন্ত্র, মন্ত্রসকলের মধ্যে পরম-মন্ত্র, উহা সকল রহস্যের পরমরহস্য । এই মন্ত্র জ্ঞাত হইলে, লোক

সৰ্বলোকাভিৰামঃ স্তাৎ সৰ্বজ্ঞশ্চ ভবেদ্বরঃ ।
 অনেন ত্রিষু লোকেষু গতা মুক্তিঃ মুমুক্শবঃ ॥ ১৯ ॥
 মন্ত্ৰেণানেন মন্ত্ৰজ্ঞো ভক্তিঃ স্তাৎ প্রেমলক্ষণা ।
 সমস্ততীর্থপূতশ্চ সমস্তক্ষেত্রপাবনঃ ॥ ২০ ॥
 রবেরিব ছুরাধৰ্ষঃ শুচেরিব শুচিঃ সদা ।
 শঙ্করস্যেব সিদ্ধীশো বিষ্ণোরিব সমাশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥
 বহুনা কিমিহোক্তেন রহস্তং শৃণু গৌতম ।
 নির্বাণফলদো মন্ত্ৰঃ কিমন্তৈৰ্বহজগ্নিতৈঃ ॥ ২২ ॥
 ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়ভজ্ঞে দশাঙ্কর-
 ফলনামকঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

পুত্রবান্, ধনবান্, বাগ্মী, লক্ষ্মীবান্, গুণশালী, সুভগ, সম্মত, শ্লাঘ্য, বশস্বী, কীৰ্ত্তিমান্, সৰ্বলোকমনোরম, সৰ্বজ্ঞ ও কৃতার্থ হইয়া থাকে । ত্রিলোকবাসী মুমুক্শসকল, এই মন্ত্ৰের প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৭-১৯ ॥ এই মন্ত্ৰ জানিয়াই লোক মন্ত্ৰজ্ঞ হয় এবং এই মন্ত্ৰের প্রভাবেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয় । এই মন্ত্ৰই সমস্ত তীর্থের তীর্থ এবং সমস্ত ক্ষেত্রের পাবন । এই মন্ত্ৰ সূর্য্যের স্তায় ছুরাধৰ্ষ এবং অগ্নির স্তায় সদাপবিত্র । এই মন্ত্ৰ শঙ্করের স্তায় সকল সিদ্ধির অবীক্ষর এবং ভগবান্ বিষ্ণুর স্তায় সকলের আশ্রয় । হে গৌতম, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; রহস্ত শ্রবণ কর,—এই মন্ত্ৰই একমাত্র নির্বাণফলদাতা । অস্তান্ত মন্ত্ৰের আলোচনা, এই মন্ত্ৰের তুলনায় নিষ্ফল জন্মনমাত্র ॥ ২০-২২ ॥

গৌতমীয়মহাভজ্ঞে দশাঙ্কর মন্ত্ৰের ফলাধ্যায়নামক

প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ ।

সমস্তবেদতত্ত্বজ্ঞ সৰ্বাগমবিশারদ ।

অধুনা ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ মন্তরাজং দশাক্ষরম্ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি বিধানং মুনিনির্দ্ৰিষ্টম্ ।

যাবদ্ব্যস্ত-ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদীন্তত্ত্বক্রমাৎ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মাক্ষরং সমুদ্ভূত্যা ত্রয়োদশস্বরাস্মিতম্ ।

পার্শ্বং তূর্য্যাস্বরযুক্তং ছাত্বং ধাত্বং তথাহ্বরম্ ॥ ৩ ॥

অমৃতাক্ষরমুদ্ভূত্যা চৈকতো মাংসযুগ্মকম্ ।

যতূর্য্যং মুখব্রুন্তেন পবনঃ স্বাহয়াবিতঃ ॥ ৪ ॥

গৌতম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, হে সৰ্ববেদতত্ত্বজ্ঞ, হে সৰ্বাগম-
বিশারদ! আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনি ভূতগ্রহ-
পূৰ্ব্বক এই মন্তরাজ দশাক্ষর মন্ত্র বলিয়া আমাকে চরিতার্থ
করুন ॥ ১ ॥ নারদ বলিলেন, আমি এক্ষণে এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ
ও দেবতাদির সহিত প্রয়োগবিধি বলিতেছি ॥ ২ ॥

‘গোপীজনবল্লভায় স্বাহা’ এইটির নাম দশাক্ষর মন্ত্র।
থকারের অজ্ঞাক্ষর গ, ত্রয়োদশ স্বর ওকার, তূর্য্যাস্বরযুক্ত পার্শ্ব অর্থে

দশাক্ষরমন্তুঃ প্রোক্তো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ ॥ ৫ ॥

তেন গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৬ ॥

বীজং শক্তিঞ্চ বক্ষ্যামি ব্রহ্মবিচ্চ পরাংপরম্ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাণং মায়য়া সাক্ষিঃ মাংসাক্ষং নাদাবিন্দুকম্ ।

এতদ্বীজং সমাখ্যাতং কৃষ্ণতত্ত্বং পরাংপরম্ ॥ ৮ ॥

শুক্ৰাৰ্ণমমৃতার্ণেন মুখবৃত্তেন সংযুতম্ ।

গগনং মুখবৃত্তেন প্রোক্তা শক্তিঃ পরাংপরা ॥ ৯ ॥

এষা শক্তিঃ পরা সূক্ষ্মা নিত্যা সঙ্ঘিৎপ্রদায়িনী ।

ঈশ্বরো জগতাং বীজং শক্তিগুণময়ী স্বজা ॥ ১০ ॥

পরমাত্মা তথা বুদ্ধিকায়ঃ কুণ্ডলিনীতি চ ।

চতুর্বিধং বীজশক্তিী সর্বমন্ত্রেষু চিত্তয়েৎ ॥ ১১ ॥

ত্রিতয়ং তত্র সামান্যং তদিদানীং নিরূপ্যতে ।

ঈশ্বরো জগতাং বীজনাথং ব্রহ্ম তদ্ব্যচ্যতে ॥ ১২ ॥

তন্ত্র মায়্যা সমাখ্যাতা শক্তিগুণময়ী তু যা ।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যঃ কালশ্চ সত্ত্বম্ ॥ ১৩ ॥

তত্বানি চেশ্বরশ্চৈব ব্রহ্মেতি পঞ্চমং স্মৃতম্ ।

সর্গাক্তঃ পুরুষশ্চৈত তূর্ণ্যাখ্যা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ১৪ ॥

তত্বানি মাংসরূপানি কালশ্চ তত্ত্বরূপকঃ ।

ঈশ্বরার্থো ভবেদ্রাদো বিন্দুশ্চৈতন্ত্ৰচিন্ময়ঃ ॥ ১৫ ॥

এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্ত্যন্তো মহীধরেৎ ।

নাশ্চ কালকলাপেক্ষা ন তীর্ণীয়তনানি চ ॥ ১৬ ॥

ঈকারান্ত প (পা), ছকারের অন্ত জ, ধকারের অন্ত ন, ইত্যাদি
মন্ত্রোচ্চারের প্রণালী । দৃষ্টাদৃষ্টফলদায়ক এই দশাক্ষর মন্ত্র কাণে

ক্লীকারাদম্ভজদ্বিশ্বমিতি প্রাহঃ শ্রুতেগিরঃ ।

লকারাং পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ ॥ ১৭ ॥

ঈকারাদগ্নিকৃৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত ।

বিন্দোরাকাশসম্ভৃতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ ॥ ১৮ ॥

স্বশব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিংপ্রকৃতিঃ পরা ।

তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতি-মুখবেষ্টনকার্গকঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব হি বিশ্বস্ত লয়ঃ স্বাহার্গকো ভবেৎ ।

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্বাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকম্ ॥ ২০ ॥

অনরোরাস্রয়ব্যাপ্তৌ কারণত্বেন চেশ্বরঃ ।

সাম্প্রানন্দঃ পরঃ জ্যোতির্কল্পভেন চ কথ্যতে ॥ ২১ ॥

হইল ॥ ৩-৩ ॥ ‘ক্লী’ ঐ মন্ত্রের বীজ । (মূলদৃষ্টে বীজোদ্ধারের
প্রণালী অল্পভূত হইবে ।) এই বীজ পঞ্চতত্ত্বাত্মক । এই বীজ
বিজ্ঞাত হইলে জীব জীবনুজ্ঞ হইয়া মগীতলে বিচরণ করে এবং
এই মহামন্ত্র জপে কালকলা ও ভীর্থাযতনাদির অপেক্ষা
নাই ॥ ৭-১৬ ॥ বেদে উক্ত হইয়াছে, এই বীজ হইতেই
বিশ্বসংসারের উৎপত্তি । লকার হইতে পৃথিবী, ককার হইতে
জল, ঈকার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে
আকাশের উৎপত্তি ; সুতরাং এই বীজ পঞ্চভূতাত্মক ॥ ১৭-১৮ ॥
স্বশব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং হকারে চিদ্রূপা পরা প্রকৃতিকে জানিবে ;
অতএব এই দুই বর্ণের সংযোগ দ্বারা সমুদ্ভূত স্বাহা শব্দ বিশ্বের
লয়কারণ । গোপীশনে প্রকৃতি এবং জনশব্দে তত্ত্বসকল বোধিত
হয় ; অতএব এই দুইয়ের আশ্রয়ভূত, ব্যাপক, সাম্প্রানন্দ, জ্যোতী-
রূপ, কারণতত্ত্ব পরবস্ত্র ঈশ্বরই ব্রহ্মভশব্দে কথিত হইতেছে ॥ ১৯-২১ ॥

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষ ইত্যাহঃ প্রথমা গিরঃ ।
 বীজোচ্চারণমাত্রেন চিৎস্বভাবঃ প্রজায়তে ॥ ২২ ॥
 বল্লভেন তু তদ্ব্যচ্যং স্বাহয়া জ্ঞানদাহনঃ ।
 ইত্যেবং কথিতং তৎস্বং মূনে বৈ ব্রহ্মসম্মতম্ ॥ ২৩ ॥
 যজ্জ্ঞানাং সাধকশ্রেষ্ঠে দিব্যানন্দঃ প্রবর্ত্ততে ।
 অথবা গোপী প্রকৃতির্জনন্তদংশমণ্ডলম্ ॥ ২৪ ॥
 অনয়োর্বল্লভঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ স্মৃতঃ ।
 কার্যাকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিত্তেন গীয়তে ॥ ২৫ ॥
 অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা ।
 নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্তৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৬ ॥
 চিত্তয়েধিরজো মন্ত্রী সর্বসম্পত্তিহেতবে ।
 দশানামপি তত্ত্বানাং সাক্ষী বেত্তা তথাক্ষরম্ ॥ ২৭ ॥

বেদ পুরুষকে ত্রিপাদরূপ বলিয়াছেন । এই ত্রিপাদশব্দ দ্বারা
 সৎ, চিৎ ও আনন্দই লক্ষিত হইয়া থাকে । বীজের উচ্চারণে
 চিৎ, গোপীজনবল্লভশব্দে সৎ এবং স্বাহা শব্দ দ্বারা জ্ঞানের
 সারভূত আনন্দকে অথবা গোপীশব্দে প্রকৃতি, জনশব্দে
 তদংশমণ্ডল, এবং বল্লভশব্দে উহাদের স্বামী অর্থাৎ কার্য-কারণের
 অধীশ্বর কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরকেই বোধ করাইতেছে ॥ ২২-২৫ ॥
 রজোগুণবিরহিত সাধক সর্বসম্পত্তিলাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞ
 দ্বারা অনেক জন্ম সিদ্ধ গোপীগণের পতি, আনন্দবর্দ্ধন নন্দ-
 নন্দনকে চিত্তা করিবেন । এই দশাক্ষর যজ্ঞ দ্বারা দশতত্ত্বের
 মধ্যবর্ত্তী সাক্ষিস্বরূপ অক্ষরব্রহ্মরূপ দশম তত্ত্বকে জানিতে পারা
 যায় বলিয়া ইহাকে দশাক্ষর যন্ত্ররাজ বলা হইয়া থাকে ॥ ২৬-২৭ ॥

দশাক্ষর ইতি খ্যাতো মন্ত্ররাজঃ পরাৎপরঃ ।
 বীজপূর্বো জপশাস্ত্র রহস্তং কথিতং মুনে ॥ ২৮ ॥
 লুপ্তবীজস্বভাবত্বাৎ দর্শাৎ ইতি কথ্যতে ।
 নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো বিরাড়িতি শ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥
 ত্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্ত্র হৃগাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
 মহেশ্বরমুখাজ জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্ ॥ ৩০ ॥
 সঃ সাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্ত ঋষিরীরিতঃ ।
 গুরুত্মাস্তকে চাস্ত্র ত্রাসস্ত পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩১ ॥
 সর্ববেদব্যাপকত্বাধিরাড়িতি নিগজ্ঞতে ।
 সর্বেষামপি ভক্তানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে ॥ ৩২ ॥
 অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্ ।
 বিনিয়োগোহস্ত মন্ত্রস্ত পূর্বস্বার্থচতুষ্টয়ে ॥ ৩৩ ॥

এই মন্ত্রের বীজ বর্ণসংখ্যার মধ্যে গণিত হয় না বলিয়াই, ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলা হয় ; কিন্তু জপকালে বীজযুক্ত করিয়াই ইহা জপ করিবে । হে মুনিবর, এই রহস্ত তোমাকে বলিলাম ; এখন এই মন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, বিরাট্ ছন্দ, ত্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা । মজ্জাধিষ্ঠাত্রী হৃগাদেবী এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী । যিনি মহেশ্বরের মুখ হইতে জ্ঞাত হইয়া তপস্তা দ্বারা যে মন্ত্রের সাধন করেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন এবং এই ঋষিই এই মন্ত্রের গুরু বলিয়া তাঁহাকে মন্তকেই ত্রাস করা হয় ॥ ৩০-৩১ ॥ সর্ববেদব্যাপকত্বনিবন্ধন বিরাট্, আচ্ছাদিত কবে বলিয়া ছন্দঃ, অতএব অক্ষরত্ব ও পদত্ব হেতু মুখেই কীর্তিত

ঋষিচ্ছন্দোহপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্ ভবেৎ ।

দৌৰ্বল্যং বাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্ ॥ ৩৪ ॥

মন্ত্রত্ৰাসমথো বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্ ।

প্রণবাত্ম্যং পুটং কৃৎস্না নমোহস্তান্দশবর্ণকান্ ॥ ৩৫ ॥

দক্ষাঙ্গুষ্ঠাদিবাস্ত্ৰং ত্রাসঃ স্ত্র্যং সৃষ্টিরীরিতঃ ।

বামাঙ্গুষ্ঠাদিদক্ষাত্ৰং সংস্কৃতিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥

উভয়োঃ করয়োজ্যেষ্ঠাপূর্ব্বিকা স্থিতিকৃচ্যতে ।

সংস্কৃতিদৌষসজ্বানাং হারিণী পরিকীর্তিতা ॥ ৩৭ ॥

বিজ্ঞাপ্রদা চ সৃষ্টাস্ত্রা বর্ণিনাং শুদ্ধচেতসাম্ ।

স্থিতাস্ত্ৰং স্ত্র্যদগৃহস্থানাং ত্রয়ং কামাত্মরূপতঃ ॥ ৩৮ ॥

করিবে । পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ । ঋষি ও
ছন্দের পরিজ্ঞান না হইলে, মন্ত্রের ফলভাগী হওয়া যায় না ।
আবার মন্ত্রের বিনিয়োগ না জানিলে, মন্ত্রের বণ হইয়া না ।
যে প্রয়োজনে যে মন্ত্র আলোচিত হয়, সেই প্রয়োজনকেই সেই
মন্ত্রের বিনিয়োগ বলে ॥ ৩২ ৩৪ ॥

একণে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদ মন্ত্রত্ৰাস কথিত হইতেছে ।—অস্বে
নমঃ শস্য যোগ করিয়া, প্রণবদ্বয়পুটিত মন্ত্রের দক্ষাঙ্গুষ্ঠাদি
বামাঙ্গুষ্ঠাস্ত্র ত্রাসের নাম সৃষ্টিত্রাস । তাদৃশ মন্ত্রের বামাঙ্গুষ্ঠাদি
দক্ষাঙ্গুষ্ঠাস্ত্র ত্রাসের নাম সংহারত্রাস এবং উভয় করের জ্যেষ্ঠা-
পূর্ব্বক ত্রাসের নাম স্থিতিত্রাস । সংহারত্রাস দ্বারা দৌষসমূহের
হরণ, সৃষ্টিত্রাস দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের বিজার্জন এবং স্থিতি-
ত্রাসদ্বারা গৃহস্থগণের কামনাত্মরূপ ফললাভ হইয়া থাকে ॥৩৫-৩৮॥

গৃহস্থানাং বনস্থানাং স্থিত্যন্তঃ কশ্চিদিচ্ছতি ।
 সংহারান্তো মুনীনাঞ্চ বিরক্তস্ত চ সৰ্ব্বশঃ ॥ ৩৯ ॥
 ভ্রাসত্রয়ঃ সদা কার্যামশক্তাবেকমেব হি ।
 বর্ণভ্রাসাংস্তথা মন্ত্রী দেহে চ পরিবিত্তসেৎ ॥ ৪০ ॥
 হস্তমূলে কুর্পরকে মণিবন্ধেঃ স্কুলিমূলকে ।
 অঙ্গুল্যাগ্রে চ বিত্তস্ত পাদয়োঃ কপরি ভ্রাসেৎ ॥ ৪১ ॥
 হস্তমূলাদিসৃষ্টিঃ শ্রান্নগিবন্ধাং স্থিতিঃ স্মৃতা ।
 অঙ্গুল্যাগ্ৰাং সংক্ৰুতিঃ শ্রাং স্থিত্যন্তঃ ত্রিতয়ং ভ্রাসেৎ ॥ ৪২ ॥
 ততঃ করাদয়োঃ সস্তথৈব পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 অচক্রায় তথা স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমো বদেৎ ॥ ৪৩ ॥
 বিচক্রায় স্বাহেতি চ তর্জনীভ্যাং তথোচ্চরেৎ ।
 সূচক্রায় তথা স্বাহা মধ্যমাভ্যাং তথোচ্চরেৎ ॥ ৪৪ ॥

এই ত্রিবিধ ভ্রাসই সকলের কর্তব্য; কিন্তু ত্রিবিধ ভ্রাসে অসমর্থ হইলে, একটি ভ্রাস করিবে। গৃহস্থ সৃষ্টিভ্রাস, বাণপ্রস্থগণ স্থিতিভ্রাস, বিবিধ মুনীগণ সংহারভ্রাস করিবেন। কেহ কেহ বনস্থ গৃহস্থগণের পক্ষে স্থিত্যন্ত্রাসের উপদেশ করেন। সাধক সর্বদেহে অর্থাৎ হস্তমূলে, কুপরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলীমূলে অঙ্গুল্যাগ্রে ও পাদদ্বয়ের উপবে মন্ত্রবর্ণ ভ্রাস করিবেন। তন্মধ্যে বাহুমূলাদি ভ্রাসের নাম সৃষ্টিভ্রাস, মণিবন্ধাদি ভ্রাসের নাম স্থিতিভ্রাস এবং অঙ্গুল্যাগ্ৰাদি ভ্রাসের নাম সংহারভ্রাস। এই ত্রিবিধ অঙ্গভ্রাসই করা উচিত ॥ ৩৯-৪২ ॥ অতঃপর করাদ্ভ্রাস কথিত হইতেছে। করাদ্ভ্রাস যথা,—অচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা তর্জনীভ্যাং নমঃ সূচক্রায় স্বাহা

ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহেত্যনামিকে তথা ।

অম্বরাস্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠায়োনমঃ ॥ ৪৫ ॥

কল্লিণী প্রকৃতিবর্মা সাকাদমৃতবিগ্রহা ।

দক্ষিণঃ পুরুষঃ প্রোক্তো জ্যোতিস্তুরীয়বিগ্রহঃ ॥ ৪৬ ॥

সংযোগাৎ করমোরৈবং পরতত্ত্বং প্রজায়তে ।

অতএব সমস্তানাং বস্তূনাং শোধনং স্মৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

পঞ্চাঙ্গানি ততঃ কুর্যাদঙ্গমন্ত্ৰেণ দেশিকঃ ।

পঞ্চাঙ্গানি মনোর্থত্র তত্র নেত্রং বিবর্জয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

অচক্রায় তথা স্বাহা হৃদয়ায় নমো বদেৎ ।

অঙ্গুষ্ঠরহিতেনৈব করাগ্রেণ হৃদং স্পৃশেৎ ॥ ৪৯ ॥

বিচক্রায় তথা স্বাহা শিরসে স্বাহেতি সংবদেৎ ।

শিরসি বিভ্রসেত্তত্বং তথৈব করশাখয়া ॥ ৫০ ॥

মধ্যমাভ্যাং নমঃ । ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং
নমঃ, অম্বরাস্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ । উক্তরূপ শব্দ
উচ্চারণ পূর্বক ঐ সকল অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে হইবে ॥ ৪৫-৪৫ ॥

বামাঙ্গ লক্ষ্মীপ্রকৃতি ও অমৃতবিগ্রহ এবং দক্ষিণ পুরুষ-
প্রকৃতি ও তুরীয়বিগ্রহ । এই উভয় হস্তের সংযোগে পর-
তত্ত্ব প্রকাশিত হয় । অতএব এই ত্রাস দ্বারা সমস্ত বস্তুর শোধন
হয় ॥ ৪৬-৪৭ ॥ অনস্তুর সাধক অঙ্গমন্ত্র দ্বারা পঞ্চাঙ্গত্ৰাস করিবেন ।
এই মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গত্ৰাসে নেত্র পরিত্যাগ করিবে । অচক্রায় স্বাহা
হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠরহিত করাগ্র দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে ।
বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা বলিয়া করশাখা দ্বারা মস্তক স্পর্শ

সূচক্রায় তথা স্বাহা শিখাঠৈ বষট্ চরেৎ ।
 তথাধোহঙ্গুষ্ঠমুষ্ঠ্য তু শিখায়াঃ পরিবিক্রমেৎ ॥ ৫১ ॥
 ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় স্বাহেতি কবচায় হুম্ ।
 হস্তাভ্যাং শির আয়ত্যা পাদান্তং সংস্পৃশেদ্বতিঃ ॥ ৫২ ॥
 অশ্বরাস্তকচক্রায় স্বাহাজ্জায় ফট্ চরেৎ ।
 উর্দ্ধোর্দ্ধিতালত্রিতয়শ্ছোটিকাভির্দিশে দশ ॥ ৫৩ ॥
 বন্ধয়েন্মুনিশাঙ্গীল নিত্যন্তাসোহম্মীরিতঃ ।
 ইজ্যমানো হৃদাঙ্গানং হৃদয়ে স্থাচিদাত্মকঃ ॥ ৫৪ ॥
 ক্রিয়তে তৎপরাত্মা চ হুম্মন্ত্রেণ চ দেশিকৈঃ ।
 সার্বজ্ঞাদিশুগোন্তুঙ্গে সংবিজ্ঞাপে পরাত্মনি ॥ ৫৫ ॥
 ক্রিয়তে বিষয়াহারঃ শিরোমন্ত্রেণ ধীমতা ।
 হৃচ্ছিরোরূপচিহ্নামময়তাভাবনা দৃঢ়া ॥ ৫৬ ॥
 ক্রিয়ন্তে নিজদেবস্ত শিখামন্ত্রেণ সাদরম্ ।
 মন্ত্রাস্তকস্ত দেবস্ত মন্ত্রব্যাপ্তেন তেজসা ॥ ৫৭ ॥

করিবে। সূচক্রায় স্বাহা শিখাঠৈ বষট্ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠকে মুষ্টির
 মধ্যে রাখিয়া ঐ মুষ্টি দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। ত্রৈলোক্য-
 রক্ষণার্থায় স্বাহা কবচায় হুঁ বলিয়া করদ্বয় দ্বারা মস্তক হইতে পাদ
 পর্যন্ত স্পর্শ করিবে। তৎপর অশ্বরাস্তকচক্রায় স্বাহা 'জ্জায়
 ফট্ বলিয়া উর্দ্ধোর্দ্ধি তালত্রয় প্রদানপূর্বক ছোটিকা (তুরি) দ্বারা
 দশদিক বন্ধন করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, ইহাকেই নিত্যন্তাস বলা
 হইয়া থাকে। সাধক হুম্মন্ত্রদ্বারা পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন ও
 দর্শন করিয়া থাকেন। শিখামন্ত্র দ্বারা বীর দেহের রূপাদিবিষয়কে
 হৃদয়ে আনয়ন করেন এবং বর্গ্যমন্ত্র দ্বারা বিষয়ান্তর হইতে

সৰ্বতোবশ্মমহেণ ক্ৰিয়তে জ্ঞাসসংভূতিঃ ।
 যদদাতি পরং জ্ঞানং সংবিজ্ঞাপে পরাঅনি ॥ ৫৮ ॥
 সদয়াদিময়ঃ ভেদঃ শ্রাদেতেনৈত্রসংজ্ঞকন্ ।
 আধ্যাত্মিকাদিকৃপং যৎ সাংসার্য্য বিনাশয়েৎ ।
 অবিজ্ঞাতমজ্ঞং তৎ পরং ধাম সমীরিতন্ ॥ ৫৯ ॥

গৌতম উবাচ ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ সৰ্বভূতহিতে রতঃ ।
 অমেব কৃষ্ণদেবশ্চ অন্তর্যামী নিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥
 অবিজ্ঞাদোষনির্মুক্তঃ সমস্তব্রতসংযতঃ ।
 সৰ্বলোকৈকগমনঃ সৰ্বলোকৈককত্ববিৎ ॥ ৬১ ॥
 সৰ্বানুভবসাক্ষী হ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ।
 ইদানৌ শ্রোতুমিচ্ছামি মন্তরাণাং পরাংপরন্ ॥ ৬২ ॥
 অষ্টাদশাঙ্গমদ্রষ্টুং গুহ্যাদ্গুহ্যতরঃ স্মৃতঃ ।
 তৎ মন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি যোগ্যো'স্মি সত্তম ॥ ৬৩ ॥

চিত্তের আকর্ষণপূর্ব্বক সন্ধিৎসুরূপ পরমাত্মাতে সংস্থাপন করেন ।
 ইহারই নেত্রসংজ্ঞা হয় এবং ইহা দ্বারাই সাধকের আধ্যাত্মিকাদি-
 রূপ জিতাপের বিনাশ হইয়া থাকে ও তাহাই পরমধাম বলিয়া
 কথিত হয় ॥ ৫৮-৫৯ ॥

গৌতম বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মবেত্তাগণের 'শ্রেষ্ঠ,
 সৰ্বভূতহিতে রত, অন্তর্যামী, নিরাময়, অবিজ্ঞাদোষনির্মুক্ত,
 সমস্তব্রতসংযত, সৰ্বলোকগামী, সৰ্বলোকতত্ত্বজ্ঞ, সৰ্বানু-
 ভবসাক্ষী ও সৰ্বদেবনমস্কৃত । আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই ।
 অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক গুহ্য হইতেও গুহ্যতর অষ্টাদশাঙ্গ

ভবার্ণবনিমগ্নঃ মাঃ স্বমুদ্বৰ্ত্তু মিহাইসি ।
 ইত্যাদিস্তুতিভিঃ স্তব্ধা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 পার্শ্বমাসাচ্চ তদ্বক্তৃ মতিরাসীদ্বুনীশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥

নারদ উবাচ ।

সাদু পৃষ্টঃ স্ময়া ব্রহ্মন্ ময়াপি ব্রহ্মণঃ শ্রুতঃ ।
 মন্ত্ররাজো মুনিশ্রেষ্ঠ সৰ্ব্ববেদাগমাত্মগঃ ॥ ৬৫ ॥
 ততঃ প্রভৃতি বিপ্রর্ষে হরিতামাশুবানহম্ ।
 তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যতন্ত্বং পুরুষপ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
 ক্রীড়ারং পূৰ্ব্বমুচ্চাৰ্য্য কৃষ্ণঃ তূৰ্য্যপদাঘিতম্ ।
 গোবিন্দঞ্চ তথোক্ত্বা তু দশার্ণঞ্চ তথোচ্চরেৎ ॥ ৬৭ ॥
 ভক্ত্যা তে প্রণিপত্যা চ কথিতো মন্ত্রনারকঃ ।
 শুভাদ্গুহ্যতরো হ্যেব বাহ্মাচিস্তামগ্নিঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥

মন্ত্ররাজ বাক্ত করুন। আমি এই ভবার্ণবে নিমগ্ন; আমাকে এই ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিতে আপনি সমর্থ। এইরূপে স্তুতি ও প্রণাম পূর্বক নারদ-ঋষির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ॥ ৬০-৬৪ ॥

নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। পূর্বে আমিও তোমার ভায় প্রশ্ন করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐ মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। ঐ মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এবং বেদ ও আগমদম্বত। ঐ মন্ত্রপ্রভাবেই আমি হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহবশত আমি তোমাকে ঐ মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা”, ইহাই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। তোমার ভক্তি ও প্রশ্নতি দেখিয়া আমি তোমাকে এই মন্ত্র বলিলাম। এই মন্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। এই মন্ত্র

শৌনকাচ্চ শূনরস্তথাত্তে দেবমুখ্যকাঃ ।
 মন্ত্ররাজপরিজ্ঞানাং সন্তস্তৎসাম্যতাং পতাঃ ॥ ৬২ ॥
 কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্যার্থো গশ্চ নন্দস্বরূপকঃ ।
 স্তথরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ ॥ ৭০ ॥
 গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তং তেন বিন্দেত তৎপদম্ ।
 গোশব্দাৎ বেদ ইত্যুক্তস্তেন বা লভতে বিভূম্ ॥ ৭১ ॥
 এবং তে কথিতা মন্ত্র-বাসনা শূনিসন্তম ।
 এতজ্জ্ঞানাত্মভাবেন জীবগুক্তো ন চাত্তথা ॥ ৭২ ॥
 সৰ্বেষাং মন্ত্ররাসীনাম্ মুখ্যোহয়ং বরদো মনুঃ ।
 পুৰাণতীর্থানি সৰ্ব্বানি জ্ঞাতানি তেন ধীমতা ॥ ৭৩ ॥
 সিদ্ধক্ষেত্রাণি সৰ্ব্বানি সম্যক্ কৃতানি তেন বৈ ।
 সৰ্ব্বহুচ্চরণেনাস্ত সত্যমেব ন চাত্তথা ॥ ৭৪ ॥
 কিমন্তেন বহুন্তেন স্মরণাচ্চাস্ত মন্ত্রবিৎ ।
 জীবগুক্তো ন সন্দেহো বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

বাঙ্গাচিন্তামণিস্বরূপ ॥ ৬৫-৬৮ ॥ শৌনকাদি ঋষিসকল ও
 অন্যান্য দেবমুখ্যগণ এই মন্ত্র জ্ঞাত হইয়াই সন্ত গ্রীহরির সাম্যতা
 প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণশব্দ সত্যার্থক। তদন্তর্বর্তী গকার
 অনিন্দস্বরূপ। অতএব তদ্ধারা জ্ঞানানন্দময় পরমাত্মাই উপলব্ধ
 হইতেছেন। গো-শব্দে জ্ঞানমুক্তকে বোধ করায়। তাদৃশ মোক্ষ
 প্রাপ্তি হইলেই পরমাত্মজ্ঞান হয় বলিয়াই তাঁহার নাম গোবিন্দ।
 অথবা গো-শব্দে বেদ; ঐ বেদ দ্বারাই নরগণ বিভূ পরমাত্মাকে
 লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম গোবিন্দ। শূনিসন্তম, আমি
 তোমাকে এই মন্ত্রার্থও বলিলাম। সমস্ত মন্ত্রের রাজা এই বরদ
 মন্ত্র। বহু তীর্থস্থান ও বহু সিদ্ধ-ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া কি হইবে?

নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তো গাংগলীচ্ছন্দ উচ্যতে ।

কৃষ্ণঃ প্রকৃতিরেতস্ত হুর্গাদিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৭৬ ॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রহ্লাস্চানিরুদ্ধকঃ ।

নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ পদপঞ্চাঙ্কঃ পরঃ ॥ ৭৭ ॥

অকুরার্থস্ত কথিতঃ পদস্তার্থ ইতীরিতঃ ।

তস্মাদ্বিজ্ঞায় বৈ মন্ত্রী পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৮ ॥

লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং হি গৌতম ।

বীজশক্তি পুরা প্রোক্তে বিনিয়োগশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৯ ॥

পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্ত পদপঞ্চকযোজনাত্ ৷

ব্রহ্মরকে, ভ্রুবোর্ম্মধ্যে জিহ্বাকূপে তথা পুনঃ ॥ ৮০ ॥

কণ্ঠদেশে হৃদি তথা নাভৌ লিঙ্গে চ মূলকে ।

ত্রাণদ্বয়ে চক্ষুষোশ্চ কণয়োর্দ্বিত্বসেদিতি ॥ ৮১ ॥

মন্ত্রার্থবোধসহকারে একবার মাত্র এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলে
বিষ্ণুত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। এই মন্ত্রের প্রভাবে জীব
জীবমুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করিতে সনর্থ হয় ॥ ৬৯-৭৫ ॥ এই
মন্ত্রের ঋষি নারদ, গাংগলী ইহার ছন্দঃ, কৃষ্ণ ইহার প্রকৃতি এবং
হুর্গা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই মন্ত্রোক্ত পাঁচটি পদে বাসুদেব,
সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাস ও অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ভূতসম্বিত নারায়ণকে বোধ
করায়। আমি তোমার নিকট অকুরার্থ ও পদার্থ উভয়ই
বলিলাম। সাধক এই মন্ত্রের প্রভাবে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থচতুষ্টয় লাভ
করিয়া থাকেন। হে গৌতম, ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।
এই মন্ত্রোক্ত বীজ ও শক্তি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার বিনিয়োগও
পূর্ব্বের জায় জানিবে। পূর্ব্বোক্ত পদপঞ্চক দ্বারা এই মন্ত্রের
পঞ্চাঙ্গভাস করিতে হইবে। ব্রহ্মরকে, ভ্রুবোর্ম্মধ্যে, জিহ্বাকূপে,

জান্নযুগ্মে পদদ্বন্দ্বৈ মন্ত্রবর্ণান্ ক্রমান্বাসেৎ ।
 ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনঃ সৰ্ব্বং ব্যাপকত্রয়মাচরেৎ ॥ ৮২ ॥
 যুজ্জ্বি বজ্রে হৃদি নাভৌ মূলে চ পদপঞ্চকম্ ।
 রোহাবরোহতো তস্মৈ কেশবাত্মানথো নমসেৎ ॥ ৮৩ ॥
 বর্ণত্ৰাসং পুরা কৃষ্য কেশবাত্মাংস্ততো ত্রসেৎ ।
 ভূতশুদ্ধিং নিপিত্ৰাসং বিনা যন্ত প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
 বিপরীতফলং দত্তাদভক্ত্য পূজনং যথা ।
 মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরা চাপ্যপরা তথা ॥ ৮৫ ॥
 সুষ্মান্তঃ পরা জাগ্রা অপরা বাহ্যদেশকে ।
 অথাত্মাত্ৰাকাত্মাসৌ মূলধারে চতুর্দলে ॥ ৮৬ ॥

কর্ণদেশে, হৃদয়ে, নাভিতে, মূলাধারে, ব্রাহ্মণ্যে, নেত্রদ্বয়ে ও
 কণ্ঠদেশে এই মন্ত্রের ত্রাস করিতে হইবে। অনন্তর সমস্ত মন্ত্র
 উচ্চারণ পূর্বক ব্রাহ্মণ্য ব্যাপকত্রয় ত্রাস করিবে। মন্ত্রকে,
 মূখে, হৃদয়ে, নাভিতে ও মূলাধারে উক্ত পদপঞ্চক দ্বারা আরোহণ
 বরোহক্রমে (মন্ত্রক হইতে পাদ ও পাদ হইতে মন্ত্রক পর্য্যন্ত)
 কেশবাদিত্রাস করিবে ॥ ৮২-৮৩ ॥ প্রথমতঃ বর্ণত্ৰাস করিয়া পরে
 কেশবাদি ত্রাস করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভূতশুদ্ধি ও নিপি-
 ত্রাস না করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করেন, তাঁহার পূজাতে
 অভক্তিসহকারে পূজার জার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া
 থাকে। মাতৃকাত্রাস দ্বিবিধ,—পরাত্রাস ও অপরাত্রাস। তন্মধ্যে
 সুষ্মার অভ্যন্তরে ত্রাসের নাম পরাত্রাস এবং তদ্বাহ্যে ত্রাসের
 নাম অপরাত্রাস। অত্মাত্ৰাকাত্মাসি যথা—চতুর্দলবৃত্ত

স্বর্ণাভে বশষস চ চতুর্বর্ণ-বিভূষিতে ।
 ষড়্ দলে বৈদ্যাতনিভে স্বাধিষ্ঠানেহনলত্ৰিষি ॥ ৮৭
 বভর্মৈষরলৈষুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ ভিরলঙ্কৃতে ।
 মণিপু্রে দশদলে নীলজীমূতসত্ৰিষি ॥ ৮৮ ॥
 ডাদিকান্তদলৈষুক্তে বিন্দুদন্তাসিতমস্তকে ।
 অনাহতে দ্বাদশাং প্রবালরুচিসন্নিভে ॥ ৮৯ ॥
 কাদিষ্ঠান্তদলৈষুক্তে যোগিনাং হৃদয়দমে ।
 বিগুহ্বে ষোড়শদলে ধূত্নাভে স্বরভূষিতে ॥ ৯০ ॥
 আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হংকরঞ্জিতে ।
 সহস্রাং মণিনিভে সর্ববর্ণবিভূষিতে ॥ ৯১ ॥
 অকথাদিত্রিরেখাঅহলকত্রয়ভূষিতে ।
 তন্মধ্যে পরবিন্দুঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ায়কম্ ॥ ৯২ ॥

স্বর্ণাভ মূলধারপদ্মে ব শ ষ স এই চারিটি বর্ণভাস করিবে । ষড়্-
 দলযুক্তবিদ্যাসদৃশ ও অগ্নির ত্রায় দীপ্তিসম্পন্ন স্বাধিষ্ঠানপদ্মে বভ ম ষ
 র ল এই ছয়টি বর্ণভাস করিবে । দশদলযুক্ত নীলজীমূত-প্রভাবিশিষ্ট
 মণিপূরপদ্মে ড চ ণ ত থ দ ধ ন প ক এই দশটি বর্ণভাস করিবে ।
 দ্বাদশদলযুক্ত প্রবালরুচিসন্নিভ অনাহত পদ্মে ক থ গ ষ ঙ চ ছ জ
 ঝ ঞ ট ঠ এই বারটি বর্ণভাস করিবে । ষোড়শদলযুক্ত ধূত্নবর্ণ বিগুহ-
 পদ্মে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ১ ২ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই বোলটি
 বর্ণভাস করিবে । দ্বিদলযুক্ত চন্দ্রাভ আজ্ঞাচক্রে হ ক এই
 দুইটি বর্ণভাস করিবে । সর্ববর্ণবিভূষিত মণির ত্রায় প্রভাশালী
 সহস্রারপদ্মে অকথাদি ত্রিরেখা মধ্যে হ ল ক এই তিন বর্ণ এবং

এবং সমাহিতমনা ধ্যানেন্ন্যাসোহমাস্তরঃ ।
 মূলাদিব্রহ্মরক্ষাস্তং বিজ্ঞাং ধ্যানেচ্চিদাঙ্গিকাম্ ॥ ২৩ ॥
 বিন্দুশ্রুতসুধাসারৈস্তপ্নয়েন্মাতৃকাং ত্রয়েৎ ।
 ঐকৈকং বর্ণমুচ্চাৰ্য্য মূলাধারাদ্ভবোহস্তিকম্ ॥ ২৪ ॥
 নমোহস্তমিতি চ ত্রাসঃ আস্তরঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 বাহুং বৈ মাতৃকাত্রাসং শৃণুহাবহিতো যম ॥ ২৫ ॥
 বহুধ্বজা ত্রসন্ বিদ্বান্ বাগীশত্বং লভেদিহ ।
 ললাটমুখবৃত্তাক্ষিক্রতিদ্রাণেব্ গণ্ডয়োঃ ॥ ২৬ ॥
 ওষ্ঠদন্তোত্তমাজাতদোঃপৎসদ্যাগ্রকৈবু চ ।
 পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংশকে ॥ ২৭ ॥
 ককুদ্যাংশে চ হৃৎপূৰ্বপাদিপাদযুগে তথা ।
 জঠরাননয়োর্যন্তেন্নাতৃকার্ণান্ বথাক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

স্বষ্টিস্থিতিলয়াক্রমক নাদবিন্দুত্রাস করিবে। সাধক সমাহিতমনা হইয়া এইরূপে যে ত্রাস করেন, তাহারই নাম আস্তরত্রাস। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরক্ষ পর্য্যন্ত চিদাঙ্গিকা বিদ্যার ধ্যান করিবে এবং বিন্দুশ্রুত সুধাসার দ্বারা তাঁহার তপ্নন করিবে। অস্ত্রে নমঃ শব্দ সংযুক্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে মূলাধার হইতে ক্রমধা-পর্য্যন্ত এক একটি বর্ণের ত্রাসই আস্তরত্রাস। অনন্তর বাহুমাতৃকা-ত্রাস বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥ ললাটে, মুখবৃত্তে, অক্ষিতে, শ্রুতিতে, দ্রাণে, গণ্ডে, ওষ্ঠে, দন্তপঙ্ক্তিতে, উত্তমাদে, বদনে, হস্ত ও পদের সঙ্খ্যাগ্রে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, জঠরে, হৃদয়ে, অংশে, ককুদে, হৃদয়ে, হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, জঠরে ও মুখে বথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সকল ত্রাস করিবে ॥ ২৬-২৮ ॥

চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংসূতা ।
 সবিসর্গা সোভরা চ রহস্ত্রমপি কথ্যতে ॥ ৯৯ ॥
 বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভরা ভক্তিদায়িকা ।
 সবিসর্গা পুত্রপ্রদা সবিন্দুর্কিত্তদায়িনী ॥ ১০০ ॥
 কেশবাদি ততো ত্রাসং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।
 ঋষিঃ প্রজাপতিশ্চন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ ॥ ১০১ ॥
 অর্দ্ধলক্ষ্মী হরিঃ প্রোক্তাঃ শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকম্ ।
 করশুদ্ধিবিধানঞ্চ বিধায় ধ্যানমাচরেৎ ॥ ১০২ ॥
 উদ্যাদানিত্যসঙ্কশং তপ্তজ্ঞানদপ্রভম্ ।
 কমলা-বসুধাশোভিপার্শ্বদ্বং পরাৎপরম্ ॥ ১০৩ ॥
 বিচিত্ররত্নবিহিতনানালঙ্কারভূষিতম্ ।
 পীতবস্ত্রপরীধানং শঙ্খকৌমোদকাকরম্ ॥ ১০৪ ॥

মাতৃকাত্রাস কেবল, বিন্দুসংসূক্ত, সবিসর্গ ও উভয়সংযুক্ত ভেদে
 চতুর্দ্ধিধ। তন্মধ্যে কেবলমাতৃকা বিদ্যাকরী, উভয়সংযুক্তা ভক্তি-
 দায়িকা, সবিসর্গা পুত্রপ্রদা এবং সবিন্দু সম্পত্তিদায়িনী ॥ ৯৯-১০০ ॥
 ইহার পর কেশবাদিত্রাস করা উচিত। এই মন্ত্রের প্রজাপতি
 ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, অর্দ্ধলক্ষ্মী শ্রীহরি দেবতা। শ্রীবীজ
 দ্বারা ষড়ঙ্গত্রাস এবং করশুদ্ধি করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ১০১-১০২ ॥
 ধ্যান যথা,—ইনি উদিত দিবাকরের ত্রায় জ্যোতিঃসম্পন্ন,
 তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, পার্শ্বদ্বয়ে কমলা ও বসুধা কর্তৃক শোভিত, বিচিত্র
 রত্ননির্মিত, নানালঙ্কারভূষিত, পীতবস্ত্রপরিহিত ও শঙ্খচক্রগদা-

বামতশ্চক্রেপদে চ ধ্যাদৈবং বিভ্রসেত্ততঃ ।
 প্রণবং পূৰ্বমুচ্চাৰ্য্য শ্রীবীজং তদনন্তরম্ ॥ ১০৫ ॥
 মাতৃকাং ততো ব্রহ্মেদ্বক্ষ্যামি তৎপ্রকারকম্ ।
 কেশবং বিভ্রমেৎ কীর্ত্তা কান্ত্যা নারায়ণং ব্রহ্মেৎ ॥ ১০৬ ॥
 মাধবং তুষ্টিসহিতং গোবিন্দং পুষ্টিসংযুতম্ ।
 ধৃত্য বিষ্ণুং শান্তিযুতং মধুসূদনমেব চ ॥ ১০৭ ॥
 ত্রিবিক্রমঞ্চ ক্রিয়য়া বামনং দয়য়া ব্রহ্মেৎ ।
 শ্রীধরং মেধয়া ব্রহ্ম হৃদীকেশঞ্চ হর্ষয়া ॥ ১০৮ ॥
 শঙ্করাম্বুজনাভঞ্চ লজ্জাদামোদরৌ ততঃ ।
 বাসুদেবং ততো লক্ষ্ম্যা সঙ্কস্রণং সরস্বতীম্ ॥ ১০৯ ॥
 প্রহ্ম্যং বিভ্রমেৎ প্রীত্যা রত্যা চৈবানিরুদ্ধকম্ ।
 চক্রিণং জয়য়া ব্রহ্ম দুর্গয়া গদিনং তথা ॥ ১১০ ॥
 শার্ঙ্গিণং প্রভয়া সার্কং ঋজ্বিনং সত্যয়া সৎ ।
 শঙ্খিনং চণ্ডয়া সার্কং বাণ্যা চ হলিনং ব্রহ্মেৎ ॥ ১১১ ॥

পদ্মধারী ॥ ১০৩—১০৪ ॥ এইরূপে ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ প্রণব
 ও পরে শ্রীবীজ যোগ করিয়া পরস্পর মাতৃকাবর্ণ সকল উচ্চারণ
 করিতে হইবে । তাহার ক্রম যথা,— কীর্ত্তির সহিত কেশব, কান্তির
 সহিত নারায়ণ, তুষ্টির সহিত মাধব, পুষ্টির সহিত গোবিন্দ, ধৃতির
 সহিত বিষ্ণু, শান্তির সহিত মধুসূদন, ক্রিয়ার সহিত ত্রিবিক্রম,
 দয়ার সহিত বামন, মেধার সহিত শ্রীধর, হর্ষার সহিত হৃদীকেশ,
 শঙ্কার সহিত অম্বুজনাভ, লজ্জার সহিত দামোদর, লক্ষ্মীর সহিত
 বাসুদেব, সরস্বতীর সহিত সঙ্কস্রণ, প্রীতির সহিত প্রহ্ম্য, রতির

বিলাসিতা মুখলিনঃ শূলিনঃ বিজয়াযুতম্ ।

পাশিনঃ বিরজাযুক্তঃ বিশ্বাঙ্কুশিনঃ ত্রসেৎ ॥ ১১২ ॥

মুকুন্দঃ বিনয়াযুক্তঃ স্তম্ভানন্দদো ত্রসেৎ ।

সহ স্ত্যাত্য নন্দনঞ্চ নরঞ্চ ঋদ্ধিসংযুতম্ ॥ ১১৩ ॥

নরকজিৎ সমৃদ্ধ্যা চ শুদ্ধ্যা সহ হরিং ত্রসেৎ ।

বুদ্ধ্যা কৃষ্ণং ভক্ত্যা সত্যং সাব্রতং মতিসংযুতম্ ॥ ১১৪ ॥

শৌরিক্রমে শূররমে তথৈবোমাজনার্দনো ।

ক্রেদিত্তা ভূধরং বিশ্বমূর্ত্তিং ক্লিষ্টা ততো ত্রসেৎ ॥ ১১৫ ॥

বৈকুণ্ঠবন্দ্যে চৈব বসুধা পুরুষোত্তমো ।

বলী চ পরয়া যুক্তো বলাঙ্কুজপরায়ণে ॥ ১১৬ ॥

বালঞ্চ স্তম্ভয়া যুক্তঃ ব্রহ্মণঃ সদ্ধায়া যুতম্ ।

ব্রহ্মঞ্চ প্রমজয়া যুক্তঃ হংসকৈব প্রভাবুতম্ ॥ ১১৭ ॥

বরাহং নিশয়া যুক্তঃ বিমলং মেধয়া যুতম্ ।

বিদ্যায়া নরসিংহঞ্চ বিভ্রসেৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১৮ ॥

সহিত অনিরুদ্ধ, জয়ার সহিত চক্রী, চুর্গার সহিত পদী, প্রভার
সহিত শার্ঙ্গী, সত্যার সহিত খড়্গী, চণ্ডার সহিত শঙ্খী, বাণীর
সহিত হগী, বিলাসিনীর সহিত মুখলী, বিজয়ার সহিত শূলী,
বিরজার সহিত পাশী, বিশ্বার সহিত অঙ্কুশী, বিনয়ার সহিত মুকুন্দ,
স্তম্ভার সহিত নন্দন, স্ততির সহিত নন্দন, ঋদ্ধির সহিত নর,
সমৃদ্ধির সহিত নরকজিৎ, শুদ্ধির সহিত হরি, ভক্তির সহিত কৃষ্ণ,
বুদ্ধির সহিত সত্য, মতির সহিত সাব্রত, ক্রমার সহিত শৌরী,
রমার সহিত শূর, উমার সহিত জনার্দন, ক্রেদিনীর সহিত ভূধর,
ক্লিষ্টীর সহিত বিশ্বমূর্ত্তি, বসুধার সহিত বৈকুণ্ঠ, বসুধার সহিত

এবমঙ্গেষু বিস্তৃত্য ধ্যানা পূৰ্ণং সমাহিতঃ ।
 ভক্ত্যা তু পূজয়েদেবং সোহীভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৯ ॥
 কেশবাদিরয়ং ত্রাসো ত্রাসমাত্রেণ দেহিনাম্ ।
 অচ্যুতং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥
 কেশবাদ্যা ইমে শ্রামাঃ সৰ্কে নারায়ণাঃ স্মৃতাঃ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মসঙ্কজচতুষ্টয়াঃ ॥ ১২১ ॥
 পীতাম্বরধরা নিত্যং নানান্তরগভূষিতাঃ ।
 সা চ গোপী স গোপশ্চ সচক্রঞ্চ সপঞ্চকম্ ।
 সগদশ্চ সশঙ্খশ্চ দক্ষিণোদ্ধারকরক্রমাৎ ॥ ১২২ ॥
 ও নমোহৰ্ণং সমুচ্চাৰ্য্য নারায়ণমমুং বদেৎ ।
 প্রাণাশ্বানং তথোচ্চাৰ্য্য কেশবার ইতি স্মরেৎ ॥ ১২৩ ॥
 কীৰ্ত্ত্যৈ চ নমসা যুক্তমিত্যাদি ত্রাসমাচরেৎ ।
 মুমুকুবশ্চ যতন্তচরেয়ুর্ন্যাসমুত্তমম্ ॥ ১২৪ ॥

পুরুষোত্তম, পরার সহিত বলী, পরায়ণার সহিত বলামুজ, স্তম্ভার
 সহিত বাল, সঙ্কার সহিত বৃষ, প্রজ্ঞার সহিত বৃষ, প্রভার সহিত
 হংস, নিশার সহিত বরাহ, মেধার সহিত বিমল, বিদ্যার সহিত
 নরসিংহ, এইরূপে ত্রাস করিতে হইবে। এইরূপে ত্রাস করিয়া
 ভক্তিসহকারে ধ্যান করিলে অতীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়। ইহারই
 নাম কেশবাদিত্রাস। এই ত্রাসের প্রভাবে জীব অচ্যুতের সাক্ষ্য
 লাভ করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৫—১২০ ॥ এই
 কেশবাদি দেবতাসকল নারায়ণই; ইহারা সকলেই চতুর্ভূজ,
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পীতবসনপরিহিত, নিত্য নানান্তরগভূষিত।
 প্রথমতঃ ও নমঃ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে কেশবার পদ

এবং বা বিভ্রসেন্ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্ ।
 শ্রুতিধৃতিশ্চাহলক্ষ্মীঃ প্রাপ্যাস্তে হরিতাং ব্রজেৎ ॥ ১২৫ ॥
 বাগ্ভবাদ্যং ন্যসেন্ন্যাসং বাগীশত্বেমবাগ্গুয়াৎ ।
 ষদ্বদাদ্যং ত্রসেন্ন্যাসং তদ্বীজৈরঙ্গকল্পনম্ ॥ ১২৬ ॥
 তত্ত্বত্সাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ।
 ক্লুতেন যেন ত্রীদেবরূপতামেব যাত্যসৌ ॥ ১২৭ ॥
 মাদিকান্তানথার্ণাংশ্চ বীজাত্মৈকেশোচ্চরেৎ ।
 নমঃ পরায়ৈতুচ্চার্য্য ততস্তত্বাত্মনে নমঃ ॥ ১২৮ ॥
 জীবং প্রাণদ্বয়ধোক্তা সৰ্ব্বাঙ্গেষু প্রবিভ্রসেৎ ।
 ততোহুদয়যথো চ তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিভ্রসেৎ ॥ ১২৯ ॥
 বং বীজং মতিতত্ত্বঞ্চ অনহঙ্কারমেব চ ।
 যং বীজঞ্চ মনস্তত্ত্বমিত্যেবং ত্রিতয়ং ত্রসেৎ ॥ ১৩০ ॥

উচ্চারণ পূর্বক কীৰ্ত্তাদি ন্যাস করা উচিত । যুমুকু, যতি, সকলেই এই ন্যাসাচরণ করিবে । লক্ষ্মীবীজপুরঃসর এইরূপ ন্যাসে শ্রুতি, ধৃতি ও মহালক্ষ্মীরও ন্যাস করা হইয়া থাকে । এই ত্রাসে ত্রীহরির সাযুজ্যলাভ হয় । বাগ্ভববীজ যোগ করিয়া ত্রাস করিলে বাগীশত্ব লাভ হয় । যে যে বীজ আদিত্তে যোগ করিয়া ত্রাস করিবে, সেই সেই বীজ দ্বারাই অঙ্গন্যাস করিতে হইবে ॥ ১২১-১২৬ ॥

অনন্তর সাধক সিদ্ধিলাভার্থ তত্ত্বত্রাস করিবে । মকারাদি ককারান্ত বর্ণসকল এক একটি বীজের সহিত যোগ পূর্বক নমঃ পরায় উচ্চারণ করিয়া তত্বাত্মনে নমঃ এইরূপ বলিবে । জীব ও প্রাণদ্বয় উচ্চারণ পূর্বক সৰ্ব্বাঙ্গে ত্রাস করিবে । হৃদয়

- নং বীজং শব্দতত্ত্বঞ্চ ন্যাসেন্নোলৌ ততঃপরম্ ।
 ধং বীজং স্পর্শতত্ত্বঞ্চ বিত্তসেদাননে স্তুধীঃ ॥ ১৩১ ॥
 দং বীজং রূপতত্ত্বঞ্চ হৃদয়ে বিত্তসেত্ততঃ ।
 থং বীজং রসতত্ত্বঞ্চ বিন্যাসেদথ গুহ্যকে ॥ ১৩২ ॥
 তং বীজং গন্ধতত্ত্বঞ্চ পাদয়োরাথ বিন্যাসেৎ ।
 ণং বীজং শ্রোত্রতত্ত্বঞ্চ শ্রোত্রয়োরেব বিন্যাসেৎ ॥ ১৩৩ ॥
 চং বীজং ত্বক্‌তত্ত্বঞ্চ বিন্যাসেত্চি সাধকঃ ।
 ডং বীজং নেত্রতত্ত্বঞ্চ নেত্রয়োরেব বিন্যাসেৎ ॥ ১৩৪ ॥
 ঠং বীজং রসনাতত্ত্বঞ্চ রসনায়ামথো ন্যাসেৎ ।
 টং বীজং জ্ঞানতত্ত্বঞ্চ নাসিকায়াম্ প্রবিন্যাসেৎ ॥ ১৩৫ ॥
 ঞ্জং বীজং বাক্যতত্ত্বঞ্চ বিন্যাসেত্চাচি সাধকঃ ।
 ঝং বীজং পাণিতত্ত্বঞ্চ পাণ্যোরেব প্রবিন্যাসেৎ ॥ ১৩৬ ॥

মধ্যে তত্ত্বত্রয় গ্রাস করিবে । বং বীজ মতিতত্ত্ব অনহঙ্কার এবং
 বং বীজ মনস্তত্ত্ব, এইরূপে তত্ত্বত্রয় গ্রাস করিবে ॥ ১২৭—১৩০ ॥
 তদনন্তর নং বীজ ও শব্দতত্ত্ব মৌলিতে গ্রাস করিবে । মুখে
 ধং বীজ ও স্পর্শতত্ত্ব গ্রাস করিবে । হৃদয়ে দং বীজ এবং রূপ-
 তত্ত্ব গ্রাস করিবে । গুহ্যে থং বীজ ও রসতত্ত্ব গ্রাস করিবে ।
 পাদদ্বয়ে তং বীজ ও গন্ধতত্ত্ব গ্রাস করিবে । কর্ণদ্বয়ে ণং বীজ
 ও শ্রোত্রতত্ত্ব গ্রাস করিবে । ত্বকে চং বীজ ও ত্বক্‌তত্ত্ব গ্রাস
 করিবে । নেত্রদ্বয়ে ডং বীজ ও নেত্রতত্ত্ব ন্যাস করিবে ।
 রসনাতে ঠং বীজ ও রসনাতত্ত্ব গ্রাস করিবে । নাসিকাতে টং বীজ
 ও জ্ঞানতত্ত্ব গ্রাস করিবে । বাগিদ্বয়ে ঞ্জং বীজ ও বাক্যতত্ত্ব
 ন্যাস করিবে । পাণিদ্বয়ে ঝং বীজ ও পাণিতত্ত্ব গ্রাস করিবে ।

- জং বীজং পাদতত্ত্বঞ্চ পাদয়োরেব বিন্যাসেৎ ।
 ছং বীজং পায়ুতত্ত্বঞ্চ পায়ৌ ন্যাসেৎ সমাহিতঃ ॥ ১৩৭ ॥
 চং বীজং লিঙ্গতত্ত্বঞ্চ বিন্যাসেদথ শিশ্নুকে ।
 ঙং বীজং তর্জ্জ্বাকাশঃ পুনশ্চৌলৌ প্রবিন্যাসেৎ ॥ ১৩৮ ॥
 ষং বীজং বায়ুতত্ত্বঞ্চ বদনে বিত্তসেৎ পুনঃ ।
 গং বীজং তেজস্তত্ত্বঞ্চ বিন্যাসেৎ হৃদয়ে স্তবীঃ ॥ ১৩৯ ॥
 ঋং বীজং জলতত্ত্বঞ্চ পুনঃ শিশ্নু প্রবিত্তসেৎ ।
 কং বীজং পৃথিবীতত্ত্বঞ্চ বিন্যাসেৎ পাদয়োঃ পুনঃ ॥ ১৪০ ॥
 শং বীজং হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বঞ্চ হৃদি প্রবিন্যাসেৎ ।
 হং বীজং সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বঞ্চ হৃদি চ বিন্যাসেৎ ॥ ১৪১ ॥
 সং বীজং চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্বস্তত্র প্রবিন্যাসেৎ ।
 রং বীজং বহ্নিমণ্ডলতত্ত্বঞ্চ তত্রৈব বিন্যাসেৎ ॥ ১৪২ ॥
 ষং পরমেষ্ঠীতত্ত্বঞ্চ বায়ুদেবঞ্চ মূর্দ্ধনি ।
 ষং বীজমথ পুংস্তত্ত্বং সঙ্কর্ষণমথো মুখে ॥ ১৪৩ ॥

পাদদ্বয়ে জং বীজ ও পাদতত্ত্ব ন্যাস করিবে । পায়ুতে ছং বীজ ও পায়ুতত্ত্ব ন্যাস করিবে । শিশ্নুে চং বীজ ও লিঙ্গতত্ত্ব ন্যাস করিবে । পুনর্জ্বার মৌলিতে ঙং বীজ ও আকাশতত্ত্ব ন্যাস করিবে । বদনে ষং বীজ ও বায়ুতত্ত্ব ন্যাস করিবে । হৃদয়ে গং বীজ ও তেজস্তত্ত্ব ন্যাস করিবে । শিশ্নুে ঋং বীজ ও জলতত্ত্ব ন্যাস করিবে । পাদদ্বয়ে কং বীজ ও পৃথিবীতত্ত্ব ন্যাস করিবে । হৃদয়ে শং বীজ ও হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্ব ন্যাস করিবে । হৃদয়ে হং বীজ ও সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্ব ন্যাস করিবে । উহাতেই সং বীজ ও চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্ব ন্যাস করিবে । আবার রং বীজ ও বহ্নিমণ্ডলতত্ত্ব ন্যাস করিবে । মূর্দ্ধদেশে ষং বীজ, পরমেষ্ঠীতত্ত্ব ও

লং বীজং বিশ্বতত্ত্বঞ্চ প্রহ্মস্বং হৃদি বিহসেৎ ।
 বং বীজং প্রকৃতিতত্ত্বং অনিরুদ্ধম্পৃথকে ॥ ১৪৪ ॥
 লং বীজং সৰ্ব্বতত্ত্বঞ্চ পাদে নারায়ণং ত্রসেৎ ।
 ক্ষৌঃ বীজং কোপতত্ত্বঞ্চ নৃসিংহং সৰ্ব্বগাত্রকে ॥ ১৪৫ ॥
 এং তত্ত্বানি বিব্রজ্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।
 দশাক্ষরেণ চেত্তত্ত্ব অষ্টাবিংশতি রেচয়েৎ ॥ ১৪৬ ॥
 পূরয়েদ্বায়ম্ভা তত্ত্বদ্বারয়েত্ত্বং প্রমাণতঃ ।
 প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুণ্ডকৈঃ ॥ ১৪৭ ॥
 অষ্টাদশার্ণেন চেত্তত্ত্বা দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ ।
 একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪৮ ॥
 পূরয়েৎ সপ্তজপেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ।
 সৰ্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেণ বীজেনানেন চাচরেৎ ॥ ১৪৯ ॥

বাহুদেবকে ত্রাস করিবে । মুখে যং বীজ পুস্তক ও সৰ্ব্বৰ্ণকে ন্যাস
 করিবে । হৃদয়ে লং বীজ, বিশ্বতত্ত্ব ও প্রহ্মস্বকে ন্যাস করিবে ।
 উপস্থে বং বীজ, প্রকৃতিতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধকে ন্যাস করিবে ।
 পাদে লং বীজ, সৰ্ব্বতত্ত্ব ও নারায়ণকে ধ্যান করিবে । সৰ্ব্বগাত্রে
 ক্ষৌঃ বীজ, কোপতত্ত্ব ও নৃসিংহকে ত্রাস করিবে ॥ ১৪১-১৪৫ ॥
 এইরূপে তত্ত্বত্ৰাস করিয়া পরে প্রাণায়াম করিবে । দশাক্ষর মন্ত্র
 দ্বারা প্রাণায়ামকালে অষ্টাবিংশতি রেচন করিবে । ঐ প্রমাণে
 বায়নাসিকায় পূরণ ও নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূৰ্ব্বক যথানিয়মে কুস্তক
 করিবে । এইরূপ রেচক, কুস্তক, পূরক দ্বারা একবার প্রাণায়াম
 হয় । অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়ামকালে দ্বাদশ রেচন করিবে ।
 কামবীজ দ্বারা পৃথক পৃথক একবার রেচন করিবে । সাতবার

অশক্তৌ কথিতশ্চৈবং শক্তৌ চ যোগিনাং মতম্ ।
 অথবা সৰ্ব্বমন্ত্ৰেষু বর্ণাহুত্ৰমতো জপন ॥ ১৫০ ॥
 প্রাণায়ামধরেন্মাত্ৰী রেচপূরককুন্তকৈঃ ।
 মন্ত্ৰপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যোগিকং কথয়ামি তে ॥ ১৫১ ॥
 রেচয়েদক্ষরা বিদ্বান্ মাত্ৰাষোড়শকেন চ ।
 দ্বাত্রিংশমাত্ৰাপূৰ্ণ্য চতুঃষষ্ঠ্যা তু ধারয়েৎ ॥ ১৫২ ॥
 একাশ্বাস্টকমাত্ৰো মাত্ৰায়া নিয়মো মতঃ ।
 বামজাহ্নুনি তদ্বস্ত্রাদ্রামণং বাবতা ভবেৎ ॥ ১৫৩ ॥
 কালেন মাত্ৰা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।
 প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগৰ্ভশ্চ নিগৰ্ভকঃ ॥ ১৫৪ ॥
 সগৰ্ভো মন্ত্ৰজাপেন প্রাণায়ামো মতো বৃধৈঃ ।
 নিগৰ্ভশ্চ প্রাণায়ামো মাত্ৰায়াঃ সংখ্যায়া ভবেৎ ॥ ১৫৫ ॥

জপদ্বারা পূরণ করিবে । বিংশতিবার জপদ্বারা ধারণ করিবে ।
 সকল কৃষ্ণমন্ত্ৰেই কামবীজ দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে ॥ ১৪৬-১৪৯ ॥
 আবার সকল মন্ত্ৰেই বর্ণাহুত্ৰমে জপ করিয়া প্রাণায়াম
 করিবে । ইহার নাম মন্ত্ৰ-প্রাণায়াম । অতঃপর যোগিক প্রাণায়াম
 উক্ত হইতেছে ।—ষোড়শমাত্ৰায় দক্ষনাসাপুটের দ্বারা রেচন
 করিবে । দ্বাত্রিংশমাত্ৰায় বামনাসায় পূরণ করিবে । চতুঃষষ্টি-
 মাত্ৰায় উভয় নাসা কঙ্ক করিয়া কুন্তক করিবে । একটি শ্বাসই
 একটি মাত্ৰার নিয়ম । যাবৎকালে বামহস্ত দ্বারা বামজাহ্নুর
 দ্রামণ হয়, তাবৎ কালকেই বেদবিদ্ মুনিগণ এক একটি মাত্ৰা
 বলিয়া থাকেন । প্রাণায়াম আবার সগৰ্ভ ও নিগৰ্ভভেদে
 দ্বিবিধ । মন্ত্ৰজপ বা মাত্ৰার সংখ্যা অনুসারে যে প্রাণায়াম,

প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ ।
 প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রাণায়ামাৎ পরং পদম্ ॥ ১৫৬ ॥
 প্রাণায়ামাৎ পরং যোগঃ প্রাণায়ামাৎ পরং ধনম্ ।
 নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি কথিতং তব শ্রুতত ॥ ১৫৭ ॥
 বৎসরভ্যাসযোগেন ব্রহ্মসাক্ষাত্তবেদুঃ প্রবম্ ।
 চৈতন্তাবরণং যদ্বৎ কীর্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫৮ ॥
 প্রাণায়ামং বিনা মুক্তিমার্গো নাস্তি ময়োদিতম্ ।
 প্রাণায়ামং বিনা যচ্চ সাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৫৯ ॥
 প্রাণায়ামেন মুনয়ঃ সিদ্ধিমাপূর্ণ চাত্তথা ।
 প্রাণায়ামপরো যোগী ন যোগী শিব এব সঃ ॥ ১৬০ ॥
 গমনাগমনং বারোঃ প্রাণস্র ধারণং তথা ।
 প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ১৬১ ॥

তাহারই নাম সগর্ভ প্রাণায়াম । আর এতস্তিন্ন প্রাণায়ামের নাম
 নিগর্ভপ্রাণায়াম । প্রাণায়াম হইতেই পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ হয় ।
 প্রাণায়ামই পরম তপ, প্রাণায়াম হইতেই পরমজ্ঞান ও পরমপদ
 লাভ হয় । প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ যোগ এবং উহাই পরম ত্রৈলোক্যের
 সাধক । প্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । প্রাণায়াম এক
 বৎসরকাল অভ্যাস করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় । যে কিছু অনিচ্ছা-
 মালিন্য আবাদিপের জীবচৈতন্তকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে,
 একমাত্র প্রাণায়ামেই তাহার ক্ষয় হয় । প্রাণায়াম ভিন্ন আর মুক্তি-
 পথ নাই । প্রাণায়ামভিন্ন সকল সাধনই বিফল হয় । মুনিগণ প্রাণা-
 যাম দ্বারাই সকল সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । যে যোগী প্রাণায়াম-
 পরায়ণ তিনি সাক্ষাৎ শিবভূতা ॥ ১৫০-১৬০ ॥ যোগশাস্ত্রাভিষ্ঠ

প্রাণো বায়ুরিতি খ্যাত আয়ামস্তন্নিরোধনম্ ।
 প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনম্ ॥ ১৬২ ॥
 আশ্বস্তয়োৰ্ব্বিধীয়েন্তে নাসিকাপুটচারিণঃ ।
 রেচয়েদক্ষয়া নাসা পূরয়েদ্ব্যমতন্ততঃ ॥ ১৬৩ ॥
 ষাট্রিংশদভ্যাসেন্নজ্ঞঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ।
 ব্রহ্মহত্যা সুরাপানমগম্যাগমনং তথা ॥ ১৬৪ ॥
 সৰ্ব্বমাস্ত দহত্যেব প্রাণায়ামেন বৈ দ্বিজ ।
 ক্রণহত্যাদিপাপানি নাশয়েন্মাসমাজ্ঞতঃ ॥ ১৬৫ ॥
 প্রাতঃ সায়ং চরেন্নিত্যাং ষোড়শ প্রাণসংযমান্ ।
 নাশয়েৎ সৰ্ব্বপাপানি তুলরাশিমিবানলঃ ॥ ১৬৬ ॥
 সৰ্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ।
 স্বদেহস্থং যথা সর্পশ্চন্দ্রোৎসজ্য নিরাময়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

ব্যক্তিগণ প্রাণবায়ুর গমনাগমন ও তাহার অবরোধকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন ॥ ১৬১ ॥ প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু এবং আয়াম শব্দের অর্থ তাহার গতিরোধ । এই প্রাণায়ামই যোগীদিগের যোগসাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রাণায়ামের আদি ও অন্তে বায়ু দ্বারা নাসাপুটচারী হয় । দক্ষিণনাসিকা দ্বারা ত্যাগ ও বামনাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিতে হয় । এইরূপ ষাট্রিংশদবার মন্ত্রজপ করিলেই একটি প্রাণায়াম করা হয় । ব্রহ্মবধ, সুরাপান, অগম্যাগমন প্রভৃতি মহাপাতকসকলও ঐ প্রাণায়াম দ্বারাই শীঘ্র ধ্বংস হইয়া থাকে ও ক্রণহত্যা দি পাতকও নামমাত্রে বিনষ্ট হয় । প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ষোড়শবার প্রাণায়ামকারী ব্যক্তির অনলে তুলরাশির তায় সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬২-১৬৬ ॥ প্রাণায়াম সকল পাপেরই

প্রাণায়ামান্তথা ধক্ষত্যবিজ্ঞাং কামকর্মজাম্ ।
 অথবা কিং বহুজ্ঞেন শৃণু গৌতম মঘচঃ ॥ ১৬৮ ॥
 প্রাণায়ামান্নহি পরং যোগিনাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ।
 প্রাণায়ামং বিধায়েতৎ দেহে পীঠানি বিভ্রসেৎ ॥ ১৬৯ ॥
 আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্যং শূকরমেবচ ।
 পৃথিবীং ক্ষীরসিদ্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ মধ্যাতঃ ॥ ১৭০ ॥
 তন্মধ্যে রত্নগেহঞ্চ সর্কভীষ্টফলপ্রদম্ ।
 গেহমথো করবৃক্ষং সর্বরত্নমহোচ্ছলন ॥ ১৭১ ॥
 দক্ষাংশে দক্ষিণকটৌ তথা বামদ্বয়ে পুনঃ ।
 ধন্যং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং বিভ্রাসেদৈশ্বর্যং তথা ॥ ১৭২ ॥
 মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বে তানপূর্বাংশু বিভ্রসেৎ ।
 বিভ্রান্তেবং পুনর্দ্বাদিপদ্যং বিশ্বময়ং ত্রসেৎ ॥ ১৭৩ ॥

প্রায়শ্চিত্ত । সর্প বেরূপ নিজদেহস্থ পুরাতন চর্ম ত্যাগ করিয়া
 নিরাময় হয়, সেইরূপ নিত্য প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তিরও কামকর্মজ
 অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া থাকে । অধিক বলা নিম্নয়োজন, যোগিগণের
 মুক্তিসাধনে প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ উপায় । অতএব প্রাণায়াম অনুষ্ঠান
 করিয়া পরে নিজদেহে পীঠস্থাপন করিবে । আধারশক্তি, প্রকৃতি,
 কূর্ম্য, শূকর, পৃথিবী, ক্ষীরসিদ্ধু ও তাহার মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামক
 পীঠ চিন্তা করিবে । ঐ শ্বেতদ্বীপ-মধ্যস্থিত রত্নগেহ পীঠসকল অভীষ্ট-
 ফল প্রদান করিয়া থাকে । ঐ গেহমধ্যে আবার সর্বরত্নমহোচ্ছলন
 করবৃক্ষ । দক্ষাংশ, দক্ষিণকটি, বামাংশ ও বামকটিতে যথাক্রমে ধন্য,
 জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য বিভ্রাস করিতে হইবে ॥ ১৬৭-১৭২ ॥
 মুখপার্শ্ব ও নাভিপার্শ্বে ঐ চারিটিই আবার নঞ যোজন (অদম্য,

প্রকৃত্যষ্টলসংপত্রং বিকারময়কেশরম্ ।
 তন্মধ্যে বিভ্রসেন্নস্ত্রী পঞ্চাশদ্বর্ণকণিকাম্ ॥ ১৭৪ ॥
 প্রণবস্ত্র ত্রিভিষ্মজ্জৈর্বিভ্রসেন্নগুণত্রয়ম্ ।
 কলাভিঃ সহিতং তদ্বদশদ্বাদশষোড়শৈঃ ॥ ১৭৫ ॥
 অকারোকারমকারাঃ প্রণবাংশোভবাক্ষরাঃ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাখ্যাঃ সমষ্টিব্যাপ্তিরূপকাঃ ॥ ১৭৬ ॥
 সমষ্ট্যা কেবলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।
 স্ববীজপূর্বকাস্তত্র সজ্জাদীনথ বিভ্রসেৎ ॥ ১৭৭ ॥
 তদংশেনৈব মতিমান্ ত্রসেন্দোঅচতুষ্টিম্ ।
 আত্মান্তরাঅপরমাত্মজ্ঞানাত্মানশ্চ তে মতাঃ ॥ ১৭৮ ॥
 আত্মাসৌ জাগরঃ স্থলো বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপকঃ ।
 নামাত্তবীজসহিতং তন্মধ্যে চ ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৭৯ ॥

অজ্ঞান ইত্যাদি) করিয়া বিভ্রাস করিতে হইবে। এইরূপ পীঠভাসের
 পর আবার হৃদয়ে বিশ্বময় পদভ্রাস করিবে। প্রকৃতিরূপ অষ্ট-
 পত্রপরিশোভিত নানাবিধ বিকারস্বরূপ কেশরসংযুক্ত ঐ পদ্মে
 অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ কণিকা বিভ্রাস করিবে।
 তিনটি প্রণব দ্বারা মণ্ডলত্রয় বিভ্রাস করিবে এবং কলাসহিত দশ,
 দ্বাদশ ও ষোড়শ মন্ত্রদ্বারাও ঐরূপ করিবে। প্রণবের অকার,
 উকার ও মকার, প্রণবেরই অংশ। উহা সমষ্টিরূপে সচ্চিদানন্দ-
 লক্ষণ ব্রহ্ম ও ব্যাপ্তিরূপে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরস্বরূপ। পূর্বের কথিত
 মণ্ডলমধ্যে স্ববীজপূর্বক সজ্জাদিরও ভ্রাস করিতে হইবে। পরে
 আত্মচতুষ্টিও ভ্রাস করিবে। আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা
 ইহারাই আত্মচতুষ্টি। আত্মা জাগর, স্থল, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপক।

অতএব হৃদি ত্তন্ত্ৰেণাথ্ বৃত্তিহৃদয়ে স্থিতা ।
 অন্তরঙ্গতয়া চায়মন্তরায়া হৃদন্তরে ॥ ১৮০ ॥
 মনোময়ন্তৈজসাখ্যচান্তরিত্তিরিবৃত্তিধ্বক্ ।
 অতএব মূনে চায়ং অন্তরায়েতি কীর্ত্যতে ॥ ১৮১ ॥
 অং বীজধাতু গদিতং তৎপূর্বং বিভ্রসেৎ সুধীঃ ।
 পরমায়া স্ফুট্যাখ্যো মনোব্যাবৃত্তিহারকঃ ॥ ১৮২ ॥
 বিলয়ে চেদ্রিয়ে তত্র স্বস্থঃ কেবলে স্থিতঃ ।
 পং বীজাং পরমায়াণং যজেন সৰ্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৮৩ ॥
 সন্ধৰ্ষণচানিরুদ্ধঃ প্রহ্মায়শ্চেতি তজ্জয়ম্ ।
 জ্ঞানাত্মাসৌ বাসুদেবঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রাক্করূপকঃ ॥ ১৮৪ ॥
 বৃত্তিভয়ে বিলীনে তু কেবলং স্থচিৎকলঃ ।
 স্ফুট্যা বাসুদেবোহসৌ চিৎকলো প্রকৃতিঃ পরা ॥ ১৮৫ ॥
 বীজং তন্ত্ৰ প্রবক্ষ্যামি কেবলং স্থচিৎকরম্ ।
 ব্যোমাকরং বহিসংস্থং তূর্য্যস্বরসমম্বিতম্ ॥ ১৮৬ ॥

উহার বীজ অকার এবং উহা হৃদয়মধ্যে অবস্থিত, অতএব
 হৃদয়স্থিত বাগ্‌বৃত্তির প্রবর্তক ঐ আত্মাকে হৃদয়েই শ্রাস করিবে ।
 তাহা অপেক্ষা যিনি অন্তরঙ্গ, তিনিই অন্তরায়া । ইনি মনোময়,
 তৈজসাখ্য এবং ইনিই অন্তরিত্তিরের বৃত্তিধারী ॥ ১৭৩-১৮১ ॥
 ইহার বীজ অকার দ্বারাই ইহার শ্রাস করিতে হইবে । ইনি
 স্ফুট্যাখ্য ও ইন্দ্রিয়বিলয়ে মনের ব্যাবৃত্তি হরণ পূর্বক শুদ্ধভাবেই
 অবস্থান করেন । পরমায়াণ বীজ পকার । ইনি সন্ধৰ্ষণ, প্রহ্মায় ও
 অনিরুদ্ধ স্বরূপ । বাসুদেবই জ্ঞানাত্মা । ইনি স্বয়ম্ভূ, প্রাক্ক এবং
 বৃত্তিভয়ের বিলয়ে চিৎস্ফুট্যাদিরূপে অবস্থিত । পরাপ্রকৃতি ঐ

নাদবিন্দুকলাযুক্তং বীজং তৎ সূখচিন্ময়ম্ ।
 বেদত্রয়োক্তং তৎ সারং সৰ্বকারণকারণম্ ॥ ১৮৭ ॥
 কেশরেঘশক্তিঃ চাষ্টপ্রকৃতিরূপিনীঃ ।
 মধ্যশক্তিঃ পরাখ্যা চ চিদানন্দস্বরূপিনী ॥ ১৮৮ ॥
 বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা চ শক্তয়ঃ ।
 প্রহরী সত্যা তথেশানাহুগ্রহা নবমী শ্রুতা ॥ ১৮৯ ॥
 নবশক্তিঃ প্রবিশন্ত ত্র্যসেক্তত্র মহামহম্ ।
 নমো ভগবতে প্রোক্তা সৰ্বভূতাত্মনেপদম্ ॥ ১৯০ ॥
 বাসুদেবপদং ভেদন্তঃ সৰ্বাশ্রয়োগসংযুক্তম্ ।
 বিজ্ঞেয়ঞ্চ ততো যোগপদ্বীপীঠাত্মনে নমঃ ॥ ১৯১ ॥
 অন্নং পীঠমহুঃ প্রোক্তঃ সৰ্বভূতাত্মকঃ পরঃ ।
 শ্রামলং কোমলং ধান তত্রোপরি বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

চিৎস্বরূপের কলারূপা । বিন্দু, সূখচিন্ময়, বেদসার ও সৰ্ব-
 কারণ প্রণবই ইহার বীজ । অষ্টপ্রকৃতি ইহার অষ্টশক্তি । মধ্যে
 চিদানন্দস্বরূপিনী পরাখ্যাশক্তি অবস্থিতা । বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞান-
 শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, যোগশক্তি, প্রহরীশক্তি, সত্যশক্তি, ইশানা-
 শক্তি ও অহুগ্রহাশক্তি, মোট এই নয়টি শক্তি । এই নবশক্তি-
 ত্র্যাসের পর ঐ স্থানে নমো ভগবতে সৰ্বভূতাত্মনে বাসুদেবার
 নমঃ, এই মহামন্ত্র ত্রাস করিবে । পরে সৰ্বাশ্রয়োগপদ্বীপীঠাত্মনে
 নমঃ, এই পীঠমন্ত্র ত্রাস করিবে । ঐ পীঠের উপরিভাগে শ্রামল
 ও কোমল ধান চিন্তা করিবে ॥ ১৮২-১৯২ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ ।

অথাখিলঃ শ্রাসজালং শৃণুস্বাবহিতোহনঘ ।

নিত্যশ্রাসাঃ পুরা প্রোক্তা যৈর্কিনা বিফলা ভবেৎ ॥ ১ ॥

মন্ততন্ত্রাশ্রনা সর্বাঃ প্রকারেণাপ্যাহুষ্টিতাঃ ।

ফলাধিক্যেচ্ছয়া শ্রাসান্ সমস্তপুরুষার্থদান্ ॥ ২ ॥

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেক্ষ্য যেন বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ।

স্বরষটকং যথাপূর্ব্বং পাশ্চাত্যঃ স্বরষটককম্ ॥ ৩ ॥

মূর্ত্তিষাদশকং তদ্বদ্বাসুদেবেন সংযুক্তম্ ।

কপালে বিভ্রসেদ্ধাত্ৰা কেশবঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, গৌতম ! অনন্তর আমি অখিল শ্রাসজাল বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । মন্ত-তন্ত্রাদি নিয়মামুসারে অহুষ্ঠিত হইলেও নিত্যশ্রাস ব্যতিরেকে কৰ্ম্ম বিফল হয় বলিয়া উহা পূর্ব্বকই উক্ত হইল । এফণে ফলাধিক্যের নিমিত্ত সমস্তপুরুষার্থপ্রদায়ক শ্রাসসকল কথিত হইতেছে ।— পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়টি স্বর যেরূপ পরবর্ত্তী ছয়টি স্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পূর্ণ হয়, তদ্রূপ দ্বাদশমূর্ত্তি বাসুদেব-সংযোগে পূর্ণমূর্ত্তি হয় । দ্বাদশমূর্ত্তিশ্রাসের প্রকার যথা ;—কপালে ধাতার সহিত কেশব,

নারায়ণঞ্চ জঠরে অৰ্য্যায়। সহ সংযুতম্।
 হৃদয়ে মাধবং চৈব মজ্জৈঃ সহ সংযুতম্ ॥ ৫ ॥
 গোবিন্দং গলকূপে চ বক্রণেন প্রবিভ্রসেৎ।
 বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে অংগুনা সহ বিভ্রসেৎ ॥ ৬ ॥
 ভূজাস্তে দক্ষিণে ত্র্যস্তোদভর্গেন মধুসূদনম্।
 পদ্যনাভং দক্ষগলে ত্র্যসেদ্বিবস্বতা যুতম্ ॥ ৭ ॥
 দামোদরমথেন্দ্রেণ বামপার্শ্বে ত্র্যসেৎ সুধীঃ।
 ভূজাস্তে বাহুদেবঞ্চ পুষ্ক। সহ প্রবিভ্রসেৎ ॥ ৮ ॥
 বামগলে সঙ্কর্ষণং পর্জন্তেন চ বিভ্রসেৎ।
 পৃষ্ঠদেশে চ প্রহ্লায়ং স্বষ্টী। সহ প্রবিভ্রসেৎ ॥ ৯ ॥
 ককুদ্বেশেহনিকরুং তং বিষ্ণুনা সহ বিভ্রসেৎ।
 দ্বাদশাঙ্করং মন্থবরং বিভ্রসেদ্রুক্ষরকুকে ॥ ১০ ॥
 বাহুদেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ব্যাপিতস্তস্ত্র্য তেজসা।
 ত্রিমাত্রিকং সমুচ্চ্য নমো ভগবতে লিখেৎ ॥ ১১ ॥

জঠরে অৰ্য্যায়ার সহিত নারায়ণ, হৃদয়ে মজ্জের সহিত মাধব, গল-
 কূপে বক্রণের সহিত গোবিন্দ, দক্ষিণপার্শ্বে অংগুর সহিত বিষ্ণু,
 ভূজাস্তে ভর্গের সহিত মধুসূদন, দক্ষগলে বিবস্বানের সহিত
 পদ্যনাভ, বামপার্শ্বে ইন্দ্রের সহিত দামোদর, ভূজাস্তে পুষ্ণের সহিত
 বাহুদেব, বামগলে পর্জন্তের সহিত সঙ্কর্ষণ, পৃষ্ঠদেশে স্বষ্টার
 সহিত প্রহ্লায়, ককুদ্বেশে বিষ্ণুর সহিত অনিরুদ্ধকে ত্রাস করিবে
 এইরূপে ব্রহ্মরুদ্ধে দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র ত্রাস করিবে ॥ ১-১০ ॥ ত্রিমাঃ ক

বাসুদেবং চতুর্থ্যন্তঃ মন্ত্রোহয়ং সুরপাদপঃ ।
 অস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ বাসুদেবঃ প্রজায়তে ॥ ১২ ॥
 মন্ত্রসংপুটিতাং ত্র্যশ্চিন্নাতৃকাং বিশ্বমাতরম্ ।
 তেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধোষসংঘাতনাশনাং ॥ ১৩ ॥
 দশার্ণগোলকত্ৰাসং বক্ষ্যে সংভূতিদায়কম্ ।
 মন্ত্রং দশাবুত্তিরূপং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৪ ॥
 আধারে চ ধ্বজে নাভৌ হৃদি গলমুখাংশকে ।
 উরুদয়ে করুণায়ঃ নাভ্যাং কুক্ষৌ স্তনদয়ে ॥ ১৫ ॥
 পার্শ্বদয়ে তথা শ্রোণ্যোর্নস্তকাস্ত্রে চ নেত্রয়োঃ ।
 কর্ণনাসিকয়োস্তুদ্বং কপোলে করসন্ধিশু ॥ ১৬ ॥
 তদগ্রে পাদয়োঃ সন্ধৌ তদগ্রেধপি চাদরাং ।
 মন্ত্ৰকে তং প্রতীচ্যাদিদিশাশু ব্যাপকং ত্র্যসং ॥ ১৭ ॥

অর্থে প্রণব, তৎপরে নমোভগবতে এই পদ, শেষে চতুর্থ্যয়
 বাসুদেব, অর্থাৎ বাসুদেবায় ; ইহা দ্বারা হইল,—ওঁ নমো
 ভগবতে বাসুদেবায় । এইটি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র । এই দ্বাদশ অক্ষর
 মন্ত্রের সম্যক্ প্রকারে জ্ঞান হইলে ভগবান্ বাসুদেবের সাক্ষাৎ-
 কার লাভ হয় । এই মন্ত্রদ্বারা সংপুটিত করিয়া বিশ্বমাতৃকা ত্রাস
 করিতে হয় । উহা দ্বারা সকল দোষের বিনাশ হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি
 হয় ॥ ১২-১৩ ॥ এক্ষণে সংভূতিসাধক দশার্ণগোলকত্ৰাস কথিত
 হইতেছে । মন্ত্রের দশাবুত্তিরূপ ত্র্যাসের নামই দশার্ণগোলক-
 ত্রাস । ঐ মন্ত্রে আধারে, ধ্বজে, নাভিতে, হৃদয়ে, গলদেশে,
 মুখে, উরুদয়ে, করদয়ে, নাভিতে, কুক্ষিতে, স্তনদয়ে, পার্শ্বদয়ে,
 শ্রোণিদয়ে, মন্ত্ৰকে, মুখে, নেত্রদয়ে, কর্ণদয়ে, নাসিকাতে, কপোলে,

দোষোন্তথোরুদ্বয়ে মন্ত্রী শিরোহক্ষিমুখদেশকে ।

কণ্ঠসত্ত্ব নদকং চাধোজানুপ্রপৎস্ব বিত্তসেৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রোত্রগণ্ডাংশয়োর্ন্যস্তেজস্কোজপার্শ্বক্ষিচুরৌ ।

জানুজজ্বাভিষ্ম যুগলে ইথং বর্ণান্ প্রবিত্তসেৎ ॥ ১৯ ॥

বিভূতিপঞ্জরভ্রাসঃ সর্কভূতিপ্রবর্তকঃ ।

দশতত্ত্বং ততো ন্তস্তেজদর্শণং শীঘ্রসিদ্ধয়ে ॥ ২০ ॥

পৃথিব্যপ্তেজোমরুদ্বয়দ্বিত্তি পঞ্চতত্ত্বকম্ ।

অহঙ্কারো মহত্তত্ত্বং তথা প্রকৃতিপুরুষৌ ॥ ২১ ॥

পরমাত্মা চ তত্ত্বানি যথাবদবধারণম্ ।

পাদাষ্মুদয়ে বক্তে মূর্দ্ধি পঞ্চ ত্তসেত্ততঃ ॥ ২২ ॥

হৃদি দ্বয়ং ত্রয়ং ব্যাপ্ত্যা সর্কাস্তে বিত্তসেৎ সুধীঃ ।

মস্তকাদি ততো ন্তস্তেজদ্বাবৎ পাদাবসানকম্ ॥ ২৩ ॥

করসন্ধিতে, করাগ্রে, পাদসন্ধিতে ও পাদাগ্রে, প্রতীচ্যাদি দিক্-
ক্রমে ব্যাপকভ্রাস করিতে হইবে ॥ ১৪-১৭ ॥ হস্তদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে,
মস্তকে, কক্কে, মুখে, কণ্ঠদেশে, অক্ষিতে, হৃদয়ে, তুন্দে, জানুতে,
প্রপদে, শ্রোত্রে, গণ্ডে, অংশে, স্তনে, পার্শ্বে, ক্ষিচে, উরুতে, জানু-
দ্বয়ে, জজ্বাঘয়ে, অজ্জ্বাঘয়ে, এইরূপে বর্ণভ্রাস করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥
ইহাকে বিভূতিপঞ্জরভ্রাসও বলা হয়। এই ন্যাস করিলে সর্ক-
বিভূতি লাভ হয়। অনন্তর শীঘ্র সিদ্ধির নিমিত্ত দশতত্ত্বের ন্যাস
করিবে ॥ ২০ ॥ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী
তত্ত্ব। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা এই গুলিও তত্ত্ব।
পাদদ্বয়, হৃদয়, বক্তৃ ও মস্তকে পঞ্চতত্ত্ব ভ্রাস করিবে ॥ ২১-২২ ॥
হৃদয়ে দুই এবং সর্কাস্তে তিন তত্ত্বভ্রাস দ্বারা মস্তক হইতে পাদ

অয়ং ত্রাসো গুপ্ততমো মজ্জাণাং শীঘ্রসিদ্ধিঃ ।

কার্যোহন্তেষ্বপি গোপালমন্তেষ্বপি বিশালধীঃ ॥ ২৪ ॥

দশাক্ষরস্ত বর্ণাংশ্চ সংহারক্রমতো ন্যাসেৎ ।

সৃষ্টিন্যাসে মনোরস্ত বর্ণান্ বিপরীতান্যাসেৎ ॥ ২৫ ॥

একৈকাক্ষরমুচ্চাৰ্য্য নমোহন্তস্ত ততঃ পঠেৎ ।

পরায়ৈতি চ তত্বানি তদন্তে নমসা সহ ॥ ২৬ ॥

মনসা বা ন্যাসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈশ্চ বাথবা মূনে ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাত্যাং বা অন্যথা বিকলং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি ত্রীদেবধিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পর্যন্ত ব্যাপকন্যাস করিবে ॥ ২৩ ॥ এই ন্যাস অতি গোপনীয়, ইহা সকল সিদ্ধির ফলপ্রদান করিয়া থাকে । দশাক্ষর মন্ত্রের বর্ণসকল দ্বারা সংহারন্যাস করিবে । সৃষ্টিন্যাসে ঐ মন্ত্রের বর্ণসকল বিপরীতক্রমে ন্যাস করিবে ॥ ২৪-২৫ ॥ এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া প্রথমে নমঃ শব্দ পরে পরায় অমুকতত্বাত্মনে নমঃ বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥ ঐ ত্রাস মনে মনে অথবা পুষ্প দ্বারা করিতে হইবে, অথবা অঙ্গুষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ঐ ত্রাস করিবে । অন্যথা বিকল হয় ॥ ২৭ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে তৃতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ ।

অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ সৰ্বদেবনমস্কৃতন ।
সৰ্বৰ্ত্তকুসুমোপেতং পতন্ত্ৰিগণনাদিতম্ ॥ ১ ॥
ভ্রমদলমরবন্ধারমুখরীকৃতদিম্বুখম্ ।
কালিন্দীজলকল্লোলশীতলানিলসেবিতম্ ॥ ২ ॥
নানাপুপ্পলতাবন্ধবৃক্ষশঙৈশ্চ মণ্ডিতম্ ।
সমানোদিতচন্দ্রাকতেজোদীপেন দীপিতম্ ॥ ৩ ॥
কমলোৎপলকঙ্কারধূলীধূসরিতাস্তরম্ ।
শাখামৃগগণাকীর্ণং নানামৃগনিবেবিতম্ ॥ ৪ ॥
দ্বাত্ৰিংশদ্বনসংবীতম্ বৈকুণ্ঠাদতিসৌখ্যদম্ ।
পূৰ্ণান্দরমুখৈর্দেবৈঃ সৰ্ব্বতঃ সমাধষ্ঠিতম্ ॥ ৫ ॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিকং সূর্য্যায়ুতসমপ্রভাম্ ॥
তত্র কল্লতরুত্বানং নিরতং রত্নবাবণম্ ॥ ৬ ॥

নারদ বলিলেন, — অনন্তর সৰ্বদেবনমস্কৃত, সৰ্বৰ্ত্তকুসুমোপেত,
পতন্ত্ৰিগণনাদিত, ইত্যন্ততঃ ভ্রমদলমরবন্ধারমুখরীকৃতদিম্বুখ, কালিন্দীজলকল্লোলশীতলানিলসেবিত, নানাপুপ্প-
লতাবন্ধবৃক্ষশঙৈশ্চ দ্বাত্ৰি মণ্ডিত, সমানোদিতচন্দ্রাকতেজোদীপেন
দীপিত, কমলোৎপলকঙ্কারধূলীধূসরিতাস্তর, শাখামৃগগণাকীর্ণ,

মাণিক্যশিখরোল্লাসি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ।
 নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সৰ্বতেজোবিরাজিতম্ ॥ ৭ ॥
 কলভারোল্লসচ্চিত্রং বিতানৈরুপশোভিতম্ ।
 রত্নতোরণগোপূরমাণিক্যবেদিকাস্থিতম্ ॥ ৮ ॥
 দিব্যষট্‌যুক্তমুক্তামণিশ্রেণীবিরাজিতম্ ।
 কোটিসূর্য্যসমভাসং নিম্নুক্তং ষট্‌তরঙ্গকৈঃ ॥ ৯ ॥
 বৃত্তকা চ পিপাসা চ প্রাণস্ত মনসস্তথা ।
 শোকমোহৌ শরীরস্ত জরামৃত্যু ষড়্‌র্থম্ ॥ ১০ ॥
 চতুর্দ্বারসমায়ুক্তং কপাটাস্তকশোভিতম্ ।
 রত্নপ্রদাপাবলিভিরন্তরেণোপশোভিতম্ ॥ ১১ ॥
 তত্র কল্পতরুং ধ্যাম্বেৎ হুবিষ্টং রত্নবায়ণম্ ।
 সেবিতং ঋতুভিঃ সৰ্বৈঃ সুপাশীকরবায়ণম্ ॥ ১২ ॥
 গারুড়তলসংপত্রং প্রবালরত্নপল্লবম্ ।
 মুক্তারত্নপ্রসবিনং পদ্মরাগকলোজ্জলম্ ॥ ১৩ ॥

নানামৃগনিষেবিত, বৈকুণ্ঠ হইতেও অতি সৌখ্যদ, দ্বাত্রিংশদন-
 বিশিষ্ট, পূরন্দরপ্রমুখ দেবগণ কল্পক সমধিষ্ঠিত, সূর্য্যায়ুতসমপ্রভ
 রত্নভূমিসমবিত, নিয়তরত্নবর্ণণকারী কল্পতরুকাননাবিশিষ্ট, মাণিক্য-
 খচিত-মণিমণ্ডপবিশিষ্ট, নানারত্নসঙ্কুল, সৰ্বতেজোবিরাজিত, বিচিত্র
 বিতানোপশোভিত, রত্নতোরণগোপূরমাণিক্যবেদিকাস্থিত, দিব্য-
 ষট্‌যুক্ত, মণিশ্রেণীবিরাজিত, সূর্য্য-তৃকা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-
 বিবর্জিত, চতুর্দ্বারসমায়ুক্ত ত্রিপুরাবানের ধ্যান করিবে। তন্মধ্যে
 রত্নবয়ী কল্পবৃক্ষকে চিন্তা করিবে। এই কল্পবৃক্ষ সকল ঋতুর
 ঐশ্বৰ্য্যে বিভূষিত। উহার পল্লবসমূহ প্রবালসদৃশ রক্তবর্ণ।

সংসারতাপবিচ্ছেদিকুশলচ্ছায়মদভুতম্ ।
 তদ্ব্যূলে চিত্তয়েন্মাত্তী রত্নসিংহাসনং শুভম্ ॥ ১৪ ॥
 তত্র সূর্য্যাসমাতাসং পঙ্কজং চাষ্টপত্রকম্ ।
 সৰ্ব্বতত্ত্বময়ং তত্র চিত্তয়েজ্জগদীশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥
 সংসারসাগরোত্তীৰ্ত্ত্যে ধৰ্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ।
 ইন্দ্রনীলমণিমেঘনবেন্দীবরসন্নিভম্ ॥ ১৬ ॥
 পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ।
 রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদতলং শুভম্ ॥ ১৭ ॥
 কোমলভোক্তাসিতোরক্ষং নানারত্নবিভূষিতম্ ॥
 উদ্ধামবিলসন্মুক্তারত্নহারোপশোভিতম্ ॥ ১৮ ॥
 নানারত্নপ্রভোদভাসিমুকুটং দীপ্ততেজসম্ ॥
 হারকেয়ুরকটককুণ্ডলৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৯ ॥
 শ্রীবৎসবক্ষসং চারুনুপুরাভ্যুপশোভিতম্ ।
 রত্নৈর্নানাবিধৈষু ক্ৰেং কটিন্দ্ৰাজ্বরীমকৈঃ ॥ ২০ ॥

কলসমূহ মূক্তামণিময় । উহার ছায়াতে সংসারতাপ বিনিবারিত
 হয় । সাধক ঐ কল্পবৃক্ষের মূলদেশে শুভ রত্নসিংহাসন ভাবনা
 করিবে ॥ ১-১৪ ॥ তদ্ব্যপরি সূর্য্যাসদৃশ তেজোময় অষ্টপত্র
 পদ্ম এবং ঐ পদ্মে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত
 ও ধৰ্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্ত সৰ্ব্বতত্ত্বময় জগদীশ্বরকে চিন্তা করিবে ।
 ইন্দ্রনীলমণি, মেঘ ও নব ইন্দীবরসদৃশ, পীতাম্বরপরিহিত,
 পুণ্ডরীকনয়ন, রক্তনেত্রাধর, রক্তপাণিপাদতল, কোমলভোক্তাসিত-
 বক্সল, নানারত্নবিভূষিত, উদ্ধামবিলসন্মুক্তারত্নহারোপশোভিত,

গোরোচনাকুঙ্কুমেন ললাটতিলকান্বিতম্ ।
 অলকাশোভিসংযুক্তং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ২১ ॥
 বিশ্বাধরপুটোদ্ভাসিবংশ্রামৃতরসান্বিতম্ ।
 বর্হিপত্রকৃতাপীড়ং বস্ত্রপুষ্পৈরলঙ্কিতম্ ॥ ২২ ॥
 কদম্বকুসুমোদ্বজ্জচারুমালাবিরাজিতম্ ।
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং বিলসদ্বজ্জরোদরম্ ॥ ২৩ ॥
 বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য বাদিনম্ ।
 গায়ন্তং দিব্যাগানৈশ্চ বৃন্দাবনগতং হরিম্ ॥ ২৪ ॥
 স্বর্গাদিব পরিলষ্টকল্যাক্ষতমণ্ডিতম্ ।
 গোগোবৎসগণা কীর্ণং বৃহৎশৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ২৫ ॥
 গোপকন্তাসহস্রৈস্ত পদ্মপত্রান্নৈরুপৈঃ ।
 অর্চিতং ভাবকুসুমৈস্তৈলোট্যৈকগুণ্ডকং বিভূম্ ॥ ২৬ ॥
 তুম্বকুর্নারদশ্চৈব হাহাহুস্তথৈব চ ।
 কিন্নরীমিথুনঞ্চাপি ঋত্বা গীতং তথা হরেঃ ॥ ২৭ ॥
 বীণাদিসাধনং ত্যক্ত্বা বিশ্বয়াবিষ্টচেতসঃ ।
 তে স্তবন্তি মহাত্মানং গায়কা বিয়তি স্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥

নামারত্নপ্রভোদ্ভাসিত মুকুটদ্বারা পরিশোভিত, হারকেয়ুরকটক-
 কুণ্ডল দ্বারা উপশোভিত, নানারত্নবিভূষিত, গোরোচনাকুঙ্কম দ্বারা
 কৃততিলক, অলকাবিভূষিত, বিশ্বাধরপুটোদ্ভাসিবংশ্রামৃতরসান্বিত,
 বর্হিপত্রকৃতাপীড়, বস্ত্রপুষ্পালঙ্কিত, কদম্বকুসুমোদ্বজ্জচারুমালাবিরাজিত,
 কোটিকন্দর্পলাবণ্য, বিলসদ্বজ্জরোদর, বেণুবাদনতৎপর, দিব্যাগান-
 কারী, শতশতগোপকন্তাপরিবৃত, গোগোবৎসগণাকীর্ণ, বৃহৎ-
 শৈশুমণ্ডিত, পদ্মপত্রের দ্বারা বিস্তৃতনয়ন সহস্র সহস্র গোপকন্তাগণ

সিদ্ধগন্ধর্ববৈশ্চ অঙ্গরোভিবিহঙ্গমৈঃ ।

স্বাবরৈঃ পরগৈশ্চাপি সিদ্ধৈর্বিজ্ঞাধরৈস্তথা ॥ ২৯ ॥

শাখামৃগৈর্মহুবৈশ্চ বীক্ষ্যমাণৈঃ স্রবিস্মিতৈঃ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্যোপাভিশোভিতম্ ॥ ৩০ ॥

মোহনং সর্বগোপীনাং লোকানাং পতিমব্যয়ম্ ।

নারদেন চ সিদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ৩১ ॥

পরশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাজিরসেন চ ।

দক্ষেণ সনকাত্মৈশ্চ সিদ্ধেন কপিলেন চ ॥ ৩২ ॥

বাস্তুবাগীশহারীভবাজ্জবক্যোশনঃক্রতুঃ ।

মার্কণ্ডেয়ভরদ্বাজপুলস্ত্যপুলহাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

বশিষ্ঠাত্মৈর্মুনীন্দ্ৰৈশ্চ স্তূয়মানং সুরাসুরৈঃ ।

ব্রহ্মলোকগতৈঃ সিদ্ধৈর্নাগলোকগতৈরপি ।

অষ্টৈরপি সুরশ্রেষ্ঠৈঃ স্তূয়মানং সুরৈর্দ্বিভূতম্ ॥ ৩৪ ॥

এবং শশিক্রয়ৈশ্চত্রী চেতসা কৃষ্ণমব্যয়ম্ ।

সংসারসাগরং ঘোরমপি বৎসপদায়তে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভাবপুষ্পদ্বারা বাঁহাকে মানসিক অর্চনা করিতেছে, ত্রিণেকরসেই একমাত্র শুক এবং নারদাদিমুনিগণসেবিত, সিদ্ধগন্ধর্বাদিবর্জক সবিস্ময়বীক্ষিত, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যাদিসুশোভিত, সর্বলোক-সম্মোহন, পরাশর-ব্যাস-ভৃগু প্রভৃতি সিদ্ধমুনিগণকর্তৃক ও সুরবৃন্দ-কর্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। যিনি সেই অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে ধ্যান করেন, এই দুস্তর সংসারসাগর, তাঁহার সম্বন্ধে গোপদতুল্য হয় ॥ ১৫-৩৫ ॥

পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ ।

যদ্যহুত্বং ত্বয়া ব্রহ্মন্ তত্ত্বং সৰ্ব্বং শ্রুতং ময়া ।
ইদানীং পরিপৃচ্ছামি কেনাত্ৰ চাধিকারিতম্ ॥

নারদ উবাচ ।

দীক্ষায়ামধিকারিত্বমাপ্নোতি গুরুসেবকঃ ।
দ্বিজানামহুপনীতানাং স্বকৰ্ম্মাধ্যয়নাদিষু ॥ ২ ॥
যথাধিকারো নাস্তীহ সঙ্কোপাসনকৰ্ম্মণু ।
তথা হৃদীক্ষিতানাঙ্ক মন্ত্রতজ্জার্চনাদিষু ॥ ৩ ॥
নাধিকারন্ততঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্ ।
অতএব হি দীক্ষার্থং সৰ্ব্বজ্ঞঃ গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ৪ ॥

গৌতম বলিলেন ব্রহ্মন্ ! আপনি যে যে তত্ত্ব বলিলেন, আমি সে সকলই শ্রবণ করিলাম । এখন এই মন্ত্রের অধিকারী নির্দেশ করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ১ ॥

নারদ বলিলেন, গুরুসেবাপরায়ণ ব্যক্তিই দীক্ষাতে অধিকারী, অহুপনীত দ্বিজাতির বৈরূপ বেদাধ্যয়ন ও সঙ্ক্যাবন্ধনাদি কৰ্ম্মে অধিকার নাই, তজ্জপ হৃদীক্ষিত ব্যক্তিরাও মন্ত্রতজ্জার্চনাদি কৰ্ম্মে অধিকারী হয় না ॥ ২-৩ ॥ এই নিমিত্তই তান্দ্রিকী দীক্ষার প্রয়োজন এবং এই নিমিত্তই দীক্ষিত হইবাব জন্ত সন্তঃ সৰ্ব্বজ্ঞ গুরুর

সূক্ষ্মরঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মভো বহুতন্ত্রবিৎ ।
 অসংশয়ঃ সংশয়চ্ছিন্নিরপেক্ষো গুরুশ্রুতঃ ॥ ৫ ॥
 বেদবেদাদ্বেদান্তসিদ্ধান্তজ্ঞানপারগঃ ।
 বাহ্যনঃ কার্যচিৈতৈশ্চ বিকোঃ শুশ্রূষণে রতঃ ॥ ৬ ॥
 বিষ্ণুতন্ত্রাত্মসাক্ষ্যী বিষ্ণুবিজ্ঞানবেদকঃ ।
 বিকো সমর্পকঃ সম্যক্ ত্রিবিধোৎপাতকর্মণঃ ॥ ৭ ॥
 সম্মতঃ সংস্র দান্তশ্চ মন্ত্রার্থজ্ঞানপারগঃ ॥
 ষট্চক্রভেদকুশলঃ ষড়ধ্বজ্ঞানপারগঃ ॥ ৮ ॥
 পিণ্ডে পদে তথা রূপে রূপাতীতে বিবেচকঃ ।
 সাক্ষ্যাত্রয়বিশেষজ্ঞো অধ্বষট্‌কবিশোধকঃ ॥ ৯ ॥
 মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুকৃত্তঃ স্মরন্তুবা ।
 নমোহস্ত গুরুবে তস্মৈ প্রত্যক্ষায় যদাজ্ঞয়া ॥ ১০ ॥
 যদন্তস্মদারুদ্রদঃ ফলত্যাগিকলং ফলম্ ।
 পঞ্চায়ত্রয়বিশেষজ্ঞো নিগ্রহাত্মগ্রহক্ষমঃ ॥ ১১ ॥

আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥ সূক্ষ্মর, সূক্ষ্ম, নিশ্চল, সূক্ষ্মভ, বহু-
 তন্ত্রবেতা, অসং সংশয়রহিত, অপরের সংশয়চ্ছেদ্য, নিরপেক্ষ,
 বেদবেদাদ্বেদান্তসিদ্ধান্তজ্ঞানপারগ, বাক্য মন ও কার্য দ্বার
 বিষ্ণুর শুশ্রূষাতে রত, বিষ্ণুতন্ত্রাত্মসাক্ষ্যী, বিষ্ণুবিজ্ঞানবেদক,
 বিষ্ণুতে সর্বসমর্পণকারী, সাধুসম্মত, ইন্দ্রিয়দমনকারী, মন্ত্রার্থজ্ঞান
 পারগ, ষট্চক্রভেদাভিজ্ঞ, ষড়ধ্বজ্ঞানপারগ, পিণ্ড, পদ, রূপ ও
 রূপাতীত বিষয়ে বিবেচক, সাক্ষ্যাত্রয়বিশেষজ্ঞ, অধ্বষট্‌কবিশোধক
 মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা ব্যক্তিই গুরুর যোগ্য । বাঁহার আজ্ঞায় শ্রুতিকা,
 কাঠ ও শিলাদিতে দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া ফল প্রদান করেন

শিষ্যস্ত সংশয়চ্ছেত্তা গুরুভবতি নাপরঃ ।
 বৈষ্ণবায়নসিদ্ধান্তচিহ্নামণিরিবাপরঃ ॥ ১২ ॥
 আশ্রমী জ্ঞানকুশলো গুরুভবতি নাপরঃ ।
 মন্ত্রতত্ত্বার্থ চৈতত্ত্বকুণ্ডলীগতিবেদকঃ ॥ ১৩ ॥
 মন্ত্রসিদ্ধান্তবিধিবিদ্ গুরুভবতি নাপরঃ ।
 সূদ্রমপি গন্তব্যঃ যত্রায়নবিদো জনাঃ ॥ ১৪ ॥
 তেহপি স্তত্যা নমস্তাচ্চ সেব্যাক্ষাভীষ্টমিচ্ছতা ।
 এবংবিধো গুরুজ্ঞেয়ঃ অন্তথা শিষ্যদুঃখদঃ ॥ ১৫ ॥
 শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ ।
 অদীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ ॥ ১৬ ॥
 ধর্মবিদ্বান্নকর্তা চ গুরুশ্রদ্ধাধে রতঃ ।
 সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিশুদ্ধাত্মা দৃঢ়াশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তিনি নমস্ত গুরু । যিনি পঞ্চায়নবিশেষজ্ঞ, নিগ্রহানুগ্রহকর্ম, শিষ্যের সংশয়চ্ছেত্তা, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য পাত্র ; অত্র ব্যক্তি গুরু হইতে পারে না । যিনি বৈষ্ণবায়নসিদ্ধান্তচিহ্নামণি সদৃশ, আশ্রমী, জ্ঞানকুশল, তিনিই গুরুর উপযুক্ত ; অত্র ব্যক্তি নহেন । মন্ত্রতত্ত্বার্থচৈতত্ত্বকুণ্ডলীগতিবেদক, মন্ত্রসিদ্ধান্তবিধিবিদ্ ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন । আয়ানবেত্তার প্রাপ্তির জন্য দূরবর্তী প্রদেশেও গমন করিবে ; কারণ, অভীষ্টসিদ্ধিকামী ব্যক্তি পক্ষে তাদৃশ ব্যক্তিসকলই স্তবনীয়, নমস্ত ও সেব্য ! ঐরূপ ব্যক্তিকেই গুরু করা উচিত । এই সকল গুণ না থাকিলে গুরু শিষ্যের হুঃখ উৎপন্ন করিয়া থাকেন ॥ ৫-১৫ ॥ কুলীন, শুদ্ধাত্মা, পুরুষার্থপরায়ণ, অদীতবেদকুশল, পিতৃমাতৃহিতে রত, ধর্মজ্ঞ, ধর্মকর্তা, গুরুশ্রদ্ধাধে রত,

হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকৰ্ম্মকৃৎ ।
 বাস্বানঃ কায়বস্তুভিশ্চ কৃশুশ্রবণে রতঃ ॥ ১৮ ॥
 অনিত্যকৰ্ম্মণাং ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্তো জিতমোহো বিমৎসরঃ ॥ ১৯ ॥
 গুরুবদ্গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্ ।
 এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যদ্বিতরো গুরুদুঃখদঃ ॥ ২০ ॥
 বৈষ্মকেণ ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রাঃ সৰ্ব্বগুণাবিতঃ ।
 বর্ষদ্বয়েন রাজ্ঞস্তো বৈশ্বস্ত বৎসদৈরজিভিঃ ॥ ২১ ॥
 চতুর্ভিঃসদৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ।
 বদা শিষ্যো ভবেদ্যোগ্যঃ কৃপালুঃ সদগুরুস্তদা ॥ ২২ ॥
 কৃপয়া পত্ন্যা সমাগ্দ্দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ ।
 মাসপক্ষভিদিবারং নমস্কাদীন বিশোধয়েৎ ॥ ২৩ ॥

সদা শাস্তার্থভঙ্কজ, দৃঢ়দেহ, দৃঢ়াশয়, প্রাণিবর্গের হিতৈষী, নিত্য
 পরলোকার্থকৰ্ম্মকর্তা, বাক্য, মন ও কায় দ্বারা গুরুশ্রবণে
 রত, অনিত্যকৰ্ম্মত্যাগকারী, নিত্যানুষ্ঠানতৎপর, জিতেন্দ্রিয়,
 জিতালস্ত, জিতমোহ, বিমৎসর এবং গুরুর ভ্রাতৃ গুরুর পুত্র-
 কলত্রাদিতে ভক্তিমান্ ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র; অন্তরূপ
 শিষ্য গুরুর হৃৎ উৎপন্ন করিয়া থাকে ॥১৬-২০॥ শিষ্য ব্রাহ্মণ হইলে
 এক বৎসর গুরুসেবায় তদধিকারপ্রাপ্তি, আর ক্ষত্রিয় হইলে দুই
 বৎসর সেবায়, বৈশ্য হইলে তিন বৎসর সেবায় এবং শূদ্র হইলে
 চারি বৎসর সেবায় অধিকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে
 অধিকারী হইলে, গুরু শিষ্যকে বিধানানুসারে দীক্ষিত

মন্ত্রারম্ভস্ত চৈত্রে শ্রাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ ।
 বৈশাখে রত্নলাভঃ জ্যৈষ্ঠ্যেষ্ঠে তু মরণং শ্রাম্ ॥ ২৪ ॥
 আষাঢ়ে বন্ধনাশঃ শ্রাৎ পূর্ণায়ঃ শ্রাবণে ভবেৎ ।
 প্রজানামশৌ ভবেত্তাড়ে আশ্বিনে রত্নসংকরঃ ॥ ২৫ ॥
 কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ আশ্বিনার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ ।
 পৌষে তু শক্রপীড়া আশ্বিনাষে মেধাবিবর্জনম্ ॥ ২৬ ॥
 ফাল্গুনে সর্বকামাঃ শ্রাৎ মলমাসঃ বিবর্জয়েৎ ।
 পঞ্চামশুদ্ধিদিবসে যৌদয়ে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ২৭ ॥
 গুরুশুক্লোদয়ে চৈব শ্রাবণে মন্ত্রসংক্টিয়া ।
 রবৌ গুরৌ সিতে সোমে বৃশস্ক্রযোঃ ॥ ২৮ ॥
 শুক্রপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষে শ্রাৎ পঞ্চমাবসি ।
 দ্বাদশাঃ সর্বথা কার্য্যা চামলায়াঃ শুভেহহনি ॥ ২৯ ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়া দ্বাদশী সা কৃষ্ণদীক্ষা প্রবর্ত্তিনী ।
 উত্তরাভয়রোহিণ্যা রেবতীপুণ্যবাসরে ॥ ৩০ ॥

করিবেন ॥ ২১-৩০ ॥ চৈত্রে মাসে মন্ত্রাবহু করিলে সমস্তপুরুষার্থ লাভ হয় । বৈশাখমাসে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে অশ্রু মরণ, আষাঢ়ে বন্ধনাশ, শ্রাবণে পূর্ণায়, ভাদ্রে নস্তান-সম্ভাতিনাশ, আশ্বিনে রত্নসংকর, কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধি, অগ্রহায়ণেও মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শক্রপীড়া, মাঘে মেধাবিবর্জন, ফাল্গুনে সর্বকামনাসিদ্ধি হয় । দীক্ষাকর্মে মলমাস বর্জন করিবে । চন্দ্র ও সূর্য্যের নিজ নিজ উদয়ে, পঞ্চামশুদ্ধিদিবসে ও গুরুশুক্লোদয়ে মন্ত্রসংকার প্রশস্ত । রবি, বৃহস্পতি, শনি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে, শুক্রপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষা বিহিত । শুক্রপক্ষের দ্বাদশীতে দীক্ষা প্রশস্ত ।

ଧନିଷ୍ଠାବାର୍ଯ୍ୟୁମିତ୍ରାଞ୍ଚିପିତ୍ରାଃ ସ୍ତ୍ରୀଞ୍ଚି ନୈଶ୍ଚତମ୍ ।
 ଶ୍ରୀଶୈବ୍ୟବହସ୍ତାଞ୍ଚ ଦୀକ୍ଷାୟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାବହାଃ ॥ ୩୧ ॥
 ଅଶ୍ୱିନିରୋହିଣୀସ୍ୱାତୀବିଶାଖାହସ୍ତଭେଷୁ ଚ ।
 କୃଷ୍ଣୋତ୍ତରାଞ୍ଚୟେଧେବଃ କୃଷ୍ୟାନ୍ମଜ୍ଜାଭିଷେଚନମ୍ ॥ ୩୨ ॥
 ଗୁଡ଼ାବୋଗେଷୁ ସର୍ବେଷୁ ଦୀକ୍ଷା ସର୍ବଗୁଡ଼ାପ୍ରଦା ।
 ଗୁଡ଼ାନି କରଣାନ୍ତାହୁର୍ଦ୍ଦୀକ୍ଷାୟାଞ୍ଚ ବିଶେଷତଃ ॥ ୩୩ ॥
 ଅଶୁକ୍ରାଦୀନି ବିଷ୍ଟିକ ବିଶେଷେଣ ବିବର୍ଜୟେତ୍ ।
 ଚରାଃ ସର୍ପେ ବିବର୍ଜ୍ୟାଃ ସ୍ତ୍ରୀଃ ହିରରାଶିଷୁ ମୌଖ୍ୟଦାଃ ॥ ୩୪ ॥
 ତ୍ରିଷଡ଼ାଞ୍ଚଗତାଃ ପାପାଃ ଗୁଡ଼ାଃ କେନ୍ଦ୍ରତ୍ରିକୋଣଗାଃ ।
 ଦୀକ୍ଷାୟାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଃ ସର୍ବେ ରକ୍ତସ୍ତ୍ରାଃ ସର୍ବନାଶକାଃ ॥ ୩୫ ॥
 ଶିଷ୍ୟାନ୍ତ ଶ୍ମଶ୍ମସଂକ୍ରାନ୍ତୋ ବିସ୍ତୁବେ ଅଗ୍ନେ ତଥା ।
 ଅନ୍ତେଷୁ ପୁଣ୍ୟାସୋଗେଷୁ ଗ୍ରହଣେ ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ଦର୍ଶ୍ୟୟୋଃ ॥ ୩୬ ॥

କାରଣ, ହାଦନୀ ତିଥି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ପ୍ରାୟ ଓ ତନୌର ଦୀକ୍ଷାପ୍ରବର୍ତ୍ତିନୀ ।
 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରଫଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ, ମୃଗଶିରା, ଧନିଷ୍ଠା,
 ବାର୍ଯ୍ୟୁ, ମିତ୍ର, ଅଶ୍ୱି, ପିତ୍ରା, ସ୍ତ୍ରୀ, ନୈଶ୍ଚତ, ଶ୍ରୀଶୈବ୍ୟବହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଦୀକ୍ଷା-
 କାର୍ଯ୍ୟେ ଗୁଡ଼ାବହ । ଅଶ୍ୱିନି, ରୋହିଣୀ, ସ୍ୱାତୀ, ବିଶାଖା, ହସ୍ତା, କୃଷ୍ଣା
 ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚର (ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରଫଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ) ନକ୍ଷତ୍ରେ
 ମଜ୍ଜାଭିଷେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସକଳ ଗୁଡ଼ାବୋଗେହି ଦୀକ୍ଷା ସର୍ବଗୁଡ଼ାଦାୟିନୀ,
 ଗୁଡ଼ାକରଣ ସକଳ ଦୀକ୍ଷାକାର୍ଯ୍ୟେ ଗୁଡ଼ାଦାୟକ, ଅଶୁକ୍ରାଦୀ ଓ ବିଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି
 କରଣ ଅବଶ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ । ଚରାଶିତେ (ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା ଓ
 ମକର) ଦୀକ୍ଷାୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ହିରରାଶିତେ ଦୀକ୍ଷାୟ ସୁଖ ହୁଏ ॥ ୨୯-୩୫ ॥
 ତୃତୀୟ ଓ ଷଷ୍ଠଗତ ପାପଗ୍ରହ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ତ୍ରିକୋଣହ ହୁଏଲେ ଦୀକ୍ଷାକାର୍ଯ୍ୟ

শিষ্যানুকুলকালে বা দীক্ষা সৰ্ব্বশুভপ্রদা ।
 সূর্য্যগ্রহণকালেষু নাগ্নাদন্ত্ৰেষিতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
 তত্র যদ্বৎ কৃতং সৰ্ব্বমনস্তকলদং ভবেৎ ।
 বিনায়াসেন মস্তস্ত সিদ্ধিৰ্ভবতি নাগ্নথা ॥ ৩৮ ॥
 ভূমে: পরিগ্রহঃ কুর্যাদ্ বাবদায়তনং ভবেৎ ।
 গুরুমৃৎনা চ বা ভূমিব্রাহ্মী সা পরিকীর্তিতা ॥ ৩৯ ॥
 ক্ষত্রিয়া রক্তমৃৎনা চ হরিষৈশ্চ প্রকীর্তিতা ।
 কৃষ্ণা ভূমিৰ্ভবেৎ শূদ্রা চতুর্দ্ধা পরিকীর্তিতা ॥ ৪০ ॥
 ব্রাহ্মী সৰ্ব্বার্থসিদ্ধি: স্তাৎ ক্ষত্রিয়া রাজ্যাদা মতা ।
 ধনধাত্তকরী বৈশ্ণা শূদ্রা তু নিন্দিতা মুনৈ ॥ ৪১ ॥
 ততো ভূমিং পরীক্ষেত বাস্তজ্ঞানবিশারদঃ ।
 শল্যাदिशोधनং কুর্যাত্তু যাজ্ঞাদি দূরয়েৎ ॥ ৪২ ॥

শুভকলপ্রদ হয় ; কিন্তু রক্তমৃৎ হইলে শুভগ্রহও সৰ্ব্ববিনাশক হইয়া থাকে । শিষ্যের জন্মসংক্রান্তি, বিবুবসংক্রান্তি, অগ্নিসংক্রান্তি, অত্র পুণ্যযোগ এবং চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকাল দীক্ষার পক্ষে সৰ্ব্বশুভপ্রদ । সূর্য্যগ্রহণকালে অত্র শুভক্ষণাদির বিচার করিতে হয় না । গ্রহণকালে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনন্ত ফল প্রসব করে । এই কালে দীক্ষিত হইলে অনায়াসেই মস্তসিদ্ধি হইয়া থাকে । দীক্ষা বিষয়ে আশ্রয়তনানুরূপ ভূমিরও পরিগ্রহ করিবে । গুরুবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম ব্রাহ্মী ভূমি । রক্তবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম ক্ষত্রিয়া ভূমি । হরিবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম বৈশ্ণা ভূমি এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম শূদ্রা ভূমি । ব্রাহ্মী সৰ্ব্বার্থসিদ্ধিদা, ক্ষত্রিয়া রাজ্যাদা, বৈশ্ণা ধনধাত্তকরী ও শূদ্রা নিন্দিতা ॥ ৩৫-৪১ ॥ অনন্তর

এতস্মাকরণে মন্ত্রী ন কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ।

বিশ্রাশিনা বেদঘোষৈর্মঙ্গলাচারপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৩ ॥

বার্যোঽগ্নিগুণকং কুর্যাদ্ধ্বাশোভং যথাবিধি ।

পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রং বিত্নসেদ্ধস্তমানতঃ ॥ ৪৪ ॥

তন্মধ্যে কিঞ্চিদাগত্য মৎশ্রৌ দ্বৌ পরিতো লিখেৎ ।

৩য়োন্মধ্যে স্থিতং সূত্রং বিত্নসেদক্ষিণোত্তরে ॥ ৪৫ ॥

দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং তথা দ্বাভ্যাং কোণেষু মকরান্ লিখেৎ

মৎশ্রমধ্যস্থিতাগ্রানি তত্র সূত্রানি পাতয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

চতুরস্রং ভবেত্তত্র চতুষ্কোষ্ঠসমস্থিতম্ ।

ঈশানাদ্রাক্ষসং যাবদ্যাবদগ্রে প্রভঞ্জনম্ ॥ ৪৭ ॥

এবং সূত্রদ্বয়ং দত্তাৎ কর্ণসূত্রং সমাহিতং ।

ব্রাক্ষণঃ পূজয়েদাদৌ মধ্যেকোষ্ঠচতুষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥

দিক্চতুষ্কেষু পূর্বাাদি যজেদর্য্যামণং তথা ।

বিবস্বস্তং ততো মিত্রং মহৌধরমনস্তরম্ ॥ ৪৯ ॥

কোণার্কিকোষ্ঠদ্বন্দ্বেষু বহ্যাদীনু পরিতঃ পুনঃ ।

সাবিত্রং সবিত্যরঞ্চ শক্রমিন্দ্ৰজয়ং পুনঃ ॥ ৫০ ॥

বাস্তজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভূমি পরীক্ষা করিবেন। শল্যাদি (অগ্নি, কেশ, নখ) শোধন ও তুষাঙ্গারাদি দূরীকরণও কর্তব্য ॥ ৪২ ॥ এই সকল না করিলে, মন্ত্রী কোন ফলই লাভ করিতে পারেন না। ব্রাক্ষণগণ বেদধ্বনি দ্বারা মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে সূশোভন বাস্তমণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। হস্তপরিমাণে পূর্ব্ব-পশ্চিমে সূত্রপাত করিবেন। তন্মধ্যে দুইটি মৎশ্র অঙ্কিত

ৰুদ্রং ৰুদ্রজয়ং বিদ্বান্ চাপঞ্চ চাপবৎসকম্ ।
 তৎকৰ্ণস্থভ্রোভয়তঃ কোষ্ঠবৃন্দেবু দেশিকঃ ॥ ৫১ ॥
 সৰ্বং গৃহং চাৰ্য্যমণং জাতকং পিলিপিচ্ছকম্ ।
 চরকীঞ্চ বিদারীঞ্চ প্তনামৰ্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫২ ॥
 অৰ্চয়েদ্বিকু পূৰ্বাদি সান্ধাত্তষ্টপদেঘিমান্ ।
 অষ্টাবষ্টবিভাগেন দেবতাদেশিকোত্তমঃ ॥ ৫৩ ॥
 ক্রমাদীশানপৰ্জ্জন্তো জয়ন্তঃ শক্রভাস্করো ।
 সত্যো বৃষান্তরীক্ষো চ দিশি প্রাচ্যাং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৪ ॥
 অগ্নিঃ পূৰ্বা চ বিতথো যমশ্চ গৃহরক্ষকঃ ।
 গন্ধৰ্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগো দক্ষিণদিগ্গতাঃ ॥ ৫৫ ॥
 নিঋতির্দ্বৌ বারিকশ্চ সূর্য্যৌঃ বক্রণোত্ততঃ ।
 পুষ্পদন্তাসুরো শোকরাগৌ প্রত্যগ্দিশি স্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥
 বায়ুর্নাগশ্চ কুকরঃ সোমো ভল্লাট এব চ ।
 অকুনাখ্যো দিত্যদিতী কুবেরস্য দিশি স্থিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
 উক্তানামিতি দেবানাং পাদান্ত্রাপূৰ্ব্য পঞ্চভিঃ ।
 ৰজোভিস্তেষথো তেভ্যঃ পরসান্নৈৰ্বলিং হরেৎ ॥ ৫৮ ॥
 পায়সৈশ্বধুৈঃ সৰ্বান্ সংযজেন্নধুৰাঘ্ৰিতৈঃ ।
 তত্তদ্ধুবৈৰ্ব্যো মতিমান্ পূজয়েদ্ধোষশাস্তয়ে ॥ ৫৯ ॥
 পায়সোদনলাজৈশ্চ যুক্তঃ পূপপ্রস্থনটৈঃ ।
 অন্নাদিভিরসংযুক্তং মাষভক্তাদিমাণ্ডতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং ব্রহ্মন্ বাস্তুদোবান্ প্রণাশয় ॥ ৬০ ॥

করিবেন । এই মন্ত্ৰস্থত্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে স্তূত্রপাত করিবেন ।
 পরে চারিকোণে ছুইটি ছুইটি করিয়া মকর লিখিবেন । ঐরূপে

গন্ধাদিশর্করাপূপং পায়সোপরিসংযুতম্ ।
 আৰ্য্যাকাশা গৃহাণেমঃ সৰ্বদোষং প্রণাশয় ॥ ৬১ ॥
 চন্দনাগুচ্ছিতং নাথ কপূ'রাগুরুমণ্ডিতম্ ।
 বিবস্বন্ বৈ গৃহাণেমঃ সৰ্বদোষং প্রণাশয় ॥ ৬২ ॥
 সগুড়ং পায়সং নাথ পুষ্পাদিস্নুসমম্বিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং মিত্র রাজ্যশান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৩ ॥
 মাষোদনং সমাংসঞ্চ গন্ধাদিশ্ফীরসংযুতম্ ।
 গৃহাণেমঃ মহীতক্ভং সৰ্বদোষং প্রণাশয় ॥ ৬৪ ॥
 এবং মধ্যে তু সপূজ্য ঈশানাদিবলিং হরেৎ ।
 কীরং খণ্ডসমায়ুক্তং পুষ্পাদিভিরলঙ্কৃতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং ব্রহ্মমাপছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৫ ॥
 দধীদং গুড়সংযুক্তং গন্ধাদিভিঃ স্নুসংস্কৃতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং দেব বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৬৬ ॥
 পুষ্পাদিকুশপানীয়ং শর্করাগুরুবাসিতম্ ।
 সাবিত্র বৈ গৃহাণেমঃ শান্তিমত্র প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৭ ॥
 পিষ্টকং সগুড়ং নাথ রক্তগন্ধাদিশোভিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং সূর্য্য বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৬৮ ॥
 শীতমন্নং তথা পুষ্পং কুঙ্কমাদিসমম্বিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং ব্রহ্ম শক্রদেব নমোহস্ত তে ॥ ৬৯ ॥

মংস্ত্রমধ্যে সূত্রপাত করিয়া চারিটি কোঠসমম্বিত চতুর্কোণ অঙ্কিত
 করিবেন। পরে ঈশান কোণ হইতে নৈঋত কোণ দিয়া বায়ু-
 কোণ পর্য্যন্ত সূত্রদ্বয় পাতন করিবেন। মধ্যস্থিত চারিটি কোঠে
 ব্রহ্মার পূজা করিবেন। পুষ্পাদি চতুর্দিকে অর্ঘ্যমা, বিবস্বান্, মিত্র ও

ওদনং স্নাতসংযুক্তং বজ্রগন্ধাদিমণ্ডিতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হস্তমিন্দ্রজয় নমোহস্ত তে ॥ ৭০ ॥
 পকাপকমিদং মাংসং বজ্রপুষ্পাদিসংযুক্তম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হস্তং ক্রতুদেব নমোহস্ত তে ॥ ৭১ ॥
 সমাংসং স্নাতসংপকং গন্ধপুষ্পাদিসংযুক্তম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং ক্রতুজয় স্বস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৭২ ॥
 কীরথওসমাযুক্তং পুষ্পাদিভিরলঙ্কৃতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং চাপ বাস্তুশান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৭৩ ॥
 দধীদং শুড়সংমিশ্রং গন্ধাদিভিস্ত্ব সংযুক্তম্ ।
 গৃহাণেমং চাপবৎস বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৭৪ ॥
 সস্নাতং মাংসভক্ষকং বজ্রগন্ধাভিলঙ্কৃতম্ ।
 বলিং গৃহাণ সর্কেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৫ ॥
 মাংসং পুষ্পাদিসংযুক্তং মাষভক্তোপরিষ্ঠিতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হৃন্দ রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৬ ॥
 সমাংসপিষ্টকৈর্যুক্তং পকমাংসোদকাবিতম্ ।
 অর্যামন্ বৈ গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৭ ॥
 রক্তমাংসোদনং মৎস্তং গন্ধধূপসমগ্নিতম্ ।
 জাতক ত্বং গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৮ ॥
 ছাপকর্ণাশ্রিতং মাংসং বজ্রগন্ধাদিসংযুক্তম্ ।
 পিলিপিচ্ছ গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৯ ॥

মহীশ্বরের আরাধনা কবিবেন । কোণার্কস্থিত কোঠঘরে অগ্ন্যাদি
 কোণের চতুর্দিকে সাবিত্র, সবিতা, শক্র, ইন্দ্রজয়, ক্রতু ও ক্রতুজয়
 প্রভৃতির অর্চনা করিবেন । ক্রমে অপরাপর কোঠে সর্ক, গুহ,

ସ୍ବତ୍ତେନ ସାଧିତଂ ଯାଂସଂ ବଜ୍ରଗନ୍ଧାଦିସଂସୃତମ୍ ।
 ଚରକି ଙ୍ଗଂ ଗୃହାଣେମଃ ରକ୍ଷୋବିହ୍ନଂ ପ୍ରମାଣୟ ॥ ୮୦ ॥
 ରକ୍ତପୁଷ୍ପଂ ସମାଂସଂ ବୈ ରକ୍ତବଜ୍ରାଦିସଂସୃତମ୍ ।
 ବିଦାରି ବୈ ଗୃହାଣେମଃ ରକ୍ଷୋବିହ୍ନଂ ପ୍ରମାଣୟ ॥ ୮୧ ॥
 ପିତ୍ତରକ୍ତାଂଶିସଂସୃକ୍ତଂ ରକ୍ତଗନ୍ଧାଦିମଘିତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ପୂତ୍ତନେ ଙ୍ଗଂ ରକ୍ଷୋବିହ୍ନଂ ବିନାଶୟ ॥ ୮୨ ॥
 ସମ୍ବତଂ ଚାକ୍ରତାନ୍ତଃ ବଜ୍ରଗନ୍ଧାଦିମଘିତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ବଳିଂ ଶ୍ରୀଂ ବାସ୍ତବୋଷାପହାରକ ॥ ୮୩ ॥
 ଓଂପଳଂ ପାର୍ଯ୍ୟସୈଷୁକ୍ତଂ ବଜ୍ରାଦିକସମନ୍ବିତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ବଳିଂ ହୃଦଂ ପର୍ଜନ୍ତ୍ରାୟ ନମୋହସ୍ତ ତେ ॥ ୮୪ ॥
 ପଦ୍ମହସ୍ତଂ ସ୍ବପୀତଂ ଧ୍ବଜଂ ଭକ୍ତ୍ୟାଦିମଘିତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ବଳିଂ ହୃଦଂ ଶିଷୁଃସୂତ ନମୋହସ୍ତ ତେ ॥ ୮୫ ॥
 ନାନାଭୋଗସୂତଂ ରତ୍ନବଜ୍ରାଳଙ୍କାରସଂସୃତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ବଳିଂ ହୃଦଂ ଶକ୍ରଦେବ ନମୋହସ୍ତ ତେ ॥ ୮୬ ॥
 ରକ୍ତପୁଷ୍ପସୂତଂ ଭକ୍ତଂ ରକ୍ତଗନ୍ଧାଦିଭିଷୁତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ବଳିଂ ହୃଦଂ ଭାସ୍କରାୟ ନମୋହସ୍ତ ତେ ॥ ୮୭ ॥
 ବିତାନଂ ଧୂସ୍ରବର୍ଣାଭଂ ଗନ୍ଧାଦିକସୁଶୋଭିତମ୍ ।
 ରକ୍ତସୂକ୍ତଂ ଗୃହାଣେମଂ ବଳିଂ ସତ୍ୟ ନମୋହସ୍ତ ତେ ॥ ୮୮ ॥
 ଇଦଂସ୍ତ ଯାସତ୍ତକ୍ତଂ ବୈ ବଜ୍ରଗନ୍ଧାଦିପୁଞ୍ଜିତମ୍ ।
 ଗୃହାଣେମଂ ବୃଷ ବଳିଂ ବାସ୍ତବୋଷଂ ପ୍ରମାଣୟ ॥ ୮୯ ॥

ଅର୍ଯ୍ୟାୟା, ଜାତକ, ପିଲିପିଛକ, ଚରକୀ, ବିଦାରୀ, ପୂତନା, ଜୟନ୍ତ, ଶକ୍ର
 ଭାସ୍କର, ଅଗ୍ନି, ପୂଷା, ବିତଥ, ସମ, ଗୃହରକ୍ତକ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଭୃଗବାଜ, ସୃଗ,
 ନିଶ୍ଚାନ୍ତି, ଯୌବାର୍ଦ୍ଧିକ, ସୁଗ୍ରୀବ, ବରୁଣ, ପୁଷ୍ପାଦନ୍ତ ପ୍ରଭୃତିରଥ

ইদম্ স্বাহুলং মাংসং নৈবেদ্যাদিকসংযুতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং ব্যোম শান্তিং প্রবচ্ছ মে ॥ ৯০ ॥
 সুবর্ণং পিষ্টকঞ্চাথ বজ্রগন্ধাদিভিষুতম্ ।
 স্তুতাবিতং গৃহাণেমং সপ্তজিহ্ব নমোহস্ত তে ॥ ৯১ ॥
 ক্ষীরং লাজা মাংসযুক্তং রক্তপুষ্পাদিসংযুতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং পুষ্পদেব নমোহস্ত তে ॥ ৯২ ॥
 দধিগন্ধাদিভিষুক্তং পীতপুষ্পসমবিতম্ ।
 বলিং বিতথ গৃহেমং বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৯৩ ॥
 ভক্তং মধুপ্লুতং রক্তবজ্রাদিপরिमণ্ডিতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং যমদেব নমোহস্ত তে ॥ ৯৪ ॥
 পকমাংসোদনং পীতবজ্রাদিপরिमণ্ডিতম্ ।
 প্রীতিকরং গৃহাণেমং গৃহরক্ষ নমোহস্ত তে ॥ ৯৫ ॥
 নানাগন্ধসমযুক্তং রক্তপুষ্পাদিভিষুতম্ ।
 বলিং গৃহাণ গন্ধর্ব বাস্তুদোষং প্রণাশয় ॥ ৯৬ ॥
 ইমাং তে নাকুলীং জিহ্বাং মাষভক্তোপরিস্থিতাম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং ভৃঙ্গরাজ শান্তিং প্রবচ্ছ মে ॥ ৯৭ ॥
 এবং স্তুতগুড়োপেতং গন্ধপুষ্পাদিভিষুতম্ ।
 গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং মৃগদেব নমোহস্ত তে ॥ ৯৮ ॥
 শর্করাসংযুতং মিশ্রং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতম্ ।
 নিধাতে গৃহ মে প্রীতং বলিং দোষং প্রণাশয় ॥ ৯৯ ॥

অর্চনা করিবেন । এই সকল অর্চনার প্রণালী বিস্তৃতভাবে মূলে
 লিখিত আছে, তদ্বৃষ্টে অর্চনা করিবেন ।

ভক্ত ও দেবভাগ্যের উদ্দেশ্যে পাত্ৰ ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে ।

চন্দনাঙ্কুরকাশ্মীরগন্ধপুষ্পাদিভিযুতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং হৃৎ হোবারিক নমোহস্ত তে ॥ ১০০ ॥
 ইদম্ পায়সং নাথ গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতম্ ।
 স্ত্রীষ বৈ গৃহাণেমঃ বলিং শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ১০১ ॥
 সবাগ্রাণি চ গোহৃৎ ভক্তোপরিমুশোভিতম্ ।
 হাণেমঃ বলিং হৃৎ জলরাজ নমোহস্ত তে ॥ ১০২ ॥
 কুশান্তরং মাষভক্তং ঘৃতগন্ধাদিসংযুতম্ ।
 পুষ্পমল্ল গৃহাণেমঃ বলিং দোষঃ প্রণাশয় ॥ ১০৩ ॥
 মধুনা সহিতং পিষ্টং গন্ধাতৈরুপশোভিতম্ ।
 বলিং গৃহাণাসুরৈস্ত সৰ্বদোষঃ প্রণাশয় ॥ ১০৪ ॥
 ঘৃতমল্লসমাযুক্তং কপূঁরাদিসম্বিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং শোক সৰ্বশাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ১০৫ ॥
 যবজং তন্মূলং নাথ গন্ধপুষ্পাদিশোভিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং রোগ সৰ্বদোষঃ প্রণাশয় ॥ ১০৬ ॥
 সম্বৃতং মণ্ডকক্ষেদমল্লাতৈরুপশোভিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং হৃৎ যুগবাহ নমোহস্ত তে ॥ ১০৭ ॥
 ইদম্ কুসরঞ্চানং তুগ্ধগন্ধাদিমণ্ডিতম্ ।
 পাতালেণ গৃহাণেমঃ সৰ্ববিঘ্নঃ প্রণাশয় ॥ ১০৮ ॥
 নারিকেলোদকং ভক্তং পীতবজ্রাদিমণ্ডিতম্ ।
 গৃহাণেমঃ বলিং মুখ্য সৰ্বদোষ প্রণাশয় ॥ ১০৯ ॥

এবং পায়সান্ন দ্বারা বলি প্রদান করিবে। পায়স, অন্ন, লাজ
 ধূপ, পুষ্প ও মাষভক্তাবলি (কাঁসার পাত্রে দধি ও মাঁসকলাই)
 হাতে লইয়া বলিতে হইবে, ব্রহ্মন, এই বলি গ্রহণ করিয়া

ওদনং স্কৃতসংমিশ্রং গন্ধপুষ্পসমন্বিতম্ ।

গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং ভল্লাটক নমোহস্ত তে ॥ ১১০ ॥

মাবান্ধব্য যুতাহ্যস্তং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতম্ ।

গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং অর্গলাখ্য নমোহস্ত তে ॥ ১১১ ॥

পীতিকাং মধুসংমিশ্রাং বজ্রগন্ধাদিসংযুতাম্ ।

গৃহাণেমং বলিং হৃদ্যং দেবমাতর্নমোহস্ত তে ॥ ১১২ ॥

কীরথওসমায়ুক্তং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।

দৈত্যমাতৃগৃহাণেমং সর্বদোষ-প্রণাশয় ॥ ১১৩ ॥

স্বর্গপাতালমধ্যে চ যে দেবা বাস্তুদেবতাঃ ।

গৃহুস্ত্বিমং বলিং হৃদ্যং তুষ্টা যাস্ত স্বমন্দিরম্ ॥ ১১৪ ॥

মাতরো ভূতবেতাল্যে যে বাস্তে বলিকাঙ্কিণঃ ।

বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেহপি গৃহুস্ত্বিমং বলিম্ ॥ ১১৫ ॥

পিতৃভ্যঃ ক্ষেত্রপালেভ্যো বলিং দত্ত্বা প্রকামতঃ ।

অভাবাহুক্তিমুদ্ভিক্তা কুশপুষ্পাদিভির্যজ্ঞেং ॥ ১১৬ ॥

ইতি ত্রিদেববিনায়দপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বাস্তুদোষের শাস্তি কর । এইরূপে গন্ধপুষ্পাদিঘারা অর্চিত বলি
সুগন্ধ, মহীভূৎ প্রভৃতি প্রত্যেককেই মূলের লিখিত নিয়মামুসারে
অর্পণ করিবে ॥ ৪৩-১১৬ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চম অধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

ভূমিশুদ্ধিং বিধায়েতৎ রচয়েদ্যাগমগুলম্ ।
 নবহস্তং সপ্তহস্তং পঞ্চহস্তং ত্রিহস্তকম্ ॥ ১ ॥
 যথাবচ্চ প্রকুব্বীত দীর্ঘায়ামপ্রয়োগতঃ ।
 কর্তৃদক্ষিণহস্তস্ত মধ্যমাজুলিপৰ্বণঃ ॥ ২ ॥
 মধ্যস্ত দৈর্ঘ্যমানেন মানাজুলমুদীরিতম্ ।
 গৃহাদিকুণ্ডকরণং মণ্ডলং বেদিকাস্তথা ॥ ৩ ॥
 মানাজুলেন কর্তব্যং নাত্তৈরপি কদাচন ।
 প্রতিমাকরণে চৈব মানাজুলমুদীরিতম্ ॥ ৪ ॥
 বাণীকুপতড়াগাদিদীর্ঘিকাঃ ক্রমেব চ ।
 মুষ্ঠাজুলেন মতিমান্ কারয়েৎ ফলহেতবে ॥ ৫ ॥
 রথাদিদোলিকাটৈব পোতং শকটমেব চ ।
 নথাজুলেন কর্তব্যং নাত্তেন তু কদাচন ॥ ৬ ॥

এইরূপে ভূমিশুদ্ধির পর যাগমগুল নির্মাণ করিবে। ঐ
 মণ্ডল ইচ্ছাজুসারে নবহস্ত, পঞ্চহস্ত বা তিনহস্ত পরিমাণে
 নির্মাণ করিতে পারা যায়। কর্তার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির
 মধ্যম পর্বের পরিমাণ অঙ্গুসারেই স্থানের পরিমাণ ধরিতে হইবে।
 গৃহাদি কুণ্ডরচনা, মণ্ডল ও বেদিকাতে ঐ পরিমাণই গ্রহণ করিতে
 হয়। প্রতিমানির্মাণ বা বাণী-কুপ-তড়াগাদি খননে মুষ্ঠাজুলিধারা

মুষ্ট্যঙ্গুলপ্রমাণানি যৎকিঞ্চিৎ কথিতানি চ ।
 যজমানস্ত কৰ্ত্তব্যং নান্নস্তাপি কদাচন ॥ ৭ ॥
 মন্থণং রচয়েদ্গেহং ষাড়শস্তম্বসংযুতম্ ।
 মধ্যে চতুষ্টয়ং তত্র নিক্রপ্যং দ্বাদশাভিতঃ ॥ ৮ ॥
 চতুর্দ্বারসমায়ুক্তং চতুষ্কোণসমবিতম্ ।
 বিশ্বকর্মাভুষ্টিভেন যথাশোভং নিবেদয়েৎ ॥ ৯ ॥
 অষ্টদিক্ ধ্বজানষ্টৌ ততদ্বিকপালবর্ণতঃ ।
 পুষ্পমালাবিতানাচ্যং সর্বান্শর্যামনোহরম্ ॥ ১০ ॥
 অস্ত্রাগ্নেয়ে চোত্তরে বা রচয়েদ্বজ্রমণ্ডপম্ ।
 ততৎস্বৈ চৈকগেহে চ কুণ্ডমেবং বিনির্দ্দয়েৎ ॥ ১১ ॥
 মধ্যে চ বেদিকাং কুর্ধ্যাদ্র্পণোদরবচ্ছভাম্ ।
 মণ্ডপাকল্পিতাগস্ত চৈকভাগেন নিৰ্দ্দিতাম্ ॥ ১২ ॥
 মুষ্টিমাত্রোন্নতাঃ সর্বলক্ষণৈর্লক্ষণায়িতান্ ।
 ততঃ কুণ্ডঞ্চ খনয়েন্নক্ষণং তস্ত মে শৃণু ॥ ১৩ ॥

করিতে হইবে। যানাদি নির্মাণ ও পোত-শকটাদি নির্মাণে
 নথপৰ্ব্ব দ্বারা পরিমাণ করা কৰ্ত্তব্য। যাগমণ্ডলের নিমিত্ত যে
 গৃহ-রচনা করিবে, তাহা মন্থণ ও ষাড়শস্তম্বযুক্ত করিতে
 হইবে। উহা চারিকোণ ও চতুর্দ্বারসংযুক্ত হওয়া উচিত।
 অষ্টদিকে আটটি ধ্বজা ততদ্বিকপালের বর্ণ অনুসারেই নির্মাণ
 করিবে। গৃহটি পুষ্পমালা ও চন্দ্রাতপ-মণ্ডিত এবং মনোহর হওয়া
 উচিত ॥ ১—১০ ॥ ঐ গৃহের আগ্নেয় ও উত্তরদিকে যজ্ঞমণ্ডপ
 নির্মাণ করিবে। ঐ যজ্ঞমণ্ডপ মধ্যে কুণ্ড নির্মাণ করা কৰ্ত্তব্য।

হস্তমাত্রাণি কুণ্ডানি দীক্ষার্চাস্থাপনাদিবু ।
 চতুরশ্রং যোনিমর্দচন্দ্রং ত্র্যশ্রং স্তবর্তূলম্ ॥ ১৪ ॥
 বড়শ্রং পঞ্চজাকারমষ্টাশ্রং পঞ্চকোণকম্ ।
 সপ্তাশ্রস্ত ততঃ কুর্যাদ্বিদ্ভিস্কু চ যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥
 পূর্বশ্রাং চতুরশ্রস্ত আশ্রেয়াং যোনিসন্নিভম্ ।
 অর্দ্রচন্দ্রং তথা বাম্যাং ত্রিকোণং নৈঋত্যাং তথা ॥ ১৬ ॥
 বারুণ্যাং বর্তূলশ্চৈব বড়শ্রং বায়ুগোচরে ।
 উত্তরশ্রামজকুণ্ডং ত্রৈশাশ্রামষ্টকোণকম্ ॥ ১৭ ॥
 নিঋতিবরুণমৌর্ধ্যম্ধ্যো সপ্তাশ্রং সমুদাহৃতম্ ।
 বায়ুবরুণমৌর্ধ্যম্ধ্যো পঞ্চকোণাশ্রকং শুভম্ ॥ ১৮ ॥
 আচার্যাকুণ্ডং মধ্যো শ্রাশ্রম্ধ্যো দ্রেশানমৌরপি ।
 পূর্বাপরায়তং সূত্রং হস্তমাত্রং প্রসার্য চ ॥ ১৯ ॥
 ততঃশ্রমৌর্ধ্যংশ্রমুগ্ধং কুর্য্যাং স্পষ্টং যথা ভবেৎ ।
 দ্বিভাগৌ কৃৎবা তৎসূত্রং পাতয়েদ্বক্ষিণোত্তরম্ ॥ ২০ ॥
 তদগ্রমৌর্ধ্যংশ্রমুগ্ধং কুর্য্যাং স্পষ্টং যথা ভবেৎ ।
 চতুর্দিকু চতুঃসূত্রং পাতয়েত্তৎপ্রমাণতঃ ॥ ২১ ॥
 চতুরশ্রং চতুর্কোষ্ঠিঃ ভবেদতিমনোহরম্ ।
 কোণসূত্রদ্বয়ং দ্ব্যং প্রমাণং তেন রক্ষয়েৎ ॥ ২২ ॥
 চতুরশ্রং ভবেৎ কুণ্ডং সর্কলকণলক্ষিতম্ ।
 ত্র্যাক্ষণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্কৈশ্চৈঃ শূদ্রৈশ্চ সমকৃষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥

মধ্যো দর্পণের স্থায় স্বচ্ছবেদিকা নির্মাণ করিতে হইবে। ঐ
 বেদিকাটি মণ্ডপের তিন ভাগের একভাগ পরিমাণেই নির্মাণ
 করিবে। অমস্তুর কুণ্ড খনন করিতে হইবে। ঐ কুণ্ড

সৰ্বকৰ্মকরঃ প্রোক্তঃ শাস্ত্রাদিষট্শু কৰ্মশু ।
 অনেন জনয়েৎ সৰ্বং কুণ্ডানি মনুরক্তমঃ ॥ ২৪ ॥
 ততঃ কুণ্ডং খনয়ন্তী যথাশাস্ত্রং বিধানবিৎ ।
 ত্যক্ত্বা সৰ্পস্ত গাত্রঞ্চ শিরোদেশং প্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥
 শিরোষাতাত্তবেণ্ড্যুঃ পিণ্ডেণ পিণ্ডঘাতনম্ ।
 পুচ্ছে চ দুঃখসংভূতিঃ ক্রোড়ে সৰ্বার্থসাধনম্ ॥ ২৬ ॥
 যাবান্ কুণ্ডস্ত বিস্তারঃ খননং তাবদীরিতম্ ।
 কণ্ঠমেকাঙ্গুলিং ত্যক্ত্বা মেঘলাস্তিষ এব হি ॥ ২৭ ॥
 কুণ্ডস্তাঙ্গুলমানেন বেদাগ্নিনয়নাঙ্গুলাঃ ।
 চতুরশ্চে ভবেযুক্তাশ্চতুরশ্রাঃ স্তশোভনাঃ ॥ ২৮ ॥
 হোতুরগ্রে যোনিবাসাঃ কুঞ্জরাধরসন্নিভাম্ ।
 ষট্চতুর্থাঙ্গুলায়ামবিস্তারোন্নতিশালিনী ॥ ২৯ ॥
 বড়ঙ্গুলা ভবেদীর্ঘা চতুরঙ্গুলবিস্তৃতা ।
 ছাঙ্গুলা চোন্নতা বোনির্বিদ্যা লক্ষণলক্ষিতা ॥ ৩০ ॥
 স্থলাদারভ্য নালং স্ত্রাৎ সরঙ্গুঃ বোনিমধ্যতঃ ।
 স্ত্রাংস্থলাগ্রং স্থলমূলঞ্চ সরঙ্গুঃ নালমীয্যতে ॥ ৩১ ॥
 যোন্তা মধ্যে বিলং কুৰ্য্যাত্তদাভ্যাংহিসংজ্ঞকম্ ।
 কুণ্ডমধ্যে ভবেন্নীতিঃ পদ্যং বা চতুরঙ্গকম্ ॥ ৩২ ॥

একহস্ত গভীর হইবে। প্রথম চতুরঙ্গ পরে যোন্তাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ত্রিকোণ, বর্জুলাকার প্রভৃতি মূলের নিখিত নিয়মে কুণ্ড রচনা করিবে। পূর্বদিকে চতুর্কোণ, অগ্নিকোণে যোন্তাকার, ধাম্যকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার, নৈঋতে ত্রিকোণ, পশ্চিম দিকে বর্জুলাকার, বায়ুকোণে ষট্চকোণ, উত্তর দিকে পঞ্চভুজাকার, ঈশানে

দ্ব্যঙ্গুলং চোন্নতং তত্ৰ চতুরঙ্গুলবিস্তৃতম্ ।
 অর্দ্ধাঙ্গুলস্ত্রয়োত্রিংশং কুর্যাদীষদধোমুখম্ ॥ ৩৩ ॥
 ববষয়প্রমাণেন কুণ্ডেষু ত্রেষু বর্দ্ধয়েৎ ।
 কণ্ঠস্ত্র্যঙ্গুলং তত্র বর্দ্ধয়েৎ কুণ্ডমানতঃ ॥ ৩৪ ॥
 চতুরশ্রয়ং কুণ্ডস্ত্র্য একহস্তমিতস্ত চ ।
 কর্ণদ্বয়প্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৫ ॥
 সর্ককুণ্ডেষু সর্কত্র বর্দ্ধয়েদ্বিধিনামুনা ।
 কুণ্ডস্ত্র্য প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সর্কলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৩৬ ॥
 উভৌ পাদৌ করৌ তস্ত্র্য ভবেৎ কোণচতুষ্টিয়ম্ ।
 উদরং কুণ্ডমিত্যুক্তং যোনিঃ কারণরূপিনী ॥ ৩৭ ॥
 তেন তত্রৈব হব্যানাং বিধাতুঃ কলমুত্তমম্ ।
 ফলং বিতস্তুতে সমাগজ্ঞাথা বিকলায়তে ॥ ৩৮ ॥
 চতুরশ্রয়ং সমং কৃৎস্না পঞ্চভাগৈকভাগকম্ ।
 বর্দ্ধয়েৎ পুরতন্তস্ত্র্য মধ্যদ্বয়সমানতঃ ॥ ৩৯ ॥
 কর্ণাৎ কর্ণগতং সূত্রং কৃৎস্না ভাগচতুষ্টিয়ম্ ।
 ভাগেনৈকেন কোণার্ধে সংস্থাপ্য ভ্রাময়েত্ততঃ ॥ ৪০ ॥
 আমধ্যদ্বয়াদামধ্যাৎ সূত্রযুগ্মং তন্তৌ ভ্রাসেৎ ।
 তন্মানাদবুদ্ধিপৰ্য্যন্তমেবং শ্রাদ্ঘোনিঃসন্নিভম্ ॥ ৪১ ॥
 চতুরলীকৃতে ক্ষেত্রে চতুর্দ্ধা ভেদিতে তথা ।
 ভাগমেকং ভ্রাসেৎ পূর্বে পশ্চিমে চৈকভাগকম্ ॥ ৪২ ॥

অষ্টকোণ, নৈঋত ও বক্রণের মধ্যে দপ্তকোণ, বায়ু ও বক্রণের
 মধ্যে পঞ্চকোণ, এইরূপে নির্মাণ করিতে হইবে। পূর্বাংশের আরত-
 ভাবে ইহপ্রমাণ সূত্র প্রসারণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে মন্ত্রস্তম্ভ

মধ্যো হৃত্রং সমাদায় তন্মানাদ্ভ্রাময়েত্ততঃ ।
 দক্ষিণার্দ্ধেনার্দ্ধচন্দ্রমেবং স্ত্রাৎ স্ত্রমনোহরম্ ॥ ৪৩ ॥
 সমস্ত চতুরশ্রস্ত্র অধঃস্বত্রস্ত্র পার্শ্বয়োঃ ।
 অঙ্গুলত্রিতয়ং দস্তাদুর্দ্ধং দস্তাৎ বড়ঙ্গুলম্ ॥ ৪৪ ॥
 মধ্যাহ্নত্রসমানেন স্বত্রযুগ্মং ততো স্ত্রসেৎ ।
 ত্র্যসং কুণ্ডমিদং প্রোক্তং পূর্বমেবমভীষ্টদম্ ॥ ৪৫ ॥
 অষ্টধা ভেদিতং ক্ষেত্রং পরিকল্প্য সমানতঃ ।
 একৈকভাগং মধ্যস্ত্র পার্শ্বয়োঃ পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
 মধ্যো হৃত্রস্ত্র সংস্থাপ্য তন্মানাদ্ভ্রাময়েত্ততঃ ।
 বর্জু লং বর্জু লং কুণ্ডং ভবেনতিমনোহরম্ ॥ ৪৭ ॥
 বিভজ্য সপ্তধা ক্ষেত্রং বেদাশ্রিতৈকভাগকম্ ।
 তদ্বহিত্রস্ত্র স্বত্রাগ্রাং পূর্ববৎ সংপ্রসার্য্য চ ॥ ৪৮ ॥
 তন্মানাদ্ভ্রাময়েদুত্তং ভূমৌহপি চতুরশ্রকম্ ।
 যুগ্মাংশীকৃত্য লোকাংশৈশ্চদুত্তং পূর্বমাদিতঃ ॥ ৪৯ ॥
 পঞ্চধা চিহ্নিতং কৃৎস্না চিহ্নাচ্চিহ্নী বিচক্ষণঃ ।
 ভূয়শ্চ পঞ্চস্বত্রাণি সম্যগাস্থালয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥
 এতৎ পঞ্চাশকুণ্ডং স্ত্রাৎ সপ্তকোণমিহোচ্যতে ।
 অষ্টধা ভেদিতে ক্ষেত্রে মধ্যাহ্নত্রসমানতঃ ॥ ৫১ ॥
 বর্জ্জয়েদ্ভাগমেকৈকং চতুর্দিক্ বিচক্ষণঃ ।
 চতুর্দিশাঙ্গুলঞ্চাধউর্দ্ধন্তুমানতো স্ত্রসেৎ ॥ ৫২ ॥
 বখা মণ্যে ভবেন্মণ্যে স্বত্রঞ্চ ত্রিংশদঙ্গুলম্ ।
 বড়্ স্বত্রলাঙ্ঘনান্তত্র জায়তে তু বড়্ শ্রকম্ ॥ ৫৩ ॥

অঙ্কিত করিবে । ঐ স্বত্রে কে আবার দুইভাগ করিয়া উত্তর ও

ପୂର୍ବୋକ୍ତବୃତ୍ତକୁଂସ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚମେଧନୋପରି ।
 ଷୋଡ଼ଶାନ୍ତିସ୍ତରନ୍ୟାମି ପଦ୍ମପତ୍ରାମି ସଂଲିଖେ ॥ ୫୫ ॥
 ଅକ୍ଷକୁଂସମିତି ଜ୍ଞେୟଃ ବେଦବେଦାନ୍ତପାରମ୍ପରାୟଃ ।
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀକୃତ୍ୟ ବେଦାନ୍ତଃ ଏକାଂଶେନିବ ବାହତଃ ॥ ୫୬ ॥
 ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀକୃତ୍ତ୍ରପୂର୍ବାଗ୍ରଂ ବର୍ଦ୍ଧୟିତ୍ବା ତୁ ଦେଶିକଃ ।
 ତନ୍ନାନାଦତ୍ରାମୟେତ୍ତଂ ଭୃଗୋହପି ଚତୁରସ୍ରକମ୍ ॥ ୫୭ ॥
 ଚତୁଃଶ୍ରୀବିଭାଗେନ ବିଭଜ୍ୟା ବିଂଶଦଂଶକେଃ ।
 ମତ୍ରିକ୍ତିକେଶଚ ଶେଷାଂ ସମ୍ପଦା ଲାଞ୍ଜୟେତ୍ ସୁଧୀଃ ॥ ୫୮ ॥
 ଚିହ୍ନାଦ୍ବିଚିହ୍ନଂ ତଦ୍ଦୈର୍ଘ୍ୟଂ ସଂସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାମି ପାତରେ ॥
 ସମ୍ପଦକୋଣାୟକଂ କୁଂସଂ ତବେଦେବଂ ମନୋହରମ୍ ॥ ୫୯ ॥
 ଚତୁରସ୍ତେ ସମେ କ୍ଷେତ୍ରେ କୋଣସ୍ତ୍ରୀକୃତେ ଖୁରଃ ।
 ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀଂ ସମାଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଜଂ ପରିକରୟେତ୍ ॥ ୬୦ ॥
 ମଧ୍ୟେ ସ୍ତ୍ରୀଂ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ କୋଣାଞ୍ଜଂ ସ୍ଥାପୟେଦ୍ବିଧୁଃ ।
 ତତୋହିତିରିକ୍ତଂ ଷଂ କୋଣେ ତଦଞ୍ଜଂ ଦିଶି ବର୍ଦ୍ଧୟେତ୍ ॥ ୬୧ ॥
 ଅନ୍ତତେନିବ ମାନେନ ଚତୁରସ୍ରଂ ବହିର୍ଭବେତ୍ ।
 ବାହସ୍ତ ଚତୁରସ୍ରଂ ଦ୍ଵାଦଶାଞ୍ଜୁଲମାନତଃ ॥ ୬୨ ॥
 ଅଷ୍ଟଦିକ୍ସୁ କ୍ଷିପେତ୍ ସ୍ତ୍ରୀମଷ୍ଟାଂଶଂ କୁଂସୁତ୍ତମମ୍ ।
 ବୃତ୍ତଂ ବା ଚତୁରସ୍ରଂ ବା ଅଷ୍ଟାଂଶଂ ବା ଖୁରୋ ତବେତ୍ ॥ ୬୩ ॥
 ଏବଂସିଧାନି କୁଂସାନି ପରିକର୍ୟା ସମସ୍ତତଃ ।
 ମାତ୍ରିକୀ ମେଧନା ପୂର୍ବା ଦ୍ଵିତୀୟା ରାଜସୀ ସ୍ତ୍ରୀତା ॥ ୬୪ ॥

ନକ୍ଷିତ୍ରେ ପାତନ କରିয়া ଉପରଓ ଅଗ୍ରଭାଗେ ଐ ରୂପେଇ ମଂସ୍ତସ୍ତ୍ରୀ
 ଅଙ୍କିତ କରିବେ । ଏହିରୂପେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ କୁଂସକଳ ନିର୍ମାଣ କରିତେ
 ହୁଏବେ । ପ୍ରଥମ ମେଧନାର ନାମ ମାତ୍ରିକୀ ମେଧନା, ଦ୍ଵିତୀୟାର ନାମ

তৃতীয়া তামসী জেরা ইত্যুক্তং কুণ্ডলক্ষণম ।
 মণ্ডপস্তোত্তরে ভাগে শালাঃ পূৰ্ব্বাপরোন্নতান্ ॥ ৬৪ ॥
 গুচাং কুৰ্যাদ্ধ্বশোভাঃ সৰ্বদৃষ্টিমনোহরান্ ।
 পূৰ্ব্বাপরান্নতং তত্র পঞ্চস্থত্রানি পাতয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
 মধ্যে মধ্যে বিনুপ্যেত তৎ স্তাদ্ধাশদকোষ্ঠকম্ ।
 পঞ্চবর্ণরজোভিস্ত পদানি তানি পূরয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
 পালিকাঃ পঞ্চ মুখ্যাশ্চ সরাবানি চ পাতয়েৎ ।
 দ্বিষড়্‌দ্ব্যষ্টচতুৰ্বিংশত্ৰিশ্রিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৬৭ ॥
 তাবদ্ব্যাদ্ধ্বান্যূৰ্দ্ধপদানি পরিকল্পয়েৎ ।
 তত্রিভাগান্‌কুলিমুখৈর্কিস্তৃতানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
 নারায়ণমহেশানব্রহ্মরূপানি তানি চ ।
 পালিকাঃ পঞ্চ মুখ্যাশ্চ সরাবানি ততঃপরম্ ॥ ৬৯ ॥
 প্রকালিতানি মন্ত্রেণ পুণ্যানি তানি চৈব হি ।
 সংবেষ্টিতানি পরিতস্তিগুণৈঃ শুভতত্ত্বভিঃ ॥ ৭০ ॥

রাজসী এবং তৃতীয়ার নাম তামসী মেথলা । মণ্ডপের উত্তরভাগে
 পূর্ব-পশ্চিমে উন্নত শালা (মণ্ডপ) প্রস্তুত করিবে । ঐ শালা
 শোভায়ুক্ত ও মনোহর হইবে । শালামধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচটি
 স্থত্র পাতন করিবে । মধ্যে মধ্যে দ্বাদশটি কোষ্ঠ অঙ্কিত করিবে ।
 পঞ্চবর্ণ রজ (শুণ্ডিকা) দ্বারা পাদসকল পরিপূর্ণ করিবে । উহাতে
 পাঁচটি মুখ্য পালিকা ও সরাব পাতন করিবে । বার, ষোল
 ও চতুৰ্বিংশ উৰ্দ্ধপদ মুখ কল্পনা করিবে । পরে ঐ সকল
 সরাব মন্ত্র দ্বারা ধোত করিবে ॥ ১১—৭০ ॥

মৃদালুকাকরীবৈশ্চ পরিতানি সমস্ততঃ ।
 সমর্চিতস্বদেহশ্চ পশ্চিমাধিক্রমেণ চ ॥ ৭১ ॥
 বিত্তস্ত শালিশ্চামাকপ্রিয়ঙ্গুফলসর্বপান্ ।
 মুগমায়ৌ তিলশিখী কুলথঞ্চাকৌস্তথা ॥ ৭২ ॥
 প্রক্ষালিতানি শুদ্ধেন জলেন তদনন্তরম্ ।
 অভ্যর্চিতস্বদেবানি মূলমজ্জার্চিতানি বৈ ॥ ৭৩ ॥
 বিপ্রাশিসা পঞ্চষোড়শে সহ নিঃসার্যা তানথ ।
 বিষিধ্য তু হরিদ্রাভিন্মস্তশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৪ ॥
 বসনেন সমাচ্ছান্ত্র নবীনেন ততঃ পরম্ ।
 শুদ্ধাভিরক্তিঃ সিচ্যাথ সায়ঃ প্রাতর্মুহূর্ত্তঃ ॥ ৭৫ ॥
 ইত্যেবঃ সপ্তরাত্রং বা নবরাত্রমথাপি বা ।
 স্থাপয়েদ্ধাপয়েচ্চৈব রাত্রিশেষে বলিং নিশি ॥ ৭৬ ॥
 লাজতিলহরিদ্রাশ্চ শক্তচূর্ণং তথা দধি ।
 এতৈঃ প্রথমরাত্রৌ চ ভূতেভ্যো বলিমুৎসৃজেৎ ॥ ৭৭ ॥
 দ্বিতীয়ায়ঃ ক্রিপেত্রাত্রৌ পিতৃভ্যস্তিলতণ্ডুলে ।
 তৃতীয়ায়ঞ্চ বক্ষেভ্যঃ স্নানাজাদধিশক্তুভিঃ ॥ ৭৮ ॥

উহাদিগকে মৃত্তিকা, বালুকা ও গোময় দ্বারা পূরণ করিবে। পরে
 শ্রামাক, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি বিহিত ফল ও সংস্পর্শ, মুগ, মাষ, শিখী,
 কুলথ, আঢ়কী প্রভৃতি শস্ত্র স্থাপন করিয়া শুদ্ধজল দ্বারা প্রোক্ষণ,
 হরিদ্রাদি দ্বারা সেচন ও বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাত্রিশেষে
 বলিদান করিবে। লাজ, তিল, হরিদ্রা, শক্তচূর্ণ ও দধি দ্বারা প্রথম
 রাত্রিতে ভূতগণের উদ্দেশে বলিদান করিবে। দ্বিতীয় রাত্রিতে
 পিতৃগণের উদ্দেশে তিল ও তণ্ডুল প্রদান করিবে। তৃতীয়

চতুৰ্থাং রজত্ৰাং দত্তান্নাগেভ্যশ্চ পুনর্বলিম্ ।
 নারিকেলোদকৈর্মিশ্রাং শক্ত্যচূর্ণং মনোহরম্ ॥ ৭৯ ॥
 পদ্মাকৃতং ব্রহ্মণে চ পঞ্চম্যামুৎসৃজেদ্বলিম্ ।
 সপ্পূপমন্নং ভৰ্গায় বষ্ঠ্যামথ সমাহরেৎ ॥ ৮০ ॥
 শুভ্রোদনং বিষ্ণবে চ সপ্তম্যাম্ বিহরেদ্বলিম্ ।
 অষ্টম্যাম্ মাতৃকাভ্যশ্চ ছাট্টগমে বৈশ্ণবৈশ্চ পক্ষিভিঃ ॥ ৮১ ॥
 মীনৈস্তথা চ মধুভিরাহরেদ্বলিমুক্তম্ ।
 তিলোদনং শিবায়ৈ চ নবম্যামাহরেদ্বলিন ॥ ৮২ ॥
 প্রণবাদিচতুৰ্থ্যস্তং স্বনাম চ নমোহস্তকম্ ।
 বলিমস্তস্তথৈব শ্রাদ্দাবাহনবিসৰ্জনে ॥ ৮৩ ॥
 ত্রিবিধানাক্ষ পাত্ৰাণাং পরিতোবহিরেব চ ।
 অষ্টদিক্শু চ সংদত্খাল্লোকপালেষু যত্নতঃ ॥ ৮৪ ॥
 প্রোক্তেষু তেষু পাত্রেষু বিষ্ণুব্রহ্মহরান্ যজেৎ ।
 মুদগপ্রিয়ঙ্গুনিম্পা বা বায়ুরগ্নিকুলথকে ॥ ৮৫ ॥
 আচক্যাং রক্ষসাং দেহে বুদ্ধৌ বৈবস্বতস্তিলে ।
 ইন্দ্রঃ শ্রীমে রাজমাষে বরুণশ্চ তথা সুনৈ ॥ ৮৬ ॥

রাজিতে যক্ষগণের উদ্দেশে ছাতু, দধি ও থৈ উৎসর্গ করিবে ।
 চতুৰ্থীর রাজিতে নাগগণের উদ্দেশে নারিকেলোদকমিশ্রিত
 শক্ত্যচূর্ণ দান করিবে । পঞ্চমীতে পদ্মাকৃত উৎসর্গ করিবে ।
 বষ্ঠীতে পিষ্টকান্ন উৎসর্গ করিবে । সপ্তমীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে
 শুভ্রোদন উৎসর্গ করিবে । অষ্টমীতে মাতৃকাগণের উদ্দেশে
 ছাগমাংস, পক্ষিমাংস, মীন এবং মধু উৎসর্গ করিবে । নবমীতে
 শিবাকে তিলোদন প্রদান করিবে ॥ ৭১ ৮২ ॥

বস্ত্রখণ্ডে দৃঢ়ে বধ্বা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলং ক্ষিপেৎ ।

উদ্ধৃত্য যামধিতয়ে সমভীতে চ বাপুর্নয়ৎ ॥ ৮৭ ॥

বীজানাং দৈবতং সোমঃ স রাত্রৌ কাস্তিমান্ যতঃ ॥

তন্মাদাসত্য বীজানি নিশায়ামেব বাপুর্নয়ৎ ॥ ৮৮ ॥

প্রকৃচ্ছাঙ্কুয়াণ্যেব নো দীক্ষেত কদাচন ॥

আচার্য্য এব প্রবিশেৎ তচ্ছিষ্যো বা তদাক্ষয়া ॥ ৮৯ ॥

প্রকৃটৈরকুরৈঃ কর্তৃনির্দেশাচ্ শুভাশুভম্ ॥

শ্রাটৈঃ কৃষ্ণৈরকুরৈশ্চ অর্থহানিশ্চ হুঃখবান্ ॥ ৯০ ॥

কুজৈর্হুঃখং বিপ্রকৃটৈর্মৃতিং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

আচার্য্যঃ কারয়েচ্চৈব প্রণয়ঃ বীক্ষ্য যত্নতঃ ।

শাস্ত্রতঃ সর্বথা কুর্য্যাৎ কর্তৃরাগ্নিস্তিসিকুরে ॥ ৯২ ॥

ইতি ত্রিদেবধিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে বঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

এই বলিমন্ত্র, ইহার প্রণালী এবং আবাহন বিসর্জ্যনাদি সমস্ত
ক্রিয়া-কলাপ মূলদৃষ্টে করিতে হইবে ॥ ৮৩-৯২ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে সঠি অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ

অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি সৰ্বসিদ্ধিপ্রবৰ্ত্তিকাম্ ।

যাং বিনা নৈব সিদ্ধঃ শ্রান্নজ্ঞো বর্ষশতৈরপি ॥ ১ ॥

তদজং কথিতং পূৰ্বমিদানীং কথ্যতে শৃণু ।

দদাতি দিব্যভাবকেঃ ক্ষিণুয়াং পাপসম্ভতিঃ ॥ ২ ॥

তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বপারগৈঃ ।

শিষ্যঃ স্নাতঃ শ্বেবেশশ্চ সৰ্বজ্ঞব্যাসমস্থিতঃ ॥ ৩ ॥

আচার্য্যং বৃণুয়াদভক্ত্যা বজ্রালঙ্কারভূষণৈঃ ।

কুৰ্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং ব্রাহ্মণান্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৪ ॥

গোভূহিরণ্যবজ্রাদৈবোস্তোষয়েদৃগুরুমান্বনঃ ।

যথা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনোমহুস্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর সৰ্বসিদ্ধিপ্রবৰ্ত্তিকা. দীক্ষা উক্ত হইতেছে।—দীক্ষা ব্যতিরেকে শতবর্ষও সন্নসিদ্ধি হয় না। পূর্বে দীক্ষার অঙ্গসকল কথিত হইয়াছে। এক্ষণে দীক্ষার বিষয় বলিতেছি,— যে কাৰ্য্য দ্বারা দিব্যভাবের লাভ এবং পাপের ক্ষয় হয়, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। শিষ্য জ্ঞান করিয়া শ্বেবেশ ও সৰ্বজ্ঞব্যাসমস্থিত হইয়া বজ্র, অলঙ্কার এবং ভূষণদ্বারা ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে বরণ করিবেন। পরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। গো, ভূমি, হিরণ্য ও

ইদানীং পূৰ্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে ।
 যৎ কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযজ্ঞার্চনাদিষু ॥ ৬ ॥
 যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ শ্রাৎ নরকঞ্চ প্রলভ্যতে ।
 ব্রাহ্মো মুহূৰ্ত্তে চোখ্যাম চিস্তয়েৎ গুরুদেবতম্ ॥ ৭ ॥
 স্মৰ্কনি সহস্রারে কৃষ্ণাখ্যে পরবিন্দুকে ।
 শশাঙ্কায়ুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরম্ ॥ ৮ ॥
 গুরুব্রজধরং শ্রীমচ্ছ্রুমাণ্যাহুলেপনম্ ।
 বাত্মোরো বহুশক্ত্যা চ যুতং কৃষ্ণাখ্যমব্যয়ম্ ॥ ৯ ॥
 শিবেনৈক্যং সমুন্নীয় ধ্যানেন্দ্ৰং পরশুৰুং ধিরা ।
 মানসৈরুপচারৈশ্চ সন্তুষ্ট্য মনসা সুধীঃ ।
 স্তোত্রৈঃ স্তব্ধা নমস্কুর্য্যামন্ত্রদেবেশমর্চয়েৎ ॥ ১০ ॥
 অজ্ঞানতিমিরাক্তস্ত জ্ঞানাজ্ঞনশলাকরা ।
 চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীশুরুবে নমঃ ॥ ১১ ॥

বজ্রাদি দ্বারা গুরুকেও সন্তুষ্ট করিবেন। এইরূপে সন্তুষ্ট হইলে,
 সুপ্রসন্ন গুরু মন্ত্রপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১-৫ ॥

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে পূৰ্বকৃত্য কথিত হইতেছে। ঐ সকল
 পূৰ্বকৃত্য না করিলে মন্ত্র, যজ্ঞ ও অর্চনাদিতে অধিকার জন্মে না ;
 পরন্তু নরকগামী হইতে হয়। ব্রাহ্ম্যমুহূৰ্ত্তে উঠিয়া নিজ মস্তকে সহস্র-
 দলপদ্মে অবুতশশাঙ্কসমপ্রভ, বরাভয়লসৎকর, গুরুব্রজপরিহিত,
 গুরুমাণ্যাহুলেপন, বহুশক্তিসম্বিত নিজ গুরুকে ইষ্টদেবতার
 সমীপে চিন্তা করিবে। অনন্তর তাঁহাকে নানাবিধ মানস-উপচারে
 অর্চনা করিবে। পরে স্তবপাঠ ও নমস্কার করিবে ॥ ৬-১০ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অজ্ঞানশলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরাক্ত ব্যক্তির

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
 তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ১২ ॥
 মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে কোটিসূর্য্যসমগ্রাধি ।
 ধ্যায়ের কুণ্ডলিনী নিত্যং কামবীজোপরিস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥
 শ্রামাং সূক্ষ্মাঞ্চ বিশ্বস্ত সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্রিকাম্ ।
 বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিত্তয়েদুর্দ্ধবাহিনীম্ ॥ ১৪ ॥
 চক্রষট্চকং বিনিভিষ্ঠ প্রাপয়িত্বা পরে শিবে ।
 তদভেদসমাপন্নামনাকুলমনাঃ স্মরেৎ ॥ ১৫ ॥
 প্রাপয়িত্বা সূধাং পূর্ব্বং প্রাবয়েচ্ছক্তিমণ্ডলম্ ।
 তেনৈব চক্রভেদেন মূলাধারং সমাপয়েৎ ॥ ১৬ ॥
 অনেক ধ্যানযোগেন মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি নাতৃথা ।
 বৈরিপক্ষে স্থিতা যে চ বুদ্ধা যৌবনগর্বিতাঃ ॥ ১৭ ॥
 যে চাত্তে দোষদুষ্টাশ্চ সিধ্যন্ত্যেব ন চাতৃথা ।
 পরেণ চ স্বমাস্থানং কৃষ্যথোন বিভাবয়েৎ ॥ ১৮ ॥

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার। যিনি
 অখণ্ডমণ্ডলাকার, চরাচরব্যাপী ব্রহ্মপদ প্রদর্শন করাইয়া দেন, সেই
 গুরুকে নমস্কার। পরে কোটিসূর্য্যসমগ্রাধি, ত্রিকোণ মূলাধারে
 কামবীজোপরিস্থিতা শ্রামা, সূক্ষ্মা, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-হারিণী,
 বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা, উর্দ্ধবাহিনী, নিত্য কুণ্ডলিনী শক্তিকে
 চিন্তা করিবে। ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্চক্রভেদপূর্ব্বক
 পরশিবে যোগ করিয়া অভেদরূপে চিন্তা করিবে। এইরূপে
 ধ্যান করিলে মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয়। বৈরিপক্ষসমাপ্তিত, বুদ্ধ, যৌবন-
 গর্বিত ও দোষদুষ্ট ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করে। পরে আপনাকেও

অহং কৃষ্ণে ন চাত্তোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥ ১৯ ॥

ত্বমেবাহমহং ত্বঞ্চ সচ্চিদাত্তবপুর্ভবান্ ।

আবয়োরন্তরা কৃষ্ণ নশ্রুত্যাভাবলাভব ॥ ২০ ॥

অহং তীর্ণো ভবং ঘোরং কৃত্যং কিঞ্চিন্ন মেহস্তি হি ।

তথাপি দেহি মে নাথ আজ্ঞাং তব নিষেবণে ॥ ২১ ॥

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-

র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥ ২২ ॥

ইষ্টদেবতার সহিত অভেদে চিন্তা করিবে ॥ ১১-১৮ ॥ আমি
স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, অন্ত নহ ; যদিও আমি ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বলিয়া
তাঁহা হইতে অভিন্ন, শোকরহিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্যমুক্ত-
স্বভাব এবং হে কৃষ্ণ, তুমিও যে, আমিও সে ; তুমি আমার
সৎ-চিং-মাত্র দেহধারী । তোমার আমার কোনও প্রভেদ নাই, তাহা
তোমার আজ্ঞাবলেই বিনাশ পায় । আমি ঘোর সংসার হইতে
সমুত্তীর্ণ হইয়াছি ; সংসারে আমার কোন কার্য্যই নাই ; অতএব হে
ভগবন্, আমাকে ভবদীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করুন । আমি ধর্ম
কাহাকে বলে, তাহা জানি বটে, কিন্তু সেই ধর্মে আমার প্রবৃত্তি
নাই এবং অধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিলেও তাহা হইতে
নিবৃত্তি নাই । আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর । আপনি আমার
হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে ভাবে চালিত করিতেছেন, আমি
তাঁহাই করিতেছি । আমার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কিছুই নাই ॥ ১৯-২২ ॥

এবং সংপ্রার্থ্য মনসা কুর্য্যাৎ পৌর্কাত্বিকীং ক্রিয়াম্ ।

দীক্ষিতস্ত বিধানেন তথাচ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৩ ॥

বানপ্রস্থস্থিতানাঞ্চ শৌচাদি দ্বিগুণা ক্রিয়া ।

সন্ন্যাসিনাং বিশেষেণ কৃত্যং চতুগুণং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

আচম্য বিধিবশস্ত্রী গুচৌ দেশে চ সন্ধিশেৎ ।

তথা প্রাতস্তনীং সন্ধ্যাং কুর্যাদগুরুনিবেবকঃ ॥ ২৫ ॥

জলে সংযুক্ত্য তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ততঃ ।

ক্ষিপ্ত্বা ভূমৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা মৃচ্ছি সেচয়েৎ ॥ ২৬ ॥

বামে জগং সমাধার মন্তয়েদক্ষিণেন তু ।

পুনর্কামেন তৎ ক্ষিপ্ত্বা মৃচ্ছি সিঞ্জেদ্বিবারকম্ ॥ ২৭ ॥

গুরুণা চোপদেশেন মুদ্রয়া দিব্যসংজ্ঞয়া ।

ঈডরাকব্য তজোয়ঃ কালিতাস্তম'লং পুনঃ ॥ ২৮ ॥

দক্ষপার্শ্বস্থিতাবজ্রশিলায়াং প্রোক্ষয়েচ্চ তৎ ।

অস্ত্রমন্ত্রেণ বিধিবৎ পুনরাচমনং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

এইরূপ প্রার্থনার পর পৌর্কাত্বিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিবে । দীক্ষিত ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ব্যক্তির শৌচাদি ক্রিয়া দ্বিগুণ হইবে । সন্ন্যাসীর ক্রিয়া চতুগুণ হইবে । দীক্ষিত ব্যক্তি বিধি অনুসারে আচমনাদি করিয়া গুচিদেখে উপবেশন করিবেন । পরে গুরুপাদ-পদ্ম সেবাপরায়ণ সাধক যথানিয়মে সন্ধ্যাদি করিবেন । জলে তীর্থ আবাহন করিয়া তিনবার মূলমন্ত্রে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পরে কুশাগ্রদ্বারা সাতবার মন্তকে অভিষেচন করিবেন । ঐ অভিষেচন বাম ও দক্ষিণ ক্রমে দুইবার করিতে হইবে । পরে গুরুপদে অমুসারে ইড়া নাড়ী দ্বারা ঐ জল আকর্ষণপূর্বক অন্তর্দল

অঘমর্ষণমেতচ্চি সর্বপাপনিকৃন্তনম্ ।

তোদ্রাজ্জলিঃ পুনঃ কিপ্ত্বা সূর্য্যামণ্ডলমধ্যাগাম্ ।

গায়ত্রীং ভাবয়েদেবীং সূর্য্যাসনকৃতাপ্রয়াম্ ॥ ৩০ ॥

তদ্বদাদিত্যসঙ্কশাং পুস্তকাককরাং স্মরেৎ ।

কৃষ্ণাজিনাশ্রয়াং ব্রাহ্মীং ধ্যানেত্তারকিতেহম্বরে ॥ ৩১ ॥

উখায় কৃষ্ণগায়ত্রীং তদভেদশতং জপেৎ ।

কৃষ্ণায় বিদ্বাহে ইত্যাঙ্কা দামোদরায় ধীমহি ।

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ গায়ত্র্যোবা প্রকীর্তিতা ॥ ৩২ ॥

তেন কৃষ্ণায় বিদ্বাহে দামোদরায় ধীমহি

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

সর্বদেবময়ী সর্বপাবনা বরদায়িনী ।

প্রণবাত্মা মূক্তিকরী ত্রীবীজাত্মা চ ভোগদা ॥ ৩৪ ॥

দ্বল্লেক্ষাত্মা মহাসিদ্ধিকরী সর্ববশঙ্করী ।

বাগ্ভবাত্মা চরেৎশ্রুত্বা কামাত্মা জনরঞ্জিনী ॥ ৩৫ ॥

ধোত করিয়া দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত বজ্রশিলায় অজমন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন । এই ক্রিয়ার নাম অঘমর্ষণ-ক্রিয়া । এতদ্বারা সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । পুনর্বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যস্থা, সূর্য্যাসনকৃতাপ্রয়া গায়ত্রী দেবীকে চিন্তা করিবে । ঐ গায়ত্রী দেবী আদিত্যসদৃশ জ্যোতির্ময়ী, পুস্তকাককরা, কৃষ্ণাজনপরিহিতা । ঐ ব্রাহ্মী গায়ত্রী দেবীকে নক্ষত্রপরিশোভিত অম্বরে চিন্তা করিবেন । পরে ঐ কৃষ্ণগায়ত্রী একশতবার জপ করিবেন ॥ ২৬-৩২ ॥ গায়ত্রী যথা,—“কৃষ্ণায় বিদ্বাহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ” এই গায়ত্রী প্রণবাত্মা হইলে

এবং তে কথিতা মন্ত্রসঙ্খ্যা মন্ত্রফলাপ্তয়ে ।
 ন কুর্যাদবদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাশ্ৰয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
 সংক্ষেপসঙ্খ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হৃদয়জিতঃ ।
 সারং প্রোক্তং মধ্যাহ্নে কৃৎসং ব্যাজ্য মন্ত্ৰং জপেৎ ॥ ৩৭ ॥
 ইতি সঙ্খ্যাঃ প্রোক্তাঃ কক্ষণাঃ সিদ্ধিদায়কম্ ।
 সঙ্খ্যায়ং পতিতায়ঃ বা গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ॥ ৩৮ ॥
 যথাপ্রাণঃ যথাজ্ঞানঃ যথা কুর্যাদতীতঃ ।
 যদ্যৎ কৃত্যং মঙ্গলার্থং তত্তৎ কুর্যাদিথা তথা ॥ ৩৯ ॥
 আদর্শদর্শনং কুর্যাদ্ গুহ্যতম্পর্শং কজ্জলম্ ।
 মৎপোষ্যপোষণার্থায় ক্ষেমং যোগঞ্চ চিত্তয়েৎ ॥ ৪০ ॥
 স্নানাস্ত্র কৃৎসপূজাং নদ্যাদৌ বিমণে জলে ।
 পূজা চ পঞ্চদা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণু মে ॥ ৪১ ॥

মুক্তিকরী, শ্রীবীজাদ্যা হইলে ভোগদাত্রী, অন্নোদাদ্যা হইলে সর্ক-
 সিদ্ধিকরী, বাগ্ভবান্ধা হইলে সর্কবশঙ্করী, কামবীজাদ্যা হইলে
 জনরঞ্জিনী হয়। এই মন্ত্রসঙ্খ্যা কথিত হইল। কোন ব্যক্তি
 মোহবশতঃ যদি এই সঙ্খ্যা না করে, সেই ব্যক্তি দীক্ষার ফল
 প্রাপ্ত হয় না। অশক্ত ব্যক্তি সংক্ষেপে গায়ত্রীর ধ্যান ও জপ
 করিলেই তাহার সঙ্খ্যাক্রিয়া সমাপন হইবে। সঙ্খ্যা পতিত
 হইলে, দশবার গায়ত্রী জপ কর্তব্য। অতঃপর আদর্শদর্শন ও
 গুহ্যতম্পর্শনাদি করিবেন। পরে পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ অর্থ
 চিন্তা করিবেন ॥ ৩৬-৪০ ॥

তদনন্তর নজাদির বিমল জলে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
 পূজায় নিযুক্ত হইবেন। ঐ পূজা পঞ্চবিধ তাহার ভেদ আনার

অভিগমনসুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ ।

ইজ্যা পঞ্চপ্রকারার্চা ক্রমেণ কথ্যামি তে ॥ ৪২

তত্রাভিগমনং নাম দেবতাহানমার্জনম্ ।

উপলেপননিষ্কাল্যদুরীকরণমেব চ ॥ ৪৩ ॥

উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নং তথা ।

ইজ্যা নাম চেষ্টদেবপূজনঞ্চ যথার্থতঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যো হ্যাত্মারূপকো জপঃ ।

সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরিসংকীৰ্তনং তথা ॥ ৪৫ ॥

তত্রাদিশাজ্জাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীৰ্তিতঃ ।

যোগো নাম স্বদেবশ্চ স্বাত্মনৈব বিভাবনা ॥ ৪৬ ॥

ইতি পঞ্চপ্রকারার্চা কথিতা তব সূত্রত ।

সান্নীপ্যসারূপ্যসাদৃশ্যসামুজ্যফলদা ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥

প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্নে স্নানার্থং তীর্থমাশ্রয়েৎ ।

স্নানস্ত দ্বিবিধং শ্রোতুমত্ত্ববাহবিভেদতঃ ॥ ৪৮ ॥

নিকট হইতে শ্রবণ কর । অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা, এই পঞ্চবিধ পূজা যথাক্রমে উক্ত হইতেছে।—
দেবতার হানমার্জন, উপলেপন ও নিষ্কাল্যদুরীকরণের নাম অভিগমন। গন্ধপুষ্পাদিচয়নের নাম উপাদান। নিজ দেবতাকে আত্মরূপে বিভাবনের নাম যোগ। মন্ত্রজপ, সূক্তস্তোত্রাদি পাঠ, হরিসংকীৰ্তন ও তন্ত্রশাজ্জাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। ঈষ্টদেবতার পূজার নাম ইজ্যা। এই পাঁচ প্রকার পূজা কথিত হইল। ইহারা যথাক্রমে সান্নীপ্য, সাদৃশ্য, সারূপ্য ও সামুজ্য ফলপ্রদান করে ॥ ৪১-৪৭ ॥

প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্নে স্নান করা কর্তব্য। ঐ স্নান দ্বিবিধ,—

অনন্তাদিত্যসঙ্কাশঃ বাসুদেবঃ চতুর্ভুজম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মমুকুটঃ বনমালিনম্ ॥ ৪৯ ॥
 তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বকাং তনুম্ ।
 তয়া সংকালয়েৎ সর্বমন্তর্দেহগতং মলম্ ॥ ৫০ ॥
 তৎকণাদ্বিরজো মন্ত্রী জায়তে ক্ষটিকোত্তমঃ ।
 ইদং জ্ঞানবরকান্তস্তীর্থকোটিশতাধিকম্ ॥ ৫১ ॥
 যোগিনাং জ্ঞানমেতচ্চি কথিতং পরমাদ্বুতম্ ।
 বাহুজ্ঞানং তথা কুর্যাদ্ব্যধাশাস্ত্রং বিধানবিন্ ॥ ৫২ ॥
 মলপ্রক্ষালনং জ্ঞানং স্বশাখোক্তং সমাচরন্ ।
 মন্ত্রজ্ঞানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্মণাঃ সিদ্ধিহেতবে ॥ ৫৩ ॥
 অস্ত্রেশালোডা মূন্নাং বৈ ত্রিভাগং তাস্ত্ব কারয়েৎ ।
 জলে চৈকং দ্বাদশয়োগ্নিক্রিপেদন্তমুচ্চরন্ ॥ ৫৪ ॥

আস্তরজ্ঞান ও বাহুজ্ঞান । অনন্তসূর্য্যপ্রভাবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-
 চক্র-গদা-পদ্ম-মুকুটধারী, বনমালাবিভূষিত বাসুদেবের পাদোদক
 দ্বারা নিজেই শরীরান্তর্গত সমস্ত মল সংকালিত হইয়াছে, এই
 প্রকার ভাবনাই আস্তরজ্ঞান । আস্তরজ্ঞানদ্বারা সাধক শুদ্ধ-
 ক্ষটিকের জায় বিমল হয় । এই আস্তরজ্ঞান শতকোটি
 তীর্থজ্ঞান অপেক্ষা অধিক । যোগীদিগের এই জ্ঞান পরমাদ্বুত ।
 বিধিযুক্ত ব্যক্তির বিধানানুসারে বাহুজ্ঞানও কর্তব্য । প্রথমতঃ মল
 প্রক্ষালনার্থ জ্ঞান করা কর্তব্য । পরে কর্মের সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র-
 জ্ঞানও কর্তব্য । অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলনপূর্ব্বক ঐ
 মৃত্তিকাকে তিনভাগ করিবে । উহার একভাগ জলে নিক্ষেপ
 করিয়া অপর দুইভাগের একভাগ মূলে ও শেষভাগ দেহে বিলেপন

একং মুৰ্দ্ধাদিনাস্তত্ত্বং পঠন্ মূলং বিলেপয়েৎ ।
 শেষং পাদাদিনাস্তত্ত্বং তথৈব প্রাবিলেপয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
 গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
 নন্দে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিঃ কুরু ॥ ৫৬ ॥
 আবাহয়ামি দেবি ত্বাং স্নানার্থমিহ স্তন্দরি ।
 এহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সৰ্ব্বতীর্থসমন্বিতে ॥ ৫৭ ॥
 এবমাবাহু বিধিবন্মূলমস্ত্রেণ মন্তয়েৎ ।
 আমন্ত্র্যাস্তসি সংযোজ্য সোমস্বর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৫৮ ॥
 বিচিন্ত্য মন্ত্রী তন্মধ্যে নিমজ্জেন্মূলমুচরন্ ।
 উথার্যচম্য তৎপশ্চাৎ ষড়ঙ্গং ত্রাসসংযতন্ ॥ ৫৯ ॥
 আত্মানং দশধা সিঞ্চেন্দ্রয়া কলসাখয়া ।
 সপ্তকৃৎসোহভিষিঞ্চেদ্বা মনুনা মন্ত্রিতৈর্জলৈঃ ॥ ৬০ ॥
 বামহস্তকৃতা মুষ্টির্দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ ।
 কলসাখ্যা ভবেন্দ্রা সৰ্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৬১ ॥
 শালগ্রামশিলাভোয়ং তুলসীদলমিশ্রিতম্ ।
 কৃৎস্না শঙ্খ ভ্রামঃ ন্ ত্রিনিষ্কিপেন্নিঃসুৰ্দ্ধনি ॥ ৬২ ॥

করিবে ॥ ৫৮-৫৫ ॥ পরে “গঙ্গে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
 তীর্থ আবাহন করিবে। পরে ঐ জলমধ্যে সোমস্বর্য্যাগ্নিমণ্ডল
 চিন্তা ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মজ্জন করিবে। তারপর ষড়ঙ্গ-
 ত্রাস করিয়া কলসমুদ্রা দ্বারা আপনাকে সাতবার বা দশবার
 অভিষেক করিবে। বামহস্তকৃত মুষ্টি দক্ষিণ হস্তদ্বারা বেষ্টনের
 নাম কলসমুদ্রা। এই মুদ্রা সৰ্ব্বপাপহরা। পরে তুলসীদল-
 মিশ্রিত শালগ্রাম শিলার জল শঙ্খদ্বারা তিনবার গ্রহণপূর্বক

শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যন্ত মন্তকে ।

প্রক্ষেপণং প্রকুরুতে ব্রহ্মহা স নিগন্ততে ॥ ৬৩ ॥

বিষ্ণুপাদোদকং পূৰ্ণং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ ।

বিরুদ্ধমাচরন্ মোহাদাঅহা স তু গন্ততে ॥ ৬৪ ॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে ।

সাগরে যানি তীর্থানি পদে বিপ্রস্ত দক্ষিণে ।

(সমাগরাণি তীর্থানি পদে বিপ্রস্ত দক্ষিণে) ॥ ৬৫ ॥

ততঃ সংক্ষেপতো দেবান্ মনুষ্যাংশ্তর্পয়েৎ পিতৃন্ ।

পীড়য়িত্বাধ্বরং তোয়ং প্রক্ষাল্যাচম্য বাগ্‌বতঃ ॥ ৬৬ ॥

ধারয়েদ্বাসসৌ শুক্রে পরিধানোত্তরীয়কে ।

অচ্ছিন্বে সদৃশে শুক্রে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥

উর্দ্ধগুণ্ডং চন্দনেন কৃষ্ট্বা সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ।

পূর্বন্তু কথিতা সন্ধ্যা ধ্যানেদেবাং সমাহিতঃ ॥ ৬৮ ॥

মন্তকে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার জল পান না করিয়া মন্তকে ধারণ করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। বিষ্ণুপাদোদক পানের পূর্বে বিপ্রপাদোদক পান করা কর্তব্য। ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করিলে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতীর মধ্যে গণ্য হয়। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, এক সাগরে সে সকলই আছে, আবার সাগরের সহিত সনস্ত তীর্থই ব্রাহ্মণের দক্ষিণপাদে অবস্থিত ॥ ৬৩-৬৫ ॥

তদনন্তর সংক্ষেপে দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ করা কর্তব্য। পরে আর্জিবাস পরিত্যাগ পূর্বক দ্বৌঃ ওকবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইবে।

শ্রামবর্ণাঃ চতুর্কীহঃ শঙ্খচক্রসংকরাম্ ।

গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্যাসনকৃতাপ্রসাদাম্ ॥ ৬৯ ॥

ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিঃ কৃত্বা তর্পয়েৎ কৃষ্ণমব্যয়ম্ ।

গুরুপংক্তিং পুরা তর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতম্ ॥ ৭০ ॥

নারদং পর্বতং জিহ্বুঃ নিশঠোদ্ধবদারুকম্ ।

বিশ্বক্সেনঞ্চ শৈলেশ্বরং গুরুশ্চ তর্পয়েত্রিশঃ ॥ ৭১ ॥

পঞ্চবিংশতিসংখ্যা বা দশধা বা ত্রিধাপি বা ।

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহম্ ।

নমোক্তোহয়ং মহুঃ প্রোক্তত্বতর্পণে বিধিতংপরেঃ ॥ ৭২ ॥

ক্লীং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ ॥ ৭৩ ॥

সায়াক্ষে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ ।

গুক্রাং গুক্রাধরধরাং বৃষাসনকৃতাপ্রসাদাম্ ॥ ৭৪ ॥

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্ ।

সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থং ধ্যানন্ গায়ত্রীমভ্যাসেৎ ॥ ৭৫ ॥

উপবেশনের পর আচমন ও তিলক ধারণ করিবে। পরে শ্রামবর্ণা, চতুর্কীহসমন্বিতা, শঙ্খচক্রপরিশোভিতা, গদাপদ্মধারিণী, সূর্যাসনকৃতাপ্রসাদা গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর তর্পণ করিবে। অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ, গুরুপঙ্ক্তি, ইষ্টদেবতা, নারদ, পর্বত, জিহ্বু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, শৈলেশ্ব ও গুরুবর্গকে তিনবার তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণের প্রকার এইরূপ,—ক্লীং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ ॥ ৬৬-৭৩ ॥ সায়াক্ষে বরদা, গুক্রা, গুক্রাধরধরা, বৃষাসনোবিষ্টা, ত্রিনয়না, পাশ-শূলাদিধারিণী, সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থা গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিবে।

ললাটে চ গদা কার্য্য মুচ্ছি চাপং শরং তথা ।
 নন্দকণ্ঠেব হৃদয়ে শঙ্খং চক্রং ভূজঘ্রে ॥ ৭৬ ॥
 শঙ্খচক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ত্রিগতে যদি ।
 প্রয়াগে বা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্মৈ গৌতম ॥ ৭৭ ॥
 পূজার্থং জলমাদায় সূর্য্যে তীর্থানি যোজয়েৎ ।
 ব্রহ্মজ্যোতির্ময়ং বিষ্ণুং গায়ত্রীং মনসা স্মরন্ ॥ ৭৮ ॥
 শতাবৃত্ত্যা জপেৎ তাস্মৈ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ।
 সর্ব্বপাপক্ষয়ং যাতি জ্ঞানমুৎপত্ততেহ্চিরাৎ ॥ ৭৯ ॥
 মূলমন্ত্রং হৃদি স্মৃজ্বা যান্নাট্ঠে বাগমণ্ডপম্ ।
 হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য আচম্য বাগ্‌যতঃ সূর্য্যীঃ ॥ ৮০ ॥
 সূর্য্যপূজাং ততঃ কুর্ঘ্যাৎশিষ্যার্থেন দীক্ষিতঃ ।
 পুনর্হস্তৌ চ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য বিধিনা যতিঃ ॥ ৮১ ॥
 আচমনং ততঃ কুর্ঘ্যাৎশিষ্যার্থৈষ্যবাসয়েৎ ।
 কেশবাট্ঠেজ্জিহ্বাং পীত্বা দ্ব্যাত্ম্যং প্রক্ষালয়েৎ কশৌ ॥ ৮২ ॥

ললাটে গদা, মস্তকে চাপ ও শর, হৃদয়ে নন্দক এবং ভূজঘ্রে
 শঙ্খ ও চক্র অঙ্কিত করিবে। শঙ্খচক্রাঙ্কিতগাত্র সেই পুরুষের
 শ্মশানে মৃত্যু হইলেও তিনি প্রয়াগে মৃতব্যক্তির তুল্য গতি লাভ
 করেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক ধর্ম্মকামার্থ-
 সিদ্ধির নিমিত্ত শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে
 সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া অচিরকালে জ্ঞান উৎপাদিত হয় ॥ ৭৪-৭৯ ॥
 মূলমন্ত্র হৃদয়ে স্মরণ করিয়া বাগমণ্ডপে গমনপূর্ব্বক হস্ত-পদ প্রক্ষালন
 করিবে। অনন্তর কেশবাট্ঠে নাম উচ্চারণ করিয়া তিন বার

হাত্যামোষ্ট্রে চ সংমৃজ্য হাত্যাং মৃজ্যান্মুখং ততঃ ।

একেন হস্তৌ প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ ॥ ৮৩ ॥

সংপ্রোক্ষ্যেকেন মূৰ্দ্ধানং ততঃ সঙ্কৰ্ষণাদিভিঃ ।

আস্ত্রনাসাক্ষিকর্ণাশ্চ নাভিরুদরকং ভুজৌ ।

এবমাচমনং কৃৎস্না সাক্ষান্নারায়ণৌ ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥

কেশবাণ্ডাঃ পুরা প্রোক্তা বক্ষ্যে সঙ্কৰ্ষণাদিকান্ ।

সঙ্কৰ্ষণৌ বাসুদেবঃ প্রহ্মায়শ্চানিরুদ্ধকঃ ॥ ৮৫ ॥

পুরুষোত্তমাদ্যোক্ষজ্জনুসিংহাশ্চ তথাত্মতঃ ।

জনার্দ্দনোপেন্দ্রহরিবিষ্ণবৌ ছাদশৈরিভাঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

জলপান, হুইবার করপ্রক্ষালন, হুইবার ওষ্ঠমার্জন, হুইবার
মুখমার্জন, একবার হস্তপদ প্রক্ষালন করিবে। এক বার মস্তক
প্রোক্ষণ এবং মুখ, নাসা, অক্ষি, কর্ণ, নাভি, উদর ও হস্তদ্বয় বধা-
নিয়মে স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে ॥ ৮০-৮৪ ॥ কেশবাদিত্যাস
পূর্বেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে সঙ্কৰ্ষণাদিত্যাস কথিত হইতেছে।
সঙ্কৰ্ষণ, বাসুদেব, প্রহ্মায়, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অ্যোক্ষজ, নুসিংহ,
অত্মত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, হরি ও বিষ্ণু এই ছাদশ দেবতার নামের
নামই সঙ্কৰ্ষণাদিত্যাস।

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমୋহଧ୍ୟায়ঃ

অথ দ্বাদশশুদ্ধিঃ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে ।
গৃহোপসর্পণকৈব তথামুগমনং হরেঃ ॥ ১ ॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণকৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যেবোত্তোলনং হরেঃ ॥
করয়োঃ সৰ্বগুহীনামিষং শুদ্ধির্কিংশিষ্যতে ।
তন্মামকীৰ্ত্তনকৈব শৃণানামপি কীৰ্ত্তনম্ ॥ ৩ ॥
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্ত বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ।
তৎকথাশ্রবণকৈব তন্তোৎসবনিরীক্ষণম্ ॥ ৪ ॥
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ।
পাদোদকস্ত নির্মালামালানামপি ধারণম্ ।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামস্ত হরেঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
অংগাণাং গন্ধপুষ্পাদের্নির্মাল্যাস্ত চ পৌত্তম ।
বিগুহিঃ স্তাদনন্তস্ত জ্ঞাপস্তাপি বিধীয়তে ॥ ৬ ॥

অনন্তর বৈষ্ণবগণের দ্বাদশশুদ্ধির বিষয় উক্ত হইতেছে :-
গৃহোপসর্পণ, অমুগমন, ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ, পাদশোধন, পূজার
নিমিত্ত পত্রপুষ্পাদি উত্তোলন—ইহারই নাম করগুহি । নামকীৰ্ত্তন
ও শৃণকীৰ্ত্তন—এতদ্বয়ের নাম বাকগুহি । তৎকথাশ্রবণ,
তাঁহার উৎসবদর্শন,—এতদ্বয়ের নাম যথাক্রমে শ্রোত্রগুহি ও

পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগাপিতম্ ।
 তদেব পাবনং লোকে তচ্চি সৰ্বং বিশোধয়েৎ ॥ ৭ ॥
 বৃন্দাবনং ততো ধ্যায়ৈৎ পূৰ্ব্বোক্তেনৈব বজ্রনা ।
 তদ্বাধ্যে স্বৰ্ণভূমিঞ্চ ধ্যায়ৈন্নব গৃহস্ততঃ ॥ ৮ ॥
 পূৰ্ব্বদ্বারং ততো গচ্ছা সামান্তার্থাঃ বিশোধয়েৎ ।
 অস্ত্রেণ শব্দং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণমস্ত্রেণ পূরয়েৎ ॥ ৯ ॥
 মস্ত্রেণ প্রণবৈনৈব সামান্তার্থ্যমিদং স্মৃতম্ ।
 দ্বার্য্যাবাহ যজ্ঞেত্তত্র সৰ্ববিরোপশাস্তয়ে ॥ ১০ ॥
 নন্দঃ সুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডো বল এব চ ।
 প্রবলো ভদ্রনামা চ স্তভদ্রো বিদ্রবৈষকাঃ ॥ ১১ ॥
 ঘো ঘো বিরো অতিদ্বারে পুরতো বিনতাস্মৃতম্ ।
 প্রণবাদিনমোহন্তেন নামমস্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১২ ॥
 ততোহক্ষতান্ সমাদার দক্ষে নার্য্যচমুদ্রয়া ।
 প্রক্ষিপেদস্তমস্ত্রেণ গৃহান্তবিদ্রবশাস্তয়ে ॥ ১৩ ॥

নেত্রগুচ্ছি । পাদোদক, নির্মালা ও মালাধারণ এবং প্রণাম—ইহার
 নাম শিরঃগুচ্ছি । গন্ধপুষ্প ও নির্মালাদির আজ্ঞাণ—ইহার নাম
 জ্ঞানগুচ্ছি । ইহাকেই দ্বাদশগুচ্ছি বলে ॥ ১-৭ ॥

তদনন্তর পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে বৃন্দাবনের ধ্যান করিবে । পরে
 সামান্তার্থ্যস্থাপন, অস্ত্রমস্ত্র (কট) দ্বারা জঃপূরণ এবং প্রণব দ্বারা
 অভিমস্ত্রণ, ইহারই নাম সামান্তার্থ্যস্থাপন । পরে দ্বারদেশে আওহন
 করিয়া নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, স্তভদ্র প্রভৃতির
 পূজা করিবে । অতিদ্বারে ছুইটি করিয়া বিদ্র । সম্মুখে বিনতাস্মৃতকে
 (গন্ধুকে) প্রণবাদি নমঃশব্দান্ত মস্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮-১২ ॥ পরে

অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ ।
 যে ভূতা বিয়কর্তারন্তে নশ্রুন্ত শিবাজ্জরা ॥ ১৪ ॥
 ভূতসংখ্যান্ সমুচ্চার্য দক্ষপাদপূরঃসরম্ ।
 ধ্যায়ৈদিহ গৃহাভ্যন্তঃ প্রবিশেন্নতকঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥
 যজ্ঞেভ্যৈষ ব্রহ্মাণং বাস্তদোষোপশান্তয়ে ।
 প্রাজুখঃ সংযতাত্মা চ সংবিশেদ্বিহিতাসনে ॥ ১৬ ॥
 তথা মৃদাসনে মন্ত্রী পটাজিনকুশোত্তরে ।
 কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগো বংশে বংশকরো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
 শৈলাসনে চ বাগ্রোধঃ পল্লবে মতিবিভ্রমঃ ।
 ধরণ্যাং হৃৎখসংভৃতিঃ পীড়নং রাজ্ঞতে ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
 বিষ্ণুঃ কালাজ্জক্শাত্মা ততঃ পূর্বমুখে ভবেৎ ।
 গন্ধপুষ্পাদিপত্রাণি স্বদক্ষে চ নিবেশয়েৎ ॥ ১৯ ॥

আতপতগুল গ্রহণপূর্বক দক্ষিণদিকে নারাচমুদ্রায় অঙ্গমস্ত্র (ফট)
 দ্বারা বিয়শাস্তির নিমিত্ত নিক্ষেপ করিবে এবং “অপসর্পন্ত তে ভূতা”
 ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্রে দক্ষিণপদক্ষেপ পূর্বক অবনত-
 কঙ্করে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। ঐ স্থানে বাস্তদোষোপশান্তির
 নিমিত্ত ব্রহ্মার পূজা করিবে। কল্পিত আসনে সংযতাত্মা হইয়া
 পূর্বমুখে উপবেশন করিবে। আসনটি মৃগ্মর ও কুশ, অজিন ও
 ল দ্বারা উত্তরোত্তর আচ্ছত হওয়া বিধেয়। কাষ্ঠাসনে রোগ,
 শনির্নির্মিত আসনে বংশকর, শৈলাসনে বাক্রোধ, পল্লবাসনে
 তিবিভ্রম, মৃত্তিকাসনে হৃৎখোৎপত্তি, রজত-নির্মিত আসনে পীড়া
 য ॥ ১৩-১৮ ॥ বিষ্ণুকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্বমুখে উপবেশন

দীপং বলিঞ্চ নৈবেদ্যং স্নানরং পুরতো হৃসেৎ ।
 সুবাসিতাঙ্গুসংপূর্ণং বামে কুন্তং শ্রশোত্তনম্ ॥ ২০ ॥
 পৃষ্ঠদেশে পাত্রমেকং করক্ষালনার্য সংহৃসেৎ ।
 পদ্মাসনং স্বস্তিকস্থা আচার্য্যো বিধিনা বিশেৎ ॥ ২১ ॥
 উরোরুপরি বিত্তস্ত সম্যক্ পাদতলে উভে ।
 পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনো হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ২২ ॥
 জানুর্বোরন্তরে কৃষ্টা সম্যক্ পাদতলে উভে ।
 ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥
 মঙ্গলাঙ্গুরপাত্রাণি চতুর্দিক্ নিবেশয়েৎ ।
 আশীর্বাদগতিবিজাতীনাম্ বৈষ্ণবং যাগমারভেৎ ॥ ২৪ ॥

করিবে। -গন্ধপুষ্পাদি নিজ দক্ষিণে রক্ষা করিবে। দীপ, বলি ও
 নৈবেদ্য দেবতার সম্মুখেই স্থাপিত হওয়া উচিত। বামভাগে
 সুবাসিত জলপূর্ণ কলসী এবং পৃষ্ঠদেশে হস্তপ্রক্ষালনার্থ পাত্র স্থাপন
 করিবে। আসনের মধ্যে পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসনই প্রশস্ত।
 উরুদ্বয়ের উপরিভাগে উভয় পাদতল স্থাপন করিয়া অবস্থানের
 নাম পদ্মাসন। এই পদ্মাসন যোগিগণের অত্যন্ত প্রিয়। জাহ্নু ও
 উরুর মধ্যে পাদতল স্থাপন পূর্বক সরলকায়ে উপবেশনই
 স্বস্তিকাসন। এই দুই আসনের মধ্যে যে কোন একটি আসনে
 উপবেশন করিয়া চতুর্দিকে মঙ্গলিক পাত্রসকল স্থাপন করিবে।
 পরে দ্বিজগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবযাগ আরম্ভ
 করিবে : ১৯-২৪ ॥

শিষ্যশ্চ বৃণুয়াদভক্ত্যা আচার্য্যঃ ভক্তিতৎপরঃ ।
 বাসোহলঙ্কারবিভবৈবিত্তশাঠ্যাবিবজ্জিতঃ ॥ ২৫ ॥
 ঋষিজং বৃণুয়াদ্ভ্র দশপঞ্চত্রয়ঃ তথা ।
 পুণ্যাহং বাচয়িত্বা চ পঞ্চদোষপুরঃসরম্ ॥ ২৬ ॥
 ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ সৰ্ব্বাণ্ডবিশুদ্ধয়ে ।
 কৃতান্তলিপরো ভূষা বামে গুরুত্রয়ং যজ্ঞেৎ ॥ ২৭ ॥
 গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরংকৃত্বা ।
 দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূৰ্দ্ধি দেব- বিভ্রাবয়েৎ ॥ ২৮ ॥
 ততো মণ্ডপমধ্যে চ স্থণ্ডিলং গোময়ান্বনা ।
 উপবিশ্ত যথাক্তারং তন্ত মধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥
 সূত্রং প্রাক্শ্রত্যগগ্রঞ্চ বিপ্রাশীর্কাচনৈঃ সহ ।
 গুণিতো নাভিতো মৎস্তো মধ্যারভ্য ঐবিত্তসেৎ ॥ ৩০ ॥
 তদ্ব্যবস্থিতযাম্যোদগগ্রং সূত্রং নিধাপয়েৎ ।
 ততো মধ্যান্ন্যসেদ্ধন্তমানমাত্র- দিশং প্রতি ॥ ৩১ ॥
 সত্রেবু মকরন্ম্যন্ত্রম্ভ্যংস্তান্ বাজ্রতমঃ পূমান্ ।
 হত্ৰাগ্রমকরেভ্যশ্চ ত্রসেৎ কোণেষু মৎস্তকান্ ॥ ৩২ ॥
 কোণমৎস্যস্থিতাগ্রাণি দিক্ সূত্রাণি পাতয়েৎ ।
 ততো ভবেচ্চতুর্কোণঃ চতুরশ্রস্ত মণ্ডলম্ ॥ ৩৩ ॥
 তত্রাধিমারুতং সত্রং নিখণ্ডিতপত্ন্য পাতয়েৎ ।
 প্রাগ্ধ্যাম্যবরুণোদীচ্যসূত্রাগ্রমকরেসু চ ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিতৎপর শিষ্য ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে বরণ করিবে ।
 বিত্তশাঠ্যবিবজ্জিত হইয়া বজ্র, অলঙ্কার ও ধন দ্বারা ভূষ্ট
 করিয়া দশ, পাঁচ অথবা তিন জন ঋষিক্ ত্রাক্ষকে বরণ

বিহিতাঃ লগ্নস্বত্রং চতুষ্কং প্রতিপাদয়েৎ ।
 কৃতহস্তঃ ভবেয়ুস্তে কোণকোষ্ঠেবু মৎস্যকাঃ ॥ ৩৫ ॥
 এষ প্রাথরুণো যাম্যোদীচ্যানি চ প্রপাত্তয়েৎ ।
 ষট্পঞ্চাশৎপদানি স্যুরধিকানি শতত্বয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
 যদা তদাথো বিভজ্যেৎ পদানি ক্রমশঃ সূধীঃ ।
 পটৈঃ ষোড়শটৈর্দ্ব্যধো পদ্যং বৃত্তত্রয়ং মিতম্ ॥ ৩৭ ॥
 তৈরষ্টচত্বারিংশস্তীরাশিঃ স্যাদীপশোভিতম্ ।
 সপ্তাদশৈঃ শতপটৈঃ শোভাখ্যাঃ স্যুচতুস্পদাঃ ॥ ৩৮ ॥
 চতুস্পদাশ্চ শোভাঃ স্যুঃ ষট্পদঃ কোণকং ভবেৎ ।
 বৃহদ্বীথ্যো বা রচয়েদ্ব্যধো সূত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
 প্রাগ্ধাম্যাবরুণোদীচ্যং তদভবেদ্রাশিমণ্ডলম্ ।
 কর্ণিকাস্রাঃ কেশরাণাং দলস্যর্দ্ধদলস্য চ ॥ ৪০ ॥
 দণ্ডাশ্চবৃত্তরাশীনাং বীথ্যাঃ শোভোপশোভয়োঃ ।
 বৃত্তানি চতুরস্রাণি ব্যক্তং স্থানানি কল্পয়েৎ ॥ ৪১ ॥
 ভবেদ্ব্যণ্ডলমুচ্ছাধঃ কর্ণিকা চতুরঙ্গুলা ।
 দ্ব্যঙ্গুলানি কেশরাণি স্যুঃ সন্ধ্যাঃ চতুরঙ্গুলম্ ॥ ৪২ ॥
 দলানাং কর্ণিকামানাদ্যঃ দ্ব্যঙ্গুলকং ভবেৎ ।
 অস্তরালপৃথগ্ বৃত্তত্রয়ে দ্ব্যঙ্গুলম্চ্যতে ॥ ৪৩ ॥
 ততশ্চ রাশিচক্রং স্যাৎ স্বস্ববর্ণবিভূষিতম্ ।
 বামে মণ্ডলকং কূৰ্ঘ্যাৎ ষড়্ভিরষ্টভিরেব বা ॥ ৪৪ ॥

করিবে । পরে পুণ্যাহ ও বস্তিবাচন করাইয়া সর্বার্থভূক্তির
 নিমিত্ত ভূতভূক্তি করিবে । তদনন্তর কৃতাজলি হইয়া বামে ঙ্কর,

স্বাক্ষিংশদগুণং হেতুং পরদ্বাত্তাবদ্বিষ্যতে ।
 বৃত্তং চক্রমুশন্ত্যেকৈ চতুরশ্চত্ব তদ্বিধঃ ॥ ৪৫ ॥
 যদি বা বর্জ্যলং চৈব বা স্নানাদদশরাশয়ঃ ।
 তে স্নাঃ পিঙ্গীলিকা মধ্যো মাতুলুঙ্গনিভা অপি ॥ ৪৬ ॥
 চক্রঞ্চ চতুরশ্চৈক্যজদাদশরাশয়ঃ ।
 ভবেয়ুঃ পঙ্কজদলনিভা বা কণিতা বৃধৈঃ ॥ ৪৭ ॥
 তদ্বহীকচিরান্ কুর্য্যাদ্ভূতুরঃ কল্পশাখিনঃ ।
 জলজৈঃ স্থলজৈশ্চাপি স্তম্বনোভিঃ সমমিতান্ ॥ ৪৮ ॥
 হংসারসকারগুণকভ্রমরকোকিলৈঃ ।
 ময়ূরচক্রবাক্যক্ঠৈরাক্কটবিটপাততান্ ॥ ৪৯ ॥
 সর্কেষু নির্কৃতিকরান্ বিলোচনমনোহরান্ ।
 তদ্বহিঃ পার্শ্বিবাং কুর্য্যাম্গুণলং কৃষ্ণকোণকম্ ॥ ৫০ ॥
 মণ্ডলানি চ তদ্বজ্রোরাশ্রুস্তান্ত্রেব কারয়েৎ ।
 নামাবল্যত্র রচয়েৎ প্রমাণাদম্ভমণ্ডলম্ ॥ ৫১ ॥
 আবাহ দেবতা যন্তামর্চয়ৎস্বত্বদেবতাঃ ।
 উভাত্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী তরলহৃদ্বতিঃ ॥ ৫২ ॥
 কালান্বকস্ত দেবস্ত রাশিব্যাপ্তিমজানতা ।
 কৃতং সমস্তং ব্যর্থং শ্রাদ্ধাজ্ঞাবজ্ঞানমানিনা ॥ ৫৩ ॥
 তদ্ব্যং সর্কং প্রেষত্বেন রাশীন্ সাধিপতীন্ ক্রমাৎ ।
 অবগম্যাহুরূপানি মণ্ডলানি ন চান্ত্রধীঃ ॥ ৫৪ ॥

পরমশুক ও পরাপরশুকর অর্চনা করিবে । দক্ষিণ পাখে
 গণেশের অর্চনা করিবে । পরে মণ্ডপমধ্যে গোময়দ্বারা

উপক্রমেদর্শয়িতুং হোতুং বা সৰ্বদেবতাম্ ।
 রজাংসি পঞ্চবর্ণানি পঞ্চজব্যাস্ত্রিকানি চ ॥ ৫৫ ॥
 পীতশুক্লারুণশ্রামকৃষ্ণাত্রেতানি ভূতলে ।
 হারিদ্ৰং স্যাতথা পীতং তাণ্ডুলঞ্চ সিতং তবেৎ ॥ ৫৬ ॥
 তথা দোষায়বন্ধারসংযুক্তং রক্তমুচ্যতে ।
 কৃষ্ণং নগ্নপুলাকোথং শ্রামং বিল্বদলাদিকম্ ॥ ৫৭ ॥
 সিতেন রজসা কাৰ্ঘ্যা সীমারেখা বিপশ্চিতা ।
 অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারপ্রশস্তা সৰ্বকন্মহু ॥ ৫৮ ॥
 পীতা স্যাৎ কর্ণিকা শুক্লপীতরক্তাশ্চ কেশরাঃ ।
 দণ্ডাশ্চক্ষুস্যাশ্চুরালং শ্রামচূর্ণেন পূরয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
 সিতরক্তাসিতৈর্কর্ণৈর্কৃষ্ণভ্রম্মুদীরিতম্ ।
 নানাবর্ণবিচিত্রাঃ স্মৃশ্চিহ্নাকারাস্চ বীথয়ঃ ॥ ৬০ ॥
 ষারশোভোপশোভাঃ স্ম্যঃ খেতরক্তা হরিদ্ৰকাঃ ।
 রাশিচক্রাবশিষ্টানি কোণাশ্চক্ষু ষানি বৈ ।
 পীঠপাদানি তানি স্মারসিতাশ্চরণানি বা ॥ ৬১ ॥
 অথ বারুণানি চ দলানি তথা দলসন্ধিরসিতবৎ ।
 অসিতাবরুণাশ্চ রজসা বিহিতাশ্চপি কথয়ন্ত্যপরে ॥ ৬২ ॥
 ইতি ত্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

স্থতিল পরিষ্কার করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্কচনের সহিত সূত্র-
 পাতন করিবে । ইহার পরের ইতিকর্তব্যতা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত
 আছে ; তৎসমুদয় মূলদৃষ্টে করিতে হইবে ॥ ২৫-৬২ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টম অধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঃধ্যায়ঃ

পঞ্চগব্যেন তদগ্গেহং মণ্ডলঞ্চ বিশোধয়েৎ ।
 পলমাত্রং হৃৎকভাগো গোমূত্রং তাবদ্বিঘাতে ॥ ১ ॥
 স্নাতক পলমাত্রং স্যাদগ্নোময়ং তোলকদ্বয়ম্ ।
 দধি প্রস্থতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্নাতম্ ॥ ২ ॥
 অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে ।
 মূলমন্ত্রেণ সংমদ্র্য কুশাগ্রৈগৈব শোধয়েৎ ॥ ৩ ॥
 তেন সৰ্কবিভুক্তিঃ স্যাৎ সৰ্কপাপনিক্তন্তনম্ ।
 মহান্তি পাতকাত্তেব কৃত্বা গব্যং পিবেদ্ যদি ॥ ৪ ॥
 নাশয়েৎ পানমাত্রেন ইত্যাচুর্বেদবেদিনঃ ।
 ভূতশুদ্ধিঃ ততঃ কুর্যাদ্যেন পূর্ণকলং লভেৎ ॥ ৫ ॥
 ও নমঃ স্তদর্শনায়েভ্যুক্ত্যজ্ঞৈগৈব দেশিকঃ ।
 তালত্রয়ং সন্নিদধ্যাদুর্দ্ধোর্জক সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা ঐ যজ্ঞগৃহ ও মণ্ডল শোধন করিবে ।
 একপল হৃৎক, একপল গোমূত্র, একপল স্নাত, ছুইতোলা
 গময় এবং প্রস্থতিমাত্র দধি—এই পাঁচটির নাম পঞ্চগব্য । কেহ
 কেহ বলেন, ঐ পঞ্চদ্রব্য সমান অংশেই গ্রহণ করা উচিত । পরে
 মূলমন্ত্র দ্বারা সংমদ্রণপূর্বক কুশাগ্রদ্বারা শোধন করিলেই সৰ্কশুদ্ধি
 হয় । পঞ্চগব্য পান করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও পবিত্র হয় ।
 অতঃপর ভূতশুদ্ধি করা বিধেয় । ও নমঃ স্তদর্শনায়, এই মন্ত্র

দিশ্বন্ধনং ছোটিকাভির্দশভিঃ কারয়েৎ সুধাঃ ।

ততস্তেনৈব জনিতং তেজো রক্ষত্বিতি অয়েৎ ॥ ৭ ॥

বিনিধায় করৌ স্বাক্ষে উত্তানৌ পরিচিস্তয়েৎ ।

হকারেণ সমুখাপ্য শক্তিঃ স্বাধারসংস্থিতাম্ ॥ ৮ ॥

মূলাধারমথ স্বাধিষ্ঠানঞ্চ মণিপূবকম্ ।

অনাহতং বিশুদ্ধঞ্চ আজ্ঞাচক্রঞ্চ চিস্তয়েৎ ॥ ৯ ॥

গুদে চ ধ্বজমূলে চ নাভৌ হৃদয় এব চ ।

কণ্ঠে তথা ভ্রুবোর্ধ্বস্থে যথাক্রমমম্বুঃ অয়েৎ ॥ ১০ ॥

চিস্তয়েৎ পুনরাধারং কনকাজং চতুর্দলম্ ।

তন্মধ্যে চিস্তয়েদ্যোনিং চন্দ্রাক্ষাগ্নিসমজ্যতিম্ ॥ ১১ ॥

তদন্তশ্চিস্তয়েদ্রাজী জীবাত্মানং সমাহিতঃ ।

জবাবন্ধু কসদৃশং তড়িৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১২ ॥

সূর্য্যাকোটিপ্ৰতীকাশং চন্দ্রকোটিনুশীতলম্ ।

প্রদীপকলিকাকারং কুণ্ডলিত্তা সমস্তথা ॥ ১৩ ॥

উচ্চারণ করিয়া অঙ্গমন্ত্র দ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় প্রদান করিবে। পরে দশসংখ্যক ছোটিকা দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। পরে তজ্জনিত তেজ রক্ষা করুক, এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ -৭॥ নিজ স্বাক্ষে উত্তান করদ্বয় সংস্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিন্তা করিবে। হকার দ্বারা স্বাধারসংস্থিত শক্তিকে সমুখাপিত করিয়া গুহে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে মণিপূর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ ও ভ্রুবর্ধ্বে আজ্ঞা-চক্র ভাবনা করিবে। মূলাধারে চতুর্দল কনকাজ, তন্মধ্যে চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিসমজ্যতি যোনিমণ্ডল এবং তদন্তরে জীবাত্মাকে চিন্তা

শ্রুতান্বিতানাং সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ যোজয়েৎ ।
 সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ ॥ ১৪ ॥
 তথৈব পঞ্চভূতানি সংহারক্রমতস্তথা ।
 বাকৃপাদপানিপায়ুপস্থবচনাদানমেব চ ॥ ১৫ ॥
 গতির্বিসর্গানন্দশ্রোত্রহৃৎচক্ষুরসনাঃ পুনঃ ।
 নাসা শব্দস্তথা স্পর্শো রূপং রসোহপি গন্ধকঃ ॥ ১৬ ॥
 তদ্বাত্তেজানি পঞ্চবিংশৎ পুরুষেণ চ যোজয়েৎ ।
 অহঙ্কারং মনোবুদ্ধিং চিত্তং তত্ত্বৈব যোজয়েৎ ॥ ১৭ ॥
 জীবতাবেন লীনানি সর্বাণি পরিচিস্তয়েৎ ।
 ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং বড়্‌বিন্দুলাঙ্ঘিতম্ ॥ ১৮ ॥
 পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সূর্য্যীঃ ষোড়শমাত্রয়া ।
 মাত্রয়া চ চতুঃষষ্টিয়া কুণ্ডয়েত্তু সূর্য্যয়া ॥ ১৯ ॥

করিবে। জবাবকৃৎসদৃশ, তড়িত্বেকোটিসমপ্রভ, সূর্য্যকোটি-
 প্রতীকশ, চন্দ্রকোটিস্থশীতল, প্রদীপকলিকাকার ঐ জীবাত্মাকে
 বালকুণ্ডলিনীর সহিত সূর্য্যাপথে পরিচালিত করিয়া সোহহং এই
 মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সহস্রারে শিবস্থানস্থিত পরমাত্মার সহিত
 যোজিত করিবে। পরে সংহারক্রমে পঞ্চভূত, বাকৃ, পাদ, পানি,
 পায়ু, উপস্থ, আদান, গতি, বিসর্গ, আনন্দ, শ্রোত্র, হৃৎ, চক্ষু,
 রসনা, নাসা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে
 পুরুষের সহিত যোজনা করিবে এবং অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও
 চিত্তকেও তাহাতেই জীবতাবে বিলীন চিন্তা করিবে। পরে
 ধূম্রবর্ণ, বড়্‌বিন্দুলাঙ্ঘিত বায়ুবীজ ষোড়শমাত্রার ইড়া দ্বারা
 পূর্ণ করিবে। চতুঃষষ্টিমাত্রায় সূর্য্য দ্বারা কুণ্ডক করিবে।

দ্বাত্রিংশমাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা ।
 পূরয়েদনয়া চৈব সঙ্কিত্য লীনমাকৃতম্ ॥ ২০ ॥
 রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং অস্তিকাব্যবিতম্ ।
 তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া ॥ ২১ ॥
 চতুঃষষ্ঠ্যা মাত্রয়া চ নির্বাহেৎ কুস্তকেন চ ।
 বামপার্শ্বস্থিতঃ পাপপুরুষঃ কজ্জলপ্রভম্ ॥ ২২ ॥
 ব্রহ্মহত্যাপ্রিরঙ্কঃ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্ ।
 সুরাপানহৃদা যুক্তঃ গুরুতল্লকটিদ্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্ ।
 উপপাতকরোমাণঃ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্ ॥ ২৪ ॥
 ঋজুচন্দ্রধরং ক্রুরং কুক্ষৌ তত্র বিচিস্তয়েৎ ।
 মূলাধারোথিতেনৈব বহ্নিনা নির্দেহেচ্চ তম্ ॥ ২৫ ॥
 এবং সংচিন্ত্য পরিতো দ্বাত্রিংশমাত্রয়া ততঃ ।
 ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা ॥ ২৬ ॥

দ্বাত্রিংশং মাত্রায় পিঙ্গলা দ্বারা রেচন করিবে। পরে
 ত্রিকোণ, অস্তিকাব্যবিত, রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ষোড়শমাত্রায় পূরণ
 করিয়া চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুস্তক করিবে। কুস্তক অবস্থাতেই
 বামপার্শ্বস্থিত, কজ্জলপ্রভ, ব্রহ্মহত্যাপ্রিরঙ্ক, স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়,
 সুরাপানহৃদয়যুক্ত, গুরুতল্লকটিদ্বয়, তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্ব, অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গপাতক, উপপাতকরোম, রক্তশ্মশ্রুবিলোচন, ঋজুচন্দ্রধর,
 ক্রুর পাপপুরুষকে দণ্ডভাবে ভাবনা করিবে। মূলাধারোথিত
 বহ্নিদ্বারা এই পাপপুরুষকে দণ্ড করিতে হইবে। এইরূপে দহন
 করিয়া দ্বাত্রিংশ মাত্রায় পিঙ্গলাপথে ভস্মের সহিত রেচন করিবে।

বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দ্রযুতসমপ্রভম্ ।
 ভালেন্দ্রবিষে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥ ২৭ ॥
 জ্বয়ুয়য়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া বীজমৈন্দ্রবন্ ।
 ধ্যাস্বামৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণকপিণীম্ ॥ ২৮ ॥
 তয়া দেহং বিচিষ্টৈস্ত্যবং মনসা পিঙ্গলাধবনা ।
 দ্বাত্রিংশমাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং তপেৎ ॥ ২৯ ॥
 স্বস্থানে হংসমস্ত্রৈণ পুনঃশুভেনৈব বজ্রনা ।
 জীবঃ তদ্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ ।
 ইতি কৃত্বা ভূতগুচ্ছিং মাতৃকাত্ৰাসমাচরেৎ ॥ ৩০ ॥

গৌতম উবাচ ।

ভূতগুচ্ছা বদ ব্রহ্মন্ কস্ত গুচ্ছিঃ প্রজায়তে ।
 নাস্থানঃ সৰ্বগুচ্ছীনঃ কারণং স তু কথ্যতে ॥ ৩১ ॥

চন্দ্রনাভীতে কুন্দেন্দ্রযুতসমপ্রভ চন্দ্রবীজ চিত্তা করিয়া ষোড়শ-
 মাত্রায় ললাটস্থিত চন্দ্রের সহিত সংযোজিত করিবে ॥ ৮-২৭ ॥
 অনন্তর জ্বয়ুয়য়া দ্বারা চতুঃষষ্টি মাত্রায় ঐন্দ্রব বীজকে জমৃতময়ী
 বৃষ্টিক্রমে চিত্তা করিয়া পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্মাণ করিবে ।
 পরে দ্বাত্রিংশ মাত্রায় লং বীজ দ্বারা ঐ শরীরকে দৃঢ়ভূত চিত্তা
 করিবে । পুনর্বার পূর্বোক্ত পদ্যে হংসমস্ত্র দ্বারা জীবায়া
 ও তত্ত্বসকলকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করিবে । এইরূপে ভূতগুচ্ছি
 করিয়া মাতৃকাত্ৰাস করিবে ॥ ২৮ ৩০ ॥

গৌতম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভূতগুচ্ছি দ্বারা কাহার গুচ্ছি
 হয়, বলুন । তদ্বারা আত্মার গুচ্ছি বলা যায় না, কারণ আত্মাই

ন জীবন্ত ব্রহ্মণা চ সঠৈক্যং তন্ত্ৰ নিত্যশঃ ।

ন দেহন্ত তদারভ্য নিত্যতা তন্ত্ৰ কথ্যতে ॥ ৩২ ॥

মনসো বাপি বুদ্ধৈশ্চ কন্ত্ৰ শ্রাদিহ শোধনম্ ।

ইত্যাদি সংশয়ং ছিদ্ধি ঐং হি ব্রহ্মসমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

নারদ উবাচ ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং বহিঃশোধনম্ ।

অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃকরণমধ্যে তু জ্যোতিরাত্মা প্রবর্ততে ।

লিঙ্গদেহস্ত তং প্রাহর্যোগিনস্তত্ববেদিনঃ ॥ ৩৫ ॥

তন্ত্ৰ শোধনমাত্রেন সৰ্ব্বশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ।

তদেব বিশ্বজনককারণং জন্মকারণম্ ॥ ৩৬ ॥

তদ্বিয়োগে ভবেন্মূর্ত্ত্যুর্নান্নথা জন্মকোটিভিঃ ।

ইত্যেতৎ কথিতং সৰ্ব্বং পুরুষার্থন্ত্ৰ নিগমে ॥ ৩৭ ॥

সৰ্ব্বশুদ্ধির মূলীভূত কারণ । জীব ব্রহ্মের সহিত নিত্য একতাবাপন্ন, স্মৃতরাং উহার শুদ্ধি বলাও অসম্ভব । ঐ শুদ্ধি দেহেরও বলা যায় না, কারণ দেহকে আশ্রয় করিয়াই সকলের শুদ্ধি এবং উহাও নিত্য বস্তু । এইরূপ মন বা বুদ্ধির শুদ্ধি বলিলেও দোষ হয় । অতএব ভূতশুদ্ধি দ্বারা কিসের শুদ্ধি হয়, বলিয়া সন্দেহ দূর করুন ॥ ৩২-৩৩ ॥

নারদ বলিলেন, অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযোগবশতঃ শরীরাকারে পরিণত ভূতসকলের বিশোধনের নামই ভূতশুদ্ধি । অহঃ-করণের মধ্যে জ্যোতির্ময় আত্মা বর্ত্তমান আছেন । তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ অন্তঃকরণকেই লিঙ্গদেহ বলিয়া থাকেন । ঐ

যোগাণ্ড্যাসযোগেন মন্ত্রাভ্যাসেন নাশয়েৎ ।
 ভূতশুদ্ধিং বিধায়েৎ যোগী স্তাৎ দেশিকোত্তমঃ ॥ ৩৮ ॥
 স্তাসং দেহস্ত সন্নাহং বিদধীতানুপূর্বকম্ ।
 ভূতশুদ্ধির্মাতৃকা চ কেশবাস্তা তথা চ সা ॥ ৩৯ ॥
 তত্ত্বস্তাসং তথা কুৰ্য্যাৎ প্রাণায়ামস্ততঃপরম্ ।
 বর্ণস্তাসং তথা কৃৎষা দশতত্ত্বং তথা চরেৎ ॥ ৪০ ॥
 বিষ্ণুপঞ্জরনামানমিত্যুক্তঃ ক্রমসংগ্রহঃ ।
 তথার্থ্যস্থাপনং কুৰ্য্যাদবধাবদনুপূর্বকম্ ॥ ৪১ ॥
 স্ববামাঙ্গে চতুরশ্রং মণ্ডলং পরিচিস্তয়েৎ ।
 পুষ্পৈরভ্যর্চ্য তং মন্ত্রী তত্রাধারং প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৪২ ॥
 মং বহিমণ্ডলায় নমো মন্ত্রোহয়ং তন্ত্ৰ চেষ্যতে ।
 বৃত্তাকারেণ তত্রৈব বহুর্দশকলা যজেৎ ॥ ৪৩ ॥
 ধূত্রার্চিক্রিয়া জ্বলিনী জ্বলিনী বিষ্ণুলিঙ্গিনী ।
 সূত্রীঃ স্বরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা অপি ॥ ৪৪ ॥

লিঙ্গদেহের শোধনেই সর্বশুদ্ধি হয়। উহাই উৎপত্তির কারণ;
 অর্থাৎ বাসনাবশতঃ ঐ লিঙ্গদেহের সহিতই জীবের জন্ম ও
 তাহার বিগমেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে। মন্ত্রযোগাদির অভ্যাস
 দ্বারা জীবের ঐ লিঙ্গশরীরের বিনাশ হয়। এইরূপে ভূতশুদ্ধির
 পর সাধক মাতৃকাস্তাস, কেশবাদিস্তাস, তত্ত্বস্তাস ও প্রাণায়াম
 করিবে। বর্ণস্তাস করিয়া দশতত্ত্বের স্তাস করিতে হয়। উহার
 নামান্তর বিষ্ণুপঞ্জর। তৎপর অর্থ্যস্থাপন করিবে ॥ ৩৮-৪১ ॥ নিজের
 বামভাগে চতুরশ্র মণ্ডল কল্পনা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা তাহার
 অর্চনাশ্রে তদুপরি আধার স্থাপন করিতে হইবে। পরে মং

বহুর্দশকলাঃ প্রোক্তাঃ সর্বধর্মহিতপ্রদাঃ ।

শঙ্খমজ্জান্তসা প্রোক্ষ্য স্থাপয়েৎ তত্র মন্ত্রবিৎ ॥ ৪৫ ॥

অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ ইত্যেবং পরিপূজয়েৎ ।

বৃত্তাকারেণ তত্রৈব কলা দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

কং ভং তাপিত্তে ইত্যুক্তা ধং বং তাপিনিকাং তথা ।

গং কং উচ্চার্য ধুম্রায়ৈ নমোহস্তং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

ধং পং মরীচিমভ্যর্চ্য ঙং নং জালিনিকাং তথা ।

চং ধং কৃটিং ছং দং চৈব স্রবুত্রাং পূজয়েদ্বৃকঃ ॥ ৪৮ ॥

জং ধং চ ভোগদাং মন্ত্রী পূজয়েৎ কুসুমাক্রতৈঃ ।

ঝং তং বিশ্বামভ্যর্চ্য ঞং গং চ বোধিনীং ত্রসেৎ ॥ ৪৯ ॥

টং চং চ ধারিণীং তদ্বৎ ঠং ডং কুমার্য পূজয়েৎ ।

নমোহস্তেনৈব মন্ত্রেণ চতুর্থীপ্রত্যয়ান্বিতা ॥ ৫০ ॥

এবং শঙ্খং সমভ্যর্চ্য কলাঃ সৌরৈর্ধনপ্রদাঃ ।

বিলোমমাতৃকাং জপ্ত্বা শ্বেষ্টমন্ত্রং তথা স্রধীঃ ॥ ৫১ ॥

পাথসা তীর্থজে নৈব পূরয়েদ্বিমলেন চ ।

উংকারেনৈব মন্ত্রেণ চন্দ্রঃ তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

বহুমণ্ডলায় দশকলাস্ত্রনে নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্ত্রনে
নমঃ, কং ভং তাপিত্তে, ধং বং তাপিনিকাট্রে, গং কং ধুম্রাট্রে,
ধং পং মরীচ্যে, ঙং নং জালিনিকাট্রে, চং ধং কৃট্যে, ছং দং
স্রবুত্রাট্রে, জং ধং ভোগদাট্রে, ঝং তং বিশ্বাট্রে, ঞং গং বোধিত্তে,
টং চং ধারিণ্যে, ঠং ডং কুমার্যে ইত্যাদি বলিয়া অস্তে নমঃ
শঙ্খ সংযোগ করিবে। এইরূপে শঙ্খের অর্চনা করিয়া
বিলোমমাতৃকাজপ পূর্বক বিমল তীর্থ জলদ্বারা শঙ্খকে পরিপূর্ণ

অমৃতামানদা পৃষা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতিবৃদ্ধিঃ ।
 শশিনী চন্দ্রিকা কান্তিজ্যোৎস্না ত্রীঃ ত্রীতিবৃদ্ধিদা ।
 পূর্ণাপূর্ণামৃত্যু চেতি কলাঃ ষোড়শকামদাঃ ॥ ৫৩ ॥
 ষোড়শশ্বরযোগেন নমোহস্তেন প্রপূজয়েৎ ।
 তত্রাকৃতানি পুষ্পাণি সদূর্বাণি বিনির্জপেৎ ॥ ৫৪ ॥
 বামেনাচ্ছাষ্ট্র হস্তেন ষড়ঙ্গং দক্ষহস্ততঃ ।
 দশকৃত্বো জপেন্মূলং গালিনীঃ শিখর্য ত্রসেৎ ॥ ৫৫ ॥
 করৌ প্রসার্য চাত্তোহস্তঃ সংপুটক্রমযোগতঃ ।
 প্রবোজ্য দক্ষিণাস্তুষ্ঠং তথা বামকনিষ্ঠয়া ॥ ৫৬ ॥
 বাময়া দক্ষিণাস্তুষ্ঠং মুদ্রেয়ং গালিনী মতা ।
 অর্ঘ্যস্ত ফলদা প্রোক্তা শঙ্খশ্রোপরি চালিতা ॥ ৫৭ ॥
 গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য কৃষ্ণাখ্যং ধাম যোজয়েৎ ।
 অস্ত্রাদিভিঃ স্তবঃপ্রক্য ধেকুং বোনিঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

করিবে। পরে উংকার মন্ত্রদ্বারা ঐ শব্ধে চক্রে অর্চনা
 করিবে। পরে অমৃতামানদা, পৃষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি,
 শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, ত্রী, ত্রীতিবৃদ্ধিদা, পূর্ণা,
 অপূর্ণা, অমৃত্যু এই ষোড়শমাত্রকা ষোড়শশ্বরযোগে নমঃ
 অস্ত্রে যোজনা করিয়া পূজা করিবে। পরে ঐ শব্ধে দূর্বা
 সহিত অক্ষত ও পুষ্প নিক্ষেপ করিবে, পরে বামহস্ত দ্বারা
 আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে দশবার মূলমন্ত্র জপ পূর্বক গালিনী
 মুদ্রা দ্বারা শিখাতে ত্রাস করিবে। উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া
 সংপুটক্রমে বামকনিষ্ঠার সহিত দক্ষিণাস্তুষ্ঠ সংযোগকরণরূপ
 মুদ্রার নাম গালিনী মুদ্রা। পরে ঐ শব্ধে গন্ধাদিদ্বারা অর্চনা করিয়া

তদক্ষিণে তু শঙ্খপাত্রাণ্যং বা পার্থিবং তথা ।
 পাত্রমেকং নিধায়াথ তথা তোয়েন পূরয়েৎ ॥ ৫২ ॥
 তাত্রপাত্রঞ্চ বিপ্রর্ষে বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং মতম্ ।
 তথৈব সৰ্ব্বপাত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৩ ॥
 মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং স্বর্ণং বা রজতং তথা ।
 পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্নতত্ৰ নিয়োজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
 ভেনামৃতেন সৰ্ব্বত্র দ্রব্যঃ মজ্জময়ং ভবেৎ ।
 ততো ধর্ম্মাদিভির্ম্মত্নী গাত্রে পীঠানি বিত্তসেৎ ॥ ৫৫ ॥
 গন্ধাঙ্কুশৈঃ কুসুমকৈঃ পবিত্রৈর্জলযোজিতৈঃ ।
 ইতি পীঠং সমভ্যর্চ্য ধ্যায়েন্নম্রাত্মাদেবতাম্ ॥ ৫৬ ॥
 মূলাদিব্রহ্মরক্ষাস্তং বিষতন্তুস্বরূপিণীম্ ।
 কুণ্ডলীং ত্রিবিধাং তত্র তথা বীজাক্ষরং ত্রিধা ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণাখ্য ধাম যোগ করিবে । পরে অজ্ঞাদি দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া
 দেখু ও ঘোনিমূত্রা প্রদর্শন করিবে । পরে দক্ষিণদিকে শঙ্খ, তাত্র
 বা মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া জলদ্বারা পূরণ করিবে । হে বিপ্রর্ষে,
 তাত্রপাত্র বিষ্ণুর অতীব প্রিয় । এইরূপ শঙ্খপাত্র সকল পাত্রেয়
 শ্রেষ্ঠ । মৃৎপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাত্রপাত্র এই
 পাঁচটি পাত্রই শুদ্ধ । এতদ্বিন্ন অন্য কোন পাত্র স্থাপন করা
 কর্তব্য নহে ॥ ৫২-৫৭ ॥

তাঁহার পর সাধক ধর্ম্মাদিমন্ত্রদ্বারা গাত্রে পীঠস্থাপন করিবে ।
 পীঠস্থাপনকালে গন্ধ, অঙ্কুশ, কুসুম অথবা পবিত্র জল প্রয়োগ
 করিবে । এইরূপে পীঠ অচ্চনা করিয়া মন্ত্রাত্মাদেবতার ধ্যান
 করিবে । মূলাধার হইতে ব্রহ্মরক্ষু পর্য্যন্ত বিষতন্তুস্বরূপিণী ত্রিবিধা

তুরীয়াং কুণ্ডলীং মূৰ্দ্ধি বাসুদেবং তুরীয়কম্ ।
 ঔকারং মূলদেশে চ দ্রবৎস্বৰ্ণনিভং স্মরেৎ ॥ ৬৫ ॥
 মূলাদি হৃদয়ং যাবৎ বহ্নিকুণ্ডলিনীং তথা ।
 হৃদয়ে কামবীজঞ্চ সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ॥ ৬৬ ॥
 সূর্য্যকুণ্ডলিনীং তত্র সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্ ।
 হৃদয়াকুলপর্য্যন্তং ধ্যায়ৈদব্যাকুলঃ সূৰীঃ ॥ ৬৭ ॥
 ক্রমধ্যাহ্নে ক্ররক্ৰান্তং মায়ামিন্দ্রযুতপ্রভাম্ ।
 চন্দ্রকুণ্ডলিনীং তদ্বৎ স্মরেদমৃতবিগ্রহান্ ॥ ৬৮ ॥
 বিন্দুনাদময়ং বাসুদেবং বিন্দৌ তুরীয়কম্ ।
 দেশকালান্তবচ্ছিন্নং সৰ্ব্বতেজোময়ং স্মরেৎ ॥ ৬৯ ॥
 তুর্য্যকুণ্ডলিনীং তদ্বৎ কেবলং জ্ঞানবিগ্রহাম্ ।
 এবং ধ্যানা পুনর্ব্বীজং সম্পূৰ্ণং মনসা স্মরেৎ ॥ ৭০ ॥

কুণ্ডলী ও ত্রিধা বীজাকর ভাবনা করিবে । মস্তকে তুরীয়া কুণ্ডলী ও
 তুরীয় বাসুদেবকে চিন্তা করিবে । মূলাধারে গণিত স্তব্ধসদৃশ
 ঔকার চিন্তা করিবে । মূলাধার হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বহ্নিকুণ্ডলিনীর
 ভাবনা করিবে । হৃদয়পথে সূর্য্যায়ুতসমপ্রভ কামবীজ চিন্তা
 করিবে ॥ ৬৩-৬৭ ॥ এই স্থানে হৃদয়াকুল পর্য্যন্ত অব্যাকুলচিত্তে
 সূর্য্যকোটিসমপ্রভা সূর্য্যকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিবে । ক্রমধ্যাহ্নে
 ব্রহ্মরক্কে পর্য্যন্ত মায়ামিন্দ্রযুতপ্রভা অমৃতবিগ্রহা চন্দ্রকুণ্ডলিনীর চিন্তা
 করিবে । বিন্দুমধ্যে বিন্দুনাদময় তুরীয় বাসুদেবতত্ত্ব চিন্তা
 করিবে । উহাকে দেশকালান্তবচ্ছিন্ন ও সৰ্ব্বতেজোময়রূপেই
 চিন্তা করা উচিত । তুর্য্যকুণ্ডলিনী কেবল জ্ঞানবিগ্রহরূপ ।
 এইরূপে ধ্যান করিয়া পরে সম্পূর্ণ বীজকে মনে মনে স্মরণ করিবে ।

চিদানন্দময়ং স্বচ্ছং একা চৈকতয়া গুরুঃ ।
 স্মধাবৃষ্ট্যা নিপতন্ত্যা তর্পয়েৎ পরদৈবতম্ ॥ ৭১ ॥
 ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা পুনর্ধ্যাত্বা সহজানন্দবিগ্রহম্ ।
 বিন্দুক্ষতস্মধাভিস্ত তর্পয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২ ॥
 অন্তর্যাগ ইতি প্রোক্তো জীবতো মুক্তিদায়কঃ ।
 মুনীনাক্ষ মুমুক্শুণামধিকারোহত্র কেবলম্ ॥ ৭৩ ॥
 অথবা মানসৈর্জৈবৈঃ প্রকটেনাপি পূজয়েৎ ।
 ধ্যাত্বা হৃৎপদ্মमध्ये ভু বাসুদেবং যথোদিতম্ ॥ ৭৪ ॥
 স্বাগতাত্তৈরুপচরেৎ পাছাত্তৈঃ স্নানভূষণৈঃ ।
 গন্ধপুষ্পধূপদীপৈর্নৈবেদ্যবিধিনা বিনা ॥ ৭৫ ॥
 পুষ্পাঞ্জলীন্ ততো দত্ত্বাৎ বহুমালান্ নিবেদয়েৎ ।
 অথবা স্মৃতসংভূতৈঃ প্রকটৈরর্চয়েৎ প্রভুস্ ॥ ৭৬ ॥
 স্বাগতাত্তৈর্নৈবেদ্যাত্তৈরাভ্যুভেদেন পূজয়েৎ ।
 চন্দনাগুরুনিষ্যন্দচচ্চিত্তাঙ্গঃ স্বয়ং গুরুঃ ॥ ৭৭ ॥

উহা চিদানন্দময় ও স্বচ্ছ । নিপতন্তী স্মধাবৃষ্টি দ্বারা পরদেবতার
 তর্পণ করিবে । পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া বিন্দুক্ষত স্মধা দ্বারা পুনঃ
 পুনঃ তর্পণ করিবে । ইহারই নাম অন্তর্যাগ এবং ইহাই
 জীবকে জীবমুক্তি প্রদান করে । মোক্ষোচ্ছ মুনিগণেরই ইহাতে
 অধিকার । অথবা মানসোপচারে প্রকাশ্যভাবে পূজা করিবে ।
 প্রথমতঃ হৃৎপদ্মमध्ये বাসুদেবকে স্বাগত, পাছাদি, স্নানভূষণাদি
 ও গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে । নৈবেদ্যাদির
 বিধান না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই । পরে পুষ্পাঞ্জলি
 প্রদান করিয়া মালা নিবেদন করিবে । অথবা স্মৃতাদিসম্ভার

বিষ্ণুপঞ্জরমন্ত্রেণ তন্ত্ৰস্থানে বিধানবিৎ ।

রচয়েত্তিলকং ভক্ত্যা প্রদীপকলিকানিভম্ ॥ ৭৮ ॥

পুষ্পাঞ্জলিং পঞ্চকৃৎস্নাবিধিবত্তমুয়াদৃশকঃ ।

তুলসীযুগলং বামপাদে দক্ষিণকে তথা ॥ ৭৯ ॥

হর্যারিযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধদ্বয়ান্বিতম্ ।

পদ্মযুগ্মং মূৰ্দ্ধি দেশে মূলেণ দক্ষবামকে ॥ ৮০ ॥

স্তম্বেষু বড়্ভিঃ সৰ্ব্বভনৌ পুনঃ সৰ্ব্বৈশ্চ সৰ্ব্বতঃ ।

এবং পুষ্পাঞ্জলিঃ প্রোক্তো হরিসান্নিধ্যাকারকঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রীখণ্ডং দক্ষিণে দত্ত্বাৎ দিতপুষ্পেণ সংযুতম্ ।

বামে চ চন্দনং দত্ত্বাত্থা রক্তেন সংযুতম্ ॥ ৮২ ॥

সৰ্ব্বপুষ্পাঞ্জলৌ দত্ত্বাৎ সৰ্ব্বগন্ধগমন্বিতম্ ।

দক্ষিণং বামুদেবাখ্যং স্বচ্ছটৈতত্তমব্যয়ম্ ॥ ৮৩ ॥

দ্বারাই অর্চনা করিবে। স্বাগত হইতে নৈবেদ্য পর্য্যন্ত সকল
দ্রব্য দ্বারা আত্মভেদেই পূজা করিবে। গুরু স্বয়ং চন্দনাগুরু-
নিষ্যন্দ দ্বারা চচ্চিভাঙ্গ হইয়া বিষ্ণুপঞ্জর মন্ত্রদ্বারা বিধান
অনুযায়ী ভক্তিপূর্বক যথাস্থানে প্রদীপকলিকার মত তিলক রচনা
করিবেন। পরে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। বাম
পাদে তুলসীযুগল, দক্ষিণপাদে হর্যারিযুগল, পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধান্বিত
পদ্মযুগল, মস্তকে একবার মূলমন্ত্র দ্বারা এবং সর্বশরীরে ছয়বার
মূলমন্ত্রদ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিবে। ইহাদ্বিই নাম পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি।
এতদ্বারা শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করা যায়। দিতপুষ্পসংযুক্ত
শ্রীখণ্ড দক্ষিণে প্রদান করিবে। বামে রক্তপুষ্পসংযুক্ত চন্দন প্রদান
করিবে। সৰ্ব্বপুষ্পাঞ্জলিতে সর্বগন্ধান্বিত বস্তু প্রদান করিবে।

বামে চ কৃষ্ণিণী নিত্য৷ রক্ত৷ রজোশুণাশ্চিতা ।

তেন সত্ত্বরজোরূপমাত্মানং চিন্তয়েদ্ গুরুঃ ॥ ৮৪ ॥

মূলমন্ত্রং জপন্ বুদ্ধা সুব্রাহ্মণমূলদেশকে ।

মন্ত্রার্থং তত্ত্ব চৈতত্ত্বং বীজং ধ্যানত্যা পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৫ ॥

উদয়াদিলয়াস্তম্ভে মন্ত্রমেব সমভ্যাসেৎ ।

উদয়ঃ শব্দরূপশ্চ লয়শ্চাত্মা প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৮৬ ॥

জ্ঞানাজ্ঞানবিভাগেন তদ্ব্যসৌ ভব গৌতম ।

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্ ॥ ৮৭ ॥

অব্যগ্রহমনির্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ।

এবং তে কথিতং সম্যক্ ত্রিবিধং বজ্রনক্রমম্ ॥ ৮৮ ॥

যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঙ্কিতমশ্রুতে ।

অথ মণ্ডলমধ্যে তু পূজনং বাহ্যগোচরম্ ॥ ৮৯ ॥

দক্ষিণাংশে শুদ্ধচৈতত্ত্ব বাহুদেবতত্ত্ব, বামাংশে রজোশুণাশ্চিতা
নিত্য৷ রক্ত৷ কৃষ্ণিণীদেবী । অতএব আত্মাকে সত্ত্ব ও রজোরূপ
চিন্তা করিবে । ॥ ৮৪-৮৫ ॥ সুব্রাহ্মণ মূলদেশে মূলমন্ত্র চিন্তা করিয়া
মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতত্ত্ব ও বীজ, পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া উদয়াদি লয়-
পর্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে । উদয় শব্দরূপ এবং লয় আত্মরূপ ।
জ্ঞান ও অজ্ঞানের ভেদ অবগত হইয়া তদ্ব্যস হইবে । মনের
প্রত্যাহারের নামই শৌচ এবং মন্ত্রার্থচিন্তনের নাম মৌন ।
অব্যগ্রহের নাম অনির্বেদ । ইহারা সকলেই জপসম্পত্তির
মূলীভূত কারণ । হে গৌতম ! আমি তোমার নিকট এই
ত্রিবিধ বজ্রনক্রম বলিলাম । ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা মন্ত্রী রূপে
ফল লাভ করেন ।

আরভেৎ প্রকটৈজ্জবৈর্যনানারসসুবিম্বরৈঃ ।
 পাত্ভাৰ্য্যচমনীয়ানি পাত্ৰাণি চ স্বদক্ষিণে ॥ ৯০ ॥
 সংস্থাপ্য তত্তদুদ্যৈশ্চ পূরিতানি চ দেশিকঃ ।
 অৰ্য্যস্ত জীণি পাত্ৰাণি পাত্তস্তাপি ত্রয়ং ভবেৎ ॥ ৯১ ॥
 তথা চাচমনীয়ানি পাত্ৰাণি চ বিভাগশঃ ।
 তথা করণদোর্ধ্বল্যাদেকমেকঃ প্রশস্ততে ॥ ৯২ ॥
 পূরয়েদ্বিধিনা মজ্জী মণ্ডলং শুভততুলৈঃ ।
 শুক্লৈরেবাক্ষতৈঃ সম্যগ্ৰ্যাবৎ পঙ্কজমণ্ডলম্ ॥ ৯৩ ॥
 কুশানু বিস্তাৰ্য্য তত্রৈব পঙ্কজং বিষ্টরাস্বিতন্ ।
 পুষ্পাণি চ বিকীৰ্য্যথ কুস্তস্থাপনমাচরেৎ ॥ ৯৪ ॥
 হৈমং রূপ্যং তাম্রময়ং মার্জিতং বা স্বশক্তিতঃ ।
 বিস্তৃষ্টাণ্যং ন কুৰ্ব্বীত কৃতেহনিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৫ ॥
 দ্বাত্রিংশদঙ্গলং কুস্তং বিস্তারোন্নতিশালিনম্ ।
 ষোড়শদ্বাদশাঙ্গলমতো নূনং ন কারয়েৎ ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর মণ্ডলमध्ये বাহুপূজা করিবে। এই বাহুপূজা
 নানারসসুবিম্বর দ্রব্য দ্বারা সমাহিত হইয়া থাকে। পাত্ত, অৰ্য্য
 ও আচমনীয়পাত্র প্রভৃতি নিজের দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবে।
 এই সকল পাত্র তিনটি করিয়াই স্থাপন করা কর্তব্য।
 অসমর্থের পক্ষে একটি হইলেও চলিতে পারে। মজ্জী পবিজ
 ততুলদ্বারা যথাবিধানে পঙ্কজমণ্ডল পর্য্যন্ত পূরণ করিবে। পরে
 তত্পরি কুশবিস্তার করিয়া বিষ্টরাস্বিত পঙ্কজ ও পুষ্প বিকীরণ-
 পূৰ্ব্বক কুস্তস্থাপন করিবে। এই কুস্ত হৈম, রোপ্য, তাম্রনির্মিত
 ও মৃত্তিকানির্মিত হইলেও চলিতে পারে। তবে কুস্তাদিসবকে

পুণ্যস্বীনিশ্চিতৈঃ সূত্রৈর্বিধিবল্লিঙীকৃতৈঃ ।

ভেন সংবেষ্ট্য পরিভঃ যথা ন ক্ষরতে কচিৎ ॥ ৯৭ ॥

ভগ্নে মৃত্যুঃ সাধকস্ত ক্ষরণে চাপদাঃ পদম্ ।

ভাস্মাদোষাণি বিজ্ঞায় কুর্যাৎ সর্বমভদ্রিতঃ ॥ ৯৮ ॥

প্রক্ষাল্যাস্তরমদ্বৈপ গঠৈঃ পরিমলাসিতম্ ।

বেদবিষ্টিধিষ্টৈঃ সার্কৈঃ স্থাপয়েত্তারমুচ্চরন্ ॥ ৯৯ ॥

শমীবৃক্ষত্বচাঃ তোয়ৈরথবাটৈপ্যক্ষবোষধীঃ ।

বিকুণ্ঠাষ্টকৈর্কাথ তীর্থোদৈর্কাণ পূরয়েৎ ॥ ১০০ ॥

চন্দনাগুরুহ্রীবেরং কুষ্ঠকুঙ্কমরোচনাঃ ।

জটামাংসী মুরামাংসী বিষ্ণোগর্ভাষ্টকং স্মৃতম ॥ ১০১ ॥

বিত্তশাঠ্যবিবর্জিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য । বিত্তশাঠ্যে অনিষ্ট
হইয়া থাকে । কুস্তটি দ্বাত্রিংশৎ অথবা ষোড়শ অঙ্গুল পরিমিত
হওয়াই প্রযুক্ত । ন্যূনকরে দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমিত হওয়া বিধেয় ।
তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ হইতে পারে না । পবিত্র জীকর্ষক
নির্মিত, বিধিবৎ ত্রিঙীকৃত সূত্রদ্বারা ঐ কুস্ত বেষ্টন করিবে ।
কুস্তের ক্ষরণ বা পড়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত । কুস্ত
দৈবপত্তিকে ভগ্ন হইলে সাধকের মৃত্যু এবং ক্ষরণে বিপদ উপস্থিত
হইবে । অতএব কুস্তস্থাপনাদি বিশেষ সাবধানতা সহকারেই
করিবে । গন্ধাদি দ্বারা ঐ কুস্ত প্রক্ষালন করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণের
সহিত প্রণব উচ্চারণপূর্বক উহা স্থাপন করিবে । শমীবৃক্ষের ত্বক্
হইতে নিঃসৃত, ইক্ষুণ্ণকি অথবা ঔষধিসংযুক্ত গন্ধজলদি দ্বারা,
কিবা তীর্থোদক দ্বারা ঐ কুস্ত পরিপূর্ণ করিবে । চন্দন, অগুরু,
হ্রীবের, কুষ্ঠ, কুঙ্কম, রোচনা, জটামাংসী ও মুরামাংসী এই

গন্ধাষ্টকমিদং হস্তং বিকোঃ সান্নিধ্যাকারকম্ ।
 বহ্নিকপমখাপারং কলাভিঃ সহ পূজয়েৎ ॥ ১০২ ॥
 তথা সূর্য্যাময়ং কুন্তং তৎকলাভিঃ প্রপূজয়েৎ ।
 জলং সোমময়ং তদ্বৎ তৎকলাভিঃ সমচ্চরেৎ ॥ ১০৩ ॥
 তেজজ্বরমিদং প্রোক্তং জলং তদাত্মকং স্মৃতম্ ।
 বিলোমমাতৃকাবর্ণৈঃ সৰ্ব্বত্র পূবণং স্মৃতম্ ॥ ১০৪ ॥
 তথা মূলং সমুচ্চার্য্য পূরয়েৎবিগতাময়ঃ ।
 তীর্থমস্ত্রেন তীর্থানি যোজয়েৎ সূর্য্যামণ্ডনাৎ ॥ ১০৫ ॥
 বৃহৎ শঙ্খং তথা স্থাপ্য স্বপুৰোভাগমগ্রতঃ ।
 তজ্জাদ্যারং প্রতিষ্ঠাপ্য পূজয়েৎবহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ১০৬ ॥
 ততঃ শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপ্য সূর্য্যাত্মকমথার্চয়েৎ ।
 প্রদক্ষিণক্রমেণৈব কলাঃ সৰ্ব্বত্র পূজয়েৎ ॥ ১০৭ ॥
 বিলোমমাতৃকাং জপ্ত্বা তথা মন্ত্রং প্রপূরয়েৎ ।
 কাথোদৈকর্কী দুইকর্কী পুরৌটৈকর্কী প্রপূরয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

আটটি বস্তুর নাম গন্ধাষ্টক । এই গন্ধাষ্টক বিষ্ণুর অতীব
 প্রিয় এবং সান্নিধ্যাকারক । অনন্তর কলার সহিত বহ্নিকপ
 আধারের এবং সেই কলার সহিত সূর্য্যাময় কুন্তের পূজা
 করিবে । সোমময় জলকেও তৎকলার সহিত পূজা করিবে ।
 ইহারই নাম তেজজ্বর । কুন্তে অবস্থিত জল ঐ তেজজ্বরবহ্নকপ ;
 জলপূরণকার্য্যে বিলোমমাতৃকাবর্ণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অথবা
 মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহা পূর্ণ করিতে পার যায় । পরে তীর্থমস্ত্র
 দ্বারা সূর্য্যামণ্ডল হইতে তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক ঐ জলে যোজন
 করিবে । অনন্তর নিজের সম্মুখভাগে বৃহৎ শঙ্খ স্থাপন করিয়া

তেজঃস্বকলাভ্যৰ্চ্য প্রাণস্থাপনপূৰ্ব্বকম্ ।
 আবাহনাদিকং কৃত্বা কলা একৈকশঃ ক্রমাৎ ॥ ১০৯ ॥
 সংপূজ্য বিধিবদ্বিহান্ দেবসান্নিধ্যাহেতবে ।
 প্রণবাংশোভবাঃ সম্যক্ কলাস্তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ১১০ ॥
 স্থাপনাস্তে তু সংযোজ্য গন্ধপুষ্পাদিভির্বিজেৎ ।
 একৈকমৃক্ পঠংস্তত্র তত্র তত্র জপং ক্রিপেৎ ॥ ১১১ ॥
 পাথস্তেজোময়ং তত্র যোজয়েদ্গুরুসত্তমঃ ।
 প্রথমং প্রকৃতেহংসঃ প্রতদ্বিকুরনস্তরম্ ॥ ১১২ ॥
 ত্রাশকঞ্চ তৃতীয়ে স্তাভদ্বিপ্রাসো চতুষ্ঠয়ম্ ।
 বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু পঞ্চম- পরিকীর্তিতম্ ॥ ১১৩ ॥
 ঋকপঞ্চকমিদং প্রোক্তং প্রণবাংশস্বরূপকম্ ।
 তারস্ত পঞ্চভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণগাঃ কলাঃ ॥ ১১৪ ॥
 সৃষ্টি ঋদ্ধিঃ স্মৃতিশ্লেধা কান্তিলক্ষ্মীহৃত্যিতিঃ স্থিরা ।
 স্থিতিঃ সিদ্ধিরিতি প্রোক্তাঃ কচবর্ণগতাঃ ক্রমাৎ ॥ ১১৫ ॥

উহাতেই আধার স্থাপনপূৰ্ব্বক বহুমণ্ডলের পূজা করিবে ।
 পরে সূর্য্যাত্মক শঙ্খস্থাপনপূৰ্ব্বক, উহার অর্চনা করিবে ।
 প্রাদক্ষিণ্যক্রমে সর্বত্র কলাসকলের পূজা করিবে । পরে প্রাণ-
 প্রতিষ্ঠাপূৰ্ব্বক তদুপরি চন্দ্রকলাসকলের পূজা ও বিলোমমাতৃকা
 জপ করিয়া সেইরূপ মন্ত্রে পূরণ করিবে । দেবসান্নিধ্য নিমিত্ত
 বিহান্ ব্যক্তি আবাহনপূৰ্ব্বক এক একটি করিয়া ক্রমশঃ বিধি
 অনুসারে প্রত্যেক কলার পূজা করিবেন । পরে তাহাতেই
 প্রণবাংশোভব কলাসকলের সম্যক্ পূজা করিবে । স্থাপনাস্তে

অকারাদ্ব্যক্ষণোৎপন্নাত্তপ্তচামীকরপ্রভাঃ ।
 এতা করধৃতাক্ষকপঞ্চজঙ্ঘকুণ্ডিকাঃ ॥ ১১৬ ॥
 জরা চ পালিনী শাস্তিরীশ্বরী রতিকামিকে ।
 বরদা ফ্লাদিনী প্রীতিদীর্ঘাঃ স্যুশ্চ তবর্গগাঃ ॥ ১১৭ ॥
 উকারাদ্বিক্রনোৎপন্নাত্তমালদলসন্নিভাঃ ।
 অভীতিদবচক্রেষ্টবাহবঃ পরিকৌণ্ডিতাঃ ॥ ১১৮ ॥
 তীক্ষ্ণা রোদ্রী ভয়া নিদ্রা তজ্জী কুছোধনী ক্রিয়া ।
 উৎকারী মৃত্যুরেতাঃ স্যাঃ কথিতাঃ পয়বর্গগাঃ ॥ ১১৯ ॥
 বজ্রেন মার্গাদ্ব্যপন্নঃ শরচ্চন্দ্রনিভাঃ প্রভাঃ ।
 উৎকলন্ত্যভয়ঃ শূলং কপালং বাহুভিকর্ষলম্ ॥ ১২০ ॥
 ঈশ্বরেণোদিতা বিন্দোঃ পীতশ্বেতারুণাসিতাঃ ।
 অনন্তা চ যকবর্গস্থা জবাকুসুমসন্নিভাঃ ॥ ১২১ ॥
 অভয়ঃ হরিণঃ টঙ্ক-দধানী বাহুভিকর্ষলম্ ।
 নিবৃতিঃ সংপ্রতিষ্ঠা শ্রাদ্ধিষ্ঠাশাস্তিরনন্তরম্ ॥ ১২২ ॥

সংযোগপূর্বক গজপুশাদি দ্বারা পূজা করিবে। তত্তৎস্থানে
 এক একটি ঋক পাঠ করিয়া জপ করিবে এবং তেজোময় জল
 যোজনা করিবে। প্রথম প্রকৃত হংস, দ্বিতীয় প্রত্যদ্বিকু, তৃতীয়
 গ্র্যাক, চতুর্থ তদ্বিপ্রাসো, পঞ্চম বিষ্ণুধোনিং করায়তু। এই
 পাঁচটির নামই ঋকপঞ্চক। ইহারা প্রণবংশস্বরূপ। প্রণবের
 এই পঞ্চভেদে কলাসকল পঞ্চাশদ্বর্গগামী হইরাছে। সৃষ্টি, ধ্বজি,
 তি, মেধা, কাস্তি, লক্ষ্মী, ছাতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি, ইহারা
 চব্বর্গগতা ও চব্বর্গগতা কলা। ইহারা অকার হইতে ব্রহ্মাকর্ষক
 প্রকাশিত ও তত্তপ্তচামীকরপ্রভা এবং করধৃতাক্ষক ও পঞ্চজঙ্ঘ

ইক্ষিকা দীপিকা চৈব রোচিকা মোচিকা পরা ।

হৃন্মা হৃন্মামৃতা জ্ঞানামৃতা চাপ্যায়নী তথা ॥ ১২৩ ॥

ব্যাপিনী ব্যোমরূপাঃ স্যারস্তরাঃ স্বরশক্তিযঃ ।

সদাশিবেন সংজাতা নাদাদেতাঃ সিতত্ৰিযঃ ॥ ১২৪ ॥

অক্ষশ্ৰকপুস্তকশুণকপালবরতর্জনী ।

তত্তৎকলাঃ সমাবাহু কৃতা প্রাণস্ত সংযমম্ ॥ ১২৫ ॥

সংপূজ্যা গন্ধপুষ্পাঞ্জলিস্ত্রান্তে জলমর্পয়েৎ ।

কুন্তে তেজস্রকলা অষ্টাবিংশজ্জনন ততঃ ॥ ১২৬ ॥

কৃষ্টিকা বিশিষ্ট । জরা, পালিনী, শাস্তি, ঈশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, স্লাদিনী, স্ত্রীতি ও দীর্ঘা, ইহারা তবর্গগতা । ইহারা উকার হইতে বিষ্ণুকর্তৃক সমুৎপন্ন, তমালদলসন্নিভা এবং অভীতিদব-চক্রেষ্টবাহুস্বরূপে পরিকীর্ণিতা হয় । তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, ভয়ী, ক্ষুধোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু, ইহারা পবর্গ ও যবর্গগতা । ইহারা অকার হইতে বজ্রকর্তৃক সমুৎপন্ন, শরচ্ছত্রানিভা এবং বাহুচতুষ্টয়ে অভয়, শূল ও কপাল ধারণ করে । ঈশ্বর কর্তৃক বিস্মু হইতে সমুৎপন্ন পীত, স্বেত, অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ অনন্ত ও যকবর্গস্থ জবাকুম্ভসন্নিভ এবং অভয়, হরিণ, টঙ্ক ও বর ধারণ করেন । নিবৃদ্ধি, সংপ্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞা, শাস্তি, ইক্ষিকা, দীপিকা, রোচিকা, মোচিকা, বরা, হৃন্মা, অহৃন্মা, মৃতা, জ্ঞানা, অমৃতা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী ও ব্যোমরূপা ইহারা স্বরশক্তি । ইহারা সদাশিব কর্তৃক নাদ হইতে সমুৎপন্ন, শুভ্রবর্ণ এবং অক্ষশ্ৰক, পুস্তক, শুণ, কপালবরধারিণী । এই সকল কলার পূজা ও প্রাণসংযম

জপেৎ কলাশ্চ পঞ্চাশৎ প্রণব্যাংশসমুদ্ভবাঃ ।

পুনশ্চ পঞ্চ ঋক্ জপা মূলমন্ত্রং জপেত্ততঃ ॥ ১২৭ ॥

চতুর্নবতিমন্ত্রোহয়ং দেবসান্নিধ্যাকারকঃ ।

নবরত্নং তদ্বদেব নিক্ষিপেন্নাতৃকাং জপন্ ॥ ১২৮ ॥

নবরত্নময়ং চাত্তান্ নবরত্নং তদাত্মকম্ ।

বজ্রমৌক্তিকপুষ্পাখ্যবিদ্রুমং পদ্মরাগকম্ ॥ ১২৯ ॥

নীলামরকতকৈব মাণিক্যং স্বর্ণ এব চ ।

নবরত্নমিতি প্রোক্তং সর্বদেবপ্রশংসং মহৎ ॥ ১৩০ ॥

স্থাপয়েত্তনুখে মন্ত্রী চবকং ফলসংযুক্তম্ ।

বিষ্টরং তনুখে দত্ত্বা চ পঞ্চপল্লবম্ ॥ ১৩১ ॥

শুদ্ধেন ক্ষৌদ্রযুগ্মেন নির্মালেনাশুদ্ধকেন বা ।

বেষ্টয়েদ্বিধিনা মন্ত্রী সর্বাশ্চর্যা যথা ভবেৎ ॥ ১৩২ ॥

করিয়া এবং ইহাদিগকে গজপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া পরে কুন্তে
জল অর্পণ করিবে । অনন্তর অষ্টাবি শতবার তেজস্করকলা জপ
করিয়া প্রণব্যাংশসমুদ্ভব পঞ্চাশৎ কলা জপ করিবে । পরে পুনর্বার
পঞ্চ ঋক্ জপ করিয়া চতুর্নবতি মূলমন্ত্র জপ করিবে । এতদ্বারা শিব-
সান্নিধ্যলাভ হয় । পরে মাতৃকামন্ত্র জপ করিয়া নবরত্ন নিক্ষেপ
করিবে । বজ্র, মৌক্তিক, পুষ্পাখ্য, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, নীলা, মরকত
মাণিক্য ও স্বর্ণ, এই নয়টি নবরত্ন । পরে কুন্তের মুখে ফলসংযুক্ত
চবক স্থাপন করিবে । তনুখে বিষ্টর ও পঞ্চপল্লব রাখিয়া নির্মল
বজ্র দ্বারা উহা বিধানানুসারে বেষ্টন করিবে । পরে তদুপরি পঞ্চ ও

বহুমালাস্ততো দত্তাৎ গন্ধৰ্ব স্তমনোহরম্ ।

হরিমাবাহয়েত্তত্র ছাগ্নায়াং কল্পশাখিনঃ ॥ ১৩৩ ॥

ইতি শ্রীদেববিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯

প্ৰাণ্য প্রদান করিয়া ঐ কল্পবৃক্ষের ছায়াতে হরির আবাহন
করিবে ॥ ৮৬-১৩৩ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশমোধ্যায়ঃ

অথ পুষ্পাজলিকরঃ সমায়তনভঙ্গলঃ ।

জংপদসংস্থিতং তেজঃ কুণ্ডল্যা সহ মেলয়েৎ ॥ ১ ॥

চিদানন্দঘনং শুদ্ধং সৰ্ব্বতেজোময়ং অরন্ ।

ষট্চক্রভেদেনৈব উন্নত্যা সহ যোজয়েৎ ॥ ২ ॥

জীবানন্দময়ং তত্ত্ব প্রাপ্তমৈশ্বর্যমদ্ভুতম্ ।

আরাধ্য মানসৈর্জ্যৈর্কহরাসাপুটং ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥

করস্থমাতৃকান্তোজৈ চৈতন্তং যোজয়েচ্চ তৎ ।

কুম্ভমধ্যে মন্ত্রমূর্ত্তাবাবাহ পরিপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সৰ্ব্বসম্বল্দিদৃষ্টিত ।

সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বগ ব্রহ্মন্ কুপয়া সন্নিধীভব ॥ ৫ ॥

অনন্তর পুষ্পাজলি ধারণপূর্বক জংপদে অবস্থিত তেজকে কুণ্ডলিনীর সহিত মিলন করিবে। চিদানন্দঘন শুদ্ধ সৰ্ব্বতেজোময় রূপ অরণ্য করিয়া ষট্চক্রভেদপূর্বক উহাকে উন্নতীর সহিত সংযুক্ত করিবে। ঐ ঐশ্বর্যসম্বিত আনন্দময় জীবকে মানস উপহারে আরাধনা করিয়া করস্থমাতৃকান্তোজৈ যোজনা করিবে। ষটে মন্ত্রমূর্ত্তিতেই আবাচন ও পূজা করিবে। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্, আপনি সকল জীবে অবস্থিত এবং সৰ্ব্বগত। রূপা করিয়া এই স্থানে সন্নিধান

মন্ত্রেণানেন সংস্থাপ্য তত্ত্বমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ।
 উর্দ্ধাঞ্জলিমধঃ কূর্গাদিরমাবাহনী ভবেৎ ॥ ৬ ॥
 সেয়ন্ত বিপরীতা স্ত্রাবুদ্রাস্থাপনকর্ম্মণি ।
 বাহ্যজুষ্ঠঘ্নে মুষ্ঠী মুদ্রা স্ত্রাৎ সন্নিধাপনী ॥ ৭ ॥
 অজুষ্ঠগভিগী সৈব মুদ্রা স্ত্রাৎ সন্নিরোধনী ।
 অন্তোহন্ততর্জ্জনীযুগ্মদ্রমণাদবগুষ্ঠনী ॥ ৮ ॥
 আবাহ্য পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ ।
 পাশাঙ্কুশপুটো শক্তিস্ততোহংসমমুঃ বদেৎ ॥ ৯ ॥
 কৃষ্ণস্ত্র প্রাণা ইহ প্রাণাঃ কৃষ্ণস্ত্র জীব ইহ স্থিতঃ ।
 তস্ত সর্কেজ্জিরাণি চ বায়নশ্চক্ষুরিত্যাণ ।
 ইহাগত্য সূখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহয়া যুতম্ ॥ ১০ ॥
 অয়ং প্রাণমমুঃ প্রোক্তঃ সর্বজীবপ্রদায়কঃ ।
 অনেন তু বিহিতা য়ে মনুনা জীবিতা মতাঃ ॥ ১১ ॥

করুন। এই মন্ত্রদ্বারা সংস্থাপন করিয়া তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন
 করিবে। উর্দ্ধাঞ্জলিকে অধঃস্থাপন করাকে আবাহনী মুদ্রা
 বলা যায়। উহাই আবাহ্য বিপরীত করিলে সংস্থাপনী মুদ্রা
 হয়। বাহ্যজুষ্ঠঘ্নে মুষ্টি করিলেই সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়। অজুষ্ঠ
 মধ্যে রাখিয়া মুষ্টি করিলেই সন্নিরোধনী মুদ্রা হয়। উভয় তর্জ্জনী
 পরস্পর ব্রমণে অবগুষ্ঠনী মুদ্রা হয়। এই পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা
 আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। শক্তিমন্ত্রকে পাশ ও
 অঙ্কুশমন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া পরে হংসমন্ত্র উচ্চারণ করিবে
 তদন্তর "কৃষ্ণস্ত্র প্রাণা ইহ প্রাণাঃ কৃষ্ণস্ত্র জীব ইহ স্থিতঃ তস্ত সর্কে
 জ্জিরাণি বায়নশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রদ্রাণা ইহাগত্য সূখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা

রহস্তকাশ্চ গুরুতস্তত্ততো জ্ঞানবৈভবে ।
 কিং ন সিধ্যতি বিপ্রর্থে দেশিকস্ত ন চাত্তথা ॥ ১২ ॥
 মাতৃকাং কেশবাধ্যক্ষ তদ্বৎ সংশ্রুস্ত যেন বৈ ।
 করাগদশতদ্বানি ক্তসনাং সন্নিধির্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
 সর্কাত্মা সর্কগো দেবো মণ্ডলাধারধিষ্ঠিতঃ ।
 শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাস্ত চ ॥ ১৪ ॥
 নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবলভূতলে ।
 গণ্ডক্যাশ্চৈকদেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ ॥ ১৫ ॥
 পাষাণং তদ্বৎ বত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতম্ ।
 শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্ ॥ ১৬ ॥
 কিং পুনর্যজনং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যকারকম্ ।
 শালগ্রামৈকযজনাচ্ছতলিঙ্গফলং লভেৎ ॥ ১৭ ॥
 বহুভির্জন্মাভিঃ পুণ্যৈর্হদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ ।
 গোপলদেন চ চিহ্নেন তেন সমাপাতে জহুঃ ॥ ১৮ ॥

এই বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ত্রাসাদি
 করিলে, সর্কাত্মা, সর্কগত মণ্ডলাধারাধিষ্ঠিত দেবতার সান্নিধ্য লাভ
 হয় । শালগ্রামে, মণিতে, যন্ত্রে, মণ্ডলে ও প্রতিমাতে নিত্য
 শ্রীহরির পূজা বিধেয় । কেবল ভূতলে পূজা করা নিষিদ্ধ ।
 গণ্ডকীর একদেশে একটি মহৎ শালগ্রামস্থল আছে, ঐ স্থানে যে
 পাষাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম শালগ্রামশিলা । শালগ্রাম-
 শিলার স্পর্শেই সকল পাপ ধ্বংস হয় । হরির সান্নিধ্যকারক
 পূজনে যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হয়, তাহা আর বলিতে হয় না ।
 একটি শালগ্রামশিলার পূজাতে শত লিঙ্গপূজার ফল হয় । বহু

কামক্রোধাদিদোষোৎ সৰ্কদুঃখানয়ন্তপাৎ

যজ্ঞমিত্যাছরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ ॥ ১৯

পদ্মমষ্টপলাশঞ্চ চতুরশ্চ স্তূলক্ষণম্ ।

চতুর্দ্বারসমাবৃত্তং কামগর্ভিতকর্ণিকম্ ॥ ২০ ॥

সামান্যযজ্ঞমুদ্ভিষ্টমষ্টাদশাক্ষরং শৃণু ।

চতুরশ্চ চতুর্দ্বারং পদ্মমষ্টদলান্বিতম্ ॥ ২১ ॥

ষট্‌কোণমধ্যে কামাখ্যাং সপ্তদশাংবেষ্টিতম্ ।

ষড়্‌ক্ষরং মনুবরং ষট্‌কোণে বলিখেত্ততঃ ॥ ২২ ॥

এতদযজ্ঞং মহাত্মাণ কৃপয়া কথিতং তব ।

অশু বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃষ্ণাঙ্গা সাধকো ভবেৎ ॥ ২৩

জন্মের স্মৃতিতে যদি একটি শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আর সেই মানবের পুনর্জন্ম দুঃখ ভোগ করিতে হয় না । ঐ শিলা যদি আবার গোপদচিহ্নিত হয়, তাহার ত কথাই নাই । ঐ শালগ্রামশিলা কামক্রোধাদিদোষজন্য সকল দুঃখ দূর করে বলিয়া উহার নাম যজ্ঞ হইয়াছে । ঐ শিলাযন্ত্রে পূজা করিলে, ত্রীহরি সন্তুষ্ট হন । চতুর্দ্বার সমাবৃত্ত চতুর্কোণ কামগর্ভিতকর্ণিক অষ্টপত্র স্তূলক্ষণ পদ্মই সামান্যযজ্ঞ । এক্ষণে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের যজ্ঞ কথিত হইতেছে । ঐ চতুর্দ্বারসমাবৃত্ত, চতুর্কোণ ও অষ্টাদশ পদ্মাকার হইবে । অষ্টকোণ মধ্যে কামবীজ লিখিতে হইবে । সপ্তদশবর্ণাঙ্ক মন্ত্র উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে । ষট্‌কোণ ষড়্‌ক্ষর মন্ত্র লিখিতে হইবে । আমি তোমার নিকট এই যজ্ঞ বলিলাম । এই যন্ত্রের জ্ঞানমাত্র সাধক কৃষ্ণাঙ্গা

অথশুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তবিশ্বং বিজ্ঞুস্ততে ।
 সৰ্বদেবময়ং যেন তেন মণ্ডলমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥
 প্রতিমা কৃষ্ণদেবস্ত যত্নতঃ কারয়েৎ সুধীঃ ।
 শিল্পিনা কৃষ্ণভক্তেন বিশ্বকর্ষোক্তজ্ঞানতা ॥ ২৫ ॥
 দশপঞ্চাঙ্গুলা মুখ্যা মধ্যমা দ্বাদশাঙ্গুলা ।
 অষ্টাঙ্গুলাধমা সা তু নূনাধিকাঃ ন কারয়েৎ ॥ ২৬ ॥
 অজ্ঞানেনাপি মোহেন যদি কৰ্ঘ্যান্নরাধমঃ ।
 প্রতিষ্ঠা বিফলা তস্ত পূজনান্ন ফলং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
 মানাঙ্গুলবিহীনা সা প্রতিমা যত্র তিষ্ঠতি ।
 রাজানং পীড়য়তোব গৃহস্থো নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥
 মানাঙ্গুলেন সা কার্ঘ্যা নাত্থা মুনিসত্তম ।
 কাশ্মরী জ্ঞানদা প্রোক্তা স্বৰ্ণজাপি চ মুক্তিদা ॥ ২৯ ॥

হন । বহুমধ্যে মণ্ডল অঙ্কিত হইয়া থাকে : ঐ মণ্ডল অথশুমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করে এবং উহা সৰ্বদেবময় বলিয়াই মণ্ডলশব্দে অভিহিত হয় ॥ ১-২৪ ॥

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বকর্ষোক্তকর্ষকশল কৃষ্ণভক্ত শিল্পী দ্বারা যত্নসহকারে ত্রীকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইবেন । পঞ্চদশ অঙ্গুলি-পরিমিত প্রতিমাই মুখ্য প্রতিমা, দ্বাদশাঙ্গুল প্রতিমা মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল প্রতিমা অধম । প্রতিমার পরিমাণ ইহার নূন বা অধিক হওয়া উচিত নহে । যদি কেহ অজ্ঞতা-বশতঃ বা মোহপ্রযুক্ত ইহার অন্যথা করেন, তবে তাঁহার পূজাই নিফল হয় । পরিমাণাতিরিক্ত প্রতিমা যে স্থানে স্থাপিত হয়, সেই স্থানের রাজা উৎপীড়িত ও গৃহস্থ নরকগামী হয় ।

সম্পত্তিদা তু শিলজা রাজতী বহুমুক্তিদা ।
 তেজোদা দারুজা বা চ রৈত্তিকী শক্রনাশিনী ॥ ৩০ ॥
 তাস্ত্রী ধর্মবিবুদ্ধিকং করোতি বহুসৌখ্যদা ।
 যুদেব যুগ্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভলক্ষণা ॥ ৩১ ॥
 ভোগদা মোক্ষদা সা তু প্রতিমা কথিতা তব ।
 লেপ্যা লেখ্যা দ্বিধা সাপি প্রতিমা পরিকীর্তিতা ॥ ৩২ ॥
 পর্বতাগ্রে নদীতীরে চত্বরে গোষ্ঠভূমিষু ।
 সমুদ্রকূলে চাত্রে বা মানহীনান্ দৃশণম্ ॥ ৩৩ ॥
 কৃষ্ণপ্রতিকৃতিং কুর্যাদিব্যাহরমুচিহ্নিতাম্ ।
 তাস্ত্বে সংস্থাপয়েন্নস্ত্রী গৃহে বা গোষ্ঠমধ্যতঃ ॥ ৩৪ ॥
 সমাহিতস্ততো মন্ত্রী পূজয়েৎপচারটেকঃ ।
 ষোড়শোপচারমন্ত্ৰেণ যমনাখ্যেয়ং সিদ্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

অতএব হে মুনিসত্তম ! পরিমিত অঙ্গুলীর অগ্রথা করিয়া প্রতিম
 করিবে না । কাশ্মরী প্রতিমা জ্ঞান প্রদান কবে, স্বর্ণপ্রতিমা
 মুক্তিদায়িনী হয়, শৈলী প্রতিমা সম্পত্তিদায়িনী, রাজতী বহুমুক্তিদা,
 দারুয়রী তেজোদা, রৈত্তিকী শক্রনাশিনী, তাস্ত্রী ধর্মবিবুদ্ধিকারিনী,
 যুগ্ময়ী, সুখদা, লেপ্যা ও লেখ্যা প্রতিমা যথাক্রমে ভোগদা ও
 মোক্ষদা হইয়া থাকে । পর্বতাগ্রে, নদীতীরে, প্রাক্ষণে, গোষ্ঠ-
 ভূমিতে বা সমুদ্রকূলে যে প্রতিমা স্থাপন করা হয়, তাহার পরি-
 মাণের ন্যূনাধিক্য হইলেও কোন ক্ষতি হয় না । ঐ প্রতিমাকে
 বজ্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিবে ॥ ২৫-৩৫ ॥

হে ভগবন্, ব্রহ্মহরাদি দেবতাসকলও আপনার দর্শন কামনা
 দ্বারা স্বাগত প্রদান করিয়া শ্রামাক, দুর্কা ও অর্কাদি দ্বারা অর্ঘ্য

যন্ত দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মতরাদয়ঃ ।
 রূপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব ॥ ৩৬ ॥
 উচ্যতে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ ।
 কৃতার্থোহুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতং তু মে ॥ ৩৭ ॥
 যদাগতোহসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ।
 অজ্ঞানাত্মা প্রমাদাত্মা নৈকঃ শ্রাৎ সাধকশ্চ চ ॥ ৩৮ ॥
 যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যাভিমুখো ভব ।
 পাশ্চ শ্রামাকদুর্ভার্কবিষ্ণুক্ৰান্তালিরিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥
 যন্তক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্রবঃ ।
 তন্ত তে পরমেশান পাশ্চ শুদ্ধায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥
 জাতীলবঙ্গককোলৈর্দত্তাদাচমনীয়কম্ ।
 স্বধামস্ত্রেণ মতিমান্ স্বত্বা বৈ দক্ষিণং করন্ ॥ ৪১ ॥
 বেদানামপি বেদায় দেবানাং দেবতাস্থনে ।
 আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥ ৪২ ॥
 গন্ধপুষ্পাক্রতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপান্ ।
 দুর্ভাতির্দেবানি ষসি শিরোমস্ত্রেণ চার্পয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
 এতদর্ঘ্যমিদং প্রোক্তং তুষ্টয়ে শাক্ষধ্বনঃ ।
 তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥
 তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়ামাহম্ ।
 স্তুতদধিমধুভিচ্চ মধুপর্কং স্বধাষুনা ॥ ৪৫ ॥
 সর্ষকল্লবজীনায পরিপূর্ণং স্বধাত্মকম্ ।
 মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥ ৪৬ ॥

করেন । আপনি রূপা করিয়া এই প্রতিমাতে অধিষ্ঠান করুন ।
 এই বলিয়া সন্নিধান করিবে । পরে মূলের লিখিত স্বাগত মন্ত্র

মুখে চাচমনং দত্তাৎ কেবলেন জলেন চ ।
 উচ্ছ্রোষ্টোপ্যপ্তচিক্সাপি যন্ত অরণমাত্রতঃ ॥ ৪৭ ॥
 শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ।
 চন্দ্রচন্দনকাশ্মীরজলৈঃ স্নানং বিধীয়তে ॥ ৪৮ ॥
 পরমানন্দবোধাকিনিমগ্ননিজমূর্তয়ে ।
 সাক্ষোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥ ৪৯ ॥
 পীতাদ্বরমুগং দত্তাদ্যথাশক্ত্যা পরিকৃতম্ ।
 মায়াচিত্রপটচ্ছন্ননিজগুহোরুতেজসে ॥ ৫০ ॥
 নিরাবরণবিজ্ঞান বাসন্তে কল্পয়াম্যহম্ ।
 উত্তরীয়ং ততো দদ্যাৎসোদীর্ঘং নিয়মায়িতম্ ॥ ৫১ ॥
 যমাপ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহনৌ সদা ।
 তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥ ৫২ ॥
 যজ্ঞসূত্রং ততো দত্তাদথবা স্বর্ণনির্ম্মিতম্ ।
 যন্ত শক্তিত্রয়েণৈদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ ॥ ৫৩ ॥
 যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়েৎ ।
 হারাদ্ব্যভরণং দত্তাৎ সুবর্ণাশ্মসমম্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥
 স্বভাবসুন্দরাদায় সত্যাসত্যাশ্রয়ায় তে ।
 ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিত ॥ ৫৫ ॥
 অর্থ্যোক্তিভলং দত্তাৎপচারাস্তুরাস্তরে ।
 সমস্তদেবদেবেশ সৰ্বদৃষ্টিকরং পরম্ ॥ ৫৬ ॥

রচনা করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে উহা প্রদান করিবে। পরে মূলের
 লিখিত মন্ত্রে জাতী ও লবঙ্গাদি দ্বারা আচমনীয়, স্নাত, দধি ও মধু
 প্রভৃতি দ্বারা মধুপর্ক, কেবল জল দ্বারা পুনরাচমনীয়, চন্দনাদি-

অখণ্ডানন্দসংপূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্ ।
 চন্দনাশুরুকপূরমিশ্রো গন্ধ ইহোচ্যতে ॥ ৫৭ ॥
 সর্বাঙ্গং লেপয়েত্তেন তাপত্রয়প্রশান্তয়ে ।
 পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥
 গৃহাণ পরমং গন্ধং কুপয়া পরমেশ্বর ।
 পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বাৎ পূর্বোক্তেনৈব বজ্রনা ॥ ৫৯ ॥
 তান্ত্রাত্ম্যপি যোগ্যানি পুষ্পাণি বৈষ্ণবে মনো ।
 কমলে করবীরে হে তুলসৌ জাতিকেতকী ॥ ৬০ ॥
 কহ্লারচম্পকোৎপলকুন্দমন্দারনাগকেশরপাবন্তী ।
 নন্দ্যাবন্তস্ত মল্লিকা যুথী নবমালিকা

দৌগন্ধিকঞ্চ কোরকম্ ॥ ৬১ ॥

কোরণ্ডালোকসর্জনবিষাভূঁনমুনিপত্রকম্ ।
 পত্রং চামলকং শুদ্ধং কর্ণিকারং তথা শুভম্ ॥ ৬২ ॥
 পলাশাদি যথালভং গোবিন্দায় সমর্পয়েৎ ।
 মলিনং ভূমিসংসৃষ্টং ক্রিমিকেশাদিদূষিতম্ ॥ ৬৩ ॥

সংযুক্ত ছানীর জল, বসন, উত্তরীর, স্বর্ণাদিনির্মিত যজ্ঞসূত্র,
 হারাদি আভরণ, গন্ধ, পুষ্প ও পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান
 করিবে ॥ ৩৬-৫৯ ॥

বিষ্ণুপূজায় বিহিত পুষ্প ও পত্র যথা ।—কমল, করবী, তুলসী,
 শতী, কেতকী, কহ্লার, চম্পক, উৎপল, কুন্দ, মন্দার, নাগকেশর,
 পাবন্তী, নন্দ্যাবন্ত, মল্লিকা, যুথী, নবমালিকা, দৌগন্ধি কোরক,
 কোরণ্ড, আলোক, সর্জন, বিষ, অর্জুন, মুনিপত্রক, আমলকপত্র
 ও কর্ণিকারাদি শুদ্ধপত্র গোবিন্দকে নিবেদন করিবে। মলিন,

পশুযিষিতানি পুষ্পাণি বর্জয়েদেবতার্চনে ।
 তিষ্ঠেদ্বিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মামলকং তথা ॥ ৬৭ ॥
 তুলসী সর্ষপা শুদ্ধা তথা বিবদলানি চ ।
 দির্নৈকং করবীরাণি যোগ্যানি চ তপোধন ॥ ৬৮ ॥
 তুরীয়শৃণুসম্পন্নং নানাশৃণুমনোহরম্ ।
 আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহতামিদমুত্তমম্ ॥ ৬৯ ॥
 মন্ত্রসংপুটিতং ব্রহ্ম মাতৃকাং দেববজ্রানি ।
 তত্তন্ত্র্যাসস্থলে তাংস্তান্ গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যজ্ঞে ॥ ৭০ ॥
 পঞ্চাঙ্গিকার্যাং দীক্ষার্যাং গণেশাদিক্রমান্ যজ্ঞে ।
 যদা মধ্যে তু গোবিন্দং নৈঋত্যাং গণনায়কম্ ॥ ৭১ ॥
 আগ্নেয়্যাং হংসমভ্যর্চ্যা ঐশানাং শিবমর্চয়েৎ ।
 বায়ব্যামর্চয়েদেবীং ভোগমোক্ষফলাপ্তয়ে ॥ ৭২ ॥
 গন্ধাদিভিরথাত্ম্যর্চ্যা ষড়ঙ্গশ্রাচীনং ততঃ ।
 শকৌ তত্তদ্রশ্মি সর্বমব্রথা কেবলং যজ্ঞে ॥ ৭৩ ॥
 বিংশংকুস্মো জপেন্নম্রং নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ ।
 তত্তদঙ্গৈঃ ষড়ঙ্গানি বক্ষ্যমাণেন বা যজ্ঞে ॥ ৭৪ ॥

ভূমিসংসৃষ্টে ও ক্রিমি-কেশাদি-দূষিত পত্রাদি দেবতাকে নিবেদন
 করিবে না । পশুযিষিত (বাসি) পুষ্পও দেবতাক্ষনে বর্জনীয় । পদ্ম ও
 আমলক তিন দিন পর্যন্ত শুদ্ধ থাকে । তুলসী ও বিবপত্র সকল
 সময়েই পবিত্র থাকে । করবীপুরুষ এক দিন শুদ্ধ থাকে ।
 মাতৃকাবর্ণসকল মন্ত্রসংপুটিত করিয়া গন্ধপুষ্পাক্ষত দ্বারা বধাস্থানে
 ছাস করিবে । পঞ্চাঙ্গিকা দীক্ষাতে গণেশাদি দেবতারও বধাক্রম
 অর্চনা করিবে ; নৈঋতকোণে গণেশের, অগ্নিকোণে হংসের,

আগ্নেয়্যাং শিবকোণে চ রাক্ষসে বায়ুকোণকে ।
 মধ্যে দিক্ চ পূর্বাদি অঙ্গঘটকং সমর্চয়েৎ ॥ ৭২ ॥
 হারিষ্কাটিককালাজ্ঞানমুক্তাবহ্নিরোচিষো ললনা ।
 অভয়বরোদ্যতহস্তাঃ প্রধানতোহঙ্গদেবতাঃ কথিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
 এবমভ্যর্চ্য মতিমান্ দেহে তন্তেনতো যজ্ঞেৎ ।
 মুখস্থং বেণুবজ্রং যৎ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৭৪ ॥
 বেণবে নম ইত্যস্ত মন্ত্রোহয়ং সমুদীরিতঃ ।
 কোস্তভং হৃদয়ে রত্নঃ সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ॥ ৭৫ ॥
 কোস্তভায় নম ইতি তস্ত মন্ত্র উদীরিতঃ ।
 তদধো বনমালাঞ্চ চন্দ্রায়ুতসমপ্রভাম্ ॥ ৭৬ ॥
 প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চাৰ্য্য বনমালায়ৈ নাতং বদেৎ ।
 বনমালামনুঃ প্রোক্তঃ সৰ্ব্বপাপৌষনাশনঃ ॥ ৭৭ ॥
 কোস্তভোর্দ্ধে চ শ্রীবৎসং চন্দ্রায়ুতসমপ্রভম্ ।
 শ্রীবৎসায় নম ইতি মনুস্তস্ত মহর্ষিভিঃ ॥ ৭৮ ॥

শানকোণে শিবের ও বায়ুকোণে ভোগমোক্ষকল-লাভার্থ দেবী
 পূজা করিবে। গন্ধাদি দ্বারা অর্চনার পর ষড়্ভুজের অর্চনা করিবে।
 বিংশতিবার মন্ত্রজপের পর নমস্কারপূর্ব্বক পূজা সমাপন করিবে।
 অগ্নি, ঈশান, নৈঋত ও বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সকলে
 ষড়্ভুজের পূজা করিতে হয়। অঙ্গদেবতাসকল হার, ঙ্কাটিক,
 কালাজ্ঞান ও মুক্তা দ্বারা পরিশোভিত এবং অভয় ও বরমুদ্রায়ুক্ত
 ॥ ৬০-৭৩ ॥ অঙ্গদেবতার অর্চনার পর ভগবানের বেণু প্রভৃতিরও
 বক্ষ্যমাণ নিয়মে অর্চনা করিবে। 'বেণবে নমঃ' বলিয়া মুখস্থিত

সহস্রস্ব্যাসঙ্কশে কণে মকরকুণ্ডলে ।
 মকরকুণ্ডলায় নম ইত্যস্ত মনুরীরিতঃ ॥ ৭৯ ॥
 কিরীটং মন্তকে দীপ্তং স্ফায়াযুতসমপ্রভম্ ।
 স্ফায়াযুতসমাভাস কিরীটাঃ নমো বদেৎ ॥ ৮০ ॥
 প্রণবাদিরয়ং প্রোক্তঃ কিরীটস্ত মহাবিভিঃ ।
 পূজাদিশিমাভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ৮১ ॥
 দামসুদামবসুদামকিষ্কিণীগন্ধপুষ্পকৈঃ ।
 অস্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্ত পরিবীজিতাঃ ॥ ৮২ ॥
 আত্মাভেদেন তে পূজ্যঃ যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে ।
 প্রণবাদিনমোহৈন্তেষু মন্ত্ৰৈস্তান্ পরিপূজয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
 নবাসযুক্তং দেবস্ত ভোগাঙ্কং শৃণু গৌতম ।
 অষ্টৌ মহিষ্যো দেবস্ত পুর আদিঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
 প্রদক্ষিণক্রমেণৈব দক্ষিণ্যাশ্চাস্ত তা মতাঃ ।
 কৃষ্ণিণী সত্যভামা চ লক্ষণা চ সুনক্ষণা ॥ ৮৫ ॥
 কালিন্দী ঋক্ষজা নাগ্ৰজিত্যাখ্যা চ সুনন্দকা ।
 দ্রুতহেমসমপ্রখ্যা কৃষ্ণিণী রুচিবোবনা ॥ ৮৬ ॥

বেণুর অট্টনা করিবে । ঐরূপ হৃদয়াঙ্কিত কোমলভরত, বনমালা, শ্রীবৎস, কণে মকরকুণ্ডল, মন্তকে কিরীট প্রভৃতির পূজা করিবে ॥ ৭৪-৮১ ॥ পরে দাম, সুদাম ও বসুদামাদিরও পূজা করিবে । ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অস্তঃকরণরূপী । কৃষ্ণের গায় অভেদে ইহাদের পূজা করিবে । প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয় : অস্তঃপুর নবাসযুক্ত ভোগাঙ্ক শ্রবণ কর । তদনন্তর কৃষ্ণিণী, সত্যভামা, লক্ষণা, সুনক্ষণা, কালিন্দী, ঋক্ষজা,

সিতবস্ত্রপরিধানা সর্বাভরণভূষিতা ।
 দেবস্ত বদনান্তোজমিলিতাঙ্গিমধুব্রতা ॥ ৮৭ ॥
 বরাভয়করোপেতা ভক্তায় মুক্তয়ে সতাম্ ।
 ইয়ং লক্ষ্মীঃ পরাশক্তির্নিখাতুগ্রহরূপিণী ॥ ৮৮ ॥
 কলায়কুসুমশ্রামাং সর্বাভরণভূষিতা ।
 পীতাঙ্ঘরবৃহচ্ছোণী সত্যাপ্যা ধরণী স্বতঃ ॥ ৮৯ ॥
 রত্নপূরকরা বামে দক্ষিণে চ বরপ্রদা ।
 অস্ত্রাশ্চ গৌরাঃ শ্রামাভাঃ ক্রমেণ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৯০ ॥
 পীতাঙ্ঘরপরিধানা দেবার্পিতমনোমুখাঃ ।
 তদ্বহির্কস্মদেবঞ্চ যশোদাং দেবকীং পুনঃ ॥ ৯১ ॥
 বসুদেবো হেমগৌরো বরাভয়করস্থিতঃ ।
 দেবকী শ্রামস্কৃগা সর্বাভরণশোভনা ॥ ৯২ ॥

নাগজিতী, সুনন্দকা, এই অষ্ট মাহিষীর পূজা করিবে। কৃষ্ণিণী-
 দেবী গিলিক্তস্বর্ণকাস্তিমতী, রুদ্রযোবনা, শ্বেতবস্ত্রপরিধানা,
 সর্বাভরণভূষিতা এবং তিনি কৃষ্ণের মুণপদ্মে নঃনভ্রমর
 নিবেশিত করিয়া আছেন। ইহাব হস্তে ভক্তদিগের জন্ম বর
 ও অভয়মুক্তা বিত্তমান; ইনি সাধুগণের মুক্তিদাত্রী; ইনি
 বশের অমুগ্রহরূপিণী পরমা শক্তি লক্ষ্মী। সত্যভামা কলায়-
 কুসুমশ্রামা, সর্বাভরণভূষিতা, পীতাঙ্ঘরপরিধানা, বিপুলনিতম্বা ও
 ধরণীস্বরূপা। এতদ্ভিন্ন বামে ও দক্ষিণে রত্নপূরকরা, বরদাত্রী,
 গৌরবর্ণা ও শ্রামবর্ণা অস্ত্রাশ্চ সকলের পূজা করিতে হয়।
 এহারা পীতাঙ্ঘরপরিধানা এবং কৃষ্ণের দিকে মন ও মূখ অর্পণ
 করিয়া রহিয়াছেন। ইহার পর বসুদেব, যশোদা ও

সিতবজ্রযুগাঢ্য। চ সর্কেপ্পিতকলপ্রদা।

যশোদা হেমসঙ্কাশা। সিতবজ্রযুগপ্রদা ॥ ৯৩ ॥

সর্কাভরণসন্দীপ্তা। কুণ্ডলোদ্ভাসিতাননা।

রোহিণীঞ্চ যজ্ঞস্তত্র নন্দং গৌরং সমর্চয়েৎ ॥ ৯৪ ॥

বরদাভয়সংযুক্তং সমস্তপুংস্বার্থদম্।

বলদেবং তথা চৈব পূজয়েৎ কুন্দসন্নিভম্ ॥ ৯৫ ॥

হালালোলং কুণ্ডলিনং হেমবস্তং শ্বরেতথা।

ততো যজ্ঞেং সুভদ্রাঞ্চ শ্রামলাং রুচ্যৌবনাম্ ॥ ৯৬ ॥

তদ্বহির্কৃষ্ণঃ সর্কে গোপগোপীশমর্চয়েৎ।

ইন্দ্রনীলমুকুন্দাত্মান্ তদ্বহিঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৯৭ ॥

ইন্দ্রনীলং মুকুন্দঞ্চ তথা চানন্দকচ্ছপৌ।

পুংস্বং শঙ্খপদৌ চ নিধয়োষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯৮ ॥

দেবকীর পূজা করিবে। বহুদেব হেমবৎ গৌরবর্ণ এবং তাঁহার হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা বিজ্ঞমান। দেবকী শ্রামবর্ণা, সুভগা, সর্কাভরণভূষিতা, শ্বেতবজ্রযুগধারিণী ও সর্কাভীষ্টকলদাত্রী। যশোদা স্বর্ণকাস্তিমতী, শ্বেতবজ্রযুগধারিণী, সর্কাভরণভূষিতা ও কুণ্ডলোদ্ভাসিতাবদনা। অনন্তর রোহিণী ও গৌরবর্ণ নন্দের পূজা করিবে। তৎপরে বর ও অভয়হস্ত, সমস্ত পুংস্বার্থদাতা, কুন্দসন্নিভ, কুণ্ডলধারী বলদেব এবং শ্রামবর্ণা, রুচ্যৌবনা সুভদ্রার পূজা করিতে হয়। তৎপরে বহির্ভাগে অস্ত্রাত্ম বৃষ্ণগণ, গোপগণ ও গোপশ্রেষ্ঠের পূজা করিয়া ইন্দ্রনীলমুকুন্দাদির অচ্চনা করিবে। ইন্দ্রনীল, মুকুন্দ, আনন্দ, কচ্ছপ, পুংস্ব, শঙ্খ, পদ ও অষ্টনিধির পূজা করিবে ॥ ৮২-৯৮ ॥

তদ্বহিঃ কল্পবৃক্ষাংশ্চ ইন্দ্রাদীংশ্চদ্বহির্ব্যজ্ঞেৎ ।
 ইন্দ্রমৈরাবতারুতং শ্রামং বজ্রধরং তথা ॥ ৯৯ ॥
 সাধিপং সপরিবারঞ্চ তদ্বহিঃ পরিপূজয়েৎ ।
 অগ্নিং হেমসমাতাসং শক্তিতোমরধারিণম্ ॥ ১০০ ॥
 মেষারুতং শক্তিস্কৃতং তেজসাং পতিমর্চয়েৎ ।
 দক্ষিণে পিতৃদেবঞ্চ মহিবোপরি সংস্থিতম্ ॥ ১০১ ॥
 যজ্ঞেদগুধরকৈব যমং পিত্রধিদেবতম্ ।
 রাক্ষসাধিপতিং তদ্বনৈখ্যত্যাং খড়্গধারিণম্ ॥ ১০২ ॥
 তুরগাবস্থিতং দেবং পরিবারৈঃ সমর্চয়েৎ ।
 পাশ্চাত্যে বরুণং গুরুং মকরারুতমুজ্জলম্ ॥ ১০৩ ॥
 অপাং পতিং পাশধরং পরিবারৈঃ সমর্চয়েৎ ।
 বায়ুব্যাং বায়ুদেবঞ্চ প্রাণাধিপসমাহবয়ম্ ॥ ১০৪ ॥
 দক্ষহস্তাকুশমেনবাহনং পরিপূজয়েৎ ।
 শরদিন্দুসমাতাসং কুপয়া শশলাঙ্গনম্ ॥ ১০৫ ॥
 সোমং সোমদিগধীশং নরারুতং সমর্চয়েৎ ।
 জৈশানং বৃষভারুতং চন্দ্রায়ুতসমপ্রভম্ ॥ ১০৬ ॥

পরে কল্পবৃক্ষ ; ঐরাবতারুত, বজ্রধারী, শ্রামবর্ণ, সাধিপ, সপরিবার ইন্দ্র ; হেমকান্তি, শক্তিতোমরধারী, মেষারুত, শক্তি-
 হস্ত, তেজস্পতি অগ্নি ; দক্ষিণে মহিবোপরি সংস্থিত, পিত্রধি-
 দেবত, দগুধর যম ; নৈখ্যতে খড়্গধারী, অশ্বারুত, সপরিবার,
 রাক্ষসাধিপতি ; পশ্চিমে গুরুবর্ণ, মকরারুত, উজ্জলদীপ্তি, পাশধর,
 জলপতি বরুণ ; বায়ুকোণে প্রাণাধিপতি, অকুশধারী, যুগবাহন,
 বায়ু ; শরদিন্দুসমপ্রভ, শশলাঙ্গন, সোমদিগধিপতি, নরারুত চন্দ্র ;
 বৃষভারুত, অবুতচন্দ্রসমহ্যতি, রক্তাধিপতি, শূলহস্ত, জৈশান ;

কুদ্রাধিপং শূলহস্তং গন্ধমুখৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
 ইন্দ্রেশানমধ্যদেশে ব্রহ্মাণং হংসবাহনম্ ॥ ১০৭ ॥
 হেমগৌরং চতুর্ভক্ত্যং পদ্মহস্তং সমর্চয়েৎ ।
 রক্ষোবরুণয়োর্মধ্যে বিষ্ণুং চক্রধরং যজ্ঞেৎ ॥ ১০৮ ॥
 নাগাধিপং সুপর্ণস্থং বিষ্ণোঃ পারিষদান্ যজ্ঞেৎ ।
 বজ্রাদীনামুদ্যান্ ভদ্রান্ তেবাঞ্চ বহিরর্চয়েৎ ॥ ১০৯ ॥
 যথা সিদ্ধসমুদ্ভূতান্তরঙ্গাভিন্নতাং যযুঃ ।
 তথা কৃষ্ণসমুদ্ভূতা এতে তদীয়তাং যযুঃ ॥ ১১০ ॥
 তজ্জ্যানেন চ তজ্জ্যায়ং সাধকেন শুভং যুনা ।
 এবং সপ্তাবৃতিময়ং দেশিকঃ কৃষ্ণমর্চয়ন্ ॥ ১১১ ॥
 ধর্ম্যার্থকামমোক্ষাশ্চ করে তত্ত্ব সুনিশ্চিতম্ ।
 অথবান্নদিকৃপতিভিস্তদজ্ঞৈরপি চার্চয়েৎ ॥ ১১২ ॥

ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে হেমগৌর, চতুর্ভক্ত্য, পদ্মহস্ত, ব্রহ্মা ; রক্ষা :
 ও বরুণের মধ্যে চক্রধর, নাগাধিপতি, সুপর্ণস্থ বিষ্ণু—ইহা-
 দিগের অর্চনা করিবে। পরে বহির্দেশে বিষ্ণুর পারিষদগণ ও
 বজ্রাদি আয়ুধের অর্চনা করিবে। যেক্রপ সিদ্ধসমুদ্ভূত তরঙ্গসমূহ
 সিদ্ধ হইতে অভিন্ন, সেইক্রপ শ্রীকৃষ্ণসমুদ্ভূত পারিষদগণ শ্রীকৃষ্ণ-
 সদৃশ ; অতএব অর্চনাসময়ে শুভার্থী সাধক সপ্তাবৃতিময়,
 সপারিষদ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করিবে। এইক্রপে আরাধনা
 করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সাধকের নিশ্চিত করতল-
 গত হয়। অথবা অজ্ঞদিকৃপতি সমূহ ও সেই সব অজ্ঞের
 সহিত অর্চনা করিবে ॥ ৯৯-১১২ ॥

এবং বা স্বর্চয়ন্ কৃষ্ণং কামমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ।

য এতদ্ব্যজনাশক্তঃ কৃষ্ণাষ্টকেন পূজয়েৎ ॥ ১১৩ ॥

ত্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ নারায়ণসমাহবয়ঃ ।

দেবকীনন্দনঃ শ্রেষ্ঠো বাষ্কো'রস্তুদনস্তরম্ ॥ ১১৪ ॥

অমুরাস্তকো ভারহারী ধর্মসংস্থাপকঃ স্তুতঃ ।

অয়ং বা পূজয়ন্ কৃষ্ণং যথা বিত্তামুসারিতঃ ॥ ১১৫ ॥

ইহ ভূক্ষা বরান্ ভোগানস্তে তু হরিভাং ব্রজেৎ ।

অগুরুশীরগুগুন্সিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ ॥ ১১৬ ॥

সারকো বৈরিনিষ্কিষ্টো নাসাধ্যো মধুমর্শয়েৎ ।

বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ ।

আজ্জেষঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১১৭ ॥

বর্ত্য। কর্পূরগর্ভিণ্য। সর্পিষা তিলজেন বা ।

সংস্থাপয়তু পাত্রাদৌ সূদীপ্তশিখর। ততঃ ।

অর্ঘ্যাদকেন সংস্কৃত্য নন্দজায় নিবেদয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

এইরূপে কৃষ্ণের অর্চনাকারী সাধক কামনা ও মুক্তির
প্রাপ্তি হন। যে ব্যক্তি এই প্রকার যজনে অশক্ত, সেই
প্রকারে ত্রীকৃষ্ণ দ্বারা পূজা করিবে। কৃষ্ণাষ্টক এই,—
ত্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, বাষ্কো, অমুরাস্তক,
ভারহারী ও ধর্মসংস্থাপক। এইরূপে বিত্তামুসারে ত্রীকৃষ্ণের
অর্চনা করিলে, পুরুষ ভোগান্তে হরিষ প্রাপ্ত হন। অগুরু,
শীর্ষ, গুগুন্সিত, জ্যামধু ও চন্দনাদি দ্বারা সারক
ব্যক্তি পূজা করিবে ॥ ১১৩-১১৬ ॥

উক্তার্থ্য দৃষ্টিপর্যাস্তঃ ষণ্টাং বামদিশি হিতাম্ ।
 বাদয়ন্ বামহস্তেন দক্ষহস্তেন চার্পয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
 সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্বত্র তিমিরাপহঃ ।
 সবাহ্যভ্যস্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১২০ ॥
 স্বর্ণে বা তাম্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা পঙ্কজে দলে ।
 সিতোপলং সশাল্যগ্নং সশুভ্রং মনুনা যুতম্ ॥ ১২১ ॥
 দধিচ্ছৃগ্মতোপেতং কদল্যাদিফলাদ্বিতম্ ।
 আনীয় দেবপুরতঃ যংবীজেন বিনিষ্কিপেৎ ॥ ১২২ ॥
 অঙ্গমল্লেন বিধিবদ্ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।
 চন্দ্রবীজং চান্বসংস্থং চতুর্দশস্বর্যবিতম্ ॥ ১২৩ ॥
 নাদবিন্দুসমায়ুক্তং বীজং তদযুতাত্মকম্ ।
 পরায়ৈতি চ সংপ্রোচ্য অহুরুদ্ধং বদেৎ পুনঃ ॥ ১২৪ ॥
 নৈবেদ্যঞ্চ তথেষুত্যাগ্য কল্পয়ামি নমো বদেৎ ।
 প্রোক্তো নৈবেদ্যমল্লোহয়ং অনেন চ নিবেদয়েৎ ॥ ১২৫ ॥
 অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহেতি জলমর্পয়েৎ ।
 অস্বাহার্য্যায় প্রাণায় স্বাহেতি প্রথমাহতিঃ ॥ ১২৬ ॥
 অঙ্গুষ্ঠানামিকা মধ্যা প্রাণাধ্যা মূত্রিকা মতা ।
 আহবনীয়ায় অপানায় স্বাহেতি চ দ্বিতীয়িকা ॥ ১২৭ ॥
 কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠানামা চ মুদ্রা তৎ পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 গার্হপত্যায় ব্যানায় স্বাহেতি তৃতীয়াহতিঃ ॥ ১২৮ ॥
 তর্জন্তঙ্গুষ্ঠমধ্যাভিস্তম্বদ্রো পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 সত্যায় চ উদানায় স্বাহয়া চ চতুর্থিকা ॥ ১২৯ ॥
 মধ্যমানামিকাসুষ্ঠ চতুর্থী চ কনিষ্ঠিকা ।
 আবসত্যায় সমানায় স্বাহা চ পঞ্চমী তথা ॥ ১৩০ ॥

সর্বাভিরঙ্গুলীভিস্ত তন্মুদ্রা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

প্রণবাত্তৈরেভিরেব দেববক্তে, হ্রনেদগুরুঃ ॥ ১৩১ ॥

ঔ নিবেদয়ামি ভবতে গৃহাণেদং হবির্হরে ।

নিবেদ্যার্ণমন্ত্রোহয়ং সপৰ্য্যাস্থ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৩২ ॥

ক্ষণং বিমূষ্য মতিমান্ দত্তাদ্ গণ্ডুষকং ততঃ ।

অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলমৰ্পয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥

বিশ্বক্সেনায় বৈ দত্তাচ্ছেষং নৈবেদ্যমুক্তম্ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো হেতে এতেষামবধারণ ॥ ১৩৪ ॥

শিবে চণ্ডেশ্বরায়ৈতি বিষ্ণৌ বিশ্বক্সেনায় চ ।

শক্ত্যুচ্ছিষ্টং শোষকায়ৈ দত্তাদর্চনসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥

অত্রথা নৈব সিদ্ধিঃ শ্রাদর্চকো নরকং ব্রজেৎ ।

নৈবেদ্যজাতমুক্ত্য স্থানগুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ১৩৬ ॥

আচমনীয়জলং দত্তাদস্তশোধনমেব চ ।

হস্তলেপং ততো দত্তা পুনঃ পানীয়মৰ্পয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥

স্বপ্নবস্ত্রধরং দত্তা দত্তাচ্চ স্বর্ণপাত্ৰকে ।

পূজাস্থানং সমানীয় বহমালাং তথার্পয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥

দিব্যগন্ধং ততো দত্তাত্তাম্বুলং শশিসংযুতম্ ।

স্তোত্রৈঃ স্তব্ধা চ বিধিবৎ কৃত্বা প্রদক্ষিণং হরিম্ ॥ ১৩৯ ॥

বেদবিদ্যো ধনং দত্তা যৎ ফলং লভতে নরঃ ।

তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা কৃষ্ণপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪০ ॥

সপ্তদ্বীপাং ধরাং দত্তা বেদবিদ্যো মহামুনে ।

তৎফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা কৃষ্ণপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪১ ॥

পিতৃভ্যাং কন্যাত্যাং জাহ্নুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ জরিতঃ ॥ ১৪২ ॥

ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেঃ ষ্টোত্রমতিঃ সুধীঃ ।

সহস্রজন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥

নবীননীরদশ্রামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।

বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ১৪৪ ॥

ফুরদ্বর্হদলোহকনীলকুঙ্কিতমূর্দ্ধজম্ ।

কদম্বকুসুমোদকবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৪৫ ॥

গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলং কাঞ্চনকুণ্ডলম্ ।

স্থূলমুক্তাকলোদারহারোছোত্তিতবক্ষসম্ ॥ ১৪৬ ॥

হেমাকদতুলাকোটিকিরীটোজ্জলবিগ্রহম্ ।

মন্দমাকুতসংক্ষোভবল্গিতাঘরসঞ্চয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥

কচিরৌষ্ঠপুটচুস্তবংশীমধুরনিস্বনৈঃ ।

ললদগোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্মুহঃ ॥ ১৪৮ ॥

ভগবানের উদ্দেশে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রদানের মন্ত্রও মূলে লিখিত আছে। পরে স্তব-পাঠ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। প্রণাম অষ্টাঙ্গই প্রশস্ত। পাদদ্বয়, করদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, বাক্য ও মন দ্বারা প্রণামের নামই অষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে সাধকের সহস্র জন্মের পাপ বিমষ্ট হয় এবং প্রণামকারী বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১১৬-১৪৩ ॥

নবীন-নীরদ-শ্রাম, নীল-ইন্দীবরলোচন, বল্লবীনন্দন, গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। তিনি ফুরদ্বর্হদলোহক-নীল-কুঙ্কিত-মূর্দ্ধজ, কদম্ব-কুসুমোদক-বনমালা-বিভূষিত, গণ্ডমণ্ডল-সংসর্গি-চলং-কাঞ্চনকুণ্ডল, স্থূলমুক্তা-কলোদার-হারোছোত্তিতবক্ষ, হেমাকদ-তুলাকোটিকিরীটোজ্জল-বিগ্রহ, মন্দমাকুতসংক্ষোভ-

বল্লবীবদনাস্তোজমধুপানমধুভ্রতম্ ।

কোভয়ন্তং মনস্তাসাং সন্মেরাপাদবীকণৈঃ ॥ ১৪৯ ॥

যৌবনোত্তিরদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরম্পরম্ ।

বিচিৎরাহরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ১৫০ ॥

প্রতিগ্নাজনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকম্ ।

যোধয়ন্তং কচিৎগোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্ ॥ ১৫১ ॥

কালিন্দীজলসংসর্গিশীতলানিলকম্পিতে ।

কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥ ১৫২ ॥

রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্ ।

কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাংগতম্ ॥ ১৫৩ ॥

বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিদ্যুথে ।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্ ॥ ১৫৪ ॥

বল্লিতাহর-সঞ্চয়, মুখভ্রন্ত বংশীরবে গোপীগণের চিত্ত-
মোহনকারী, বল্লবী-বদনাস্তোজ-মধুপান-মধুভ্রত, সন্মেরাপাদবীক্টি
দ্বারা গোপীগণের চিত্তমোদনকারী, বিচিৎ্র বস্ত্রাভরণবিভূষিত
গোপীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রতিগ্নাজন-কালিন্দীজল-কেলি-কলোৎ-
সুক, কদাচিৎ গোপবালকগণ সহ বৃদ্ধপরাগণ, কদাচিৎ
বা গো-বৎসাপহরণকারী, কালিন্দীজলসংস্পৃষ্ট শীতলবায়ু
দ্বারা কম্পিত কদম্ববৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, রত্নভূধরসংলগ্ন-
রত্নাসন-পরিগ্রহ, কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমণ্ডপগত, গোবর্দ্ধনগিরি
-কারী, রাসরসরসিক, বামহস্ততলে আতপজাত্যুরূপ গিরিবরধারী,
যুগ্মভাষণলোমুক্ত মুক্তাসরিষনাথন, বেণুবাত্তরূপ উল্লাস-

সব্যহস্ততলন্তগিরিবধ্যাতপত্রকম্ ।
 খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারবনাধনম্ ॥ ১৫৫ ॥
 বেণুবাদ্যমহোল্লাসকৃতহৃদ্যারনিষনৈঃ ।
 সবৎসৈকশ্লুথৈঃ শব্দদোগাপালৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ ১৫৬ ॥
 কৃষ্ণমেবানুগায়ন্তিস্তেষ্টিবশবর্ত্তিভিঃ ।
 দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৫৭ ॥
 নারদাদ্যৈশ্চানুবরৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
 শ্রীতিশ্লিষ্মদ্বা বাচা স্তূয়মানং পরাংপরম্ ॥ ১৫৮ ॥
 য এবং চিস্তয়েদ্ধেবং তন্ত্রা সংশ্লোতি মানবঃ ।
 ত্রিসন্ধ্যং তন্ত্র তুষ্টোহসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥ ১৫৯ ॥
 রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্বজনপ্রিয়ঃ ।
 অচলাং প্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৬০ ॥

হৃদ্যার দ্বারা আহ্বানকারী বৎসযুক্ত গোপাল কর্তৃক বীক্ষিত,
 কৃষ্ণানুগমনশীল ও তৎকল্পপরম্পরার বশবর্ত্তী, দণ্ডপাশোত্ত-
 ক্ত, গোগোপালোপশোভিত, বসন্তকুম্ভমোদনুরভীকৃতদ্বিশ্লুথ,
 বেদবেদাঙ্গপারগ নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক শ্রীতিশ্লিষ্মদ্বা বাচ্য
 দ্বারা স্তূয়মান, পরাংপর ত্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা ও
 ত্রিসন্ধ্য। স্তব করিলে, মানব বহুবিধ ঐশ্বর্য লাভ করেন ও
 সকলের প্রিয় হন। তাঁহার চঞ্চল! লক্ষ্মী অচলা হন এবং
 তিনি বাগ্মী হন ॥ ১৪৪-১৬০ ॥

অথ মুদ্রাং প্রদর্শ্যাত্ অগ্নিসংস্কারমাচরেৎ ।

মোদনাং সৰ্বদেবানাং দ্রাবণাং পাপসম্বতেঃ ।

মুদ্রান্তাঃ কথিতাঃ সঙ্ঘির্দেবসান্নিধ্যাদায়িকাঃ ॥ ১৬১ ॥

গৌতম উবাচ ।

ভগবন্মে ত্বয়া মুদ্রাঃ সূচিতা ন প্রকাশিতাঃ ।

কথং বিরচনং তাসাং কারুণ্যাদ্রুহি মে গুরো ॥ ১৬২ ॥

নারদ উবাচ ।

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সন্তৌ করয়োরিতরেতরম্ ।

তর্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভৃগ্বর্জিতাঃ ॥ ১৬৩ ॥

মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শস্তা গোপালপূজনে ।

বনমালাভিনয়বৎ করাত্যামাগলাদধঃ ॥ ১৬৪ ॥

জাম্বুপর্ধ্যন্তমিত্যেষা মুদ্রা স্থাননমালিকা ।

ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্ত কনিষ্ঠিকা ॥ ১৬৫ ॥

অনন্তর মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অগ্নিসংস্কার করিবে । বাহা দ্বারা সকল দেবতার মোদন ও পাপসমূহের দ্রাবণ হয়, দেবসান্নিধি-কারক সেই ক্রিয়াবিশেষের নামই মুদ্রা ॥ ১৬১ ॥

গৌতম বলিলেন,—ভগবন্, আপনি মুদ্রার বিষয় সূচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার রচনার প্রণালী বলেন নাই । অনুগ্রহ পূর্বক সেই বিষয়টি বলুন ॥ ১৬২ ॥

নারদ বলিলেন,—সরল বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এবং দক্ষিণ করতলে বাম হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা স্থাপন করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ-কনিষ্ঠাগ্র এবং দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সহিত বাম-কনিষ্ঠাগ্র যোগ

দক্ষিণাজুষ্ঠসংস্কৃতা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা ।
 তর্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিং সঙ্কোচ্য চালিতাঃ ॥ ১৬৬
 বেণুমুদ্রেহ কথিতা স্নগুপ্তা প্রায়সী হরেঃ ।
 অঙ্গুলীঃ সংহতাঃ কৃত্বা করয়োর্বামদক্ষয়োঃ ॥ ১৬৭ ॥
 বামনাসাসমায়ুক্তা দক্ষপাণিকনিষ্ঠিকা ।
 দক্ষস্ত মধ্যমাক্রান্তা বামহস্তস্ত তর্জনী ॥ ১৬৮ ॥
 বামমধ্যমাক্রান্তা দক্ষহস্তস্ত তর্জনী ।
 সংযুতো কারয়েদ্বিধানঙ্গুষ্ঠাবুভয়োরপি ॥ ১৬৯ ॥
 ধেমুমুদ্রা নিগদিতা গোপিতা সাধকোত্তমৈঃ ।
 করৌ সংপুটিতো কৃত্বা বামপাণিকনিষ্ঠিকা ॥ ১৭০ ॥

করিলেই গালিনী মুদ্রা হইয়া থাকে । এই মুদ্রা গোপালপূজনে
 প্রশস্ত । করদ্বয়কে জাম্বু পর্য্যন্ত মালার আয় লম্বমানভাবে
 স্থাপন করিলেই বনমালিকা মুদ্রা হয় । ওষ্ঠে বামকরাজুষ্ঠ
 সংলগ্ন করিয়া ঐ হস্তেরই কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের
 সহিত যুক্ত করিবে । অনন্তর দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি
 প্রসারণ পূর্বক তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কিঞ্চিং সঙ্কুচিত এবং
 চালিত করিলেই বেণুমুদ্রা হয় । এই মুদ্রা হরির অতীব প্রিয়
 এবং স্নবোগ্য । হুই হাতের অঙ্গুলিসকল সংহত করিয়া দক্ষিণ
 হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বামনাসাসংযুক্ত করিবে ; বামহস্তের তর্জনী
 দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার সহিত যোগ করিবে । দক্ষিণ হস্তের তর্জনী
 বাম হস্তের মধ্যমার সহিত একত্র করিবে । পরে উভয় হস্তের
 অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিবে । ইহাই ধেমুমুদ্রা । সাধক-
 শ্রেষ্ঠগণ এই মুদ্রা অতি যত্নে রক্ষা করিবেন । করদ্বয়

নিপীড়্য দক্ষপাণিস্থদক্ষিণাঙ্গুলিভিত্তম্ ।

তথা বামাঙ্গুলিভবৈরতিপাচং নিপীড়য়েৎ ॥ ১৭১ ॥

ইতীমং বিষমুদ্রা শ্রাৎ প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে ।

কায়েন মনসা বাচা বুধ্যাবুধ্যা চ যৎ কৃতম্ ॥ ১৭২ ॥

ইহ জন্মনি পূৰ্ব্বস্মিন্ অথবা পাপসঞ্চয়ম্ ।

ইমাং জানন্ যো জনস্তদুৎকৃতাশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

দেবাঃ সৰ্ব্বে নমস্তস্তি প্রণমস্তি তথা জনাঃ ।

কামমুচ্চাৰ্য্য বিধিবগ্নিক্ষিপেদ্ধৃদয়োপরি ॥ ১৭৪ ॥

কৃৎস্নেতরং করং বামে কৃৎস্না সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ ।

অন্তোত্তপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ ॥ ১৭৫ ॥

বামকনিষ্ঠয়া দক্ষকনিষ্ঠাঞ্চ নিপীড়্য চ ।

বামানামিকয়া দক্ষতর্জ্বনীঞ্চ নিপীড়য়েৎ ॥ ১৭৬ ॥

সংস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি নিপীড়িত করিবে। পরে বামাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা এক্ষেপে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাকেও নিপীড়ন করিবে, ইহার নাম বিষমুদ্রা। এই মুদ্রা শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রশস্ত। ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে জীব কায় দ্বারা, বাচ্য দ্বারা বা মনের দ্বারা যে কিছু পাপসঞ্চয় করিয়াছে, সে সকলই এই মুদ্রার জ্ঞানে বিনাশ পায় ॥ ১৬৩-১৭৩ ॥
ঐ ব্যক্তিকে কি দেবতা, কি মহুয্য সকলেই প্রণাম করেন। দক্ষিণ হস্তের উপর বামকরতল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের পৃষ্ঠে এবং বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দক্ষিণকরের পৃষ্ঠে স্থাপন করিবে। পরে বামকনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ-তর্জ্বনী নিপীড়ন এবং দক্ষিণকনিষ্ঠা দ্বারা বামতর্জ্বনী

বামাঙ্গুলত্রয়োপরি কুৰ্য্যাদক্ষিণহস্তকম্ ।
 তথৈব বামতর্জ্জত্ৰা দক্ষহস্তাঙ্গুলিত্রয়ম্ ॥ ১৭৭ ॥
 একত্র যোজিতং কৃৎস্না মূদ্রা ত্ৰাণ কৌন্তভাঙ্গিকা ।
 দক্ষিণে মণিবন্ধে চ বামাজুষ্ঠং নিষোজয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥
 মুদ্রেয়ং কৌন্তভাখ্যোক্তা দর্শনীয়া প্রবহ্নতঃ ।
 কৃত্তেতরং করং বামে কৃৎস্না সম্যক্ সমাজুলীঃ ॥ ১৭৯ ॥
 তর্জ্জত্ৰ্যাপরি বামঞ্চ ত্রসেৎ করতলং ততঃ ।
 অঙ্গুষ্ঠৌ চালনীয়ো চ মৎস্তমুদ্রেবমীরিতা ॥ ১৮০ ॥
 করৌ সংপুটিতৌ কৃৎস্না মণিবন্ধৌ স্নযোজিতৌ ।
 অঙ্গুষ্ঠে চ কনিষ্ঠে চ প্রবিধায় স্নযোজিতে ॥ ১৮১ ॥
 শেষা অঙ্গুলয়ঃ সর্বা উভয়োর্বামভঙ্গুরঃ ।
 পরস্পরমসংলগ্না শূন্তমধ্যে চ কারয়েৎ ॥ ১৮২ ॥

নিপীড়ন করিবে । বামাঙ্গুলি তিনটির উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন
 এবং দক্ষিণাঙ্গুলি তিনটির উপর বামহস্ত স্থাপন করিবে । এইরূপ
 একত্র সংযোগে কৌন্তভমূদ্রা হয় । অথবা দক্ষিণ মণিবন্ধে
 বামাজুষ্ঠ নিয়োগ করিলেই ঐ মূদ্রা হয় । দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি
 সকল সমান করিয়া বামকরে স্থাপন করিবে । পরে তর্জ্জনির
 উপর বামকরতল স্থাপন করিবে । শেষে অঙ্গুষ্ঠঘর পরিচালন
 করিলেই মৎস্তমূদ্রা হইয়া থাকে ॥ ১৭৪-১৮০ ॥ করঘর সংপুটিত
 করিয়া মণিবন্ধ দুইটি একত্র সংযুক্ত করিবে । পরে অঙ্গুষ্ঠঘর ও
 কনিষ্ঠাঘর সংযোজিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিসকল বামভগ্ন ও
 পরস্পর অসংলগ্নভাবে শূন্তমধ্যে স্থাপন করিলেই কলসমূদ্রা

উক্তা কলসমুদ্রেরং গোপালার্চাবিধৌ যুতা ।
 কৃষেতরে করন্তলে অন্তরাঞ্জলিসংযুতে ॥ ১৮৩ ॥
 অন্তোত্তমতিসংলগ্নে অঙ্গুষ্ঠান্তরমাহিতে ।
 কথিতা কুর্শমুদ্রেরং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১৮৪ ॥
 আকুঞ্চিতঃ ততঃ কৃষ্টা বামাজুলিচতুষ্টয়ম্ ।
 প্রসার্য চ তদঙ্গুষ্ঠং দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥
 প্রসার্য তর্জনীং দক্ষাং তদঙ্গুষ্ঠঞ্চ যন্ত্রবিৎ ।
 শঙ্খমুদ্রেরমুদিতা দর্শনাৎ পাপনাশিনী ॥ ১৮৬ ॥

ইতি ত্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

হয় । এই মুদ্রা গোপালের পূজনে অতি শুভ । উভয় করন্তলে
 অন্তরাঞ্জলি সংযুক্ত করিয়া পরস্পর দৃঢ়ভাবে অঙ্গুষ্ঠান্তর সংযোজিত
 করিবে । এই মুদ্রার নাম কুর্শমুদ্রা । ইহা সকল তন্ত্রশাস্ত্রে
 সুপোপ্য । বামাজুলিচতুষ্টয় আকুঞ্চিত করিয়া ঐ হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠ
 প্রসারণপূর্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিবে । পরে দক্ষিণ
 অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী প্রসারণ করিলেই শঙ্খমুদ্রা হয় । এই মুদ্রা
 দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮১-১৮৬ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশোইধ্যায়ঃ



অথাগ্নিজননং কৃষ্ণ ইহ মজ্জানুসারতঃ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যৎ কৃৎস্না ফলমশ্নুতে ॥ ১ ॥

গোময়ান্তঃ সমালিপ্য কুণ্ডং সর্বত্র মজ্জবিৎ ।

সামান্তার্থ্যং প্রকল্প্যাথ পঞ্চগব্যেন সেচয়েৎ ॥ ২ ॥

ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণঞ্চ পদ্মং প্রকল্পয়েৎ ।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥

কুণ্ডস্তোত্তরভাগে চ ত্রিরেখাং হস্তমাত্রকম্ ।

দক্ষিণোত্তরতন্তুদ্বং কুর্যাদ্রেখাত্রয়ং শুভম্ ॥ ৪ ॥

অর্ঘ্যাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য সর্বং হি পঞ্চশুদ্ধিং সমাচরেৎ ।

বীক্ষণং মূলমস্ত্রেণ কবচেনাথ লেপয়েৎ ॥ ৫ ॥

অস্ত্রেণ রক্ষিতং কৃৎস্না বহেঃ সংস্কারমাচরেৎ ।

পাশাণ্ডবমগ্নিঞ্চ অথবা ঘোনিসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর মজ্জানুসারে হোমবিধান কথিত হইতেছে । যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফললাভ হয় । সাধক গোময়সংযুক্ত জল দ্বারা কুণ্ডাদি সম্ভার্জন করিয়া সামান্তার্থ্য-স্থাপনপূর্বক পঞ্চগব্যদ্বারা সেচন করিবেন । ঐ বহ্নিমণ্ডলটি চতুর্কোণ ও চতুর্দ্বার-সমাবৃত্ত হইবে । কুণ্ডের উত্তরভাগে হস্তপ্রমাণ তিনটি রেখা করিবে । পরে দক্ষিণোত্তরেও তিনটি রেখা করিবে । তৎপরে অর্ঘ্যজল প্রোক্ষণ করিয়া পঞ্চশুদ্ধি করিবে । মূলমন্ত্র দ্বারা বীক্ষণ, কবচমন্ত্র দ্বারা লেপন, অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া বহ্নিসংস্কার

শ্রোত্রিয়াণাং গৃহোথং বা বনস্থং চাথবা হরেৎ ।
 যদৃচ্ছালাভসংপ্রাপ্তো যোগ্যোহয়ং হোমকৰ্ম্মণি ॥ ৭ ॥
 নিরগ্নিত্রাক্ষণালাকো হর্থলাভকরো ভবেৎ ।
 কত্রবক্কোশ্চতুর্থাংশফলং হত্বাঙ্কু তাননঃ ॥ ৮ ॥
 বৈশ্ণাং শূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকৰ্ম্মণি ।
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন বহিমুক্তং সমাহবেৎ ॥ ৯ ॥
 আনীয় কাংশ্রপাত্রস্থং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ ।
 ক্রব্যাদেভ্যো নমস্কৃত্য প্রণবাছো মনুর্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 রেখাণামুদগগ্রাণাং ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দবঃ ।
 প্রাগগ্রাণাঞ্চ রেখাণাং মুকুন্দেশপুরন্দরাঃ ॥ ১১ ॥

করিবে। পাশাণভব, বানিসম্ভব অথবা শ্রোত্রিয়ের গৃহোথ বা বনস্থ অগ্নি আনয়ন করিবে। এই সকল অগ্নি যদি যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উহা হোমকার্য্যে প্রশস্ত জানিবে ॥ ১-৭ ॥ ঐ অগ্নি যদি নিরগ্নি ত্রাক্ষণ হইতে পাওয়া যায়, তবে উহা অর্থপ্রদ হয়। নিকট কত্রিয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত অগ্নি দ্বারা হোম করিলে হোমের চতুর্থাংশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈশ্ণ অথবা শূদ্রের নিকট হইতে লব্ধ অগ্নি দ্বারা অসুষ্ঠিত হোমকৰ্ম্ম বিফল হয়। অতএব সৰ্ব্বপ্রযত্নে শাস্ত্রোক্ত অগ্নিই হোমের নিমিত্ত আহরণ করা কর্তব্য। ঐ অগ্নি আনয়ন করিয়া কাংশ্রপাত্রের স্থাপন পূৰ্ব্বক প্রথমে উহা হইতে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। আদিত্তে প্রণব যোগ করিয়া “ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ” বলিয়া ক্রব্যাদাংশ অৰ্পণ করিতে হইবে। উক্তরদিকের

ভতো বহ্নেৰ্ষোগপীঠমর্চয়েৎ কর্বিকোপরি ।
 ধর্ম্যং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যমাদিতো যজ্ঞেৎ ॥ ১২ ॥
 পূর্বাদিদিক্ চাপূর্বান্ তথা ধর্মাদিকান্ যজ্ঞেৎ ।
 মধ্যে চ পূজয়েদ্ধর্ষেণবশন্তীর্ষিধানবিৎ ॥ ১৩ ॥
 পীতা খেতাকৃণা কৃষ্ণা ধূত্রা তীত্রা ফুলিঙ্গিনী ।
 রুচিরা আলিনী প্রোক্তা কৃশানোর্বব শক্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥
 অমর্কমণ্ডলং পূজ্যং উৎ সোমমণ্ডলং যজ্ঞেৎ ।
 মং বহ্নিমণ্ডলং তদ্বদর্চয়েদগন্ধপুষ্পটকৈঃ ॥ ১৫ ॥
 বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্ ।
 বাগীশ্বরেণ সহিতামুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬ ॥
 শক্তিপ্রণববীজাভ্যাং তন্নোরর্চনমীরিতম্ ।
 বাগীশ্বরীমৃতুমতীং পুরুষাধিষ্ঠিতাং স্মরেৎ ॥ ১৭ ॥

রেখাসকলের দেবতা ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও চন্দ্র এবং পূর্ষদিকের
 রেখাসকলের দেবতা মুহুর্দ্দ, জৈশ ও পুরন্দর ॥ ৮-১১ ॥

অনন্তর কর্ণিকার উপর বহির যোগ-পীঠের অর্চনা
 করিবে। প্রথমে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের পূজা
 করিবে। পূর্বাদিদিকে ঐ সকলেরই আদিতো এক একটি
 অকার যোগ করিয়া অর্চনা করিবে। মধ্যস্থলে বহির নবশক্তির
 অর্চনা করিবে। পীতা, খেতা, অকৃণা, কৃষ্ণা, ধূত্রা, তীত্রা,
 ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও আলিনী, বহির এই নয়টি শক্তি। পরে
 অং অর্কমণ্ডলার, উৎ সোমমণ্ডলার, মং বহ্নিমণ্ডলার বলিরা
 গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে মৃতুস্নাতা, নীলেন্দীবর-

বহিঃ সংস্কৃত্য পাত্ৰস্থং রংবীজেন তু মজ্জয়েৎ ।
 চৈতন্ত্যং প্রণবেনৈব যোজয়ন্ তং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮ ॥
 আঙ্গনোহিভিমুখং বহিঃ জাহ্নপৃষ্ঠমহীতলঃ ।
 শিববীজধিরা দেব্য। বোনাবেনং বিনিষ্কিপেৎ ॥ ১৯ ॥
 ততো দেবার্য দেবৈব্য চ দত্তাদাচমনীয়কম্ ।
 গৰ্ভনাড্যা ধৃতং ধ্যারেদ্বহ্নিরূপং পরং শুক্লং ॥ ২০ ॥
 পশ্চাদ্গৰ্ভস্ত রক্ষার্থং প্রদত্তাদৰ্ভকঙ্কণম্ ।
 ভূবাভিভূঁষয়েদেবীং ত্রৈলোক্যাংপতিমাতৃকাম্ ॥ ২১ ॥
 রেকবায়ুঘট্‌স্বরৈশ্চ নাদবিন্দুবিভূষিতাঃ ।
 সাধিবাত্তাশ্চ জিহ্বানাং মনবঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২২ ॥

সন্নিভা, বাগীশ্বরসহিত। বাগীশ্বরীকে উপচার দ্বারা পূজা করিবে। শক্তি ও প্রণববীজ দ্বারা তহুভয়ের অর্চনা করা কর্তব্য। পুরুষাধিষ্ঠিতা ঋতুমতী বাগীশ্বরীকে চিন্তা করিবে। পাত্ৰস্থ বহির সংস্কার করিয়া রং বীজ দ্বারা অতিমজ্জিত করিবে। পরে প্রণব দ্বারা চৈতন্ত্য সংযোজনপূর্বক তাহার পূজা করিবে। ভূমিতে জাহ্নপৃষ্ঠ স্থাপনপূর্বক সমুখস্থিত বহিকে শিববীজ বোধে বোনি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর দেব ও দেবীকে আচমনীয় অর্পণ করিবে। ঐ বহিকে গৰ্ভনাডীমধ্যে ধৃতরূপে চিন্তা করিবে। পরে গৰ্ভের রক্ষণার্থ দৰ্ভকঙ্কণ প্রদান করিবে। ত্রৈলোক্যাংপতি মাতৃকা দেবীকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। রেক, বায়ু, ঘট্‌ স্বরের সহিত নাদবিন্দুবিভূষিত সাধি বাস্ত

ପାର୍ଶ୍ବେ ଲିଙ୍ଗେ ତଥା ନାଭୌ ହୃଦୟେ କର୍ତ୍ତୃମୂଳତଃ ।

ଲଘିକାୟାଃ କ୍ରବୋର୍ନ୍ଧ୍ୟୋ ଜିହ୍ବାଜ୍ଞାଳାରୂଚୌ ଗ୍ରାସେ ॥ ୨୩ ॥

ହିରନ୍ୟା କନକା ରକ୍ତା କୃଷ୍ଣାଥା ସୁପ୍ରଭା ଯତା ।

ବହୁରୂପାତିରକ୍ତା ଚ ଜିହ୍ବା କୃପୀଟଯୋନିନଃ ॥ ୨୪ ॥

ସହସ୍ରାର୍ଚ୍ଚିଃ ସ୍ଵସ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧିତଃ ପୁରୁଷସ୍ତଥା ।

ଧୂମବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପ୍ରଜିହ୍ଵା ଧନ୍ୱର୍ଥର ଇତି ସ୍ଵତଃ ॥ ୨୫ ॥

ଷଡ଼ଜମନ୍ତ୍ରା ବହେଷ୍ଚ ଶ୍ରୀମବାନ୍ତା ନମୋହନ୍ତକାଃ ।

ହୃଦୟାଦିକ୍ରମେନୈବ ଗ୍ରାସତ୍ୟା ଅଜନେଦେବତାଃ ॥ ୨୬ ॥

ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନି ଛକ୍ତେ ତଥା ପାର୍ଶ୍ଵେ କଟ୍ୟାନ୍ତ କଟିପାର୍ଶ୍ଵକେ ।

ଛକ୍ତେ ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନି ଚ ବିଭ୍ରାନ୍ତ୍ରା ପ୍ରାଦକ୍ଷିପ୍ୟାକ୍ରମେଣ ତୁ ॥ ୨୭ ॥

ଜାତବେଦାଃ ସମ୍ପ୍ରଜିହ୍ଵା ହବ୍ୟବାହନସଂଜ୍ଞକଃ ।

ଅଷୋଦରଜସଂଜ୍ଞୋଽହନ୍ତଃ ପୁନର୍ନୈଶ୍ଵାନରାହବଃ ॥ ୨୮ ॥

ବର୍ଣ-ସମୁଚ୍ଚୟହି ଜିହ୍ଵାର ମନ୍ତ୍ର । ବହିର ପାୟୁ, ଲିଙ୍ଗ, ନାଭି, ହୃଦୟ, କର୍ତ୍ତୃମୂଳ, ଲଘିକା, କ୍ରମନ୍ଧା, ଜ୍ଞାଳାରୂପ ଜିହ୍ଵାତେ ଐ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାସ କରିବେ ॥ ୨୨-୨୩ ॥

ହିରନ୍ୟା, କନକା, ରକ୍ତା, କୃଷ୍ଣାଥା, ସୁପ୍ରଭା, ବହୁରୂପା ଓ ଅତିରକ୍ତା, ଇହାରାହି ବହିର ଜିହ୍ଵା । ସହସ୍ରାର୍ଚ୍ଚି, ସ୍ଵସ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଦ୍ଧିତ, ପୁରୁଷ, ଧୂମବ୍ୟାପୀ, ସମ୍ପ୍ରଜିହ୍ଵା ଓ ଧନ୍ୱର୍ଥର, ଇହାରା ବହିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଶ୍ରୀମବାଦି ନମୋହନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରହି ବହିର ଷଡ଼ଜ ମନ୍ତ୍ର । ହୃଦୟାଦିକ୍ରମେ ଅଜନେଦେବତାର ଗ୍ରାସ କରା ବିଧେୟ । ମନ୍ତ୍ରକେ, ଛକ୍ତେ, ପାର୍ଶ୍ଵେ, କଟିତେ, କଟିପାର୍ଶ୍ଵେ, ପ୍ରାଦକ୍ଷିପ୍ୟାକ୍ରମେ ଗ୍ରାସ କରିବେ । ଜାତବେଦା, ସମ୍ପ୍ରଜିହ୍ଵା,

কৌমারতেজা বিশ্বমুখোহন্তে দেবমুখস্তথা ।
 এবং বিজ্ঞস্তদেহঃ সন্ জালয়েন্নমুনা ॥ ২৯ ॥
 চিৎপিঙ্গল হননঃ দহনঃ তথাপি চ ।
 সর্বজ্ঞো জাপয় স্বাহা মজ্জোহনঃ সমুদাহতঃ ॥ ৩০ ॥
 অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্ ।
 স্তবর্ণবর্ণমমলং সমৃদ্ধং সর্বতোমুখম্ ॥ ৩১ ॥
 সমিদ্ধেন চ মজ্জেন ত্রিভির্নৈর্দেহৈর্হতাশনম্ ।
 জালয়েন্নতিমান্নস্ত্রী অন্তথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
 দর্ভৈরগর্ভৈঃ শুক্লৈশ্চ মূলমধ্যাগ্রছাদিতৈঃ ।
 সংস্তরেষিধিবগ্নস্ত্রী প্রদক্ষিণবশাদথ ॥ ৩৩ ॥
 এবং সংস্তরণং কুর্যাদ্বর্জয়িত্বান্নোদিশম্ ।
 যজ্ঞবৃক্ষোস্তবৈস্তদং কাঠৈশ্চ পরিধিত্বম্ ।
 মধ্যস্থমেখলায়াস্ত সংস্তরেভ্যবিত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যাখ্যান, অখোদরজ, বৈখানর, কৌমারতেজা, বিশ্বমুখ ও
 দেবমুখ, এইরূপে দেহবিত্তাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বহি
 প্রজ্জালিত করিবে। ‘চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ সর্বজ্ঞো জাপয়
 স্বাহা’, এইটি বহিজালন মন্ত্র। প্রজ্জালিত স্তবর্ণবর্ণ, অমল, সমৃদ্ধ,
 সর্বতোমুখ, জাতবেদা হতাশন, অগ্নিকে বন্দনা করি।
 সমিদ্ধ প্রভৃতি তিনটি মন্ত্র দ্বারা বহি প্রজ্জালিত করিবে;
 অন্তথা সকলই নিফল হয় ॥ ২৪-৩২ ॥ প্রদক্ষিণক্রমে অগর্ভ, শুক্ল,
 মূলমধ্যাগ্রছাদিত কুশাস্তরণ করিবে। নিজদিকে কুশ আস্তরণ
 করিবে না। পরে যজ্ঞকাঠ পরিধিত্বয় ব্যাপিরা স্থাপন করিবে।

অথ চেৎ স্থণ্ডিলে মন্ত্রী ভূমৌ সৰ্বং পরিত্তরেৎ ।

গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য বহ্নিদেবং বিভাবয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ত্বিনয়নমরুণাতং বদ্ধমৌলিং জটীভিঃ,

শুভমরুণমনো কাকল্পমন্তোজসংস্থম্ ।

অভিমতবরশক্তিস্বস্তিকাভীতিহস্তং

নমত কমলমালালঙ্কৃতাংশং কুশানুম্ ॥ ৩৬ ॥

সুবর্ণবর্ণময়লং লসৎস্বর্ণোপবীতকম্ ।

চতুর্ভূজং দ্বিশিরসং হব্যকব্যাদিনাসিকম্ ॥ ৩৭ ॥

কমণ্ডলুতালবৃত্তশক্তিস্বস্তিকধারিণম্ ।

শব্দব্রহ্মময়ং দেবং শব্দায়মানমুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥

এবং বা মনসা ধ্যানেচ্ছান্তিকাদৌ গুরুত্তমঃ ।

কৃষ্ণং কৃষ্ণগতেৰ্কর্ণং ধ্যানেন্ন্যারণকর্শ্মণি ॥ ৩৯ ॥

মূর্ত্তীরষ্টৌ সমভ্যর্চ্য ঘটকোণে তু বড়জকম্ ।

মধ্যে জিহ্বাং বজ্জেষ্বেৰ্কর্কিং তন্নানুনা যজ্ঞেৎ ॥ ৪০ ॥

পরে গন্ধাদিদ্বারা বহ্নির অর্চনা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধ্যান করিবে, ত্বিনয়ন, অরুণাত, জটীদ্বারা বদ্ধমৌলি, শুভ, অরুণবর্ণ, অনেকাকল্প, অস্তোজসংস্থ, অভিমতবর-শক্তি-স্বস্তিকাভয়-হস্ত, কমলমালালঙ্কৃতাংশ, সুবর্ণবর্ণ, চতুর্ভূজ, দ্বিশিরক, স্বর্ণোপবীতক, হব্যকব্যাদিনাসিক, কমণ্ডলু-তালবৃত্ত-শক্তি-স্বস্তিকধারী, শব্দব্রহ্মময়, শব্দায়মান কুশানুকে ধ্যান করিবে। আরণকর্শ্মে অগ্নিকে কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করিবে। বহ্নির অষ্টমূর্ত্তির অর্চনা করিয়া ঘটকোণে বড়জের অর্চনা করিবে। মধ্যে বহ্নির জিহ্বার পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বহ্নির অর্চনা করিবে। পরে 'বৈশ্বানর

বৈশ্বানরপদং পূৰ্ব্বং জাতবেদমনস্তরম্ ।
 লোহিতাক্ষং ততশ্চোক্ষা ইহাবহ ততঃ পরম্ ॥ ৪১ ॥
 সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি দেহি মে স্বাহামন্ত্রঃ সমৃদ্ধিদঃ ।
 আজ্যস্থালীং সমানীয় কালয়েদজ্ঞমুচরন্ ॥ ৪২ ॥
 কুণ্ডেহজ্ঞান্ সমুত্তোল্য ত্রাসেত্তজ্ঞমজ্ঞতঃ ।
 তজ্ঞানাজ্যং বিনিক্ষিপ্য জানীয়াত্তাপনং হি তম্ ॥ ৪৩ ॥
 প্রজ্জাল্য কুশগুচ্ছস্ত আজ্যে ক্ষিপ্ত্বানলে ক্ষিপেৎ ।
 অভিষ্ঠোতনমিত্যুক্তং সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বকৰ্ম্মণি ॥ ৪৪ ॥
 পুনঃ কুশান্ সমুজ্জাল্য নিক্ষিপেদাজ্যমধ্যতঃ ।
 মূলমস্ত্রেণ মতিমানাজ্যসংস্কার জেরিতঃ ॥ ৪৫ ॥
 অভিমন্ত্য চ মূলে ন রক্ষয়েদজ্ঞমুচরন্ ।
 প্রদর্শ্য ধেহুযোনী চ আজ্যং তদমৃতাত্মকম্ ॥ ৪৬ ॥

জাতবেদ লোহিতাক্ষ ইহাবহ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি দেহি মে স্বাহা’
 এই বলিতে হইবে। এই মন্ত্র সৰ্ব্বসমৃদ্ধি প্রদান করে।
 তদনন্তর আজ্যস্থালী আনয়ন করিয়া অস্ত্রমস্ত্রে তাহা কালন
 করিবে। কুণ্ডে অজ্ঞার উত্তোলন পূৰ্ব্বক অজ্ঞমস্ত্রে ত্রাস
 করিবে। পরে আজ্যবিনিক্ষেপ করিয়া কুশগুচ্ছ প্রজ্জালনপূৰ্ব্বক
 আজ্যক্ষেপ-সংস্কারে অনলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। সৰ্ব্বত্র সকল
 কৰ্ম্মে ইহা অভিষ্ঠোতন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ৪৪-৪৬ ॥

পুনৰ্বার কুশ প্রজ্জালন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা আজ্য-মধ্যেই
 নিক্ষেপ করিবে। ইহাই আজ্যসংস্কার। মূলমন্ত্র দ্বারা
 অভিমন্ত্রিত করিয়া অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা রক্ষণ-বিধান করিবে।
 ধেহু ও যোনী যুগ্ম প্রদর্শন পূৰ্ব্বক সেই অমৃতাত্মক আজ্য

অকৃষ্ণবো চ সমাদায় বিধিনা নির্ধিতো গুরুঃ ।
 ত্রিশঃ প্রতাপয়েদ্বহ্নৌ পুনঃ প্রক্ষাল্য বারিণা ॥ ৪৭ ॥
 পুনঃ প্রতাপ্য ভৌ মন্ত্রা স্থাপয়েত্তৌ স্বদক্ষিণে ।
 প্রাদেশমাত্রং সগ্রহি দর্ভযুগ্মং দ্বতে ক্ষিপেৎ ॥ ৪৮ ॥
 রুদ্রা ভাগৌ গুরুকৃষ্ণপক্ষৌ স্বহা তু নাড়িকাঃ ।
 বামদক্ষমধ্যভাগেঈড়াভ্যাঃ সংস্পরেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥
 ক্রবেণ দক্ষিণাভাগাদগ্নয়ে স্বাহয়ামুনা ।
 জুহুৱাদ্ দ্ব্যতমাদায় বহুর্দক্ষিণলোচনে ॥ ৫০ ॥
 বামতণ্ডদাদায় সোমায় স্বাহয়া ততঃ ।
 মন্ত্ৰেণানেন জুহুৱাদগ্নেক্ষীমবিলোচনে ॥ ৫১ ॥
 মধ্যান্তৰ্ঘ্যং সমাদায় অগ্নেৰ্ভালস্থলোচনে ।
 জুহুৱাদগ্নসোমাভ্যাং স্বাহেতি মগ্নুনামুনা ॥ ৫২ ॥

এবং অকৃ ও ক্রব গ্রহণপূর্বক তিনবার বহ্নিতে প্রতপ্ত
 করিবে। পুনর্বার জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া আবার প্রতাপিত
 করিবে। পরে মন্ত্রা নিজের দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবে।
 পরে প্রাদেশমাত্র গ্রহিযুক্ত দুইটি কুশ দ্ব্যতমধ্যে নিক্ষেপ
 করিবে। গুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ ভাগ করিয়া নাড়ীগণ স্রগ-
 পূর্বক বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সূর্য্যা,
 এই তিনটি নাড়ী স্রগ করিবে। ক্রব দ্বারা দক্ষিণভাগ
 হইতে দ্ব্যত গ্রহণ করিয়া অগ্নয়ে স্বাহা বলিয়া বহ্নির দক্ষিণ
 লোচনে প্রদান করিবে এবং বামভাগ হইতে দ্ব্যত গ্রহণ পূর্বক
 সোমায় স্বাহা বলিয়া বহ্নির বামলোচনে প্রদান করিবে।

হুশ্রাজ্জেন ঋবেণাজ্যভাগাদাদায় দক্ষিণাৎ ।
 জুহুয়াদগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে স্বাহেতি তনুখে ॥ ৫৩ ॥
 ইত্যগ্নেনেত্রবজ্রাণাং কুৰ্য্যাহুদ্বাটনঃ গুরুঃ ।
 পুনৰ্ক্যাহতিভিহঁত্বা জিহ্বাজং মূৰ্ত্তিতো হুনেৎ ॥ ৫৪ ॥
 বৈশ্বানরেণ মন্ত্রেণ ত্রিবারং জুহুয়াদ্গুরুঃ ।
 সংস্কারার্থং ততো বহেহু'নেন্নবনবাহতীঃ ॥ ৫৫ ॥
 প্রণবাত্তেন মতিমান্ স্বাহাস্তেন তচ্চুচরন্ ।
 গৰ্ভাধানঃ পুংসবনং সৌমস্তোন্নয়নস্তথা ॥ ৫৬ ॥
 জাতকৰ্ম্ম তথা নাম উপনিজ্জমণস্তথা ।
 চূড়োপনয়নে ভূয়ো বেদাধ্যয়নমেব চ ॥ ৫৭ ॥
 গোদানঞ্চ বিবাহঞ্চ সংস্কারাঃ শুভকৰ্ম্মণি ।
 অশুভে মরণান্তান্তে সংপ্রোক্তাস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৫৮ ॥

ঐরূপ মধ্যভাগ হইতে স্তুত গ্রহণপূর্বক অগ্নিসোমাত্মাং স্বাহা বলিয়া অগ্নির উৰ্দ্ধনেত্রে অর্পণ করিবে। হুশ্রাজ্জ দ্বারা দক্ষিণ আজ্যভাগ হইতে স্তুত গ্রহণ পূর্বক অগ্নয়ে স্থিষ্টকৃতে স্বাহা বলিয়া অগ্নির মুখে প্রদান করিবে ॥ ৪৫-৫৫ ॥ গুরু এইরূপে অগ্নির নেত্র দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্বানর মন্ত্র দ্বারা তিনবার হোম করিবে। পরে সংস্কারার্থ প্রণবাদি স্বাহাস্ত মন্ত্র দ্বারা নব নব আহুতি প্রদান করিবে। গৰ্ভাধান, পুংসবন, সৌমস্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম্ম, নামকরণ, নিজ্জমণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, গোদান, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারকৰ্ম্ম এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নিখিল শুভ ও অশুভ কৰ্ম্মেই এইরূপ প্রয়োগ করিতে

ততশ্চ পিতরৌ বহুঃ সম্পূজ্য হৃদয়ং নয়েৎ ।
 বহ্নিমন্ত্রেণ বিধিবদ্ধত্নাদাহুতিপঞ্চকম্ ॥ ৫৯ ॥
 সমিধঃ পঞ্চ জুহুয়াশ্বলাগ্রযুতসংপ্লুতাঃ ।
 শুক্লহৃদয়মন্ত্রেণ বিধিবৎ স্বাহয়া বিনা ॥ ৬০ ॥
 মহাগণেশমন্ত্রেণ হৃনেদেকাদশাহুতীঃ ।
 সামান্ত্রং সৰ্বদেবানামেতদগ্নিমুখং স্তুতম্ ॥ ৬১ ॥
 বহুরুপায়াঞ্চ জিহ্বারামাবাহ পরমেশ্বরম্ ।
 গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য জুহুয়াৎ ষোড়শাহুতীঃ ॥ ৬২ ॥
 মূলমন্ত্রেণ বিধিনা বৈজ্ঞেয়ীকরণম্ভিদম্ ।
 পুনস্তে নৈব জুহুয়াদাহুতীঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৬৩ ॥
 নাড়ীসঙ্কানমুদ্বিষ্টং বহ্নিদেবতয়োরপি ।
 অঙ্গাদিপরিবারাণামৈককামাহুতিং হৃনেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইহবে। পরে বহ্নির মাতা ও পিতার পূজা করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিবে। বহ্নিমন্ত্র দ্বারা বিধি অনুসারে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর শুক্ল স্বাহা ব্যতিরিক্ত হৃদয়মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ সমিধ প্রদান করিবেন। পরে মহাগণেশ মন্ত্রদ্বারা সৰ্বদেবতার সম্বন্ধে সামান্ত্রতঃ একাদশ আহুতি প্রদান করিবেন। কারণ, উহার অগ্নিমুখ বলিয়াই কথিত হন। পরে বহুরুপা জিহ্বাতে পরমেশ্বরের আবাহন করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক মূলমন্ত্র দ্বারা ষোড়শাহুতি প্রদান করিবে। ইহার নাম বৈজ্ঞেয়ীকরণ। পুনর্বার তদ্বারাই পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে। ইহাকে বহ্নি ও দেবতার নাড়ীসঙ্কান বলা হয়। পরে অঙ্গাদি পরিবারবর্গকে এক এক আহুতি প্রদান

পুনৰ্ব্যাহতিভিহঁত্বা হোমং কুৰ্যাদবথাবিধি ।
 তিলেনাজ্যেন জুহুয়াং সহস্রাদি বথাবিধি ॥ ৬৫ ॥
 অহুস্তে তু হবির্জব্যো তিলাজ্যং হবিরুচ্যাতে :
 জুহুয়াত্রক্তপদ্মং বা মধুরত্রয়সংযুতম্ ॥ ৬৬ ॥
 পায়সং মধুরোপেতং জুহুয়াদ্বা বথামতি ।
 আস্তান্তজুহুয়াদ্বাহুঃ পণ্ডিতঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥ ৬৭ ॥
 বধিরত্বং কৰ্ণহোমে নেত্রে অন্ধত্বমাপ্নুয়াৎ ।
 নাসিকায়াং মনঃপীড়া শিরোহোমে হি মৃত্যুদঃ ॥ ৬৮ ॥
 যতঃ কাঠং ততঃ শ্রোত্রং যতোধুমোহথ নাসিকা ।
 যতোহল্লজলনং নেত্রং যতোভস্ম ততঃ শিরঃ ॥ ৬৯ ॥
 যতঃ প্রজলিতো বহ্নিস্তম্বুধং জাতবেদসঃ ।
 এবং হোমং সমাপ্যাথ মতিমান্ অপর্যেচ্চকন্ ॥ ৭০ ॥

করিবে । পুনৰ্ব্যাহতি দ্বারা হবনপূৰ্ব্বক বথাবিধি হোম
 করিবে । তিল ও আজ্য দ্বারা বথাবিধি সহস্রাদি
 হোম করিবে ॥ ৬৬-৬৮ ॥ হবির্জব্য উক্ত না হইলে, তিলাজ্যই
 হবির কার্য্য করে । অথবা মধুরত্রয় সংযুক্ত রক্তপদ্মহোম করিবে ।
 কিম্বা মধুরোপেত পায়সহোম করিবে । পণ্ডিত ব্যক্তি সকল
 কৰ্ম্মেই বহ্নির মুখমধ্যে হোম করিবেন । কৰ্ণে আহতি প্রদান
 করিলে বধিরত্ব, নেত্রে আহতি প্রদান করিলে অন্ধত্ব, নাসিকাতে
 আহতি দিলে মনঃপীড়া এবং মস্তকে আহতি প্রদান করিলে মৃত্যু
 হয় । যেখানে কাঠ সেইটি বহ্নির কৰ্ণ, যেখানে ধূম সেইটি
 নাসিকা, যেখানে অল্লজলা সেইটি নেত্র, যেখানে ভস্ম সেইটি
 মস্তক এবং বহ্নির প্রজলিত স্থানটিকেই মুখ বলিয়া জানিবে ।

পাত্রে তাত্রময়ে শুদ্ধে হুৎনেন কাপিলেন বৈ ।
 শুদ্ধততুলসংভূতপ্রমৃতেবিংশতিঃ ক্ষিপেৎ ॥ ৭১ ॥
 স্নতধারাং ততো দত্তাৎ বাবৎ স্থিন্নো ভবেচ্চক্ৰঃ ।
 অবতার্য ততো বিদ্বান্ ভাগত্রয়মথাচরেৎ ॥ ৭২ ॥
 ভাগমেকং সমাদায় নিত্যাহোমং সমাচরেৎ ।
 কুণ্ডে বা স্থাণ্ডিলে মন্ত্রী স্থলে বা শোধিতে তথা ॥ ৭৩ ॥
 একহস্তমিতে দেশে কুশপুষ্পাদিসেচিতৈঃ ।
 বহ্নিং তত্র সমাধায় জাতবেদোমনোজ্ঞপাৎ ॥ ৭৪ ॥
 ব্যাহতিতিস্ততো হুত্বা কৃষ্ণমাবাহ ভক্তিতঃ ।
 গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য মূলেন পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৭৫ ॥

এইরূপে হোম সমাপন করিয়া, মতিমান সাধক চক্ৰপাক করিবেন । শুদ্ধ তাত্রময় পাত্রে কাপিল। গাভীর ছত্বেদ সহিত শুদ্ধ ততুল সম্ভূত অন্ন বিংশতিবার প্রদান করিবে । পরে যে পর্য্যন্ত চক্ৰ সিদ্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত স্নতধারা প্রদান করিবে । তদনন্তর ঐ চক্ৰ অবতারণপূর্বক উহাকে তিন ভাগ করিবে ॥ ৬৬-৭২ ॥ এক ভাগগ্রহণ করিয়া নিত্যাহোম করিবে । কুণ্ডমধ্যে, স্থাণ্ডিলে অথবা অন্ত কোন শোধিত স্থলেই নিত্যাহোম করিবে । ঐ স্থানটি একহস্ত পরিমিত ও কুশপুষ্পাদিসেচিত হওয়া বিধেয় । ঐ স্থানে বহ্নি-সমাধানপূর্বক জাতবেদো মন্ত্র জপ করিয়া ব্যাহতি দ্বারা হোম করিবে । পরে ত্রিকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্বক আবাহন করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চনার পর মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে ।

আহুতীজুহ্বান্নজী ষড়ঙ্গহোমমাচরেৎ ।

নতাক্ষততো ভূত্বা নমস্কৃত্য চ যজ্ঞবিৎ ॥ ৭৬ ॥

বিস্মজেদ্বিন্দুগে ধান্নি নিত্যহোমোহয়মীরিতঃ ।

স্বগৃহোক্তবিধানেন বলি-বৈশ্বমথাচরেৎ ॥ ৭৭ ॥

ভাগদ্বয়মথ চকং কৃষ্ণায় বিনিবেদয়েৎ ।

একভাগং স্বয়ং ভূক্য শিষ্টং শিষ্যে সমর্পয়েৎ ॥ ৭৮ ॥

শয়িতঃ সংযতঃ শিষ্যঃ কম্বলে বা কুশাস্তরে ।

ভূতেশ্বরস্ত মস্ত্রেণ আশিসং বন্ধয়েদ্ গুরুঃ ॥ ৭৯ ॥

ততঃ শয়িত স্তাং রাজিৎ যতবাক্ শুদ্ধমানসঃ ।

চিন্তয়ন্ কৃষ্ণচরণমধিবাসোহয়মীরিতঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর ষড়ঙ্গ হোম করিয়া নমস্কারপূর্বক বিন্দুগধামে বিসর্জন করিবেন। ইহাই নিত্যহোম বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎপর স্বগৃহোক্ত বিধানে বলি ও বৈশ্বদেব-কর্ষ আচরণ করিবেন। পরে পূর্বস্থাপিত চক্রভাগদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবেন। উহার এক ভাগ স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং অবশিষ্ট ভাগ শিষ্যকে প্রদান করিবেন। পরে শিষ্য সংযতেন্দ্রিয় হইয়া কম্বল অথবা আস্ততকুশোপরে শয়ন করিবেন। গুরুও ভূতেশ্বর-মস্ত্রে আশীর্বর্জন বা শিখাবন্ধন করিয়া নিঃশব্দে শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিবেন। ইহারই নাম অধিবাস ॥ ৭৬-৮০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একাদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ

ততঃ প্রাতঃ সমুখায় কৃতনিত্যক্রিয়ো গুরুঃ ।
 কৃতকৃত্যোহপি শিষ্যস্ত নিষীদেৎ গুরুসন্নিধৌ ॥ ১ ॥
 কথয়েদ্রাজিবৃত্তান্তং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।
 স্নমজলীভির্নারীভিঃ সহ সংভোজনং মিথঃ ॥ ২ ॥
 গিরিশৃঙ্গারোহণঞ্চ হস্ত্যশ্বরথরোহণম্ ।
 আরোহণং সৌধগেহে দেবোৎসবনিরীক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
 মঙ্গলঞ্চ স্ববাসাংশদর্শনং স্পর্শনতুখা ।
 মন্ত্রসিদ্ধস্ত লিঙ্গানি প্রোক্তানি তব স্মৃতত ॥ ৪ ॥
 অনাকুলানি কথয়েৎ শূণ্ নিন্দ্যানি সর্বতঃ ।
 কৃষ্ণবর্ণৈর্ভটৈঃ স্বপ্নে প্রহারৈস্তললেপনম্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর গুরু প্রাতঃকালে গাজোথানপূর্বক নিত্যকর্ম সম্পাদন
 করিয়া উপবেশন করিলে, শিষ্যও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া
 তাঁহারই নিকটে উপবেশন করিবেন । পরে শুভই হউক, আ
 অশুভই হউক, গুরুর নিকট সমস্ত রাজি-বৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন ।
 স্নমজল নারীগণের সহিত একত্র ভোজন, শৈল-শৃঙ্গারোহণ,
 হস্ত্যশ্বরথারোহণ, সৌধগেহে আরোহণ, দেবোৎসব দর্শন, স্ববাসাংশ
 নিরীক্ষণ ও স্পর্শন প্রভৃতি মঙ্গলজনক স্বপ্নদর্শন মন্ত্রসিদ্ধি
 লক্ষণ । স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকর্তৃক প্রহার, তৈললেপন,

বিপ্রাণাং রোষবাদে চ পরজ্ঞীণাং নিষেবণম্ ।
 সিদ্ধিবিঘ্নানি চোক্তানি অন্তানি নিন্দিতানি চ ॥ ৩ ॥
 এবং দোষং সমাজায় ক্ষণাৎ পরিহরেদৃগুরুঃ ।
 হোমং কুৰ্য্যাৎ সহস্রাণি দ্রব্যৈঃ কল্লোক্তদর্শিতৈঃ ॥ ৭ ॥
 সাক্ষং সপরিবারঞ্চ হুত্বা বলিমথাচরেৎ ।
 মণ্ডলস্ত বহির্ভাগে লোকেশাদিবলিং হরেৎ ॥ ৮ ॥
 নক্ষত্রাণাং সবারাণাং সরাসীনাং যথাক্রমম্ ।
 গন্ধাদিঃ সম্যগভ্যর্চ্য তত্তত্ত্বৈস্তৈস্ত মন্ত্রবিৎ ॥ ৯ ॥
 শুদ্ধাগ্নেন সতোয়েন তত্ত্বৎস্থানেষুক্রমাৎ ।
 দত্তাঘলিং গন্ধপুষ্পধূপদীপকমাদরাৎ ॥ ১০ ॥
 তারাগামমিচ্ছাদীনাং রাশিঃ পাদাধিকদ্বয়ম্ ।
 মেবাদিমুক্ষা নক্ষত্রসংজ্ঞাপূর্ব্বমনস্তরম্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণের রোষবাদ ও পরজ্ঞীসংসর্গ, এই সকল সিদ্ধির অন্তরায়
 স্বরূপ । গুরু এই সকল দোষ অবগত হইয়া তাহার
 পরিহার করিবেন । কল্লোক্তদর্শিত সহস্রাদি দ্রব্যদ্বারা হোম
 করিবেন ॥ ১-৭ ॥ সাক্ষ সপরিবারের হোম করিয়া বলিদ্রদান
 করিবেন । মণ্ডলের বহির্ভাগে লোকেশাদির বলি দিবেন ।
 গন্ধাদি দ্বারা সম্যক্ অর্চনার পর নক্ষত্র বার ও রাশিগণকেও
 মূলের লিখিত নিয়ম অনুসারে অনাদি বলি প্রদান
 করিবেন । পরে রাশির অধিপতি গ্রহগণের উদ্দেশে বলি

দেবতাভ্যঃ পদং প্রোক্ষ্য দিবা নক্তং বদেত্তথা ।

চরীত্যশ্বাথ সর্কেভ্যো ভূতেভ্যশ্চ নমো বদেৎ ॥ ১২ ॥

এবং রাশৌ তু সংপূর্ণে তস্মিন্ভূতবৎ প্রয়োজয়েৎ ।

তথা রাশ্বধিপানাঞ্চ গ্রহাণাং তত্র তত্র তু ॥ ১৩ ॥

মীনমেষান্তরালে তু করণানাং বলিং বদেৎ ।

মেষস্ত বৃশ্চিকস্তারঃ শুক্রো বৃষভূলাধিপঃ ॥ ১৪ ॥

বুধোবৈ কন্তকানাথশ্চন্দ্রশ্চ কর্কটাদিপঃ ।

সিংহরাশ্বধিপো ভানুশ্চাপমীনাধিপো শুক্রঃ ॥ ১৫ ॥

মকরশ্বাপি কুন্তস্ত মন্দো রাশ্বধিপা ইমে ।

লাং ইন্দ্রায়ৈত্যাদি বিষ্ণুপারিষদমর্চয়েত্তথা ॥ ১৬ ॥

দত্তাছলিং দিগীশেভ্যো বিধিনাথ শুক্রভমঃ ।

ও অশ্বিনীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ১৭ ॥

ভরণীকৃত্তিকাপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ১৮ ॥

কৃত্তিকাত্রিপাদরোহিণীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ১৯ ॥

প্রদান করিবেন। মেঘ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও ভুলার অধিপতি শুক্র, কন্তার অধিপতি বুধ, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র, সিংহের অধিপতি সূর্য্য, ধনু ও মীনের অধিপতি বৃহস্পতি, মকর ও কুন্তের অধিপতি শনি। পরে লাং ইন্দ্রায় ইত্যাदि নিয়মে বিষ্ণুপারিষদমণ্ডলের অর্চনা করিবেন। তার পর নিয়মানুসারে দিকের অধিপতিগণেরও বলি-প্রদান করিবে ॥ ৮-১৬ ॥

রোহিনীমৃগশীর্ষপূর্বাষাঢ়াৰ্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২০ ॥

মৃগশীর্ষোত্তরাৰ্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২১ ॥

আর্দ্রা'পুনর্কর্কশ্চিপাদদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২২ ॥

পুনর্কর্কশ্চিপাদপুষ্যা'দেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৩ ॥

অশ্লেষাদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৪ ॥

মঘাদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৫ ॥

পূর্ষফল্গুন্য'ত্তরফল্গুনীপাদদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৬ ॥

উত্তরফল্গুনীষি'পাদহস্তাদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৭ ॥

হস্তাচি'ত্রাৰ্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৮ ॥

চি'ত্রোত্তরাৰ্দ্ধশ্রাবতীদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রাবতী'বিশাখা'ত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩০ ॥

বিশাখাপাদা'হরাধা'ত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানন্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩১ ॥

জ্যোষ্ঠাদিদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩২ ॥

মূলাদিদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৩ ॥

পূৰ্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়াপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রবণাধনিষ্ঠাৰ্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৫ ॥

ধনিষ্ঠাৰ্দ্ধশতভিষগ্দ্দেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

শতভিষকপূৰ্বভাদ্রপদত্ৰিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

পূৰ্বভাদ্রপদোত্তরভাদ্রপদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৮ ॥

রেবতীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

মেৰাশ্বিনীভরণীকৃত্তিকাপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪০ ॥

বৃষভকৃত্তিকাত্ৰিপাদরোহিণীমৃগশিৰঃপূৰ্বাৰ্দ্ধদেবতাভ্যো

দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪১ ॥

মিথুনমৃগশিরাঙ্গাপূৰ্বাৰ্দ্ধত্ৰিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪২ ॥

কৰ্কটপূৰ্বাৰ্দ্ধশ্বেকপাদপুষ্যাক্লেষদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৩ ॥

সিংহনম্বাপূৰ্ণোত্তরাপাদদেবতাভ্যো দিবানন্তকরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৪ ॥

কন্তোত্তরাত্রিপাদহস্তচিহ্নদেবতাভ্যো দিবানন্তকরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৫ ॥

তুলাচিজ্যোত্তরার্কবাতীবিশাখাত্রিপাদদেবতাভ্যো

দিবানন্তকরীভ্যঃ সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৬ ॥

বৃশ্চিকবিশাখাপাদদেবতাভ্যো দিবানন্তকরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৭ ॥

ধর্ম্মূলপূৰ্ণাবাহোত্তরাষাঢ়পাদদেবতাভ্যো দিবানন্তকরীভ্যঃ

সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৮ ॥

মকরোত্তরাষাঢ়ত্রিপাদশ্রবণাধনিষ্ঠার্কদেবতাভ্যো

দিবানন্তকরীভ্যঃ সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৯ ॥

কুম্ভধনিষ্ঠোত্তরার্কশতভিবক্পূৰ্ণভাদ্রত্রিপাদদেবতাভ্যো

দিবানন্তকরীভ্যঃ সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৫০ ॥

মীনপূৰ্ণভাদ্রপদউত্তরভাদ্রশ্রবণীদেবতাভ্যো

দিবানন্তকরীভ্যঃ সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৫১ ॥

আবরণদেবতাভ্যো নমঃ । শুক্রদেবতাভ্যো নমঃ । বুধ-
দেবতাভ্যো নমঃ । চন্দ্রদেবতাভ্যো নমঃ । আদিত্যদেবতাভ্যো
নমঃ । বৃহস্পতিদেবতাভ্যো নমঃ । শনৈশ্চরদেবতাভ্যো নমঃ ।
সিংহদেবতাভ্যো নমঃ । বরাহদেবতাভ্যো নমঃ । ধরদেবতা-
দেবতাভ্যো নমঃ । গজদেবতাভ্যো নমঃ । বৃষভদেবতাভ্যো নমঃ ।
কুক্কুরদেবতাভ্যো নমঃ ॥ ৫২ ॥

হরদেবতাঃ গাণ্ডহবিষ্ণু ব্রহ্মলক্ষ্মীধনাধিপা
 দ্বারদেবতা ইত্যুত্থা তেভ্যো বলিং হরেদুগ্ধকঃ ।
 ইত্থং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ সৰ্ববিশ্বোঘনাশনঃ ॥ ৫৩ ॥
 গোপুচ্ছমধিকং ত্যজ্য তৃণৈরাস্তরণং ভবেৎ ।
 জম্বীরং কলিবৃক্ষঞ্চ ত্যজ্য চৈচাংসি কল্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
 গুহ্মসিন্দূরবার্কার্কাবর্ণো বহুঃ শূশোভনঃ ।
 তেরীবাতিত্রগন্তীরশকো বহুঃ শুভপ্রদঃ ॥ ৫৫ ॥
 চন্দ্রচন্দনকুন্দাভো ধূমঃ সৰ্বার্থসিদ্ধিদঃ ।
 ঋষ্যবায়মবচ্ছকো বহুঃ সৰ্ববিনাশকুৎ ॥
 কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতেবর্ণো রাজ্যাকাপি বিনাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
 পূর্ণাহুতিং ততো দত্ত্বা সন্তিস্চেব বিধানবিৎ ।
 ও ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহতে স্বাহয়া ততঃ ॥ ৫৭ ॥
 ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় চ মহতে চ স্বাহয়া ততঃ ।
 স্বশস্ত্রমসেতি দিগ্ভ্যো নক্ষত্রেভ্যশ্চ স্বাহা ॥ ৫৮ ॥

ও অশ্বিনী দেবতাভ্যো দিবানজ্ঞকরাভ্যঃ সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ,
 ইত্যাদি মূলের লিখিত দ্বারদেবতা পর্য্যন্তের বলি-প্রদান করিবে ।
 সকল বিশ্ববিনাশক এই বলিবিধি কথিত হইল ॥ ১৭-৫০ ॥

গোপুচ্ছের অধিক পরিমাণ ত্যাগ করিয়া তৃণ দ্বারা
 আস্তরণ করিবে । জম্বীর ও কলিবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া সমিধ
 কল্পনা করিবে । বহুর বর্ণ সিন্দূরবর্ণ ও বার্কার্কাবর্ণ হইলে
 শুভদায়ক । তেরীবাতির ত্রায় গন্তীর শব্দও মঙ্গলদায়ক । এইরূপ
 চন্দ্র, চন্দন ও কুন্দের গায় ধূম সৰ্বার্থসিদ্ধি জানিতে হইবে । ঋষ্য

ও ভূভুবঃ স্বচ্ছন্দমসে দিগ্ভ্যশ্চ মহতে স্বাহা ।
 ঋক্ ঋবৌ চ সমাদায় যুতেনাপূর্য্য ভৌ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
 হোমজব্যাপি নিক্ষিপ্য নাভৌ সংস্থাপ্য ভৌ পুনঃ ।
 ব্রহ্মার্পণেন মনুনা দত্তাং পূর্ণাহতিং পুনঃ ॥ ৬০ ॥
 ইতঃ পূৰ্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধৰ্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-
 সুষুপ্ত্যবস্থাস্থ চ মনসা বাচা কৰ্ম্মণা হস্তাত্যাং পন্ত্যামুদরেণ
 শিপ্রা যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং তৎ সৰ্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ।
 ব্রহ্মার্পণমহুঃ সোহমং ব্রহ্মার্পণবিধৌ স্মৃতং ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ও বায়সের শব্দের দ্বারা বহির শব্দ সৰ্ব্ববিনাশকারী । বহির
 কৃষ্ণ বর্ণ রাজ্য পর্য্যন্ত বিনাশ করে । অনন্তর বিধিষ্ট ঋক্
 পূর্ণাহতি প্রদান করিবেন । মন্ত্র মূলে লিখিত হইয়াছে । তার পর
 ঋক্ ঋব প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যসকল যুত-পূরিত করিয়া বহির
 নাভিদেহে সংস্থাপন পূৰ্ব্বক “ও ইতঃপূৰ্ব্বং প্রাণবুদ্ধি” ইত্যাদি
 মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মসমর্পণ করিবে ॥ ৫৮-৬১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

এবং হোমবিধিঃ কৃদ্ধা কুণ্ডস্থণ্ডিলদেবতাঃ ।
 দিকৃপালদেবতাশ্চাপি অক্ষুরার্পণদেবতাঃ ॥ ১ ॥
 আনয়েৎ কলসে চাপি কৃষ্ণৈক্যং ভাবয়েদ্গুরুঃ ।
 কৃষ্ণং স্বধায়ুতং নীত্বা শিষ্যমাহুয় তন্ত্রবিৎ ॥ ২ ॥
 বাসসা নেত্রে বগ্নীয়ান্নেত্রমজ্জ্ঞেণ বভ্রতঃ ।
 পান্নয়িত্বা পঞ্চগব্যং মজ্জামৃতময়ং শুভম্ ॥ ৩ ॥
 স্পৃষ্ট্বা তং তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ শ্চাধ্বষট্‌কং বিশোধয়েৎ ।
 বিষ্ণুতত্ত্বানি সংশোধ্য অভিষেকগৃহং নয়েৎ ॥ ৪ ॥
 বর্ণঃ কলাপদং তত্ত্বং মন্ত্রোভূবনমেব চ ।
 অধ্বষট্‌কমিতি প্রোক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৫ ॥

এইরূপে হোম সমাপন করিয়া কুণ্ডস্থণ্ডিল-দেবতা, দিকৃপাল-
 দেবতা ও অক্ষুরার্পণ-দেবতাসকলকে কলসমধ্যে আনয়নপূর্বক
 কৃষ্ণের সহিত একতা ভাবনা করিবেন । পরে তন্ত্রবিদ্ গুরু শিষ্যকে
 আহ্বান করিয়া নেত্রমন্ত্র পাঠপূর্বক বজ্র দ্বারা নেত্রদ্বয় বন্ধন
 করিবেন । তদনন্তর মজ্জামৃতময় পঞ্চগব্য পান করাইয়া অধ্বষট্‌ক
 বিশোধন করাইবেন । অনন্তর বিষ্ণুতত্ত্ব শোধন করিয়া অভিষেক
 গৃহে লইয়া যাইবেন । বর্ণ, কলা, পদ, তত্ত্ব, মন্ত্র ও ভূবন, এই
 ছয়টির নাম অধ্বষট্‌ক । বর্ণসমূহের নাম বর্ণাধ্বা, কলাষট্‌কের

বর্ণাধ্বা বর্ণসজ্জাশ্চ কলাধ্বা ষড়্ভিরীযিতা ।
 পদাধ্বা পদসমূহঃ স্তাত্ত্বাধ্বা পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৬ ॥
 ষট্‌ত্রিংশদেবং তত্ত্বানি ইতি তত্ত্ববিদো বিহুঃ ।
 মজ্জাধ্বা মজ্জরাশিঃ স্তাত্ত্বে হি বৈদিকতাস্ত্রিকাঃ ॥ ৭ ॥
 ভুবনাদধ্বতি কথিতা ভুবনানি চতুর্দশ ।
 শোধয়াম্যমুমধ্বানমমুক্তোতি পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥
 বেদগর্ভো নমস্চাস্তে মম্বরধ্ববিশোধনে ।
 নবাহতী শুক্লঃ কুর্যাৎ এতৈকাদধ্ববিশোধনে ॥ ৯ ॥
 হস্তে গৃহীত্বা তং শিষ্যমভিষেকগৃহং নয়েৎ ।
 নিবেশ্য মাতৃকাযন্ত্রে সেচয়েৎ কলসামৃভৈঃ ॥ ১০ ॥
 কৃষ্ণানুভবপূর্ণায়া আচার্য্যশ্চানয়েদৃষটম্ ।
 গোরোচনাপল্লবানি কল্পবৃক্ষদ্বিত্বা যুষন্ ॥ ১১ ॥
 শিশোঃ শিরসি সংযোজ্য বিলোমমাতৃকাং জপন্ ।
 মূলমন্ত্রং তথা জপ্ত্বা কুর্যাদ্বেবাভিষেচনম্ ॥ ১২ ॥

নাম কলাধ্বা, পদসমূহের নাম পদাধ্বা, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের নাম তত্ত্বাধ্বা। এইরূপে তত্ত্ব ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যক হইয়াছে। মম্বররাশির নাম মজ্জাধ্বা এবং চতুর্দশ ভুবনের নাম ভুবনাদধ্বা। অধ্ব-শোধনের মজ্জা মূলেই লিখিত হইয়াছে। এক এক অপের বিশোধনে নব আহুতির প্রয়োজন ॥ ১২ ॥

তদনন্তর শুক্ল শিষ্যের হস্তধারণপূর্বক অভিষেকগৃহে লইয়া যাইবেন। শিষ্যকে মাতৃকাযন্ত্রে স্থাপন করিয়া পূর্বোক্ত কলসের জল দ্বারা স্নান করাইবেন। বিলোমমাতৃকা ৩২ জপ করিয়াই ঐ অভিষেক-কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ অভিষেক দ্বারা

কৃষ্ণাঙ্ককন্ত ততোয়ং শিব-আদিপদাবধি ।
 অভিষিঞ্জেত্তেন মন্ত্রী কৃষ্ণাঙ্কা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥
 নতৌষধিকলাভিচ্ছ জলং কৃষ্ণাঙ্কং ভবেৎ ।
 তেন তৎসেকমাত্রেন শিবাঃ কৃষ্ণো ন চাত্তথা ॥ ১৪ ॥
 এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা আত্মানং বিষ্ণুসংস্কৃতম্ ।
 ইহ ভূক্তা বথাকামং দেহাস্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ১৫ ॥
 চন্দনালেপি তাদৃশ দ্বিজাশীর্ভিচ্ছ সংযুতঃ ।
 কৃষ্ণাঙ্কং দেশিকং তং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬ ॥
 নিষীদেৎ সন্নিধৌ তস্ত নিয়তো বিনয়ান্বিতঃ ।
 ত্রাসজালং তস্ত দেহে গুরুঃ সংযুত যত্নতঃ ॥ ১৭ ॥
 দক্ষকর্ণে বদেন্নম্নং জিবারণ পূর্ণমানসঃ ।
 গণেশাদিমন্ত্ৰং চোক্ত্বা সময়ান্ কথয়েদ্গুরুঃ ॥ ১৮ ॥
 মন্ত্রার্থং মন্ত্রবীজঞ্চ তচ্ছক্তিং তৎকলামপি ।
 আত্মানং দর্শয়েৎ সাক্ষাৎ স্বনাম্না তন্ময়ং ততঃ ॥ ১৯ ॥

পবিত্রীকৃত শিষ্য ঐহিক বহুবিধ কামনা-ভোগের অন্তে পরলোকে
 বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। তখন শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার
 সমীপে উপবেশন করিবেন। গুরুও শিষ্যের শরীরে ত্রাস করিয়া
 পূর্ণমানসে দক্ষিণশ্রবণে তিনবার মন্ত্র বলিবেন। অনন্তর
 গণেশাদি মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রের অর্থ, বীজ, শক্তি, কলা প্রভৃতি
 সমুদয় বলিয়া নিজনামযুক্ত তন্ময় আত্মাকে দর্শন করাই-
 বেন ॥ ১০-১৯ ॥

মন্ত্রকুণ্ডলিদেবানামেকার্থত্বং প্রকাশয়েৎ ।

সিদ্ধান্তং বৈষ্ণবং যজ্ঞাদ্বোধয়েৎ কৃপয়া গুরুঃ ॥ ২০ ॥

এবঞ্চোপদিশেচ্ছিষ্যং যথা তন্ময়তাং ব্রজেৎ ।

যথা গ্রামশতং তোয়ং বিষ্ঠাদিমূত্রদূষিতম্ ॥ ২১ ॥

গজায়াং মিলিতং তন্তু গজৈব ভবতি ক্রবম্ ।

যথা মাতৃমানমেয়ত্রয়াতীতো ভবেচ্ছিভূঃ ॥ ২২ ॥

শিষ্যোহপি পূর্ণতাং জ্ঞাত্বা গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ ।

গুরুবে দক্ষিণাং দজ্ঞাদ্বিতার্কং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২৩ ॥

তদর্কং বা ততো দজ্ঞাদ্বিধাশক্ত্যাথ ভক্তিতঃ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কুর্বাতি কৃতেহনর্থং সমাহরেৎ ।

গোভূহিরণ্যবজ্রাদীন গুরুবেহথ নিবেদয়েৎ ॥ ২৪ ॥

তৎপর গুরু, মন্ত্র, স্থগিল ও দেবতা—ইহাদিগের একতা প্রকাশ করিবেন,—যাহাতে বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্তসকলে শিষ্যের বোধ জন্মায় সেইরূপ ভাবেই এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এমন ভাবে উপদেশ প্রদান করিবেন—যদ্বারা শিষ্য তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে । এইরূপ উপদেশ দ্বারা এই হয় যে, সর্ব্ববিধ দূষিত বস্তু গজায় মিলিত হইলে তাহা যেমন আর দোষদৃষ্ট থাকে না—গজাবৎই হইয়া যায়, সেইরূপ শিষ্য পরিমাতা, পরিমাণ ও পরিমেষ—এই তিনের অতীত বিত্বসদৃশ হইয়া যায় । শিষ্যও মন্ত্রগ্রহণের পর নিজেকে পূর্ণজ্ঞানে বিত্বশাঠ্য না করিয়া গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবেন । গো, ভূমি, হিরণ্য ও বজ্রাদি গুরুকে নিবেদন করিতে হয় ।

গুরুপুত্রেহপি তৎপত্নৌ তচ্ছিব্যোহপি স্বশক্তিতঃ ।
 বজ্রালঙ্করণং দত্তাদ্ ভোজ্যং মিষ্টং যথাকৃতি ॥ ২৫ ॥
 ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দত্তাদ্ বজ্রালঙ্কারভূষিতম্ ।
 সাত্বতাংস্তর্পয়েন্তুত্যা যথাবিভববিস্তরাৎ ॥ ২৬ ॥
 ততঃ প্রভৃতি মন্ত্রজ্ঞো গুরুশাসনসংস্থিতঃ ॥
 যথা মন্ত্রে তথা দেবে যথা দেবে তথা গুরৌ ॥ ২৭ ॥
 পশ্চেন্দ্ৰভেদাতো মন্ত্রী এবং ভক্তিক্রমো যুনে ।
 অভক্তিং জনয়ন্তীকে দেবতাক্লেশদায়কঃ ॥ ২৮ ॥
 ত্রিদিনং নিবসেদ্তুক্যা সিদ্ধয়ে গুরুসন্নিধৌ ।
 অনথা তদগতং তেজো গুরুমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রীহদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

গুরুর ভ্রাতৃ গুরুপত্নী ও তাঁহার পুত্রাদিকেও বজ্রালঙ্কার
 প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে রুচি অনুসারে মিষ্টান্নাদি
 ভোজন করাইবেন। শিষ্য তদবধি গুরুর আদেশ অনু-
 সারে কাজ করিবেন। মন্ত্র, দেবতা ও গুরুকে অভিন্ন ভাবনা
 করিবেন। তিন দিন গুরুর নিকট বাস করিবেন। অন্তথা
 শিষ্যগত জ্ঞান পুনরায় গুরুতেই প্রত্যাগত হইবে ॥ ২০-২৯ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোধ্যায়

চৈত্রে মাস্তথবা কৃতা শুভক্ষে' গুরুশাসনাৎ ।
 দ্বাদশ্যাং গুরুপক্ষে চ মাধবে মাসি তত্ত্বিত্থৌ ॥ ১ ॥
 আরভেদমলারাং বৈ পুরস্চর্যাং সুসিদ্ধয়ে ।
 জপহোমৌ তর্পণঞ্চ সেকো ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ২ ॥
 পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরস্চরণমুচ্যতে ।
 আদৌ পুরজিহ্মাং কৰ্ত্ত্ব্যং কুৰ্ঘ্যাঙ্কমেঃ পরিগ্রহম্ ॥ ৩ ॥
 স্বেচ্ছাচারবিহারায় ততঃ উদ্ধং ন লজ্যম্বেৎ ।
 জীবহীনো যথা দেহী সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ন ক্ষমঃ ॥ ৪ ॥
 পুরস্চরণহীনোহপি তথা ন শ্রাৎ ফলপ্রদঃ ।
 পৰ্ব্বতাগ্রে নদীতীরে গোষ্ঠে দেবালয়ে তথা ॥ ৫ ॥
 পুণ্যারণ্যে তথা তীরে সমুদ্রস্ত নিজে গৃহে ।
 তুলসীকাননে রম্যে বিশ্বমূলে চ শস্ততে ॥ ৬ ॥

গুরুর আদেশ অনুসারে চৈত্র মাসের গুরুপক্ষের দ্বাদশী
 তিথিতে মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত পুরস্চরণ আরম্ভ করা বিধেয় । জপ,
 হোম, তর্পণ, অভিষেক এবং ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ উপা-
 সনাকেই পুরস্চরণ বলে । পুরস্চরণের নিমিত্ত অগ্রে ভূমি পরিগ্রহ
 করিবেন । জীবনহীন দেহী যেৰূপ কোনরূপ কৰ্ম্মক্ষম হয়
 না, সেইরূপ পুরস্চরণহীন মন্ত্রও ফলদায়ী হয় না । পৰ্ব্বতাগ্রে,
 নদীতীরে, গোষ্ঠে, দেবালয়ে, পুণ্যারণ্যে, সাগরোপকূলে,
 নিজগৃহে, তুলসীকাননে ও বিশ্বমূলে পুরস্চরণ প্রশস্ত ॥ ১-৬ ॥

বিষ্ণুক্ষেত্রে চ বিধিবৎ সিদ্ধয়ে জপমারভেৎ ॥
 পুরশ্চরণকৃৎস্নস্ত্রী তক্ষ্যাতক্ষ্যং বিচারয়েৎ ॥ ৭ ॥
 অগ্ন্যথা ভোজনাদোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ।
 সৎকুলস্থানজাতানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাম্ ॥ ৮ ॥
 গৃহস্থানাং বদান্তানাং তিক্ষাশিনোহগ্রজন্মানাম্ ।
 ভুজানো বা হবিষ্যান্নং শাকঞ্চ বিহিতস্তথা ॥ ৯ ॥
 ফলং ক্রমুককেন্দ্রনাং বর্জয়ন্ বিহিতং মুনৈ ।
 পয়োদধি ফলং বাপি নারিকেলং যথোদিতম্ ।
 হবিষ্যং বা তথান্নীয়াৎ শক্তুং যবসমুদ্ভবম্ ॥ ১০ ॥
 আম্রমামলকৈঞ্চৈব মূলকেশরিসম্ভবম্
 রস্তাফলং তিস্তিড়ীকং কমলানাংগরঙ্গকম্ ।
 ফলান্তোতানি ভোজ্যানি এযামন্তানি বর্জয়েৎ ॥ ১১ ॥
 ঐক্ষবং বর্জয়েন্মস্ত্রী শর্করৈক্ষববর্জিতম্ ।
 লবণং ক্ষারমন্নঞ্চ গৃহ্ণনং কাংশ্তভোজনম্ ॥ ১২ ॥

সিদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণুক্ষেত্রে জপ আরম্ভ করিবে । পুরশ্চরণকারী
 তক্ষ্যাতক্ষ্যং বিচার করিবেন । ধাত্তাখাত্তোর বিচার না করিলে
 সেই দোষে সিদ্ধির হানি হইতে পারে । সৎকুলজাত, পবিত্র
 ও বদান্ত গৃহস্থ, তিক্ষোপজীবী এবং ব্রাহ্মণগণের পক্ষে
 হবিষ্যান্ন ও শাক বিহিত হইয়াছে । ক্রমুক (শুবাক) ও কেন্দ্রক
 ভিন্ন ফলও বিহিত হইয়াছে । দুগ্ধ, দধি, নারিকেল প্রভৃতি
 বিহিত ফল, যবের ছাত্ত, রস্তা, তেঁতুল, কমলা, নাগরঙ্গক—এই
 সকল দ্রব্য হবিষ্যাশীর তক্ষণীয় । মস্ত্রী চিনি ভিন্ন অন্ত ইক্ষুসম্বন্ধীয়
 মিষ্টদ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন । লবণ, ক্ষার, গাঁজর, কাংশ্তপাত্ত,

তাবুলঞ্চ দ্বিতুক্তঞ্চ হঃসস্তাশ্চ প্রমত্ততাম্ ।
 ঋতিশ্রুতিবিরোধঞ্চ জপং রাজৌ চ বর্জয়েৎ ॥ ১৩ ॥
 ভূশয্যাং ব্রহ্মচারিহঃ যোনিকাণ্যনস্বয়তাম্ ।
 নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ষবিবর্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
 নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিকীর্তনম্ ।
 নৈমিত্তিকার্চনৈকৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ ॥ ১৫ ॥
 জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্নস্তুসিদ্ধিদাঃ ।
 নিত্যং সূর্য্যমুপহায় তস্ত চাতিমুখো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
 দেবতা-প্রতিমাদৌ চ বহৌ চাভ্যর্চ্য তনুধঃ ।
 অনির্বেদস্তথাব্যগ্রঃ শাক্তোক্তাচারপালকঃ ॥ ১৭ ॥
 স্নানপূজাজপধ্যানহোমতর্পণতৎপরঃ ।
 নিকামো দেবভাষাঞ্চ সর্ব্বকর্ষনিবেদকঃ ॥ ১৮ ॥

তাবুল, দ্বিতোজন, দুষ্টালাপ, ঋতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ কার্য্য ও রাজিজপ
 বর্জন করিবেন ॥ ৭-১৩ ॥ ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচারিহঃ, যোন, অনস্বয়তা,
 ত্রিসঙ্খ্যা স্নান, ক্ষুদ্রকর্ষ-পরিবর্জন, নিত্যপূজা, নিত্যদান, দেবতা-
 স্তুতি কীর্তন, নৈমিত্তিক পূজাদি, গুরু ও দেবতাতে বিশ্বাস ও
 জপানুষ্ঠান, এই দ্বাদশটি মন্ত্রসিদ্ধিদায়ক ধর্ম্ম। প্রতিদিন সূর্য্যোপহায়
 পূর্ব্বক তদতিমুখেই অবস্থিত থাকিবেন। দেবতা-প্রতিমাদি
 অতিমুখীন হইয়াই পূজাদি করিবেন। হঃখবিহীন, অব্যগ্র,
 শাক্তোক্তাচারপালক, স্নান-পূজা-জপ-ধ্যান-হোম-তর্পণে নিরত এবং
 নিকাম ও দেবতাতে সর্ব্বকর্ষনিবেদক হইয়াই বিধেয়।

এবমাদীংশ্চ নিয়মান্ পুরস্চরণকুচরেৎ ।

শস্ত্রৌ ত্রিসবনং স্নানং অশ্রুখা দ্বিঃ সক্রতুখা ॥ ১৯ ॥

অস্নাতস্ত ফলং নাস্তি ন চাতর্পণতঃ পিতৃন্ ।

অমেধ্যসম্ভবং দেহং জলাদিক্রিয়গুহ্যতা ॥ ২০ ॥

তস্মান্মুখ্যং জলস্নানং সর্বেষাং মুনীনাং মতম্ ।

ন বীক্ষেৎ পতিতঃ ত্রাত্যঃ পিশুনঃ বেদনিন্দকম্ ॥ ২১ ॥

তথানাশ্রমিণং বিপ্রং বিশ্বস্ত চ বিনিন্দকম্ ।

ঋতুকালং বিনা মজ্জী শস্ত্রিয়ং নাপি সংস্পৃশেৎ ।

মৈথুনং তৎকথালাপং তদগোষ্ঠীং পরিবর্জয়েৎ ॥ ২২ ॥

পর্কতে সিদ্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে ।

যদি কুর্যাৎ পুরস্চর্য্যাং তত্র কৰ্ম্মং ন চিন্তয়েৎ ।

গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে বা তত্র চিন্তয়েৎ ॥ ২৩ ॥

এই সকল নিয়ম পুরস্চরণকারী সর্বদা প্রতিপালন করিবেন। সমর্থ হইলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন অথবা, অশ্রুত পক্ষে, ছইবার বা একবার স্নান করিলেও চলিতে পারে ॥ ১৮-১৯ ॥ স্নান বা তর্পণ না করিয়া পূজাদি করিলে তাহার ফল পাওয়া যায় না। এই দেহ স্বভাবতঃ অপবিত্র; জল দ্বারাই ইহার শুদ্ধি হয়। এই জন্তই মুনিগণ জলস্নানকে প্রধান বলিয়া গিয়াছেন। পতিত, ত্রাত্য, পিশুন, বেদনিন্দক, অনাশ্রমী বিপ্র, বিশ্ব-নিন্দক ব্যক্তিকে দর্শন করাও উচিত নয়। “ঋতুকালোভিগামী স্তাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।” এই শাস্ত্র-বচনানুসারে মাত্র ঋতুকালেই নিজজীতে উপরত হইবে, অশ্রু সময় স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। এমন কি, তাহার মহিত বাক্যালাপ ও একত্র উপবেশনাদি বর্জন করিবে ॥ ২০-২২ ॥

পর্কতে, সাগরকূলে, পুণ্যারণ্যে বা নদীতীরে পুরস্চরণ করিলে

দীপস্থানং তথা চোক্তং মুখং পৃষ্ঠঞ্চ মন্ত্রিণঃ ।
 দীপস্থানে ভবেৎ সিদ্ধির্নান্নথা কোটিজাপনৈঃ ॥ ২৪ ॥
 পূর্বোত্তরবিভাগেন চতুঃসূত্রং বিপাতয়েৎ ।
 নবকোষ্ঠং ভবেদেতৎ কূর্শ্বেদেহমমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
 পূর্বাদিদিশি মন্ত্রজ্ঞঃ প্রদক্ষিণক্রমেণ তু ।
 কাদিবর্গান্ লিখেদ্বিহান্ পঞ্চ পঞ্চ বিভাগণঃ ॥ ২৬ ॥
 যাদিবর্গঃ শাদিবর্গঃ লক্ষ্মীশে চ সংলিখ্যেৎ ।
 কূর্শ্বেস্তানঞ্চ কূর্শ্বে কুখ্যাচ্ছোভাঃ যথা ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
 স্বরাণাং যুগ্মযুগ্মঞ্চ মধ্যে চাষ্টসু দিকু চ ।
 এবমষ্টোদ্বান্ কূর্শ্বঃ সর্বোদ্বাঃ সিদ্ধিদীপকঃ ॥ ২৮ ॥

কূর্শ্বেচক্র বিচার করিতে হয় না। গ্রামে, বাজারে ও গৃহে
 প্রসারণ করিলে কূর্শ্বেচক্রের বিচার করিতে হয়। মন্ত্রী
 মুখ ও পৃষ্ঠই দীপস্থান, দীপস্থানেই সিদ্ধি হয়, অন্তথা কোটি
 জপেও সিদ্ধি হয় না। পূর্বোত্তরবিভাগে চারিটি সূত্র
 পাতন করিবেন। তাহার মধ্যে নবকোষ্ঠান্নক কূর্শ্বেদেহ অঙ্কিত
 করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ পূর্বাদিদিকে প্রদক্ষিণক্রমে পঞ্চ পঞ্চ বিভাগ
 অনুসারে ককারাদি বর্গ লিখিবেন। ঈশানে যাদিবর্গ, শাদিবর্গ
 ও লক্ষ্মী লিখিবেন। কূর্শ্বের অঙ্গ ও কূর্শ্ব বিশেষ শোভামুক্ত
 করিয়াই নির্মাণ করিবেন। হুইটি হুইটি করিয়া স্বরবর্ণ মধ্যে
 এবং অষ্টদিকে স্থাপন করিবেন। কূর্শ্ব একরূপ অষ্টোদ্বিংশি
 হইয়া সকলের সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। মধ্যে দীপনাথ অঙ্কিত

দীপনাং নিখেন্ন্যে পূজয়েত্তং বিভাবয়ন ।
 যস্তাং দিশি গ্রামনামাদ্যক্ষরং দৃশ্যতে তথা ॥ ২৯ ॥
 কৃশ্ববক্ত্রঞ্চ জানীয়াত্তত্র সিদ্ধিরমৃতমা ।
 বক্তৃপার্শ্বে চ কোষ্ঠে হে করৌ কৃশ্বস্ত বিদ্ধি হি ॥ ৩০ ॥
 মধ্যে কৃকৌ উভে জ্যেয়ো পাদৌ দ্বৌ শেষপুচ্ছকম্ ।
 এবং কৃশ্বং বিজানীয়াদীপচক্রবিবেচকঃ ॥ ৩১ ॥
 মুখে সিদ্ধির্ভবেন্ন্যূনং মধ্যে শুদ্ধিষ্চ জায়তে ।
 উদাসীনঃ করস্থষ্চ কৃক্ষিহো হুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥
 পাদস্থঃ পীড্যতে মস্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ ।
 পুচ্ছে মৃত্যুভবেন্ন্যূনমেবং কৃশ্বস্ত সংস্থিতিঃ ॥ ৩৩ ॥
 মস্ত্রাক্ষরেণ মস্ত্রক্ষেপে কৃশ্বনাম্না ভবেদ্বদি ।
 সাধকস্ত চ নাম্নাথ কিং ন সিধ্যতি মস্ত্রিণঃ ॥ ৩৪ ॥

করিয়া তাহার পূজা করিবেন। যে দিকে গ্রামনামাদি
 অক্ষর পতিত হইবে, সেই দিকেই কৃশ্বের মুখ জানিতে হইবে।
 এই স্থানে অত্যুত্তম সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৩-৩০ ॥ মুখপার্শ্বস্থ দুই
 কোষ্ঠ কৃশ্বের কর জানিবে। মধ্যে উদর এবং তৎপার্শ্বে পাদস্থ
 জানিবে। শেষ অংশই কৃশ্বের পুচ্ছ। দীপচক্র বিবেচক ব্যক্তি
 এইরূপেই কৃশ্বকে জানিবেন। মুখে সিদ্ধিলাভ হয় এবং মধ্যে
 শুদ্ধি জানিতে হইবে। করস্থ হইলে উদাসীন এবং
 উদরস্থ হইলে হুঃখভোগ করেন। পাদস্থ হইলে মস্ত্রী বন্ধন
 ও উচ্চাটনাদি দ্বারা প্রপীড়িত হন। পুচ্ছে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।
 মস্ত্রাক্ষর ও কৃশ্বনাম যদি এক হয়, অথবা উহা যদি সাধকের
 নামের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে, মস্ত্রী সকল

পঞ্চাশৎসংখ্যরূপেণ ক্ষেত্রেশা বিশ্ববিগ্রহাঃ ।

তস্মাচ্চ সগুণং ক্ষেত্রং সিদ্ধয়ে স্ত্রান্ন চাত্তথা ॥ ৩৫ ॥

বিগুণক্ষেত্রমুৎস্বোহপি কোঠেন সিদ্ধিমাণ্যায় ॥

তস্মাচ্চক্রং বিচার্যৈবং মিত্রক্ষেত্রং সৰ্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৬ ॥

যস্মিন্ দেশে দীপপতিঃ সগুণং নামমন্ত্রয়োঃ ।

তত্র যত্নেন গন্তব্যং সপৌঠো দুর্লভো মতঃ ॥ ৩৭ ॥

রুদ্রাক্ষৈরপি ভদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবকুচন্দনৈঃ ।

ক্ষটিকৈশ্চ প্রবালৈশ্চ কুশগ্রন্থিভবৈস্তথা ॥ ৩৮ ॥

তথামলকসমুত্তৈস্তুলসীকাঠনির্মিতৈঃ ।

এতিশ্চ মালিকাং কুৰ্য্যান্মতিমান্ বৈষ্ণবে মনো ॥ ৩৯ ॥

রুদ্রাক্ষসমুত্তা যা তু অনন্তফলদা মতা ।

পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমহুসিদ্ধিদা ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধিই লাভ করিতে পারেন। বিশ্ববিগ্রহ, ক্ষেত্রেশ, সকল পঞ্চাশৎসংখ্যরূপেই বিরাজ করেন। অতএব নিগুণক্ষেত্র সিদ্ধিই প্রদান করিয়া থাকে। উহা বিগুণ হইলে মুখস্থ হইয়াই কষ্টেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে চক্রবিচারে মিত্র হইলে সকল সিদ্ধিই পাওয়া যায়। যে দেশে দীপপতি, নাম ও মন্ত্রের সগুণ, সেই স্থানে যত্নপূর্বক গমন করা উচিত, কারণ সেইরূপ পীঠ অতি দুর্লভ ॥ ৩১-৩৭ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৈষ্ণবমন্ত্রে রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, পুত্রজীব, কুচন্দন, ক্ষটিক, প্রবাল, কুশগ্রন্থি, আমলকী বা তুলসীকাঠ-নির্মিত মালা ধারণ করিবেন। তদ্ব্যতীত রুদ্রাক্ষসমুত্ত মালা অনন্তফলপ্রদায়িকা, পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমহুসিদ্ধিদা,

জীবপুত্রভবা যা তু পুত্রং বিতনুতে চিরাৎ ।
 কুচন্দনভবা মালা রাজ্যভোগাপবর্ণদা ॥ ৪১ ॥
 প্রবালনির্মিতা যা তু সর্বসত্ত্ববশঙ্করী ।
 কুশগ্রস্থিতবা মালা ধর্মবুদ্ধিকরী মতা ॥ ৪২ ॥
 তুলসীসম্ভবা যা তু মোক্ষং বিতনুতেহচিরাৎ ।
 অষ্টোত্তরশতৈর্মালা নির্মিতা যা তু মালিকা ॥ ৪৩ ॥
 রাজ্যং বিতনুতে নৃণাং দেহান্তে মোক্ষদায়িনী ।
 মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশত্যা পুত্রার্থী ত্রিংশতা জপেৎ ॥ ৪৪ ॥
 চত্বারিংশন্নগিভবা অভিচারায় কেবলং ।
 পঞ্চাশন্নগিভির্মালা সর্বকর্মপ্রসাধিকা ॥ ৪৫ ॥
 অকারাদিক্ষকারান্তা চাক্ষমালা প্রকীর্তিতা ।
 কাস্ত্বং মেরুমুখং তত্র কল্পয়েৎ পুনিস্তম ॥ ৪৬ ॥

জীবপুত্রভবা মালা পুত্রদা, কুচন্দনভবা মালা রাজ্যভোগমোক্ষদা,
 প্রবালনির্মিতা মালা সর্বসত্ত্ববশঙ্করী, কুশগ্রস্থিতবা মালা ধর্ম-
 বুদ্ধিকরী, তুলসীসম্ভুতা মালা মুক্তিদায়িনী । যে মালা অষ্টোত্তর-
 শত সংখ্যাতে নির্মিত হয়, তাহা নমুশ্যকে ইহলোকে রাজ্যদান
 ও অন্তে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে । মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশতি এবং
 প্রার্থী ত্রিংশৎসংখ্যক মালায় জপ করিবেন । অভিচারার্থী
 চত্বারিংশৎ সংখ্যক মালায় জপ করিবেন । পঞ্চাশৎ সংখ্যক
 মালায় সকল কাজ সিদ্ধ হয় । অক্ষমালা অকারাদি ক্ষকারান্ত
 বর্ণসংখ্যক হইবে । কাস্ত্বই মেরুমুখরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ।

অনয়া সৰ্বমন্ত্ৰাণাং জপঃ সৰ্বসমৃদ্ধিদঃ ।
 নিত্যং জপং করে কুর্য্যন্ন ত্ কাম্যামবোধনাং ॥ ৪৭ ॥
 আরভ্যানামিকামধ্যাং পরিবন্তেন বৈ ক্রমাৎ ।
 তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং জপেদদশম্ পূর্ব্বম্ ॥ ৪৮ ॥
 গোপালতন্ত্রমন্ত্ৰাণাং করমালৈয়মৌরিভা ।
 কার্পাসসন্তবং সূত্রং পূণাজীভিস্কিনির্ম্মিতং ॥ ৪৯ ॥
 অথবা পটুসূত্রেণ স্বর্ণসূত্রেণ বা তথা ।
 অনিমাদিকমোক্ষান্তাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বর্ণসূত্রেণ ॥ ৫০ ॥
 পটুসূত্রং বজ্রকরং ধনপুত্রবিবর্দ্ধনং ।
 কার্পাসসন্তবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং ॥ ৫১ ॥
 ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রন্থয়েচ্ছিন্নশাশ্বতঃ ।
 মুখে মুখস্ত সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিয়োকয়েৎ ॥ ৫২ ॥

এই মালাতে যে কোন মন্ত্ৰ জপ করিতে পারা যায়, তাহারই সিদ্ধি
 হইয়া থাকে। নিত্যজপ করেই করা যাইতে পারে। অনামি-
 কার মধ্য হইতে পরিবৃত্তিক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশটি
 পর্কে জপ করিবেন ॥ ৪১-৪৮ ॥

ইহাই গোপালতন্ত্রোক্ত মন্ত্রের করমালা। পূণাজীসূত্রনির্ম্মিত
 কার্পাস বা পটুসূত্র অথবা স্বর্ণসূত্র দ্বারা মালা গাঁথিবে।
 স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত মালার জপ করিলে অনিমাদি মোক্ষান্ত সকল
 সিদ্ধিই লাভ হয়। পটুসূত্র-গ্রথিত মালা বজ্রকর এবং ধন-
 পুত্রের বৃদ্ধিকারক, কার্পাসসূত্র-গ্রথিত মালা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষ-
 প্রদ ॥ ৫১ ॥ ত্রিগুণ সূত্রে আবার ত্রিগুণীকৃত করিয়া শিল্প-
 শাস্ত্রানুসারে মালা গাঁথিবে। মালাগুলির মুখে মুখ এবং

গোপুচ্ছসদৃশী মালা যদা সর্পাকৃতিঃ শুভাঃ ।
 এবং নির্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্মুনিসত্তম ৫৩ ॥
 অশ্বখপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারস্ত কল্পয়েৎ ।
 তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকাং মূলমুচ্চরন্ ॥ ৫৪ ॥
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কৃত্বা সামান্তার্থ্যং বিধায় চ ।
 কালয়েদীশস্বক্লেদে লিম্পেত্তৎ পুরুষেণ তু ॥ ৫৫ ॥
 গন্ধৈরনলৈশ্চর্মান্ অঘোরেশ তু ধূপয়েৎ ।
 অঘোরেশৈব শূক্রেণ শতানুনন্ত মন্ত্রয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
 বামদেবেন স্বক্লেদে সমীকুর্যাদিচক্ষণঃ ।
 এতৈকমালামাদায় ব্রহ্মগ্রহিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
 এতৈকমাতৃকাবর্ণান্ গ্রথনাদৌ তু সংজপেৎ ।
 তৎ-সজাতীয়মেকাক্ষমেবঞ্চ ত্রিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

পুচ্ছে পুচ্ছ সংযুক্ত করিয়া গাঁথিবে। গোপুচ্ছসদৃশী অথবা
 সর্পাকৃতি মালা বিশেষ শুভ প্রদা। উক্তম সাধক এইরূপে
 মালা প্রস্তুত করিয়া তাহার শোধন করিবে। নবটি অশ্বখপত্র
 লইয়া পদ্মাকার কল্পনা করিবে। মাতৃকাকর ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ
 করিয়া তন্মধ্যে মালাটি রাখিবে। নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য
 করিয়া সামান্তার্থ্যস্থাপন পূর্ব্বক ঈশস্বক্লেদ মন্ত্রদ্বারা মালা ধোতকরণ,
 পুরুষস্বক্লেদ মন্ত্রদ্বারা গন্ধ লেপন, অঘোরস্বক্লেদ মন্ত্রদ্বারা ধূপন এবং
 বামদেবস্বক্লেদ দ্বারা সমীকরণ করিবে। এক একটি মালা লইয়া
 ব্রহ্মগ্রহি-কল্পনা করিবে। গ্রন্থনের আদিতে এক একটি মাতৃকাবর্ণ
 জপ করিবে। এইরূপে মালা গ্রন্থন করিয়া পদ্মের উপরে স্থাপন

এবং সংপ্রাথিতাং মালাং পুনঃ পদোপরি স্তসেৎ ।

তত্রাবাহু যজ্ঞেদেবং যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ৫৯ ॥

মন্ত্রয়েন্মূলমস্ত্রৈঃ ক্রমেণোৎক্রমযোগতঃ ।

তথৈব মাতৃকাবর্ণৈর্মন্ত্রয়েন্মন্ত্রতন্ত্রবিৎ ॥ ৬০ ॥

কালয়েৎ পঞ্চগব্যেন পুনরীশেন সূক্ততঃ ।

পুনর্কিলিপ্য গব্যেন জপেন্নম্নঃ যদৃচ্ছয়া ॥ ৬১ ॥

নাত্তমন্ত্রং জপেন্নম্নী কাম্পয়েন্ বিধুনয়েৎ ।

কাম্পনাং সিদ্ধিহানিঃ স্তাৎ ধুননং বহুহুঃখকৃৎ ॥ ৬২ ॥

শব্দে জাতে ভবেজ্রোগঃ করভ্রষ্টে বিনাশকৃৎ ।

হিমে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্ত্যাদবদ্রপরো ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥

জপাস্তে কর্ণদেশে বা উচ্চস্থানে চ বিস্তসেৎ ।

ঐ মালা সর্কদেবানাং সর্কসিদ্ধিপ্রদা মতা ॥ ৬৪ ॥

ভেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোহস্ত তে ।

ইত্যুক্ষ্য পরিপূজ্যথ গোপয়েদ্ যত্ততো যতী ॥ ৬৫ ॥

করিবে। ঐ স্থানে দেবতার আवाहन ও বিভবানুসারে পূজা করিবে। পরে মূল ও মাতৃকাবর্ণমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণ, ঈশসূক্ত দ্বারা মালাকে পুনর্বার গন্ধবিলেপন করিয়া যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রী অপর কোন মন্ত্র জপ করিবে না। মালা কাম্পন ও বিধুননও অহুচিত। কাম্পনে সিদ্ধির হানি এবং ধুননে বহু হুঃখ হয়। শব্দ হইলে রোগ, করভ্রষ্ট হইলে বিনাশ, সূত্র ছিন্ন হইলে মরণ হয়। অতএব বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। জপের ঐ মালা কর্ণে বা কোন উচ্চদেশে স্থাপন করিবে। পরে হে মালা, তুমি সকল দেবতার সকল সিদ্ধিই প্রদান করিয়া থাক। হে মাতঃ, তুমি আমাকেও সিদ্ধি প্রদান কর। এই

মালাং মন্ত্রঞ্চ মুদ্রাঞ্চ পশুভ্যো ন প্রকাশয়েৎ ।
 প্রকাশনে কার্য্যহানিরিত্যুক্তং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৬৬ ॥
 অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ জপাচ্ছতশুণং ভবেৎ ।
 তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রুচ্চাটনকারকম্ ॥ ৬৭ ॥
 অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাধোগান্মজ্জসিদ্ধিঃ স্নুনিশ্চিতা ।
 অঙ্গুষ্ঠানামিকাবোগাচ্ছাটোৎসাদনে মতে ॥ ৬৮ ॥
 জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাযোগেন শত্রুণাং নাশনং মতম্ ।
 ইতি তে কথিতো বিদ্বন্ মালায়াঃ পরিনির্ণয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
 শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমন্ত্ৰাধিঃসকৃত্তথা ।
 ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেদ্যন্ত্রং পূজনং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৭০ ॥

বলিয়া মালার পূজা করিয়া যন্ত্রপূর্ব্বক গোপন করিবে। তত্ত্ববিদ-
 গণ বলেন, মালা, মন্ত্র ও মুদ্রা পশুর নিকট প্রকাশ করিবে না;
 প্রকাশ করিলে কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী
 দ্বারা জপ করিলে শত শুণ ফলপ্রাপ্ত হয়। ঐরূপ জপেই শত্রুর
 উচ্চাটন হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাংসযোগে জপ করিলে
 মজ্জসিদ্ধি স্নুনিশ্চিত। অনামিকাবোগে জপ করিলে উচ্চাটন ও
 উৎসাদন এই দ্বিবিধ ব্যাপার অঙ্গুষ্ঠিত হয়। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-
 যোগে জপ করিলে শত্রুসকলের বিনাশ হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্!
 যেদ্বয়ে মালা জপ করিলে যে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, এই
 আমি তোমার নিকট সবিস্তার নির্ণয়পূর্ব্বক তাহা কীৰ্ত্তন
 করিলাম ॥—৬৯ ॥

শক্তি থাকিলে ত্রিসন্ধ্যা, না হয় হুই বা একবার স্নান এবং

একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেৎ পূজনং বিনা ।
 প্রাতঃকালেহথবা পূজা জপান্তে বা যজেক্ষরিম্ ॥ ৭২ ॥
 প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্নধ্যান্দিনাবধি ।
 পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ॥ ৭২ ॥
 সৌম্যাদ্ব্যচ্ছরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে ।
 মন্ত্রাঙ্করাণি চিচ্ছক্টো প্রোতানি চ বিভাবয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
 তামেব পরমে ব্যোমি পরমামৃতবৃহিতাম্ ।
 দর্শয়ত্যঙ্গসম্ভাবং পূজাহোমাদিভির্বিদা ॥ ৭৪ ॥
 মনঃ সংহত্য বিষয়ান্জ্ঞার্থপদমানসঃ ।
 ন ক্রতং ন বিলম্বক জপেন্মৌক্তিকপঙ্ক্তিবৎ ॥ ৭৫ ॥
 জপঃ শ্রাদ্ধকরাবৃত্তির্দানসোপাংগুবাচিকৈঃ ।
 ধিরা যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণশ্বরপদাঙ্ঘিকাম্ ॥ ৭৬ ॥

ত্রিসংখ্যাবিহিত বিধানেন জপ ও পূজা করিবে। অথবা একবারও
 পূজা করিতে পারে। পূজা না করিয়া জপ করা বিধেয় নহে।
 অথবা প্রাতঃকালে পূজা বা জপের পর হরির অর্চনা করিবে।
 প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল অবধি জপ করিতে
 হইবে। কেবল বর্ণরূপী মন্ত্রসকল পশুভাবে অবস্থান করে।
 সুষ্মাপথে উচ্চারিত হইলে তাহাদের প্রভুত্ব সংঘটিত হয়। মন্ত্রের
 অক্ষরসকল চিচ্ছক্টিতে সন্নিবদ্ধ এবং সেই চিচ্ছক্টি পরমাকাশে
 সংলিষ্ট ও সেই হেতু পরমামৃতযোগে সর্বথা পরিপুষ্ট হইয়াছে,
 এইরূপ চিন্তা করিবে। পূজা ও হোমাদি না করিলেও সেই
 চিচ্ছক্টি স্বকীয় মহিমা সবিশেষ প্রদর্শন করেন।

উচ্চরেন্দর্ঘমুদ্রিশ্চ মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ ।

জিহ্বাষ্ঠৌ চাণয়েৎ কিঞ্চিদেবতাগতমানসঃ ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চিচ্ছবণযোগ্যঃ শ্রাহুপাংগুঃ স জপঃ স্মৃতঃ ।

মন্ত্রমুচ্চারয়েচ্ছাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮ ॥

মানসাদিত্রিভির্ভেদৈঃ কথিতং জপলক্ষণম্ ।

মানসঃ সিদ্ধিকামানামুপাংগুঃ পুষ্টিমিচ্ছতাম্ ॥ ৭৯ ॥

বাচিকো মারণে শস্ত্রঃ কথিতং জপলক্ষণম্ ।

এবং জপং পুরা কৃত্বা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ ॥ ৮০ ॥

দেবস্ত দক্ষিণে হস্তে কুশপুঙ্গার্থ্যবারিতিঃ ।

সফলং তদ্বিভাব্যেবং প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চরেৎ ॥ ৮১ ॥

বাহেজ্জিহ্বাশ্রয় বিষয়সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহরণ ও মন্ত্রের অর্থ একতানচিত্তে পরিকলনপূর্বক মুক্তাপঙ্ক্তির জ্ঞান জপ করিবে। জপকালে দ্রুত বা বিলম্ব করিবে না। অক্ষর-সকলের আবৃত্তিকে জপ বলে। মানসিক, উপাংগু ও বাচনিক ভেদে জপ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে মনে মনে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণ, স্বর ও পদযুক্ত অক্ষরসকল উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে। তৎকালে দেবতাগতচিত্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে জিহ্বা ও ওষ্ঠের চালনা করিতে হইবে। কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়, এইরূপে জপ করার নাম উপাংগু জপ; আর বাক্যদ্বারা মন্ত্র-উচ্চারণ করার নাম বাচনিক জপ। এইরূপ মানসাদি ত্রিবিধভেদে জপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সিদ্ধিকামগণের পক্ষে মানস-জপ, পুষ্টিকামগণের উপাংগু-জপ এবং মারণে বাচনিক জপ প্রশস্ত। প্রথমে এইরূপ বিধানে তেজোরূপ জপ করিয়া দেবতার দক্ষিণ

জপস্তাদৌ তথা চান্তে ত্রিতরং ত্রিতরংকরেৎ ।
 ন ন্যানং নাধিকং বাপি জপং কুর্যাদ্বিনে দিনে ॥ ৮২ ॥
 যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদাত্তু তদা ন ফলমাপ্নুরাৎ ।
 ন্যানে ন্যনাকদোষঃ স্তাদধিকে চাধিকাজকম্ ॥ ৮৩ ॥
 যথাবিধিকৃতানীহ ফলন্ত্যেতান্নবদ্যতঃ ।
 জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েত্তদশাংশতঃ ॥ ৮৪ ॥
 তর্পণং সেকমিত্যেবং তত্তদশাংশতো যুনে ।
 প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ন্যনাধিকপ্রশান্তয়ে ॥ ৮৫ ॥
 বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাজং ভবেদ্বজ্রবন্ম ।
 গোষু শুক্রষণং কুর্য্যাদেগোভ্যোহপি ব্যবসপ্রদঃ ॥ ৮৬ ॥

হস্তে কৃশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যবারির সহিত তাহা সমর্পণ এবং সকল
 হইয়াছে ভাবিয়া তিনবার প্রাণারাম করিবে। জপের প্রথমে
 ও শেষে তিন তিন বার প্রাণারাম করিতে হইবে। প্রতিদিন
 ন্যান বা অধিক পরিমাণে জপ করিবে না। প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ
 করিলে ঐঙ্গিত ফললাভের ব্যাঘাত হইবে, অর্থাৎ ন্যান
 করিয়া জপ করিলে ন্যনাকদোষ ও অধিক করিয়া জপ করিলে
 অধিকাকদোষ সংঘটিত হয়। যথাবিধি জপ করিলে অনারামে
 ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৭০-৮৩ ॥

মন্ত্র-সাধন-মিরত ব্যক্তি প্রতিদিন জপান্তে সেই জপের দশাংশ
 হোম করিবে। হে যুনে! তর্পণ ও অভিষেকও তাহার দশাংশ
 ক্রমে করিতে হইবে। ন্যনাধিক দোষশাস্তির জন্ত প্রতি-
 দিন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। কেন না, ব্রাহ্মণভোজন
 করাইবামাত্র অঙ্গহীনও সাজ হইয়া থাকে। গোপগণের শুক্রবা ও

গোষপি প্রীতমাণাস্থ গোপালোহরঃ প্রসাদিত ।

কন্দ্রান্তে সংস্মরেৎ কৃষ্ণমহঃকরণশুদ্ধয়ে ॥ ৮৭ ॥

নামসংকীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ সৰ্ববিঘ্ননিকৃন্তনম্ ।

অথবা লক্ষপূর্ণো চ হোমাদিকৃত্যমাচরেৎ ॥ ৮৮ ॥

সংপূর্ণায়াং প্রতিজ্ঞায়াং তর্পণাদি তথাচরেৎ ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নং যদ্রাজৌ ভূঞ্জেদকুৎসয়ন্ ॥ ৮৯ ॥

যদ্রা দেবতা বস্ত্র তদন্নঃ পুরুষো ভবেৎ ।

শয়ীত শুভশয্যায়াং কশ্বে বা কুশান্তরে ॥ ৯০ ॥

এবং প্রতিদিনং কুর্যাদ্ধাবৎ সাকং ত্রতং ভবেৎ ।

হোমঞ্চ পূর্ববৎ কুর্যাৎ পায়সৈরথবাগ্নুজৈঃ ॥ ৯১ ॥

তাহাদিগকে যবস প্রদান করিবে। গোসকল প্রীত হইলে গোপালরূপী বাসুদেব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কন্দ্রান্তে অহঃ-করণশুদ্ধির জন্ত কৃষ্ণের স্মরণ ও সৰ্ববিঘ্ন বিঘ্ন-বিনাশের জন্ত নাম-সংকীৰ্ত্তন করিবে। অথবা লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে হোমাদি কার্যের অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইলে তর্পণাদি করিবে। বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিত অন্ন, কোনরূপ নিন্দা না করিয়া, রাজিতে ভোজন করিবে। কেন না, বাহ্যর দেবতার যে অন্ন, সেই পুরুষ সেই অন্নই ভোজন করিবে, ইহাই ব্যবস্থা। কুশশয্যা অথবা কশ্বে, কিংবা কুশান্তরে শয়ন করিবে। ত্রতের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ করিতে হইবে। পায়স অথবা পদ্মদ্বারা পূর্ববৎ হোম করিবে ॥ ৮৪-৯১ ॥

হোমাভাবে জপং কুর্যাদ্ভোমসংখ্যাচতুঃশতম্ ।

বড়্‌শতং চাষ্ট্‌শতং যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৯২ ॥

শূদ্রস্ত বিপ্রভৃত্যস্ত তৎপত্নীসদৃশো জপঃ ।

হোমশূদ্রস্ত বিপ্রস্ত যো জপঃ স তু তৎস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

দশাক্ষরং মনুবরং সিদ্ধয়ে দশলক্ষকম্ ।

জপ্ত্বা তদন্তে হোমোহপি বিধিনা কৰ্ম্ম চাচরেৎ ॥ ৯৪ ॥

দশাক্ষরং জপেদ্বাত্রী সহস্রদশকং জপেৎ ।

প্রত্যহং মুখ্যকল্লোহিস্রমত্তং ন্যানমুদাহৃতম্ ॥ ৯৫ ॥

অষ্টাদশাণং মন্ত্রঞ্চ পঞ্চলক্ষং জপেত্ততঃ ।

কৃত্যমেবং সমুক্ষিষ্টমত্তত্তৎকল্পসংগ্রহাৎ ॥ ৯৬ ॥

তর্পণঞ্চ ততঃ কুর্যাত্তীর্থোদৈশ্চন্দ্রমিশ্রিতৈঃ ।

জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদৈরুদকাভ্যুতৈঃ ॥ ৯৭ ॥

হোমের অভাবে হোমসংখ্যার চতুঃশত, বড়্‌শত অথবা অষ্ট-
শত জপ করিবে। দ্বিজগণের পক্ষে এইরূপ নিয়ম। বিপ্রভৃত্য
শূদ্র বিপ্রপত্নীর সমপরিমাণে জপ করিবে। হোমশূদ্র বিপ্রের
যে পরিমাণে জপ করা বিহিত, তাঁহার পত্নী সেইরূপ জপ
করিবেন।

দশাক্ষর-মন্ত্রের সিদ্ধির জন্ত দশলক্ষ জপ করিয়া তাহার অব-
শ্যানে যথাবিধি হোমাদি করিতে হইবে। মন্ত্রী প্রত্যহ দশাক্ষর-মন্ত্র
দশহাজার বার জপ করিবে। ইহাই মুখ্য-কল্প। ইহার অন্তর্গত হইলে
ন্যান বা গোণ-কল্প বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অনন্তর অষ্টা-
দশাক্ষর মন্ত্রবর পাঁচ লক্ষ জপ করিবে। এইরূপ বিধানই আদিষ্ট
হইয়াছে। অনন্তর কপূরমিশ্রিত তীর্থসলিলে তর্পণ করিবে।

সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পরিবারসমম্বিতম্ ।
 একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৯৮ ॥
 ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ।
 আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য ত্রীপূৰ্ব্বং কৃষ্ণমিত্যপি ॥ ৯৯ ॥
 তর্পয়াম্যহমিত্যুক্তা নমোহস্তস্তর্পণো মনুঃ ।
 তর্পণস্ত দশাংশেন অভিষেকং তথাচরেৎ ॥ ১০০ ॥
 স্ত্রাসানশেষান্ কৃৎস্না বৈ তদভেদেন পুজয়েৎ ।
 কৃষ্ণান্নানং স্বমাত্মানং ধ্যান্তা রশ্মিসমম্বিতম্ ॥ ১০১ ॥
 কুসুমং তোয়মেককঞ্চ কুশং স্নগন্ধিমিশ্রিতম্ ।
 জলাঞ্জলিং সমাদায় মূলমুচ্চাৰ্য্য সাধকঃ ॥ ১০২ ॥
 ত্রীকৃষ্ণমভিষিঞ্চামি নম ইত্যভিষিঞ্চয়েৎ ।
 অভিষেকদশাংশেন ব্রাহ্মণান্ পরিতর্পয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

তৎকালে জলমধ্যে সপরিবার দেবতাকে সম্যকরূপে আবাহন ও উদকমিশ্রিত পাদ্যাদি দ্বারা বিহিত বিধানে পূজা করিয়া, ভক্তি-সহকারে একৈক অঞ্জলি জল দিয়া, পরিবারদিগের তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর হোমের দশাংশ ক্রমে পুরুষোত্তমের তর্পণ করিবে। যথা—“ক্লী” ত্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহং নমঃ।” অর্থাৎ আমি ত্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করিতেছি, তাঁহাকে নমস্কার। তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিয়া, সমুদায় স্ত্রাস শেষ করিয়া অভেদবিধানে কৃষ্ণান্না ও স্বকীয় আত্মার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তৎকালে একটি কুসুম, কুশ ও স্নগন্ধিপরিমিশ্রিত জলাঞ্জলি গ্রহণ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক “ত্রীকৃষ্ণং অভিষিঞ্চামি নমঃ” এই বলিয়া ত্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিবে ও অভিষেকের দশাংশে ব্রাহ্মণগণের পরিতৃপ্তি বিধান করিতে হইবে ॥ ৯২-১০৩ ॥

কীরখণ্ডাজ্যভোজ্যশ্চ বহুমানপুরঃসরম্ ।

বিপ্রভোজনমাত্রেণ বান্ধং সাদং ভবেদ্বৈবম্ ॥ ১০৪ ॥

সৰ্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ তে চ কৃষ্ণতমুৰ্যতঃ ।

যত্র ভুঙ্ক্তে দ্বিজস্তুষ্ঠ্য। তত্র ভুঙ্ক্তে হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৫ ॥

যত্র ভুঙ্ক্তে শ্রিয়ঃ কান্তিস্তত্র ভুঙ্ক্তে জগজ্জয়ম্ ।

গুরবে দক্ষিণাং দত্তাভোজনাচ্ছাদনাদিতিঃ ॥ ১০৬ ॥

গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবেদ্বৈবম্ ।

গুরুমূলমিদং সৰ্ব্বমিত্যাঙ্কস্তত্ত্ববেদিনঃ ॥ ১০৭ ॥

মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বহুভিঃ সহ ।

এবং সিদ্ধমহুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেন্নিতম্ ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হুঙ্ক, দধি, স্নাত ও ভোজ্যদ্রব্য প্রদান পুরঃসর বহুমান সহকারে
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে তৎক্ষণাৎ অঙ্গহীনও সাজ হইয়া থাকে।
যেহেতু, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের শরীর। সেই জন্ত সৰ্ব্বতোভাবে
তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। যেখানে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্টচিত্তে
ভোজন করেন, সেখানে স্বয়ং হরি ভোজন করিয়া থাকেন।
আবার যেখানে শ্রীপতি ভোজন করেন, সেখানে ত্রিজগৎ ভোজন
করিয়া থাকে। গুরুকে ভোজন ও আচ্ছাদন প্রভৃতি সহকারে
দক্ষিণা দিবে। গুরুর সন্তোষমাত্রই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে! তন্ত্রজ
পুরুষগণ বলিয়াছেন, গুরুই এ সকলের মূল। বহুবিধ মিষ্টান্নের
আয়োজন করিয়া, বৃধগণের সহিত ভোজন করিবে। এইরূপে
সিদ্ধমন্ত্র হইলে মন্ত্রীর সকল অভিষ্টই সাধিত হয় ॥ ১০৪-১০৮ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ

এবং নিত্যক্রমং কৃৎস্না নৈমিত্তিকমথাচরেৎ ।
কৃতে নৈমিত্তিকে বিপ্র নিত্যস্ত পূর্ণতা ভবেৎ ॥ ১
অন্তথা নৈব সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধস্থানশতৈরপি ।
মধুরায়াং মহাক্ষেত্রে বসন্ কৃষ্ণং সমর্চয়ন্ ॥ ২ ॥
লক্ষমাত্রং জপেন্নম্রং মণ্ডলাদৌপিতং ভবেৎ ।
মন্দরস্ত মহারণ্যে সরলক্রমকাননে ॥ ৩ ॥
পুষ্পৈর্বন্যসমুদ্ভুতৈর্হৃৎকালী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
লক্ষমাত্রং জপন্ ভক্ত্যা কৃষ্ণং পশুতি চক্ষুযা ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, এইরূপে নিত্য-কর্ম করিয়া নৈমিত্তিক-কর্মের
অস্থানে প্রবৃত্ত হইবে। হে বিপ্র! নৈমিত্তিকের অস্থান
করিলে নিত্য-কর্ম পূর্ণ হইয়া থাকে। 'অন্তথা শত শত কর্মের
অস্থান করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। মহাক্ষেত্র মধুরায়
অধিষ্ঠানপূর্বক কৃষ্ণের বিধানানুসারে অর্চনা ও লক্ষমাত্র
মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। মন্দরপর্বতস্থ
মহারণ্যে সরলবৃক্ষের কাননে অধিষ্ঠান ও হৃৎকালী করিয়া
ইন্দ্রিয়গ্রাম জয়সহকারে বনজ পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্বক লক্ষ
মন্ত্র জপ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণকে দেখিতে পারা যায় ॥ ১-৪ ॥

বৃন্দাবনগতো মন্ত্রী দ্বাত্রিংশৎস্থানমাশ্রিতঃ ।
 লক্ষং কৃৎস্না জপেত্তত্ত্বা অগ্নিমাদিগুণালভেৎ ॥ ৫ ॥
 সমুদ্রগাসরিঅধ্যে কুট্টিমে নিবসন্ ত্রতী ।
 দুগ্ধাহারো জপেত্লক্ষং পাপং কোটিভবোত্ত্ববম্ ॥ ৬ ॥
 নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বাক্‌সিদ্ধিঞ্চাপি বিন্দতি ।
 পৰ্ব্বতাগ্রে যজেৎ কৃষ্ণং শাকমূলফলাশনঃ ॥ ৭ ॥
 লক্ষং তত্রাপি সংজপ্য খেচরীমেলনং ভবেৎ ।
 সমুদ্রে বা নদীতীরে তুলসীকাননে বসন্ ॥ ৮ ॥
 লক্ষমাত্রং জপেত্তত্র কোটিজন্মাঘনাশনম্ ।
 পুণ্ডরীকবটৈকঃ কৃষ্ণং মাসমেকং সমৰ্চয়ন্ ॥ ৯ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণি করহানি লভেৎস্ববম্ ।
 তুলাশ্চে ভাস্করে পঠেৎছ'নেদ্রশসহস্রকম্ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রী বৃন্দাবনে গমন ও দ্বাত্রিংশৎ স্থান আশ্রয় করিয়া ভক্তি-
 পূর্বক লক্ষবার জপ করিলে অগ্নিমাদি গুণসকল লাভ করে ।
 মননপরায়ণ হইয়া সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী মধ্যে কুট্টিমে
 উপবেশন করিয়া দুগ্ধাহারসহকারে লক্ষ জপ করিলে কোটি-
 জন্মের পাপ বিনষ্ট এবং বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়, এই বিষয়ে সন্দেহ
 নাই । শাক, মূল ও ফল ভক্ষণপূর্বক পৰ্ব্বতশিখরে
 অধিষ্ঠানপূর্বক ত্রীকৃষ্ণের অর্চনা সহকারে লক্ষ জপ করিলে
 খেচরীমেলক হইয়া থাকে । সমুদ্রে, নদীতীরে অথবা তুলসী-
 কাননে অধিষ্ঠান পূর্বক লক্ষমাত্র জপ করিলে কোটিজন্মের পাপ
 ধ্বংস হয় । পুণ্ডরীক ও বকপুষ্প প্রদানপূর্বক কৃষ্ণের আরাধনা
 করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - চতুর্ভুগ্ন নিশ্চয়ই করণ করিতে

লক্ষ্মী স্থিরা ভবেত্তশ্চ পুত্রপৌত্রানুযায়িনী ।
 ত্রীপুংশ্চর্জুহরান্নিত্যং বৈশাখে মাসি হুঙ্কপঃ ॥ ১১ ॥
 সর্বপাপক্ষয়করঃ সর্বসিদ্ধিপ্রবর্দ্ধকঃ ।
 দেবাঃ সর্বৈ নমস্তস্তি তন্ত্য। তং পুরুষর্বভম্ ॥ ১২ ॥
 ত্রীজলৈস্তর্পয়েৎ কৃষ্ণং মৎস্তাণ্ডীচন্দ্রসংযুতৈঃ ।
 অষ্টোত্তরশতং কৃত্বা পূজাস্তে ভক্তিতৎপরঃ ॥ ১৩ ॥
 মণ্ডলান্নভতে সিদ্ধিং হুঙ্করাং স্ককরাং তু বা ।
 বদ্যৎ কাময়তে মল্লী অনার্যাসান্নভেচ্চ তৎ ॥ ১৪ ॥
 হুঙ্কবুজ্যা জলৈর্নিত্যমষ্টোত্তরশতং শতম্ ।
 তর্পরন্নখিলান্ কামান্ লভেন্ন্যোকঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৫ ॥

পারা যায় । ভাস্কর তুলারান্নিতে গমন করিলে পদ্মপ্রদানপূর্বক
 দশ হাজার হোম করিলে তাহার লক্ষ্মী স্থির ও পুত্র-পৌত্রের
 অনুযায়িনী হইয়া থাকে । বৈশাখমাসে নিত্য হুঙ্কপান করিয়া
 ত্রীপুংশ্চর্জা হোম করিলে সর্ববিধ পাপক্ষয় ও সর্বপ্রকার সিদ্ধি
 লাভ হয় এবং সমুদ্রার দেবতা ভক্তিসহকারে সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে
 প্রণাম করিয়া থাকেন । মৎস্তাণ্ডী অর্থাৎ ঝাঁড় (গুড়) ও কর্পূরসংযুক্ত
 ত্রীজলে ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিবে । ভক্তিতৎপর হইয়া
 অষ্টোত্তর-শতবার জপপূর্বক তর্পণ করিলে পূজাস্তে স্ককর
 হুঙ্কর সর্ববিধ সিদ্ধি লাভ হয় এবং সাধকের সকল কামনাই
 সহজে পূর্ণ হইয়া থাকে । হুঙ্কবুদ্ধিতে জলদান করিয়া নিত্য
 অষ্টোত্তরশত জপ করিলে সমগ্র কামনা পূর্ণ ও মোক্ষলাভ
 হয় ।

কুশপুল্পৈঃ সমভ্যর্চ্য মাসমাত্রং নিরাময়ঃ ।

যশসে ধর্মবুদ্ধৌ চ ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

হর্যারিকুসুমৈঃ শুক্লৈশ্চওলাদ্বাহিতঃ ভবেৎ ।

তথা রক্তাশ্বমারোণ অচলাং ভূতিমাগ্নু য়াৎ ॥ ১৭ ॥

তথা দ্বাভ্যাং সমভ্যর্চ্য ভক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ।

গোবু ভক্তিঃ সদা কার্য্য। গোবু কণ্ডুয়নং তথা ॥ ১৮ ॥

গোবু নিত্যং প্রসন্নাস্থ গোপালঃ সংপ্রসীদতি ।

ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শেবজন্মনাম্ ॥ ১৯ ॥

জীণাকৈব মহাবাহো নৈমিত্তিকমিদং স্মৃতম্ ।

এতেষাঞ্চৈকমাত্রস্ত কৃতা কাম্যানি সাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কুশপুল্প দ্বারা একমাস আরাধনা করিলে নীরোগ হওয়া যায়। ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ হর্যারিকুশ্প দ্বারা আরাধনায় যশ ও ধর্মবুদ্ধি-সহকারে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ এবং রক্তবর্ণ হর্যারিকুসুম দ্বারা অর্চনার অবিচলিত ভূতিলাভ হয়। ঐক্লপ বিবিধ হর্যারিকুসুম দ্বারা আরাধনায় ভক্তি-মুক্তি উভয়ই পাওয়া যায়। গোপণের প্রতি সর্বদা ভক্তি ও তাহাদের কণ্ডুয়ন দূর করিবে। কারণ, গো-সকল প্রসন্ন হইলে স্বয়ং গোপাল বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে মহাবাহো! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও জীজাতি, ইহাদের এইপ্রকার নৈমিত্তিককর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ইহাঙ্গ মধ্যে একমাত্রের অহুষ্ঠান করিয়া কাম্য-কর্ম্মের সাধনা করিবে ॥ ৫-২০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঃধ্যায়ঃ

— :: —

ত্রিকালার্চনং বক্ষ্যে গোবিন্দস্ত যথাবিধি ।

মন্ত্রয়োক্তরোঃ কার্যমন্ত্ৰেবাঞ্চ তদাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

কলায়কুসুমস্ত্রামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।

বার্ষিকঞ্চ শিশুং মুগ্ধমাসীনং পদ্মবিষ্টরে ॥ ২ ॥

ভক্তবিদ্ভ্রমবিষাভকরপাদাধরোদ্ভবম্ ।

গুড়ালকচরাচ্ছন্নমুখেন্দুগ্রহসংযুতম্ ॥ ৩ ॥

কুন্দেন্দুকাশসঙ্কাশহারভাসিতদ্বিষ্মুখম্ ।

রাজদন্তঘরাভাসনিন্দিতানেকমৌক্তিকম্ ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, সম্প্রতি গোবিন্দের ত্রিকালবিহিত অর্চনা-
বিধি যথানিয়মে কীর্তন করিতেছি। তাঁহার উভয় মন্ত্র ও তদাশ্রক
অস্ত্রান্ত মন্ত্রসকলের অর্চনা করা কর্তব্য। কলায়কুসুমের স্ত্রায়
স্ত্রামবর্ণ, নীলপদ্মের স্ত্রায় লোচনসম্পন্ন, এক বৎসরের মুগ্ধস্বভাব
শিশুপদ্মাসনে উপবিষ্ট। কর, পাদ ও অধর ভক্তবিদ্ভ্রম ও
বিষকলের স্ত্রায় শোভাসম্পন্ন, মুখরূপ চন্দ্র কুঞ্চিত, অলকজালে
সমাজ্ছন্ন, গলদেশবিলম্বী হার কুন্দ, ইন্দু ও কাশপুষ্পের স্ত্রায়
প্রতিভারাজিত, তদ্বারা দিগ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত ও রাজদন্তঘরের দীপ্তি

মহাশ্মরশ্মিসংকীর্ণসুবর্ণানেকভূষণম্ ।
 স্পৃষ্টং ধূষরাজঞ্চ ধেমুধূল্যা পদোৎখ্রা ॥ ৫ ॥
 গোপগোপীগবাং বৃন্দৈর্বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ ।
 ব্রহ্মণা শঙ্করেণাপি প্রেমোৎকর্থাৎ সুবীক্ষিতম্ ॥ ৬ ॥
 পুরন্দরমুখৈর্দেবৈর্মুনিভিঃ সংস্তুতং পরম্ ।
 এবং ধ্যাওয়া জপেৎ কৃষ্ণং যজ্ঞভক্তিভরানতঃ ॥ ৭ ॥
 অদৈরিন্দ্রিয়বজ্রাঐশ্বর্যভিত্তিত্রিতয়াধিতম্ ।
 ক্ষীরধণ্ডাজ্যহৃৎকৃষ্ণ কদলীনবনীতকম্ ॥ ৮ ॥
 মোচাং রস্তাকলঞ্চাপি অস্ত্রাণ্যলপ্রিয়ঞ্চ যৎ ।
 জপকাষ্টসহস্রঞ্চ কৃত্বা কৃষ্ণং প্রসাদয়েৎ ॥ ৯ ॥
 স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্ভক্ত্যা নমস্কারপ্রদক্ষিণৈঃ ।
 হৃৎকব্জ্যা জলৈরষ্টশতং সন্তুপ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ১০ ॥

দ্বারা যেন মুক্তাসকল বিনিমিত হইয়াছে ; ভূষণসমস্ত নানাপ্রকার
 ও সুবর্ণময় এবং মহাশ্মদীপ্তিতে সমাকীর্ণ, পদোৎখিত ও ধেমুর ধূলি
 দ্বারা কলেবর ধূসরিত, শরীর বিশেষরূপ পরিপুষ্ট ; গোপ, গোপী
 ও গো-সকল বিশ্বয়সহকারে নিরীক্ষণ, ব্রহ্মা এবং মহাদেব
 প্রেমোৎকর্থাৎসহকারে দর্শন এবং পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ ও মুনিগণ
 সম্যকরূপে স্তুব করিতেছেন ; এইরূপে শিশুবেশধারী ত্রীকঙ্কর
 ধ্যান করিয়া একমাত্র ভক্তিসহকারে তাঁহার জপ ও পূজা
 করিবে : হৃৎকব্জি, দধি, দ্বত, কদলী, নবনীত, মোচা, রস্তাকল এবং
 অস্ত্রাণ্য বালপ্রিয় দ্রব্যজাত নিবেদন ও আটহাজার জপ করিয়া
 তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভক্তিসহকারে
 নানাবিধ স্তুব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ এবং হৃৎকব্জিতে জলদ্বারা

আত্মানং তৎপদান্তোজে হনন্তঃ সন্ সমর্চয়েৎ ।
 ব্রহ্মার্চনাখ্যমহুনা ততো ব্রহ্ম হৃদং নয়েৎ ॥ ১১ ।
 পূর্বোক্তেন ক্রমেণাথ শেষমন্ত্ৰং সমাপয়েৎ ।
 হতশেষং নিশাণী সন্ একাকী চ নিশাং নয়েৎ ॥ ১২ ॥
 য এবং মাসমাত্রস্ত ভক্ত্যা কৃষ্ণং সমর্চয়েৎ ।
 পূজ্যো লোকৈকঃ কবিক্যাগ্রী লক্ষ্মীঃ প্রাপ্যাহুযায়িনীম্ ॥ ১৩ ॥
 পুত্রৈশ্বিন্ত্রৈশ্চ সন্নদ্ধঃ প্রয়াত্যন্তে পরং পদম্ ।
 মধ্যাহ্নে বাসুদেবং তং রাজমণ্ডলমধ্যগম্ ॥ ১৪ ॥
 দ্বারবত্যাং সহস্রার্কদীপিতে ভবনান্তরে ।
 কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণে পুণ্যপক্ষিনিনাদিতে ॥ ১৫ ॥

অষ্টশতবার তর্পণ এবং অন্ন চিন্তা বা অন্ন বিবরণ পরিহারপূর্বক
 তদেকহৃদয়ে আত্মাকে তদীয় পদান্তোজে অর্পণ ও ব্রহ্মার্চনাখ্য
 মন্ত্রে স্তাস করিয়া হৃদয়ে উপস্থাপিত করিবে। পরে পূর্বোক্ত
 বিধানানুসারে অবশিষ্ট কার্যসকল সম্পন্ন করিয়া রজনীযোগে
 একাকী হতশেষ ভক্ষণ ও একাকী রাজ্রিযাপন করিবে। যে
 ব্যক্তি একমাসমাত্র ভক্তিসহকারে কৃষ্ণকে এইরূপে পূজা
 করে, সে লোকপূজ্য, কবি, ব্যাগ্রী ও পুত্রশিত্রের সহিত অহু-
 যায়িনী লক্ষ্মীলাভপ্রসঙ্গের দেহাবসানে পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া
 থাকে ॥ ১-১৪ ॥

মধ্যাহ্নে বাসুদেবকে চিন্তা করিবে,—তিনি দ্বারবতীতে সহস্র
 সূর্যের স্তায় দীপ্তিবিশিষ্ট, কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণ, কোকিলাদি পবিত্র

পদ্মোৎপলাদিসংকীর্ণবাণীভিঃ সমলঙ্কৃতে ।

তস্মিন্ সুপুলিনে রম্যে ছায়ায়াং কল্লকন্ত চ ॥ ১৬ ॥

রত্নস্তম্ভৈরত্নদীপৈশ্চুজাদামবিভূষিতে ।

নানাবিচিত্রচিত্রান্তর্কিতানশতসঙ্কুলে ॥ ১৭ ॥

তৎপার্শ্বে চ বনং ধ্যায়ৈৎ পুন্নাগনাগকেশরৈঃ ।

তথা নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পাটলৈশ্চম্পকাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

বকুলৈঃ সকলৈরত্ভৈ রম্যৈঃ কুরুবকৈরপি ।

সর্ব্বত্ কুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনতশাখিভিঃ ॥ ১৯ ॥

রত্নসিংহাসনাসীনঃ পুণ্ডরীকদলেক্ষণম্ ।

পৃথুরক্ষং সুপুষ্টাঙ্গং রাজন্তগণমোহনম্ ॥ ২০ ॥

পুণ্ডরীকনিতানাতঃ পুণ্ডরীকাকমব্যয়ম্ ।

সুজললাটবদনং পুষ্পহাসং স্নলোচনম্ ॥ ২১ ॥

বিহঙ্গমগণের কলধ্বনিতে মুখরিত পদ্মোৎপলাদিপরিপূর্ণ সরোবর-
সমূহে অলঙ্কৃত, রমণীয় পুলিন ও কল্লবৃক্ষের ছায়ায় সন্নিবিষ্ট,
তবনের অভ্যন্তরে রাজমণ্ডলীমণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ।
ঐ গৃহ রত্নময় স্তম্ভ ও রত্নময়ী দীপমালায় উজ্জ্বলিত এবং বৃক্ষা-
পঙ্ক্তিবিক্ষিপিত । তাঁহার পার্শ্বে বনের ধ্যান করিবে । সেই বন
পুন্নাগ, নাগকেশর, পাটল, চম্পক, বকুল ও কুরুবক প্রভৃতি বিবিধ
বৃক্ষে সুশোভিত । এই সকল বৃক্ষ সমস্ত ঋতুতেই পুষ্পিত এবং
তাঁহার ভায়ে অবনত থাকে । ভগবান্ বাসুদেব তথায় রত্ন-
সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন । তাঁহার নেত্রদ্বয় পুণ্ডরীক-
পদ্মসদৃশ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় নিরতিশয়
পরিপুষ্ট ; রাজন্তগণ তাঁহার দর্শনমাত্র মুগ্ধ হইয়া থাকেন । তাঁহার
নাভি পুণ্ডরীক-প্রতিম । তাঁহার ক্র, ললাট ও বদন সমুদায়ই

সূকপোলং সূতাত্রোষ্ঠং শ্রামলং মঙ্গলাশ্রয়ম্ ।
 নীলকুক্ষিতকেশান্তং বিচিত্রশরভূষণম্ ॥ ২২ ॥
 কন্থগ্রীবাং সুবিস্তীর্ণং কোন্তভোক্তাসবন্ধসম্ ।
 মহাবলং মহোরস্কং মহাভুজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 বলিবন্ধুরমধ্যেন রাজহৃদরশোভিতম্ ।
 প্রদক্ষিণপতশ্রীমহুত্নাভিবিভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥
 সমোরুজানুজঙ্ঘাভিঃ স্তম্ভিকাজিঘ্রুগাশ্রয়কম্ ।
 তুঙ্গরন্ধনখং চিত্ততুঙ্গপাদাস্থলীয়কম্ ॥ ২৫ ॥

অতি মনোরম । তাঁহার হস্ত পুষ্পের গ্রায় বিকসিত ও লোচন-
 যুগল সুগঠিত । তাঁহার গণ্ডহল লাবণ্যযুক্ত । ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও
 তাঁহার শরীর শ্রামবর্ণে অলঙ্কৃত । তিনি সকল মঙ্গলের আলয়
 ও নীলবর্ণ কুক্ষিত কেশকলাপে সুশোভিত । তাঁহার অঙ্গভূষণ
 সমস্ত বিচিত্রতাবাপন্ন । তাঁহার গ্রীবা রেখাত্রেয়ে বিভূষিত, বক্ষঃস্থল
 সুবিস্তীর্ণ ও কোন্তভসংসর্গে উদ্ভাসিত ; তাঁহার বল অসীম ও
 ভুজচতুষ্টয় নিরতিশয় বিশাল । তাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলিসংসর্গে
 উন্নতাবনত ভাবাপন্ন । তাঁহার উদর অতি মনোহর । তদ্বারা
 তাঁহার শোভা আবির্ভূত হইয়াছে । তাঁহার নাভি বর্তুলাকার,
 প্রদক্ষিণান্ত ও পরমশ্রীমল্লম্ব । সেই হেতু তাঁহাকে অতি
 মনোহর দেখাইতেছে । তাঁহার জাহ্নু, জঙ্ঘা ও উরুদেশ সম-
 ভাবাপন্ন । তাঁহার পাদপদ্মযুগল স্তম্ভিকাকৃতি । তাঁহার নখ-
 পঙ্ক্তি রত্নবৎ উজ্জ্বল ও পাদাস্থলি উন্নত । তাঁহার
 পাদে অস্থলী সকল ধেরূপ বিচিত্র, সেইরূপ উন্নত ।

অনেকবিধরত্নাদিপীতাম্বরযুগাবৃতম্ ।

শুরিতোদববন্ধেন শোভিতং বনমালায়া ॥ ২৬ ॥

রত্নহারৈশ্চ সৌবর্ণৈঃ প্রৈবেয়কবিভূষিতম্ ।

কেয়ূরমণিসম্বন্ধরাজভুজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥

বিচিত্রকটকৈর্যুক্তনুপুরৈঃ পাদশোভিতম্ ।

নানারত্নময়ৈর্হেমৈরঙ্গুরীয়ের্কিরাজিতম্ ॥ ২৮ ॥

অনন্তরত্নসংচ্ছন্নক্ষুরম্বকরকুণ্ডলম্ ।

সুবর্ণনাভিকচিরং নানাচিত্রবিচিত্রিতৈঃ ॥ ২৯ ॥

লোলদ্রুমরসংচ্ছন্নৈঃ প্রসূনৈর্মুকুটোজ্জলম্ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং শাস্ত্রমুখেক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥

দিব্যালক্ষণসম্পন্নং দিব্যভূষণভূষিতম্ ।

দিব্যমালাম্বরধরং দিব্যগন্ধাভুলেপনম্ ॥ ৩১ ॥

তিনি অনেকবিধ রত্নে ও পীতবর্ণ বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত ; পরম-
 দীর্ঘতাবিশিষ্ট উদরবন্ধ ও বনমালায় বিভূষিত এবং রত্নহার ও সুবর্ণ-
 নিশ্চিত গ্রীবাভূষণে অলঙ্কৃত তাঁহার ভুজচতুষ্টয় কেয়ূর ও রত্নে
 সংবদ্ধ এবং পরমশোভমান । তিনি বিচিত্র কটক ও নুপুরে
 অলঙ্কৃত, বিবিধ রত্নময় ও সুবর্ণময় অঙ্গুরীয়সমূহে বিভূষিত,
 অশেষবিধ রত্নে সংচ্ছাদিত, পরমশোভমান মকরাকার কুণ্ডলযুগলে
 মণ্ডিত, সুবর্ণ-নাভি-সংসর্গে অতিমাত্র বিরাজিত, চকল দ্রুমরগণে
 আচ্ছন্ন ও বিবিধ চিত্রবিচিত্রিত কুসুমসমূহে আচ্ছাদিত, মুকুট-
 সহযোগে ঊড়াসিত এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ
 করিয়া আছেন । তাঁহার মুখ ও লোচন শান্তিপূর্ণ ও কমলীয় ।
 তিনি দিব্যালক্ষণসম্পন্ন, দিব্যভূষণে ভূষিত, দিব্যমালা ও দিব্য
 সনে মণ্ডিত এবং দিব্য গন্ধ ও দিব্য অমুলেপনে চর্জিত ।

ললাটে হৃদয়ে কুক্কো কণ্ঠে বাহ্যোশ্চ পার্শ্বয়োঃ ।

বিরাজিতোৰ্দ্ধপুণ্ড্রং চন্দ্রেন বিভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥

মহীভারভূতার্হাতিং তর্জয়ন্তং মুহমূর্ছঃ ।

তেষাং নিপাতনায়ৈব ধর্ম্মার্থনীতিযুক্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

উদ্ধবাদিমন্ত্রিবরৈশ্চত্বয়ন্তং মুহমূর্ছঃ ।

এবং মধ্যাহ্নসম্প্রাপ্তে কালে ধ্যানম্ জগদগুরুম্ ॥ ৩৪ ॥

আবাহু বিধিবদ্ভক্ত্যা পূজয়ন্তু পচারকৈঃ ।

অগ্নং পূর্ব্ববহুদ্বিষ্টং পুর আদি প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

রুশ্মিনী সত্যভামা চ কালিন্দী চ সুলক্ষণা ।

নাগ্নিজিতী জাহ্নবতী মিত্রাবিন্দা সুশীলিকা ॥ ৩৬ ॥

ইত্যষ্টশক্তির্দেবস্ব পূজ্যা কৃষ্ণা বরতা ।

অথো সূদর্শনচক্রং নৈশ্চর্য্যে চ জলোদ্ভবম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাঁহার ললাট, হৃদয়, কুক্কি, কণ্ঠ, বাহু ও পার্শ্ব উৰ্দ্ধপুণ্ড্র-বিরাজিত চন্দ্রেনে ভূষিত । তিনি পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যাদিগকে মুহমূর্ছঃ তর্জয়ন্ত ও তাহাদের নিপাতনার্থ ধর্ম্মার্থনীতি-যুক্তি-বিশিষ্ট উদ্ধবাদি প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন এবং তিনি সমুদায় জগতের উপকারী ॥ ১৫-৩৫ ॥

মধ্যাহ্নকালে এইরূপে জগদগুরু বাসুদেবকে ধ্যান করিয়া যথাবিধি আবাহন এবং ভক্তিপূর্ব্বক উপচার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া পূর্ব্বের ত্রায় অগ্ন ও পুর প্রভৃতির পূজা করিবে । রুশ্মিনী, সত্যভামা, কালিন্দী, সুলক্ষণা, নাগ্নিজিতী, জাহ্নবতী, মিত্রাবিন্দা ও সুশীলিকা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেব পরম প্রণয়ভাজন এই অষ্টশক্তিরও পূজা করিতে হইবে । অগ্নিকোণে সূদর্শনচক্রের, নৈশ্চর্য্যে শঙ্খবরের,

বায়বো চ গদাং দিব্যাং দৈশানে পদ্মমুজ্জলম্ ।
 ততো দলানাং বাহুে চ বাসুদেবঞ্চ দেবকীম্ ॥ ৩৮ ॥
 নন্দগোপং যশোদাঞ্চ পুর আদি প্রপূজয়েৎ ।
 পাণ্ডুরৈষ্যন্তথা পুষ্পৈঃ পূর্বাদিদলতোহর্চয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
 বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ রোহিণীঞ্চ ততোত্তরে ।
 স্নদামঞ্চ তথা দামং বসুদামঞ্চ কিঙ্কিনীম্ ॥ ৪০ ॥
 দেবস্ত বামপার্শ্বে তু পূজয়েদ্গুরুপাহুকাঃ ।
 পরমঞ্চ গুরুং তত্র পরাপরগুরুং তথা ॥ ৪১ ॥
 পাহুকান্তঃ সমভ্যর্চ্য পূর্বসিদ্ধান্ তথা যজ্ঞেৎ ।
 পূর্বে গণপতিং বৃষ্ট্য তদ্বহিঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥
 ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ স্বষদিক্শু সমস্ততঃ ।
 কুমুদং কুমুদাক্ষঞ্চ পুণ্ডরীকঞ্চ বামনম্ ॥ ৪৩ ॥
 শঙ্কুকর্ণং সর্বনেত্রং স্রুমুখং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
 দক্ষিণাবর্তমেতাংস্ত পূর্বাদিদলতোহর্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

বায়ুকোণে দিবা গদার, দৈশানে পদ্মের, দলসকলের বাহিরে
 বসুদেব ও দেবকীর, নন্দগোপ, যশোদা এবং পুর প্রভৃতির
 করিবে। পরে পাত্তং, অর্ঘ্য ও পুষ্প প্রদানপূর্বক
 দি দলে বলভদ্র, সুভদ্রা, রোহিণী, রেবতী, স্নদাম,
 দাম, বসুদাম ও কিঙ্কিনীর এবং দেবের বামপার্শ্বে গুরু-
 পাহুকা, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও গুরুপাহুকার অর্চনা
 করিয়া পূর্বসিদ্ধগণের পূজায় নিযুক্ত হইবে। পূর্বে গণপতির
 পূজা করিয়া তাঁহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপালের এবং
 কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, স্রুমুখ ও
 সুপ্রতিষ্ঠিত, ইহাদের দক্ষিণাবর্তক্রমে পূর্বাদিদলে পূজা করিবে।

উত্তরেশানয়োন্মধ্যে বিশ্বক্সেনং সমর্চয়েৎ ।

সম্পূজ্যেৎ হরিং ভক্ত্যা নৈবেদ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

পায়সং শর্করাপুপে খণ্ডাজ্যং কদলীফলম্ ।

সিতোপদংশমদ্রব্যং স্বর্ণপাত্রে নিবেদয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

অথবা রৌপ্যপাত্রে চ তাম্রপাত্রেহথবা পুনঃ ।

অভাবাৎ পদ্মপাত্রে বা অন্তথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥

সুবর্ণচষকে বাথ রৌপ্যে বা বিধিনা ততঃ ।

শর্করং পক্কদুগ্ধমন্নব্যাঞ্জনপায়সম্ ॥ ৪৮ ॥

নানাবিধোপহার্যাদি গোবিন্দায় নিবেদয়েৎ ।

রাজোপচারান্ দত্তান্তে স্তুত্বা নত্বা বিসর্জয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

য এবং চিন্তয়েদেবং গোপালং বিগতশ্লোহঃ ।

রাজানঃ কিকরাঃ সর্কে সামাত্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫০ ॥

উত্তর ও ঈশান এই উভয়ের মধ্যে বিশ্বক্সেনের সম্যকরূপে পূজা করিতে হইবে। এইরূপে ভক্তিসহকারে বিশিষ্ট বিধানে হরির পূজা করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। তৎকালে পায়স, শর্করা, পূপ, খণ্ডাজ্য, কদলীফল, সিতোপদংশ ও অন্ন, এই সকল দ্রব্য স্বর্ণপাত্রে অথবা রৌপ্যপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে, অভাবে পদ্মপাত্রে রাখিয়া নিবেদন করিতে হইবে। না করিলে নরকগামী হইতে হয়। অনন্তর সুবর্ণচষকে কিংবা রৌপ্যপাত্রে যথাবিধানে শর্করা সহিত পক্কদুগ্ধ, অন্ন-ব্যাঞ্জন, পায়স ও নানাবিধ উপহার গোবিন্দের উদ্দেশে নিবেদন করিবে। রাজোপচার সমস্ত প্রদান করিয়া অন্তে স্তুতি ও প্রণাম সহকারে বিসর্জন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিকামভাবে এইরূপে ভগবান্ গোবিন্দের পূজা করে, সমুদায় নরপতি অসাত্য ও ভূত্যবর্গের সহিত

রাজপুত্রাশ্চ পত্ন্যাশ্চ সৰ্ষে তস্তান্নবর্জিনঃ ।

ইহ ভূত্বা বরান্ ভোগানন্তে বিষ্ণোঃ পদং ব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

অষ্টোত্তরশতং হোমং কুর্য্যাত্তৎসংখ্যাদৃতঃ ।

হোমতর্পণয়োশ্চত্বী সাধয়েদখিলানপি ॥ ৫২ ॥

প্রাতর্হোমং প্রকুর্কীত তথা মধ্যাহ্নিনেহথবা ।

রাত্রিহোমঞ্চ সায়াহ্নে কুর্য্যাদেবং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৩ ॥

তৃতীয়কালপূজারামন্তি কালবিকল্পনা ।

সায়াহ্নে নিবসেৎ তত্র বদন্ত্যেকে বিপশ্চিতঃ ॥ ৫৪ ॥

অষ্টাদশার্ণং সায়াহ্নে রাত্রৌ চৈকদশবর্ণকম্ ।

উভয়মুত্তরেনৈব বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৫৫ ॥

এবং সমস্ত রাজপুত্র ও তাহাদের পত্নীবর্গ, সকলেই তাহার অনুগামী ও বশীভূত হয়। সে ব্যক্তি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ঐহিক সুখভোগ করিয়া অস্তে বিষ্ণুপদ লাভ করে ॥ ৩৫-৫১ ॥

ভক্তিসহকারে একশত আটটি হোম করিতে হইবে। মন্ত্র-সাধনপ্রবৃত্ত পুরুষ হোম ও তর্পণ, এই উভয়ের সমুদায়ই সম্পন্ন করিবে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, রাত্রিতে ও সায়াহ্নে হোম করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম বিহিত হইয়াছে। তৃতীয়-কালপূজার কালকল্পনা কথিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তথায় সায়াহ্নে অবস্থান করিবে। কোন কোন ব্রহ্মবাদী বলেন, সায়াহ্নে অষ্টাদশাক্ষর, রাত্রিতে দশবর্ণাঙ্গক এবং উত্তর-দিশে উভয়রূপে পূজা করিবে।

সান্নাঙ্কে ষারবত্যাঙ্ক চিত্রকোত্তানমধ্যগঃ ।

সৌগন্ধিকোৎপললসদীর্ঘিকাশতবেষ্টিতে ॥ ৫৬ ॥

নন্দনোত্তানমধ্যে তু কদম্ববনমধ্যগম্ ।

জলজল্পময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ সুরজ্জবীথিকার্বিতে ॥ ৫৭ ॥

নানারত্নময়োল্লসৎপ্রবালহারশোভিতে ।

মহারত্নময়ং গেহং মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৫৮ ॥

নারদাষ্টৈশ্চ মুনিবরৈঃ শোনকৈঃ পিঙ্গলাদিভিঃ ।

সনকাদিব্রহ্মপুত্রৈঃ পরীতং তত্বনির্ণয়ে ॥ ৫৯ ॥

নারদং পৰ্ব্বতং জিম্বুং নিশঠোদ্ধবদারুকম্ ।

বিষক্সেনঞ্চ শৈনেয়ং কৃপাদৃষ্টিবিলক্ষিতম্ ॥ ৬০ ॥

তেভ্যো মুনিভ্যঃ স্বধাম দিশন্তং পরমক্ষরম্ ।

চক্রকোটিপ্রতীকাশং বিশ্বাবকাশদীপিতম্ ॥ ৬১ ॥

সান্নাঙ্কে ভগবান্ বাসুদেবকে এইরূপে চিত্রা করিবে, -
ষারবতীতে চিত্রক উত্তানের মধ্যে যে সৌগন্ধিক উৎপলশোভিত
দীর্ঘিকাশতবেষ্টিত নন্দনবন আছে, ঐ বন পরম উজ্জল রত্নময় স্তম্ভ
ও সুরজ্জবীথিকার সুরশোভিত এবং বিবিধরত্নময় ও শোভাময়
প্রবালহারে বিরাজিত। তন্মধ্যে কদম্ব-কানন। সেই কানন
মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও মহারত্নময় গৃহে অধিষ্ঠিত আছে।

নারদ, পিঙ্গল ও শোনক প্রভৃতি মুনিবরসমূহ এবং সনকাদি ব্রহ্ম-
পুত্রগণ তত্বনির্ণয় উপলক্ষে উহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।
ভগবান্ বাসুদেব তথায় অধিষ্ঠানপূর্বক নারদ, পৰ্ব্বত, জিম্বু,
নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিষক্সেন, শৈনেয়, ইহাদিগকে কৃপানেত্রে
দর্শন করিয়া সেই সকল মুনিকে আপনার তেজোময় পরম
অব্যয় স্বরূপের উপদেশ করিতেছেন। তিনি কোটিচক্রের আয়

নানারত্নগণা কীর্ণং মহামুকুটভূষিতম্ ।
 অনেকরত্নরশ্মিভির্লসদ্ব্যকরকুণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥
 তারহারাবলীরাজলসংকোস্তভবক্ষসম্ ।
 নানারত্নগণাকীর্ণকেশুবলরাষ্টকম্ ॥ ৬৩ ॥
 বিজ্জবৎকনকাতাসপীতাঘরযুগাবৃতম্ ।
 বহুরোদারজঠরং পতীরনাতিপঙ্কজম্ ॥ ৬৪ ॥
 উত্তুঙ্গচরণাঙ্কোজলসংস্পর্গাজুগীয়কম্ ।
 প্রদীপ্তরত্নকটকতুলাকোটিধরাষিতম্ ॥ ৬৫ ॥
 শশরক্তাধরপুটমারক্তপদপঙ্কজম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মগারিণং বনমালিনম্ ॥ ৬৬ ॥

দীপ্তিমান্ এবং বিশ্বাৎকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করি-
 তেছেন। তদীয় মুকুট বিবিধ রত্নগণে সমাচ্ছন্ন। তদ্বারা
 তাঁহার নিরতিশয় শোভার বিস্তার হইয়াছে। তাঁহার মকরাকৃতি
 কুণ্ডল বিবিধ রত্নরশ্মিতে উদ্দীপিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কোস্তভ-
 মনি এবং তারহারগুচ্ছে শোভিত মুক্তাকলাপ শোভা পাইতেছে।
 তাঁহার কেশুর ও বলরাষ্টক বিবিধ রত্নগণে শোভিত। তাঁহার
 কলেবর গলিত-কনকসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট পীতাঘরযুগলে পরিবৃত।
 তাঁহার জঠর উন্নতাবনত, নাতিপঙ্কজ পতীর; চরণাশুভ
 উত্তুঙ্গ, তাঁহাতে স্পর্শে অঙ্গুগীয় শোভা পাইতেছে। তাঁহার
 কটক ও নৃপুংসর প্রদীপ্ত রত্নময়। তাঁহার অধরপুট রক্তবর্ণ ও
 পদপঙ্কজ রক্তাভ। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালা
 ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৫১-৬৬ ॥

গুহ্যজ্ঞানস্বভাবত্যাং স্মৃগুরুঃ তং পরাংপরম্ ।

অজ্ঞাননাশকামত্কারববারিদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥

সূর্য্যাকোটিপ্ৰতীকামবিদ্যাধ্বাস্তনাশনাং ।

ইত্যেবং পরমাত্মানং ধ্যানস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬৮ ॥

এবং ধ্যাত্বা মধ্যমার্চাবিধানেন প্রপূজয়েৎ ।

সহস্রৈকং জপেন্নত্ৰং হোমাদিশাংশতৰ্পণম্ ॥ ৬৯ ॥

রজতা রচিতো পাতে খণ্ডে দুগ্ধং নিবেদয়েৎ ।

পূৰ্ব্বোপচারান্ দত্ত্বাধ নমস্কৃত্য বিসৰ্জ্জয়েৎ ॥ ৭০ ॥

গৃহস্থানাংময়ং পদ্মা স্তাসিনাং হৃদয়শূভে ।

ধ্যাত্বা সংপূজ্য মুনিভির্শ্রানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ৭১ ॥

বিবিক্তো গৃহমেধী চ বনস্থোহপ্যথবা মুনিঃ ।

বাস্তুদেবং সমারাধ্য নির্ঝাণং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥

তিনি গুহ্যজ্ঞানস্বভাববশতঃ সম্যক্ গুরুভাববিশিষ্ট ও পরাংপর-
স্বরূপ, অজ্ঞাননাশকামনাপ্রযুক্ত নববারিদসম্মিত এবং অবিভাক্লপ
অঙ্ককারের বিনাশকতানিবন্ধন সূর্য্যাকোটিসদৃশ ।

ব্রহ্মবাদীরা এইরূপে পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকেন ।
এইরূপে ধ্যান করিয়া মধ্যম-অর্চাবিধানে পূজা, সহস্রৈক মন্ত্র
জপ, হোমের দশাংশ তৰ্পণ ও রৌপ্যপাতে খণ্ডদুগ্ধ নিবেদন
করিবে । অনন্তর পূর্ব্বের উপচারসকল প্রদান করিয়া
নমস্কারপুংসর বিসৰ্জ্জন করিতে হইবে । গৃহস্থগণের পক্ষে এই
প্রকারই বিধি বিহিত হইয়াছে । সন্ন্যাসীরা হৃদয়পদ্মে পূজা
করিবেন । মুনিগণের সহিত ধ্যান ও মানস উপচারে পূজা
করিতে হইবে । বৈরাগীই হউক, গৃহস্থই হউক, বনস্থই হউক,

সান্নাহে বাসুদেবঞ্চ পূজয়েদ্বিধিনা নরঃ ।
 দেবাঃ সৰ্বে নমস্তস্তি কিং পুনর্নরমকটাঃ ॥ ৭৩ ॥
 সংসারসাগরং ঘোরং বিষমং নক্রসংযুতম্ ।
 সন্তীৰ্ঘ্য বিষয়ান্ ভুক্ত্বা জ্ঞানী তৎপদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥
 হর্কাসনাং পরিত্যজ্য কোটিজন্মসমুদ্ভবাম্ ।
 একেন জন্মনা মুক্তিং যাতি কৈবল্যান্নির্মিতম্ ॥ ৭৫ ॥
 তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ ।
 দিবীষ চক্ষুরাততং সৰ্বং চ বিষয়াততম্ ॥ ৭৬ ॥
 রাজৌ চেদ্ব্যখ্যাক্রান্তমানসং দেবকীশ্বতম্ ।
 রাসগোষ্ঠীপরিশ্রান্তং গোপীমণ্ডলমধ্যগম্ ॥ ৭৭ ॥

হার মুনিই বা হউক, বাসুদেবের আরাধনা করিলে নির্বাণপদ
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সান্নাহে যথাবিধানে বাসুদেবের
 পূজা করে, নরমকটগণের কথা আর কি বলিব, সমুদার দেবতাও
 তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়রূপ
 হিংস্র প্রাণিসঙ্কুল ঘোর সংসারসাগর পার হইয়া মুক্তিলাভ-
 পুরঃসর বিক্ষুপদ লাভ করে এবং কোটিজন্মসমুদ্ভূত হর্কাসনা
 পরিত্যাগ করিয়া একজন্মেই মুক্তি প্রাপ্ত হয় । সুরিগণ বিক্ষুর
 সেই পরমপদ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, যাহা আকশ-
 মার্গে সর্বতোভাবে বিস্তৃত চক্ষুঃস্বরূপ । রাজিতে ভগবানের
 এইরূপে ধ্যান করিতে হইবে,—ভদীর চিত্তবৃত্তি মদ্ব-
 রসে আবিষ্ট হইয়াছে । তিনি রাসক्रीড়াধারা পরিশ্রান্ত হইয়া
 উঠিয়াছেন ও গোপীগণের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এবং তিনি

বৃন্দাবনগতং ধ্যায়েন্ ছায়ায়াং কল্পশাখিনঃ ।
 সুস্থিতং বেণুগায়ন্তং বনমালাপরীকৃতম্ ॥ ৭৮ ॥
 পীতাস্বরধরং শ্রামং গোপিকাসংখ্যবেষ্টিতম্ ।
 দেবাস্ত্রৈশ্চ গন্ধর্কৈরঙ্গরোতিশ্চ সেবিতম্ ॥ ৭৯ ॥
 যক্ষৈর্কিঁদ্যাধরগণৈর্কিঁহটৈর্ভূ'বিয়দৃগটৈঃ ।
 ব্রহ্মর্ষিভির্দেবর্ষিভিঃ স্মৃমানং সুবিস্মিতৈঃ ॥ ৮০ ॥
 নানাবিধৈরঙ্গরোতির্বাঁক্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ ।
 লেলিহমানং প্রণয়াং দেবজ্ঞীশতকোটিভিঃ ॥ ৮১ ॥
 ইন্দ্রীবরনিতং ব্রহ্মহৃন্দরেন্দুবরাননম্ ।
 সংকুল্পপদ্মবদনং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ৮২ ॥
 পদ্মনাভিপানিপাদং পদ্মরাগনিভাধরম্ ।
 শরণং সর্কভূতানাং গোপিকাজনবল্লভম্ ॥ ৮৩ ॥

বৃন্দাবনে কল্পতরুর ছায়ায় স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, বনমালা-
 ধারণ করিয়া বেণুতে গান করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে পীত
 বস্ত্র ও কলেবর শ্রামবর্ণ। গোপরমণীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন
 করিয়া আছেন। দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্কগণ ও অঙ্গরোগণ
 তাঁহার সেবা এবং যক্ষগণ, বিভাধরগণ, আকাশ ও পৃথিবীবিহারী
 বিহঙ্গমগণ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ বিন্মিতচিত্তে তাঁহার দর্শন এবং
 স্তকোটি দেবরমণী প্রণয়বশে তাঁহাকে লেহন করিতেছেন। তিনি
 ইন্দ্রীবরের তুল্য শোভাময়। তাঁহার বদনমণ্ডল রত্নের ন্যায়
 উজ্জল ও চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী। তাঁহার বদনারবিন্দ
 সর্কদাই প্রফুল্ল ও লোচনযুগল পদ্মপলাশপ্রতিম। তাঁহার গান,

কচিৎপরিমিলৎপঙ্কজোপরি সংস্থিতম্ ।
 কলিতানেকদেহেন নারীণাং শতকোটিভিঃ ॥ ৮৪ ॥
 বেষ্টিতং রমমাণঞ্চ গায়ন্তং দিব্যমুর্চ্ছনৈঃ ।
 ভাভ্যাং ভাভ্যাং বল্লভাভ্যাং মধ্যে মধ্যে বিরাজিতম্ ॥ ৮৫ ॥
 বধা মরকতস্তম্ভং সুবর্ণেনাভিবেষ্টিতম্ ।
 কচিদগোপাঙ্গনাবজ্রহারিণং হেলয়াস্বিতম্ ॥ ৮৬ ॥
 কচিৎসত্তং হাসন্তং জীবন্তমুপহাসটকৈঃ ।
 বিন্মিতৈর্দেবনিকটৈরর্চিতং পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ॥ ৮৭ ॥
 দেবজ্যোতির্বীজ্যমানং কামোৎকৃষ্টিবিচেষ্টিতম্ ।
 এবং ধ্যান্ধা মধুরিপুং যজ্ঞন্তং সংশিতব্রতঃ ॥ ৮৮ ॥

পাদ ও নাভি সমুদায়ই পদ্মসদৃশ এবং অধর পদ্মরাগসন্নিভ । তিনি সমুদায় দেবতার আশ্রয় ও রক্ষাহান ; গোপিকাঙ্গনের পরম প্রণয়াম্পদ । তিনি কখন ভ্রমরসংযুক্ত পঙ্কজের উপরি উপবেশন ও বিবিধ দেহধারণপূর্বক শতকোটি রমণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া রমণ ও দিব্যমুর্চ্ছনা পূর্ণ গান করেন । মধ্যে মধ্যে ছই ছই বল্লভার সহিত বিরাজিত হইয়া থাকেন । দেখিলে মনে হয়, যেন মরকতমণিনির্মিত স্তম্ভ সুবর্ণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । কখন বা লীলাসহকারে গোপরমণীদিগের বজ্রহরণ করিয়া থাকেন, কখন বা অবস্থানপূর্বক বিবিধ উপহাসকসহায়ে জৌগলকে হাস্ত করান । সেই সময়ে দেবগণ বিন্মিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন এবং দেবরমণীরা কামোৎকৃষ্টিত চেষ্টা সহকারে তাঁহাকে বীক্ষণ করেন । তগবান্ মধুসূদনকে

মিথুনৈশ্চ ষোড়শকৈঃ কেশবাদিভিরাবৃতম্ ।
 মহিষৌভিস্তথা বীতং গোপীভিরপি সৰ্বতঃ ॥ ৮৯ ॥
 এবমভ্যর্চ্য বিধিনা কাংশ্চে বা রাজতাচিত্তে ।
 পাত্রে দ্বন্ধং নিবেজ্যাহ মিথুনেভ্যস্তথার্পয়েৎ ॥ ৯০ ॥
 জপ্ত্বা স্তব্ধা নমস্কৃত্য হৃৎপদো তং বিসৰ্জয়েৎ ।
 এবমভ্যর্চ্য জগতাং পতিং শুদ্ধমনা যতিঃ ॥ ৯১ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দায়াদো ভবতি ধ্রুবম্ ।
 বিপ্রো দেবাধিপো ভূয়াৎ সাক্ষাত্তুমিপুরন্দরঃ ॥ ৯২ ॥
 ক্ষত্রিয়ো রাজবর্ষ্যশ্চ বৈশ্ণো ধনসমৃদ্ধিমান্ ।
 শূদ্রঃ স্তূথানি সর্বাদি ভুঙ্ক্ষ্য চান্তে পরং ব্রজেৎ ॥ ৯৩

এইরূপে ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে পূজা করিতে
 হইবে ॥ ৮৭-৮৮ ॥

কেশবাদি ষোড়শমিথুন, মহিষীসমূহ ও গোপীগণে সৰ্বতঃ পরি-
 বৃত সেই বাসুদেবকে উক্তরূপে বিধানানুসারে অভ্যর্চনা করিয়া
 কাংশ্চ বা রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে দ্বন্ধ নিবেদনপূর্ব্বক মিথুন সকলেরও
 পূজা করিবে । অনন্তর জপ, স্তব ও নমস্কার করিয়া তাঁহাকে
 হৃৎপদে বিসর্জন করিতে হইবে । শুদ্ধচিত্তে জগৎপতি জনার্দনকে
 উক্তরূপে অভ্যর্চনা করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি—
 এই চতুর্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে
 থাকিয়া সাক্ষাৎ দেবাধিপতি ইন্দ্ৰের স্তায় হইয়া থাকেন ।
 ক্ষত্রিয় সমুদায় রাজস্ববর্গের শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিমান্ এবং শূদ্র
 সমুদায় স্তূথভোগ করিয়া দেহান্তে পরমপ্রদ প্রাপ্ত হয় ।

এবং তে কথিতং বিপ্র সংসারভয়নাশনম্ ।

অর্চনং ত্রিবিধং যত্ন মূল্যবিজ্ঞানিকৃন্তনম্ ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

হে বিপ্র! এই আমি আপনার নিকট তিন প্রকার অর্চনার
বিধান বর্ণনা করিলাম । ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সংসার-
ভয়ের বিনাশ এবং অবিজ্ঞার মূল-উচ্ছেদ হয় ॥ ৮৯-৯৪ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষোড়শ অধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ ।

ক্ৰুহি মে বালকৃষ্ণ তত্ত্বং সৰ্ব্বজ্ঞকারণম্ ।

ব্রহ্মণা যৎ পুণ্য প্রোক্তং সেবয়া তপসাহ'র্জিতং ॥ ১ ॥

যৎ প্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যেহবিদিতং ন তে ।

যথাক্রমং কথয় মে সৰ্ব্বমেব সমাহিতং ।

শুশ্রূষা মে বলবতী গোপালশ্রাৰ্চনং প্রতি ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ ।

বাল্যন্তে কথয়াম্যদ্য দেবস্ত পরমাত্মতম্ ।

গোপনীয়ং ন তে কিঞ্চিৎ হি বেদবিদাশ্চরঃ ॥ ৩ ॥

গৌতম বলিলেন, এক্ষণে আমার নিকট বালকৃষ্ণের তত্ত্ব কীর্তন করুন। এই তত্ত্ব সৰ্ব্বজ্ঞতালভের উপায়; পিতামহ আপনার সেবা ও তপস্তাবলে যাহা আপনাকে বলিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহার প্রভাবে এই ত্রৈলোক্য আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। সমাহিত হইয়া সমুদায় যথাক্রমে আমার নিকট কীর্তন করুন। গোপালের পূজাবিধি শুনিবার নিমিত্ত আমার বলবতী বাসনার আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ১-২ ॥

নারদ কহিলেন, আমি অস্ত্র আপনার নিকট ভগবান্ বাগ্-দেবের পরম অদ্ভুত বালতত্ত্ব বর্ণনা করিব। আপনি বেদবিদ-বর্গের শ্রেষ্ঠ; সুতরাং আপনার নিকট গোপনীয় কিছুই

তপসাবশ্যমনাঃ কৃষ্ণে ভক্তোহসি নিশ্চয়াৎ ।

তারঃ প্রজাপতিঃ শক্রো যান্না চ বিন্দুরেব চ ॥ ৪ ॥

এতম্ভবরং বিদ্ধি রহস্তং পরমাত্মতম্ ।

মহাচমৎকারকরং ত্রিপুঙ্কোত্তমকারকম্ ।

চতুর্কর্গকলঙ্কাস্ত অপমাত্রেণ সিধ্যতি ।

গোপালস্তাপি যে মন্ত্রা বক্ষ্যন্তেহৈব তত্ত্বকে ॥ ৫ ॥

সন্দীপিতমনেনৈব ফলপ্রদমবেক্ষ্যতাম্ ।

চুড়ামণিরয়ং প্রোক্তো দেবস্ত শিশুরূপিণঃ ॥ ৬ ॥

অহং মূনিঃ সমাখ্যাতো গায়ত্রী হনু উচ্যতে ।

দেবতা কথিতঃ কৃষ্ণঃ সর্ককামফলপ্রদঃ ॥ ৭ ॥

সমাহারোচ্চারণোহয়ং মধ্যমস্বর ঈরিতঃ ।

নেত্রাক্রিতকর্নুর্ঘোষৈঃ কালবর্ণবিভেদিতৈঃ ॥ ৮ ॥

নাই। তপঃপ্রভাবে আপনি সর্বধা পাপবিহীন হইয়াছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিসম্পন্ন। তার, প্রজাপতি, শক্র, যান্না ও বিন্দু অর্থাৎ ও ক্লীং, ইহাই প্রধান মন্ত্র জানিবে। এই মন্ত্র পরম অদ্ভুত ও নিরতিশয় গোপনীয় এবং অতিমাত্র চমৎকারকারক ও সমুদায় ত্রিপুর্ন বিপুল বিকোভ-কারক। ইহার অপমাত্র ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। এই তন্ত্রে গোপালের অস্ত্রাস্ত্র যে সকল মন্ত্র কথিত হইবে, এই মন্ত্র দ্বারা সন্দীপিত হইলেই তৎসমস্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাই বালকরূপী ভগবান্ বাসুদেবের চুড়ামণিস্বরূপ কথিত হইয়াছে। আমি এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার হনু, সর্ককামফলদাতা ত্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা; সমাহার উচ্চারণে মধ্যম স্বর কথিত হইয়াছে। নেত্র,

পঞ্চাঙ্গানি মনোঃ কৃৎস্না ধ্যানং কুৰ্খ্যাং সমাহিতঃ ।

মথুরায়াং পুরে ধ্যায়েৎ কংসস্ত্যক্তঃপুরাজিরে ॥ ৯ ॥

স্মৃতিকাগৃহমধ্যস্থং জাতমাত্রং জগৎপতিম্ ।

সিদ্ধচারণগন্ধর্বদেবদানবকিন্নরৈঃ ॥ ১০ ॥

বক্ষরাক্ষসবেতালৈঃ খেচরৈর্দিকৃচরৈরপি ।

বিজ্ঞাধরীভির্দেবীভিঃ কিন্নরীভিঃ সমস্ততঃ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মণা তনয়ৈঃ সার্কিং বীক্ষ্যমাণং মুদাষ্মিতৈঃ ।

ইন্দ্রাদিভিঃ চ দিকৃপালৈর্লসৎকুসুমবর্ষণৈঃ ॥ ১২ ॥

চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গধরং হরিশ্চ ।

বক্ষশ্চোদ্ধে স্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে ॥ ১৩ ॥

সামশ্চোদ্ধে শাঙ্গধরুঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃকরে ।

নবীনজলদ্রব্যং পীতকৌষেয়বাসসম্ ॥ ১৪ ॥

অর্দ্ধি, তর্ক, সূর্য ও ইন্দ্র - কাল-বর্ণবিভেদক্রমে এই পঞ্চ অঙ্গ
বিধান সহকারে সমাহিত হইয়া এই মন্ত্রের ধ্যান করিবে।
মথুরানগরে কংসের স্ত্যক্তঃপুরপ্রাঙ্গণে স্মৃতিকাগৃহমধ্যে জাতমাত্র
জগৎপতির ধ্যান করিবে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, দেব, দানব,
কিন্নর, বক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, খেচর ও ভূচরসমূহ, বিজ্ঞাধরী,
কিন্নরী ও অমরজীবীন্দ্র এবং পুত্রগণের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মা
আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন এবং ইন্দ্রাদি
দিকৃপালবর্গ বিকসিত কুসুম বর্ষণপূর্বক আনন্দসহকারে তাঁহার
প্রতি অগ্নিমেঘনোজ্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি চারি বাহুতে
শঙ্খ, চক্র, গদা ও শাঙ্গধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং
তিনি সকলের হৃৎ হরণ করেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধহস্তে

বিলসৎকুণ্ডলাভোগভাস্বরে নিজমূৰ্দ্ধনি ।
 বিচিত্রাশেষসদ্রত্নশোভিস্বর্ণকিরীটকম্ ॥ ১৫ ॥
 সুগন্ধিপারিজাতৈশ্চ শোভিতাশেষকুন্তলম্ ।
 ললাটতটবিত্তস্তকন্তুরীতিলকে।জ্জলম্ ॥ ১৬ ॥
 অষ্টমীচন্দ্রশকলভালভালভলোজ্জলম্ ।
 উৎকৃষ্টজাতীয় রত্নশোভিত স্বর্ণময় কিরীট শোভা পাইতেছে ।
 মনোভবধনুঃকল্পচিল্লীচাপবিরাজিতম্ ।
 তিলপ্রসূনবিজয়িনাসাবংশবিভূষিতম্ ॥ ১৮ ॥
 পরাৰ্দ্ধচন্দ্রসঙ্কাশমুখচন্দ্রবিরাজিতম্ ।
 দাড়িমীবীজকুন্দাভদন্তপঙ্ক্তিমনোহরম্ ॥ ১৯ ॥

চক্র ও তাহার অধঃস্থ করে গদা, এবং বামদিকের উর্দ্ধহস্তে
 শাঙ্গধনু ও তাহার নিম্নস্থ করে শঙ্খ । তিনি নবীন মেঘের
 তায় শ্রামবর্ণ ও পীত কোষেয়বসনে আবৃতদেহ । তাঁহার
 মস্তক পরমশোভমান কুন্তলসংযোগে উদ্ভাসিত । তাহাতে
 উৎকৃষ্টজাতীয় রত্নশোভিত স্বর্ণময় কিরীট শোভা পাইতেছে ।
 তাঁহার কুন্তল সুগন্ধি পারিজাতকুসুমে সুশোভিত । ললাট-
 তটে বিত্তস্ত কন্তুরীতিলকসহায়ে তিনি দীপ্যমান হইতেছেন ।
 তাঁহার ভালতল অষ্টমীর চন্দ্রের তায় প্রতিভাবিশিষ্ট, তদ্বারা
 তিনি শোভা পাইতেছেন । তাঁহার লোচনদ্বয় প্রফুল্লিত
 পদ্মের তায় শোভাসম্পন্ন, তদ্বারা তিনি বিরাজমান হইতেছেন
 এবং মননের ধনুর তায় চিল্লীধনু ধারণ করিয়া তাঁহার
 অতিমাজ শোভার আবির্ভাব হইয়াছে । তিনি তিলকুসুমবিজয়ী
 নাসাবংশের সহায়তায় সান্তিশয় শোভা পাইতেছেন, তাঁহার মুখচন্দ্র

পকবিষকলোভাসিদন্তবাসোজ্জলং বিভূম্ ।
 জাঘুনদানেকরত্নক্ষুরন্নকরকুণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
 মহামরকতন্তুভাসমানভূজোৎকরম্ ।
 রত্নচামীকরাভোটৈরন্ননৈর্কলটৈর্যুতম্ ॥ ২১ ॥
 কষ্মগ্রীবাং মহোরঙ্কং মুক্তাহারবিরাজিতম্ ।
 শ্রীবৎসলাঞ্জনং ভ্রাজৎকৌন্তভোজ্জলবক্সম্ ॥ ২২ ॥
 রত্নবৈদূর্য্যখচিতকিকিণীজালমালিকম্ ।
 পট্টস্থজ্ঞেণ সন্নদ্ধমধ্যদেশোপশোভিতম্ ।
 রত্নমঞ্জোরমূলমঞ্জুশ্রীপাদপল্লবম্ ॥ ২৩ ॥

পরাক্ষচন্দ্রসদৃশ, তদ্বারা তিনি বিরাজিত হইতেছেন। তাঁহার
 দন্তপঙ্ক্তি দাড়িমীবীজ ও কুলকুম্ভের স্তায় প্রতিভাবিশিষ্ট;
 তাহাতে তাঁহার পরম শোভার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার
 অধর পকবিষকলের স্তায় অতিমাত্র উজ্জল; তদ্বারা তিনি
 অতিমাত্র শোভমান হইতেছেন। তিনি সকলের অঙ্গপ্রহ-
 নিগ্রহে সমর্থ। তাঁহার কুণ্ডল মকরাকৃতি এবং স্বর্ণ ও বহুবিধ
 রত্নসংযোগে বিরাজমান। তাঁহার ভূজসমূহ মহামরকতন্তুর
 স্তায় ভাসমান। তাঁহার অঙ্গ ও বলর রত্ন ও সুবর্ণে খচিত।
 তাঁহার বকঃস্থল বিশাল, গ্রীবা রেখাজয়ে অলঙ্কৃত, গলদেশ
 মুক্তাহারে সুশোভিত, হৃদয়দেশ শ্রীবৎস ও বিরাজমান কোন্তভ-
 সংযোগে উদ্দীপিত, কিকিণীজালমালা রত্ন ও বৈদূর্য্য মণিতে
 নির্মিত, মধ্যদেশ পট্টস্থজে সন্নদ্ধ এবং তাঁহার শ্রীপাদ-
 পল্লব রত্নময় নুপুরসংযোগে অতিশয় মনোহর হইয়াছে ॥ ৩-২৩ ॥

দেবক্যা বহুদেবেন হরেন বিধিনা তথা ।
 বিদিক্ তিষ্ঠতা স্তোত্রমুখরেন পুটাজ্জলিম্ ॥ ২৪ ॥
 মেরুশৃঙ্গপ্রভীকাশং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
 এবং ধ্যানা পরাম্বানং গুরুমাআনমেব চ ॥ ২৫ ॥
 একীভাবেন সংভাব্য ততঃ পূজনমারভেৎ ।
 কর্পূরমীলিতালোলসিতচন্দনচর্চিত্তে ॥ ২৬ ॥
 আলিখেদেবকীপূজবস্ত্রং শোভনরেখয়া ।
 শলাকয়া বৈক্রময়া হৈময়া রাজতেন বা ॥ ২৭ ॥
 কিঞ্জকরূপকং বৃত্তং ততো লেখ্যং চতুর্দলম্ ।
 ততো বৃত্তকাষ্টদলং লিখেদশদলং ততঃ ॥ ২৮ ॥
 সমরেখং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারমুশোভিতম্ ।
 বীজশোভিচতুর্দ্বারে চতুষ্কোণবিরাজিতম্ ॥ ২৯ ॥

দেবকী, বহুদেব, মহাদেব, ব্রহ্মা—ইহারা চারিদিকে অবস্থান
 করিয়া কৃতাজলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে স্তব করিতেছেন। তিনি সুরেন-
 শ্বরের স্তায় অত্যুচ্চ গরুড়ের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপে
 পরমাত্মা, গুরু ও আত্মার ধ্যান ও সকলকে একীভাবে ভাবনা
 করিয়া পরে পূজার নিযুক্ত হইবে। বিক্রমময় অথবা স্বর্ণময় কিংবা
 রৌপ্যময় মনোরম রেখাযুক্ত শলাকা দ্বারা কর্পূরমিশ্রিত
 স্বেতচন্দনে দেবকীপূজবস্ত্র অঙ্কিত করিয়া পরে চতুর্দলবিশিষ্ট
 কিঞ্জকরূপ বৃত্ত লিখিতে হইবে। অনন্তর সমরেখাবিশিষ্ট চতুষ্কোণ-
 বৃত্ত ও চতুর্দ্বারশোভিত অষ্টদল ও পরে দশদল বৃত্ত অঙ্কিত ও
 চতুর্দ্বারে বীজ বিস্তৃত করিবে।

মধ্যে সংপূজ্য দেবেশং পূজয়েচ্চ চতুর্দলে ।
 ত্রিশাত্তামীধরং দেবমাগ্নেয্যাক্ষং পিতামহম্ ॥ ৩০ ॥
 নৈঋত্যং বসুদেবঞ্চ বায়ব্যাং দেবকীমপি ।
 তথা চাষ্টস্থ পত্রেষু পূজয়েদেববল্লভাঃ ॥ ৩১ ॥
 রক্তাঙ্ঘরধরাঃ সৌম্যাঃ করাস্থজগ্ধতাস্থজাঃ ।
 সর্কালঙ্করণোদ্দীপ্তাঃ লসদ্যৌবনবিলম্বাঃ ॥ ৩২ ॥
 ত্রীমুদেবমুখাঃ স্তোত্রস্তম্ভেন্দ্রমধুভ্রতাঃ ।
 ততো দশদলে পূজ্যা লোকপালান্ততো বহিঃ ॥ ৩৩ ॥
 পুরুড়ং পশ্চিমে দ্বারে জয়ং পূর্বে প্রপূজয়েৎ ।
 বিজয়ং দক্ষিণে তদ্বারদক্ষং তথোত্তরে ॥ ৩৪ ॥
 পূর্বাঞ্জলিকরাঃ সর্কে স্তোত্রমুখরা অপি ।
 বিলম্বনমালাশ্চ পীতকৌষেয়বাসসঃ ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ বাসুদেবকে মধ্যে চতুর্দলে পূজা করিয়া ঈশান
 দিকে ঈশরের, অগ্নিকোণে ব্রহ্মার, নৈঋতে বসুদেবের, বায়ু-
 কোণে দেবকীর, অনন্তর আটটি পল্লবের প্রত্যেকটিতে ভগবানের
 অষ্টবল্লভার অর্চনা করিতে হইবে। সেই বল্লভারা সকলেই
 রক্তবস্ত্রধারিণী, সৌম্যাকৃতি, বরাভয়করপদ্মা, নানাবিধ অলঙ্কার
 ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভমানা, মনোহরা, যৌবনবিলম্ব-
 সম্পন্না এবং সকলেরই নয়নরূপ মধুকর ভগবানের মুখপদ্মে
 যেন সংজ্ঞিষ্ট।

অনন্তর দশদলে লোকপালের পূজা করিয়া পশ্চিমদ্বারে
 পুরুড়ের, পূর্বদ্বারে জয়ের, দক্ষিণে বিজয়ের, উত্তরে নারদের
 পূজা করিবে। ইহারা সকলেই কুণ্ডাজলিগুটে উচ্চৈঃস্বরে

ততঃ শঙ্খাঞ্চ চক্রঞ্চ গদাং কোমোদকৌমসি ।
 শাঙ্গাং ধনুশ্চ সংপূজ্য তদ্বাহে পূজয়েদপি ॥ ৩৬ ॥
 ঐরাবতাদীনভার্চ্য গণানষ্টৌ ততো বহিঃ ।
 কৃতো লক্ষং জপেন্নম্নং ত্রেতায়াং দ্বিগুণস্তথা ॥ ৩৭ ॥
 ত্রিলক্ষং দ্বাপরে জগুঃ। চতুর্লক্ষং কলৌ জপেৎ ।
 প্রয়োগানথ কুর্বাতি সাধকঃ সিদ্ধিলাভসঃ ॥ ৩৮ ॥
 লক্ষ্মীপ্রস্ননৈজুহুয়াচ্ছ্রিয়মিচ্ছন্নিনিদিতাম্ ।
 আজ্যোনাম্নেন জুহুয়াদাজ্যানস্ত সমুদ্বয়ে ॥ ৩৯ ॥
 আরণ্যেঃ কুশ্মৈর্ষিপ্রান্ জাতীভিঃ পৃথিবীপতীন্ ।
 প্রস্ননৈরসিঠৈর্কৈশ্চান্ শূদ্রান্ নীলোৎপলৈরপি ॥ ৪০ ॥
 বশেষুর্লবণৈঃ সর্কান্ পঙ্কজৈর্কনিতাজনান্ ।
 গোশালান্ন কৃতো হোমঃ পায়সেন সসর্পিষা ॥ ৪১ ॥

ভগবানের স্তুতি করিতেছেন এবং সকলেই শোভমান বনমালা ও গীতবর্ণ কোষেয় বসন ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৯-৩৫ ॥

অনন্তর শঙ্খ, চক্র, কোমোদকী, শাঙ্গাধনু, ইহাদের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ঐরাবতাদি অষ্ট গজের অর্চনা করিবে। সত্যযুগে এক লক্ষ, ত্রেতায় দুই লক্ষ, দ্বাপরে তিন লক্ষ ও কলিতে চারি লক্ষ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর সাধক সিদ্ধিকামনার প্রয়োগসকলের অমুষ্ঠান করিবে। সর্কধা নির্দোষ লক্ষ্মীলাভের ইচ্ছা থাকিলে লক্ষ্মীপুষ্প দান ও আজ্যান্নসমূহের জন্ত আজ্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। বস্ত্র কুশ্ম দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্মণ, জাতীপুষ্প দ্বারা ক্ষত্রিয়, অসিত পুষ্প দ্বারা বৈশ্য, নীলোৎপল দ্বারা শূদ্র, লবণ দ্বারা সকল বর্ণ ও পদ্ম দ্বারা হোম করিলে সমুদায়

গবাং শান্তিং করোত্যাণ্ড গোবিন্দো গোকুলপ্রিয়ঃ ।
 শিশুবেশধরং দেবং কিঙ্কীজালশোভিতম্ ॥ ৪২ ॥
 স্বহা প্রতর্পয়েন্নস্ত্রী হৃদ্ধবুধ্যা শুভৈর্জলৈঃ ।
 ধনং ধাত্তাংগকাদীনি প্রীতন্তস্মৈ দদাতি সঃ ॥ ৪৩ ॥
 পিণ্ডং মূলেণ বীতং দহনপুরযুগে কোণরাজংষড়্ভাং,
 কুর্ঘ্যাৎ পদ্মং দশাং ক্ষুরিতদশদলং কামবীজেন বীতম্ ।
 পদ্মং কিঙ্করসংস্থং মূরবিকৃতিদলপ্রোন্নসংষোড়শাং,
 কিঙ্কর্যে ব্যঞ্জনাত্যং বিকৃতিদলযুগে স্বর্গিতাশ্বষ্ট্রবর্ণম্ ॥ ৪৪ ॥

জীলোক বশ হইয়া থাকে । গো-শালাতে গায়স ও ঘৃত দ্বারা
 হোম করিলে গোপণের প্রিয় ভগবান্ গোবিন্দ আশু গোসকলের
 শান্তিবিধান করেন ।

কিঙ্কীজালমণ্ডিত শিশুবেশধারী ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণ
 করিয়া হৃদ্ধবুদ্ধিতে নির্মল সলিল দ্বারা তর্পণ করিলে তাঁহার
 প্রসাদে ধন, ধাত্ত ও বজ্রাদি লাভ করা যায় । আদিতে ষট্‌কোণ
 লিখিয়া তন্মধ্যে মূলবেষ্টিত বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ অঙ্কিত করিবে ।
 অনন্তর ষট্‌কোণে বক্ষ্যমাণ ছয় বর্ণ লিখিয়া তাহার উপর
 দশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার পত্রসমূহে বক্ষ্যমাণ দশবর্ণ
 লিখিবে এবং সেই সকল কামবীজে বেষ্টিত করিয়া তাহার
 উপরি ষোড়শদল পদ্ম ও তাহার কেশরসমূহে ষোড়শবর্ণ
 এবং পত্রসকলে বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর মন্ত্র ও তাহার উপরি
 দ্বাত্রিংশদল ও তাহার কেশরসমূহে ক হইতে স পর্য্যন্ত বর্ণ
 লিখিয়া পত্রসকলে বক্ষ্যমাণ অশ্বষ্ট্রভূমন্ত্র লিখিয়া এবং তৎ সমস্ত

পাশাঙ্কশাভ্যাংবীতঃ কৌলীপূরধূগামিতম্ ।

অষ্টাক্ষরেণ সংবীতঃ যজ্ঞঃ গোবিন্দদৈবতম্ ॥ ৪৫ ॥

ধর্ম্মার্থকামফলদং সর্বরক্ষাকরং স্মৃতম্ ।

পঞ্চাস্তকো ধরাসংস্থো মহাবিন্দুবিভূষিতঃ ॥ ৪৬ ॥

পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্বসিদ্ধিকরং পরম্ ।

চতুর্লক্ষং জপেদেতত্তদ্রূপাংশং হনেন্ততঃ ॥ ৪৭ ॥

তর্পয়েত্তদ্রূপাংশক দশাংশকাভিষেচয়েৎ ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্চাপি দশাংশমিতি চ ক্রমাৎ ॥ ৪৮ ॥

গণেশং ভাস্করং রুদ্রং গৌরীক পরিপূজয়েৎ ।

বিদিক্ যজ্ঞরাজস্ত স্বস্বযজ্ঞপূরঃসরম্ ॥ ৪৯ ॥

এতচ্চারণমাত্রেণ ত্রিকালজ্ঞো ভবেন্নরঃ ।

ষড়্বর্গ্নিজেন্দ্রিতং সর্বং সাধয়েন্নাজ সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥

পাশবীজে বেষ্টিত করিবে । পুনর্বার অঙ্কশবীজে বেষ্টিত করিয়া তাহার উপরি অষ্টকোণ বিধানপূর্বক তাহাতে বক্ষ্যমাণ অষ্টাক্ষর যজ্ঞবর্ণ লিখিবে । এই অষ্টাক্ষরসম্পন্ন গোবিন্দ-দৈবত যজ্ঞ ধর্ম্মার্থ-কামফল প্রদান ও সর্ববিধ রক্ষাবিধান করিয়া থাকে । মহাবিন্দুবিভূষিত ধরাসংস্থ পঞ্চাস্তক অর্থাৎ শ্রোং, পিণ্ডবীজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।

ইহার চতুর্লক্ষ জপ, তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ ও তাহার দশাংশ অভিষেক এবং তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে । গণেশ, ভাস্কর, রুদ্র, গৌরী ইহাদের স্বীয় স্বীয় যজ্ঞোচ্চারণপূর্বক যজ্ঞরাজের বিদিক্ সকলে পূজা করিবে ॥ এই যজ্ঞের ধারণমাত্রে নিশ্চয়ই ত্রিকালবিৎ হওয়া যায় এবং

অনেন সদৃশো মত্তো যন্তুকাপি ন বিচ্যতে ।

কেবলং প্রেমভাবেন কথিতং তব সূত্রত ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

আপনার ঈপ্সিত সমুদায় বিষয়ই সাধন করিতে পারা যায়।

ইহার সদৃশ যন্ত্র ও যন্ত্র দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। হে সূত্রত !

কেবল প্রেমভাব বশতঃ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৩৬-৫১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

অথ প্রয়োগান্ বক্ষ্যামি যজ্ঞরোক্তরোরসি ।
বান্ কৃতা সাধকবরো লোকজয়স্বপূজিতঃ ॥ ১ ॥
তদাস্ত্রকারিমজ্জান্ বৈ বক্ষ্যামি চ কচিৎ কচিৎ ।
বন্দে তং দেবকীপুত্রং সন্তোজাতাবুজপ্রভম্ ॥ ২ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ ।
এবং ধ্যান্যাহু মনুবরং লক্ষং ব্রাহ্মণ্যে মুহূর্ত্তকে ॥ ৩ ॥
জপ্ত্বা মেধাং পরাং প্রাপ্য কবীনাং গণীভবেৎ ।
অথবা কটিকাভাসং দ্বিভুজং লেখ্যপুস্তকম্ ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, অধুনা উত্তর যজ্ঞের প্রয়োগ-সকল কীর্তন করিব। বাহাদের অহুষ্ঠান করিলে সাধকবর লোকজয়ে পূজ্য হইয়া থাকেন। কোথাও বা তদাস্ত্রক অরিমহ্মসকলও বলিব।

সেই দেবকীপুত্রের বন্দনা করি। তিনি সন্তোজাত পদ্মের শ্যাম প্রভাসম্পন্ন; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। এইরূপে ধ্যান ও ব্রাহ্মমূর্ত্তে লক্ষ বার এই যজ্ঞবর জপ করিলে সাধক অভ্যাংকুষ্ঠ মেধা প্রাপ্ত হইয়া কবিদিগের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, অথবা কটিকের স্তায় দীপ্তিবিশিষ্ট, দ্বিভুজ,

ধারিণস্তং বিচিস্ত্যাপ লক্ষ্যং একে মুহুৰ্ত্তকে ।
 জপ্ত্বা মন্ত্রং ত্রিকালজ্ঞো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ
 অথৈবভৎসমো মন্ত্রঃ প্রোচ্যতে শূণ্ড তত্ততঃ ।
 শ্রীমৎপদং তথা চোক্ত্বা মুকুন্দচরণৌ ততঃ ॥ ৬ ॥
 সদেতি শরণমহং প্রপঞ্চে স্বাহা যুতঃ ॥
 শ্রামলঃ কোমলঃ বালঃ ক্রীড়ন্তঃ মাতুরক্ষকে ॥ ৭ ॥
 বিভূজঃ স্তনপাতারং চিস্তন্ ক্রতিধরো ভবেৎ ।
 লক্ষ্মী প্রজপেদেনং সমানং লভতে ফলম্ ॥ ৮ ॥
 কামবীজান্তম্ভোহং কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
 উপসংহৃতদিব্যাক্ষং পুরোবস্মাতুরক্ষগম্ ॥ ৯ ॥

লেখ্য ও পুস্তকধারিরূপে চিত্তা করিয়া এই মন্ত্রের এক লক্ষ জপ
 করিলে মন্ত্রী বৃহস্পতির সমান ও ত্রিকালদর্শী হইয়া থাকেন ।
 ইহার সমান অন্য মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ।—প্রথমে শ্রীমৎপদ
 উচ্চারণ করিয়া পরে মুকুন্দচরণৌ ও তদনন্তর সদেতি শরণমহং
 প্রপঞ্চে স্বাহা, এইরূপ নির্দেশ করিবে ।—যথা, “শ্রীমন্মুকুন্দ-
 চরণৌ সদা শরণমহং প্রপঞ্চে স্বাহা ।” মাতার ক্রোড়ে ক্রীড়া-
 পরায়ণ, স্তনপান-সংসক্ত, ভূজঘরবিশিষ্ট, শ্রামবর্ণ, কোমলদেহ,
 বালকরূপী বাসুদেবের ধ্যান করিলে ক্রতিধর হওয়া যায় । এই
 মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে, সমফললাভ হইয়া থাকে । কাম-
 বীজান্ত এই মন্ত্র পৃথিবীতে কি না সাধন করে ? দিব্য অক্ষয়মুদয়
 উপসংহৃত করিয়া জননীর অঙ্কে ক্রীড়ানীল, চকলবাহ ও

চলদদোশ্চরণং বালং ধ্যানেদ্বাত্রাঙ্ক্যে মুহূর্ত্তকে ।

জপ্ত্বা মনুবরো বিদ্বান্ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবিভবেৎ ॥ ১০ ॥

সৰ্ববেদার্থকুশলো জ্ঞানবান্ ভবতি ধ্রুবম্ ।

নন্দাক্রমে পর্যাটন্তং ধূলীনিচয়ধূসরম্ ॥ ১১ ॥

দীপ্তমগ্নিগণোদীপ্তং যশোদালোকনোৎসুকম্ ।

এবং ধ্যান্য মনুবরং জপেন্নিয়মমাস্তিতঃ ॥ ১২ ॥

লকৈকজপনাদন্ত কিং ন সাধ্যতি ভূতলে ।

প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়মষ্টোত্তর শতং জপন্ ॥ ১৩ ॥

অনেন মুকো মুখ্যাত্মা জড়ঃ পাষণবত্থা ।

অনেন জলপানেন সাক্ষাৎকৃপতিসন্নিভঃ ॥ ১৪ ॥

জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং ন চাত্মথা ॥ ১৪ ॥

পদ্ভ্যাং নিক্ৰিপ্য শকটং রুদন্তং প্রাকৃতং যথা ।

লক্ষং জপ্যাদিতি ধ্যান্য আপত্তো মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥

পদবিশিষ্টে, বালকৃষ্ণী বাসুদেবের ধ্যান ও ত্রাঙ্কমুহূর্ত্তে এই মনুবরজপ করিলে সাধক নিশ্চয়ই বিদ্বান্, সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ, সমুদায় বেদার্থনিপুণ ও জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন ।

নন্দের অঙ্গনে ভ্রমণশীল, ধূলিসমূহে ধূসরিতদেহ, প্রদীপ্ত-মগ্নিসমূহে সমুদ্ভাসিত, যশোদাবলোকনে উৎসুক, এইরূপে তপ্তবানের ধ্যান ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক মনুবর জপ করিবে । এক লক্ষ জপ করিলে ভূতলে কি না সিদ্ধ হয় ? প্রতিদিন প্রাতঃকালে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া জল পান করিবে ॥ ৩-১৩ ॥

এইরূপে উক্ত মন্ত্র জপ করিলে মুক, মুখ্যাত্মা ও পাষণসদৃশ জড় ব্যক্তিও সাক্ষাৎ বাকৃপতিসদৃশ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পদযুগল দ্বারা শকট নিক্ষেপ করিয়া প্রাকৃতের জায় রোদন

শক্রভ্যো ন ভয়ন্তস্ত রাজতো দদ্যতোহপি বা ।
 ন তস্ত বিজ্ঞতে ভীতিঃ কদাচিদপি সূত্রত ॥ ১৬ ॥
 অথাপরঃ প্রবক্ষ্যামি রহস্তং স্ত্ররপূজিতম্ ।
 যজ্ঞাঙ্ক সাধকবরঃ প্রয়োগফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭ ॥
 ব্রহ্মাণঃ সোমসংযুক্তং মূর্দ্ধি স্ত্ররবিভূষিতম্ ।
 বিন্দুনাদসমাক্রান্তং কল্পরাজং সমুচ্চরেৎ ॥ ১৮ ॥
 পবনং বীতিহোত্রস্থং মহামায়াস্ত্ররান্বিতম্ ।
 বিন্দুনাদসমাক্রান্তং দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চরেৎ ॥ ১৯ ॥
 বাস্তুং রেফসমায়ুক্তং চতুর্থস্ত্ররভূষিতম্ ।
 নাদবিন্দুসমায়ুক্তং তৃতীয়ং বীজমুচ্চরেৎ ॥ ২০ ॥

করিতেছেন। এই মূর্তিতে ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ করিলে
 নিশ্চয়ই আপং হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং শক্রভয়, রাজভয় ও
 দস্যভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া থাকে।

অধুনা অমরগণের পূজিত অপর রহস্ত কীর্তন করিব,
 বাহ্য অবগত হইলে সাধকবর প্রয়োগ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৫-১৭ ॥

প্রথমে প্রথম বীজ উচ্চার করিয়া পরে দ্বিতীয় বীজ উচ্চ
 করিবে। সোমসংযুক্ত, মূর্দ্ধি স্ত্ররবিভূষিত, নাদবিন্দুসমাক্রান্ত
 কল্পরাজ ব্রহ্মা প্রথম বীজের স্বরূপ।—ব্রহ্মা ক, সোম ল,
 মূর্দ্ধি স্ত্রর ঙ্গ এবং নাদবিন্দু অঙ্কস্বর,—ক্লীং; এইটি প্রথম বীজ।
 মহামায়াস্ত্ররান্বিত, বিন্দুনাদসংযুক্ত, বীতিহোত্রস্থ পবন উহার
 স্বরূপ। পবনশব্দে প, মহামায়াস্ত্ররশব্দে ঙ্গকার, বীতি-
 হোত্রশব্দে র এবং বিন্দুনাদশব্দে অঙ্কস্বর। এই সকলের যোগে
 ক্লীং; ইহাই দ্বিতীয় বীজ। অনন্তর বিন্দুসমায়ুক্ত, চতুর্থস্ত্ররভূষিত,

ধাতুং শব্দসমায়ুক্তং বিন্দুসমম্বিতম্ ।
 দৌর্গবীজমিতি খ্যাতং সমস্তাপল্লিবারণম্ ॥ ২১ ॥
 শব্দোঃ পদং বহ্নিসূতং যান্নাবিন্দুসমম্বিতম্ ।
 অশেষজগতো বীজং মহামায়েতি বিস্তৃতম্ ॥ ২২ ॥
 অনয়া যোজিতো মন্ত্রী অসাধ্যমপি সাধয়েৎ ।
 ধাতুং বহ্নিসমায়ুক্তং চতুর্থস্বরভূষিতম্ ॥ ২৩ ॥
 শ্রিয়ো বীজমিতি প্রোক্তং নৃপাং সর্বসুখপ্রদম্ ।
 বিরিকীকৃতসমায়ুক্তং চতুর্থস্বরভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥
 নাদবিন্দুকলাক্রান্তং বীজং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।
 প্রোক্তং সাত্তাক্ষরং তত্ব বৃষ্টস্বরসমম্বিতম্ ॥ ২৫ ॥
 নাদবিন্দুকলায়ুক্তং কূর্চ্চবীজমিতি স্মৃতম্ ।
 এতেষাং বীজবর্ধ্যাণাং জ্ঞাত্বা কৰ্ম্মাণি মন্ত্রবিৎ ॥ ২৬ ॥

রেফসংযুক্ত বাস্ত—এই তৃতীয় বীজ উচ্চার করিবে। বাস্তশব্দে
 শকার, চতুর্থস্বরশব্দে ঙ্কার, রেফশব্দে রকার এবং বিন্দুশব্দে
 অম্মস্বার। অতএব ত্রীং এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর দঃ এই
 চতুর্থ বীজ উচ্চার করিবে। এই বীজ সমস্ত আপৎ দূরীভূত করিয়া
 থাকে। তদনন্তর হ্রীং এই বীজ উচ্চার করিবে। ইহা সমস্ত
 জগতের বীজস্বরূপ এবং মহামায়ানামে বিখ্যাত। মন্ত্রী ইহা
 দ্বারা যোজিত হইলে অসাধ্যও সাধন করিতে পারেন। র ও
 ঙ্কারসংযুক্ত শকার অর্থাৎ ত্রীং—ত্রীবীজ বলিয়া বিখ্যাত।
 উহা দ্বারা লোকে সর্ববিধ সুখলাভ করিয়া থাকে। ক্লীং
 এই বীজ, সমুদায় বিশ্ববিমোহিত করে। হ্রঃ ইহার নাম
 কূর্চ্চবীজ। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি এই সকল প্রধান বীজের কার্য

শুক্লতঃ শাস্ত্রতঃ সম্যক্ সৰ্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ।

অন্তথা নৈব সিদ্ধঃ শ্রান্নজ্ঞঃ কল্পশতৈরপি ॥ ২৭ ॥

মেরুশ্চতুর্দশস্বরঃ অথোবহ্নিসমস্থিতঃ ।

নৃসিংহবীজমিত্যুক্তঃ ভূতাপস্মারনাশনম্ ॥ ২৮ ॥

সমাহিতমনা ভূত্বা পদ্মাকৈঃ কৃতমালয়া ।

অযুতৈকং জপেন্নজ্ঞং ব্রহ্মচারিব্রতে রতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্নায়াসেন কামাঃ স্যুর্দরিত্রশ্চ ন জায়তে ।

সৰ্কে মনোরথাস্তস্ত সিধ্যন্তীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

নিত্যং কৰ্ম্মরতঃ কৃষ্ণং বস্ত্রপুষ্পৈঃ সমৰ্চয়েৎ ।

বস্ত্রা ভবন্তি সৰ্কে চ ব্রাহ্মণা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

গোপালবেশঃ মনসা জাতীপুষ্পৈঃ সমৰ্চয়েৎ ।

বস্ত্রা ভবন্তি রাজানো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩২ ॥

শুক্ল ও শাস্ত্র এই দ্বিবিধ উপায়সহায়ে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে সমুদায় কৰ্ম্ম সম্যকরূপে সাধন করিতে সমর্থ হন । অন্তথা শতকল্পেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না । ক্ষৌঃ ইহার নাম নৃসিংহবীজ । এই বীজ জীবগণের অপস্মার বিনাশ করিয়া থাকে ।

ব্রহ্মচারিব্রত অবলম্বনপূর্বক সমাহিতচিত্ত মন্ত্রী পদ্মাকের মালা দ্বারা অযুত বার মন্ত্র জপ করিবে । তাহা হইলে অন্নায়াসেই মনোরথসকল সিদ্ধ হইবে, কখন দরিত্র হইতে হইবে না এবং সমস্ত কামনাই সকল হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৮-৩০ ॥

নিত্যকৰ্ম্মনিরত হইয়া আরণ্যকুন্ডলে কৃষ্ণের অর্চনা করিলে সমুদায় ব্রাহ্মণ বশীভূত হন, সংশয় নাই । জাতীপুষ্প দ্বারা গোপালবেশ বাসুদেবের পূজা করিলে সমুদায় নরপতি বশীভূত

তমেব রক্তপুশ্পৈস্ত বৈশ্ণা বশ্ণা ভবন্তি হি ।
 নীলোৎপলৈশ্চ শূদ্রাঃ স্মার্মাসঃ কৃষ্ণাঃ সমৰ্চয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
 জুহ্মাজন্তকুম্ভমৈশ্চিপ্রিতৈ তিলতণ্ডুলৈঃ ।
 মন্ত্ৰেণাষ্টসহস্রজ্ঞ জপ্ত্বা তন্ম ধরেদ্যতিঃ ॥ ৩৪ ॥
 ললাটে বিধুতে তন্ত সৰ্কৈ বশ্ণা ভবন্তি হি ।
 অনেন চ শরীরেণ রাজ্ঞানো বশতামিযুঃ ॥ ৩৫ ॥
 জ্বিয়ো বশ্ণা ভবন্ত্যন্ত পুত্রামাত্যাশ্চ সৰ্কথা ।
 বিবাহার্থী জপেন্নস্ত্বং মাসমষ্টসহস্রকম্ ॥ ৩৬ ॥
 রাসমণ্ডলমধ্যস্থং কৃষ্ণং ধ্যান্তা ব্রতে স্থিতঃ ।
 বিবাহরেছতমাস্তাং রম্যাং সৰ্ককুলোজ্জলান্ ॥ ৩৭ ॥

২ন; এ বিষয়ে কোনরূপ বৈধ নাই। রক্তপুশ্প দ্বারা তাঁহার
 আরাধনা করিলে সমুদায় বৈশ্ণ বশীভূত হয়। নীলোৎপল
 দ্বারা একমাস ত্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিলে সমুদায় শূদ্র বশ হয়।
 তিলতণ্ডুলমিশ্রিত রক্তকুম্ভ দ্বারা হোম ও আটহাজার মন্ত্র জপ
 করিয়া তন্মধারণ করিবে। ললাটে এই তন্মধারণ করিলে
 সকলেই ধারণকর্তার বশতা স্বীকার করে। শরীরে এই তন্ম
 ধারণ করিলে রাজগণ বশীভূত হন এবং তাঁহাদের পত্নী, পুত্র
 ও অমাত্যবর্গও সৰ্কনা বশীভূত হয়।

বিবাহার্থী এক মাস অষ্টসহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে। তৎকালে
 যতাবুষ্ঠান সহকারে রাসমণ্ডলমধ্যবর্তী কৃষ্ণের ধ্যান করিতে
 হইবে। তাহা হইলে সৰ্ককুলোজ্জলা, পরমমনোজ্ঞা, উত্তমা কস্তার
 লাগিগ্রহণ করিতে পারা যায়।

পুত্রং মে রক্ষ রক্ষতি দ্বিজেন প্রার্থিতো হরিঃ ।
 হতং পুত্রং সমাহৃত্য দদৌ বস্ত্রং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
 পুত্রকামো লভেৎ পুত্রং মাসেনৈকেন সুন্দরম্ ।
 দীর্ঘায়ুপ্রতিহতবলবীৰ্য্যসম্বিতম্ ॥ ৩৯ ॥
 কুন্দপুষ্পৈঃ সমারাধ্য কৃষ্ণং ধ্যায়েচ্চ কন্তকা ।
 মাসদ্বয়ং তথা মজ্জং জপেদষ্টসহস্রকম্ ।
 মনোরথপতিং লব্ধ্বা দীর্ঘকালঞ্চ ক্রীড়তি ॥ ৪০ ॥
 অঞ্জনং কুশুমং বস্ত্রং তাবুলং চন্দনং তথা ।
 তথাভ্রাতৃপত্ন্যপ্তোগানি স্পৃষ্টা মজ্জং শতং জপেৎ ॥ ৪১ ॥
 দাপয়েৎ বস্ত্রং বস্ত্রাভি সৌহৃদিরাদাসবদ্রশে ।
 স্নিয়ো বস্ত্রা অনেনৈব ভবন্তি মুনিসত্তম ॥ ৪২ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার পুত্রকে রক্ষা কর : ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইরূপ
 প্রার্থিত হইয়া তাহার বিনষ্ট পুত্রকে সমাহৃত করিয়া প্রদান
 করিয়াছিলেন, সেই হরিকে চিন্তা করিবে। তাহা হইলে
 পুত্রকাম ব্যক্তি একমাস মধ্যেই সুন্দর পুত্রলাভ করিয়া থাকে।
 ঐ পুত্র দীর্ঘায়ু ও অপ্রতিহতবলবীৰ্য্যসম্বিত হয়।

কুন্দপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক বিশেষরূপে আরাধনা করিয়া কৃষ্ণের
 ধ্যান ও দুই মাস অষ্টসহস্র বার মজ্জ জপ করিলে, কন্তা অভিমত
 পতি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল বিহার করিতে সমর্থ হয়।

অঞ্জন, কুশুম, বস্ত্র, তাবুল, চন্দন ও ভ্রাতৃ উপভোগসকল
 স্পর্শ করিয়া মজ্জ জপ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য যে যে ব্যক্তিকে
 দেওয়া যায়, সেই দাসের ভায় বশীভূত হইয়া থাকে।

পুরুষং বশয়েন্নরী অনেনৈব বিধানতঃ ।
 অন্নাদ্যকামঃ শ্রীপুংসৈঃ সিততত্ত্বলমিশ্রিতৈঃ ॥ ৪৩ ॥
 অষ্টোত্তরসহস্রস্ত জুহুয়াদন্নবান্ ভবেৎ ।
 বিশ্বরূপধরং ধ্যাওয়া শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।
 সমাহিতমনাঃ শ্রীমান্ বশস্বী কীর্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
 প্রেতভূতপিশাচৈশ্চ কন্দাদিগ্রহস্পীড়িতঃ ॥
 পূতনাস্তনপাতারং ধ্যাওয়া মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ৪৫ ॥
 প্রণশ্রুতি গ্রহা দুষ্টাঃ পলায়ন্ত ইত্যন্ততঃ ।
 সর্পমণ্ডলদষ্টৈশ্চ মূষিকাদিষ্টৈশ্চ দংশিতঃ ॥ ৪৬ ॥
 কৃষ্ণং কালীয়দমনং চিন্তয়িত্বা জপেন্নরঃ ।
 তর্জয়ন্তং বিষং ঘোরং হৃদ্বারেন বিনাশয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

হে মুনিসত্তম ! ইহা দ্বারা জীসকলও বশুতা পীকার করে এবং
 পুরুষকে বশীভূত করিয়া থাকে ।

অন্নাদির অভিলষী ব্যক্তি সিততত্ত্বল-মিশ্রিত শ্রীপুংস দ্বারা
 অষ্টাধিকসহস্র হোম করিলে অন্নাদি লাভ করে ।

বিশ্বরূপধরের ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে অষ্টোত্তরশত
 জপ করিলে শ্রীমান্, কীর্তিমান্ ও বশস্বী হওয়া যায় ॥ ৪২-৪৪ ॥

প্রেত, ভূত, পিশাচ ও কন্দাদি গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে
 পূতনাস্তনপাতারীর ধ্যান করিয়া শত মন্ত্র জপ করিবে । তাহাঁ
 হইলে দুষ্ট গ্রহসকল ইত্যন্ততঃ পলায়ন করিবে । সর্প ও
 মূষিকাদি দংশন করিলে কালীয়দমন কৃষ্ণের চিন্তা করিয়া মন্ত্র
 জপ করিবে । তাহা হইলে তিনি হৃদ্বার দ্বারা পীড়াদায়ক বিষকে

অত্রাপাত্তং মনুৱরং হুংবীজাজ্ঞং শৃণু ৩৭ ।
 কালীরস্ত্র কণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি চ ।
 নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥
 জরার্জোহত্যর্চয়েন্নদ্রী জপেদষ্টশতং তথা ।
 জরেণ সংস্কৃতং কৃষ্ণং বলপ্রহ্মসংনুতম্ ॥ ৫০ ॥
 দহন্তঃ বাণনগরীং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
 নিজজরেণ সংপিষ্টঃ ধ্যানা নাশয়তি জগৎ ॥ ৫১ ॥
 শীতলাকামলাদীনি তথা চাতুর্থকোঃবান্ ।
 শ্লীহন্তঃশবকুদ্বাশ্মপশ্মারিতবস্তথা ॥ ৫২ ॥
 নাশয়েন্নাদ্র সন্দেহো দৃষ্টিমাত্রেন মদ্বিকঃ ।
 গোপালং যষ্টিপাশঞ্চ ধেনুমান্দায় সংস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ধ্বংস করিয়া থাকেন। অনন্তর অন্ততর হুংবীজাজ্ঞ মন্ত্রবর
 বধাবধ শ্রবণ কর।—কালীরের কণামধ্যে যিনি দিব্য নৃত্য
 করিতেছেন, সেই নৃত্যরাজ দেবকীপুত্র অচ্যুতকে নমস্কার
 করি।

মন্ত্রী জরার্জ হইলে কৃষ্ণের অর্চনা ও এই মন্ত্র অষ্টশত জপ
 করিবে। তৎকালে জরকর্জুক তুঙ্গমান, বলরাম ও প্রহ্মারের
 সহিত মিলিত এবং গরুড়ের উপরি সংস্থিত হইয়া বাণের নগরী
 দহন করিতেছেন, এইরূপে বাসুদেবের ধ্যান করিলে সাধক
 বৈষ্ণব-জরের আক্রমণ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। অধিক কি, তিনি
 দৃষ্টিমাত্রই শীতলাকামলাদি ও চতুর্থক জর, শ্লীহা, গুগ্গ, বক্র ও
 অশ্মার প্রভৃতি বিনাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

ধ্যানা কৃষ্ণং জপেন্নরঃ পণ্ডমান্ স তু মাসভঃ ।
 রাজঃ পুরোধা ভবিতুমিতি যন্ত মতিৰ্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
 যধুসিক্তৈঃ সিতৈঃ পুষ্পৈর্হৃদ্বা তন্নগুলান্নভেৎ ।
 মহৈশ্বর্যমথ প্রাপ্য বিশ্বখ্যাতে ভবেদ্বৈবম্ ॥ ৫৫ ॥
 গোবর্দ্ধনধরং কৃষ্ণং ধ্যানা যন্ত জপেন্নরঃ ।
 বাতবর্ষাদিভির্দোরৈর্ভয়ে সম্যগুপস্থিতে ॥ ৫৬ ॥
 তন্নমাণ্ড বিনশ্রেত নাজ কার্যা বিচারণা ।
 বৃন্দাবনগতং কৃষ্ণং বৃষ্টিকামো বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫৭ ॥
 জপেদষ্টসহস্রং বৃষ্টিমায়োত্যাসংশয়ম্ ।
 এবঞ্চ মনসা ধ্যানা বৃষ্টিং বর্ষান্ চাবহেৎ ॥ ৫৮ ॥
 এবং জলাশয়ে ধ্যানা জপেদষ্টসহস্রকম্ ।
 বৃষ্টিৰ্ভবত্যকালেহপি মহতী নাজ সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

বষ্টি, পাশ ও বেণু গ্রহণ পূর্বক অবস্থিত, গোপালকল্পী
 কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া জপ করিলে একমাস মধ্যে পণ্ডমান্ হওয়া
 যায় ।

রাজার পুরোধিত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, যধুসিক্ত খেতপুল
 দ্বারা হোম করিবে । তাহা হইলে মনোরথ পূর্ণ ও মহৈশ্বর্য লাভ
 করিয়া নিশ্চয়ই বিশ্ববিখ্যাত হওয়া যায় ।

ভয়ঙ্কর বাতবর্ষাদিভয় উপস্থিত হইলে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণের
 ধ্যান করিয়া যন্ত জপ করিবে । তাহা হইলে আশু সেই ভয়
 দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই ।

বৃষ্টিকাম পুরুষ বৃন্দাবনবিহারী বাসুদেবের ধ্যান করিয়া অষ্ট-
 সহস্র জপ করিলে নিঃসন্দেহ বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয় । এইরূপে বর্ষাকালে

গায়ন্তঃ বেণুমা কৃষ্ণঃ গানকামো বিচিত্তম্ ।
 আশ্রয়শতং হুয়া কিম্বরেঃ সহ সীযতে ॥ ৬০ ॥
 জয়কামো অপেদ্বস্ত হরন্তঃ কল্পকঙ্কমম্ ।
 সংস্তভং দেবতাভিষ্ঠ গরুড়াকটমচ্যুতম্ ॥ ৬১ ॥
 শ্যাত্মা রক্তকরবীরসমিভিজু হুয়াবলী ।
 অষ্টোত্তরসহস্রং পক্ষাৎ পরাজিতো রিপুঃ ॥ ৬২ ॥
 রাজাদিত্যমাপন্নৈঃ সংশয়ৈর্দুর্গসংগিহৈঃ ।
 তুয়া দশসহস্রং তৎক্ষণাৎ শয়নৈর্দক্ষম ॥ ৬৩ ॥

মনে মনে ধ্যান করিলে বৃষ্টি সমুৎপাদন করা যায় । এই প্রকারে
 জলাশয়ে ধ্যান করিয়া আটহাজার জপ করিলে অকালেও
 মহতী বৃষ্টি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

গানকাম ব্যক্তি বেণুগানপ্রস্তুত কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া
 শত দ্বারা আটশত হোম করিলে কিম্বরের সমান গান করিতে
 পারে ॥ ৬০-৬০ ॥

জয়কাম হইয়া কল্পবৃক্ষের হরণপ্রস্তুত, দেবগণ কর্তৃক স্তুতমান,
 গরুড়াকট অচ্যুতের ধ্যান পূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া রক্ত-
 করবীরকাঠ দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে এক পক্ষ মধ্যেই
 রিপুবিজয়ে সমর্থ হয় ।

রাজাদির ভয় উপস্থিত ও দুর্গসভার সংশয় সংঘটিত
 হইলে দশসহস্র হোম করিবে; তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই তাহা দূরীভূত
 হইবে ।

নীলোৎপলাদিভিঃ পুষ্পৈরষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।

শঙ্খাদিনিধিসংযুক্তং দ্বারকামধ্যগং হরিম্ ॥ ৬৪ ॥

ধ্যাত্বা ততুলদূর্ক্যভিহঁত্বা শান্তিকমাহরেৎ ।

কদম্বমূলে গায়ত্র্যং গোপালং বনমালিনম্ ॥ ৬৫ ॥

কদম্বপুষ্পৈঃ সংস্পৃষ্টং চিত্তমিতি জনার্দনম্ ।

অপার্মার্গশতেহঁত্বা জপেদষ্টসহস্রকম্ ॥ ৬৬ ॥

সর্কান্ কামান্ বশীকৃত্বা আশু বিজ্ঞো ভবত্যপি ।

রাজদ্বারে সজ্জারাক্ষ্য ব্যবহারে চ মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৭ ॥

মন্ত্রমষ্টশতং জপ্ত্বা প্রথমং বাক্যমুচ্চরেৎ ।

অনেনৈব বিধানেন সর্কত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

মোক্ষকামো জপেদ্যন্ত পুণ্ডরীকাক্ষমব্যয়ম্ ।

সনকাস্তৈঃ স্তুতং কৃষ্ণং শুক্লাবরধরং পরম্ ॥ ৬৯ ॥

দ্বারকামধ্যে বর্তমান ও শঙ্খাদি-নিধিসম্পন্ন ভগবান্ হরিকে
দ্যান এবং নীলোৎপলাদি পুষ্প ও ততুলদূর্ক্যাদি দ্বারা অষ্টাধিক-
সহস্র হোম করিলে শান্তিলাভ করা যায় ।

কদম্বমূল আশ্রয়পূর্বক সজীতে সমুত্তত, বনমালাবিভূষিত ও
কদম্বকুসুমসমূহে অলঙ্কৃত, গোপালরূপী জনার্দনের চিত্তা করিয়া
অপার্মার্গশত দ্বারা হোম করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে সমুদায়
কামনা শীঘ্র সম্পন্ন ও বিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে এবং রাজদ্বার,
সভা ও ব্যবহার সর্কত্রই মন্ত্রবিৎ হওয়া যায় । আটশত জপ
করিয়া প্রথমে বাক্য উচ্চারণ করিবে । এইরূপ বিধির অনুষ্ঠান
করিলে সর্কত্র বিজয়ী হইয়া থাকে ।

মোক্ষকাম হইয়া সনকাদি মুনিগণে অভিষ্টুত, শুক্লাবরধারী

শব্দচক্রধরঃ ধ্যানা মন্ত্রং লক্ষ্যং জপেন্নরঃ ।
 তারাত্যাং পুটিতং কৃৎষা বিধিবৎ স্থানমাপ্নিভঃ ॥ ৭০ ॥
 চক্রাজমণ্ডলে কৃৎষ্যং পূজয়ন্ত ভক্তিমাযবহন ।
 সংসারসাগরাৎ সন্তো যুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥
 ব ইচ্ছেদ্রাক্ষণো মন্ত্রী বশীকর্তৃং জপজয়ম্ ।
 বঠৈশ্বনোহঠৈঃ পুটৈশ্চৈবৈবুঃ গায়ন্তমচ্যুতম্ ॥ ৭২ ॥
 প্যাভা সম্পূজ্য বিধিবল্লকমেকং সহোমকম্ ।
 জপ্ত্বা সমস্তলোকানাং প্রিয়ো ভবতি নাত্রথা ॥ ৭৩ ॥
 দেবোপমঃ সুখঃ ভুক্ত্বা বাতি বিকৃতভুং দ্বিজ ।
 অর্চয়েন্ননসা কৃৎষ্যং সহস্রং প্রত্যাহং জপেৎ ॥ ৭৪ ॥
 বৎসরান্নভতে মোক্ষং বজ্রজ্ঞাত্বা ন নিবর্ততে ।
 বর্ণিনাঞ্চ গৃহস্থানাং ভ্রাসিনামপ্যায়ং বিধিঃ ॥ ৭৫ ॥

পরোপররূপী, অবিনাশিস্বরূপ, পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের ধ্যান ও
 বিধিবৎ স্থান আশ্রয় পূর্বক তারদ্বয় সহ পুটিত করিয়া লক্ষ
 মন্ত্র জপ এবং ভক্তিপূর্বক চক্রাজমণ্ডলে তাঁহার পূজা করিলে
 সংসারসাগর হইতে সন্ত মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৭০-৭১ ॥

যে মন্ত্রসাধক ব্রাহ্মণ ত্রৈলোক্য বশ করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি
 মনোহর আরণ্যকুস্থম প্রদানপূর্বক বেণুগানপ্রবৃত্ত অচ্যুতের ধ্যান
 ও বিধি অনুসারে পূজা করিয়া হোমসহকারে এক লক্ষ জপ
 করিলে সমস্ত লোকের প্রিয় হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই
 এবং দেবোপম সুখভোগ করিয়া অস্ত্রে বিকুর সাক্ষ্য লাভ
 করেন । মনে মনে কৃষ্ণের অর্চনা করিয়া প্রত্যাহ সহস্র জপ
 করিলে বৎসরমধ্যে মোক্ষলাভ হয় ; পুনরায় সংসারে আসিতে

মেধাকামো হ্রেনদগৌ পালাশৈরাজ্যমিশ্রিতৈঃ ।
 সমিষ্টিঃ পূর্ববক্ষ্যাত্মা মেধা স্তাদতিমাহুযৌ ॥ ৭৬ ॥
 বাচমিচ্ছন্ লভেদ্বাচং ব্রাহ্মে জপ্তা মুহূর্ত্তকে ।
 শতং শতঞ্চ যগ্নাসং বাগ্মী চাপি স্মধীৰ্ত্তবেৎ ॥ ৭৭ ॥
 শত্ৰুণাং জয়কামস্ত পারিজাতহরং হরিম্ ।
 গরুড়ারোহণং ধ্যাত্বা জিহ্বাশেষদিবৌকসঃ ॥ ৭৮ ॥
 সমিষ্টিচাপি জুহুয়াৎ করবীরসমুদ্ভবৈঃ ।
 লক্ষং জপ্তা তথা লক্ষং জুহুয়াৎস্ববিভ্রমঃ ॥ ৭৯ ॥
 জিহ্বা শত্ৰুগণানেনতান্ নাক্রান্ত্য চ যথাবিধি ।
 প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্বস্ত ভগবন্তং বিচিন্ত্য চ ॥ ৮০ ॥

হর না। বর্ণী, গৃহী, সম্রাটী—সকলেরই পক্ষে এইরূপ
 নিয়ম।

মেধাকাম ব্যক্তি আজ্যমিশ্রিত পলাশকাঠ দ্বারা অগ্নিতে
 হোম করিয়া পূর্বের ত্রায় ধ্যান করিলে অতিমাহুযৌ মেধালাভে
 সমর্থ হয় ॥ ৭২-৭৬ ॥

বাগ্মিহু লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ছয় মাস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শত
 শত জপ করিলে বাক্যলাভে সমর্থ, বাগ্মী ও স্মধী হইয়া
 থাকে।

প্রতিপক্ষ জয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, গরুড়ারোহণে সমুদায়
 দেবতা জয় পূর্বক পারিজাতহরণোত্ত হরির ধ্যান করিয়া
 করবীরসমুদ্ভব সমিধ দ্বারা লক্ষবার হোম ও লক্ষবার জপ করিলে,
 শত্ৰুজয় হইয়া থাকে ; কোন কালেই কোন ব্যক্তি আক্রমণ করিতে
 পারে না।

শঙ্খপদ্মনিধিযুতং বসন্তং দ্বারকাং পুরীম্ ।

যাত্বা তিলাজ্যচকুভিজ্জুহুয়াৎ সিততণ্ডুলান্ ॥ ৮১ ॥

অষ্টোত্তরসহস্রং বৈ প্রতিষ্ঠাং লভতে ঋবম্ ।

সৰ্ব্বাংলোকান্ বশীকৰ্ত্তুং কাময়ন্ পঙ্কজাসনে ॥ ৮২ ॥

কদম্বমালয়া নিত্যং ভগবন্তমলঙ্কৃতম্ ।

সনকাঠৈঃ প্রার্থ্যমানঃ যোগিভির্গোপবেশকম্ ॥ ৮৩ ॥

বিচিত্রপুষ্পমালাভিভূষিতং বনমালয়া ।

কদম্বমূলে গায়ন্তং চিত্রয়েৎ সৰ্ব্বনাগকং ॥ ৮৪ ॥

সমিষ্টিরপ্যাপ্যামাগৈরষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।

সৰ্ব্বাংল্যযুক্তৈজ্জুহুয়াৎ সৰ্ব্বলোকবশী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

মুমুক্ভিভগবন্তং পুণ্ডরীকদলেক্ষণম্ ।

সনকাঠৈশ্চিত্ত্যমানঃ সিদ্ধৈরষ্টৈশ্চ যোগিভিঃ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি দ্বারকানগরে বিদ্যমান শঙ্খপদ্মনিধিসম্পন্ন ভগবানকে চিন্তা করিয়া প্রতিষ্ঠা সমাহিত করে এবং ধ্যান করিয়া তিল, আজ্য ও চকুমিশ্রিত সিততণ্ডুলে অষ্টাধিকসহস্র হোম করিয়া থাকে, তাহার নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠালাভ হয় ।

সমুদায় লোককে বশীকৃত করিতে অভিলাষী হইলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কদম্বমালায় অলঙ্কৃত, সনকাদি যোগিগণের প্রার্থিত, বিচিত্র পুষ্পমালায় বিভূষিত, বনমালায় মণ্ডিত, কদম্বমূলে গানপনাগ, সকলের অধিপতি গোপবেশধারী ভগবানের ধ্যান করিয়া মধু ও আজ্যমিশ্রিত অপামার্গকাঠ দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে সৰ্ব্বলোক বশ করিতে পারিবে ।

মৌক্তিকাম পুরুষগণ, সনকাদি অজ্ঞান সিদ্ধ যোগিগণ,

ব্রহ্মেশ্বরমুখৈর্গণৈশ্চাপি দিবৌকসাম্ ।
 প্রহ্লাদপ্রমুখৈর্ভক্তৈরনৈশ্চাপি মহাত্মতিঃ ॥ ৮৭ ॥
 হৃৎপদ্মকর্ণিকোত্ত্বদ্বিবিয়সিঃ হাসনোপরি ।
 ধ্যাত্বৈবঃ পরমাত্মানং যশোদানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৮ ॥
 পলাশতুলসীপটৈঃ সৌবর্ণকুমুদৈঃ শুভৈঃ ।
 মানসৈর্ক্কা যথাশক্ত্যা অর্চয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৮৯ ॥
 আত্মানং দেবকীপুত্রং লীলাষষ্টিধরং স্মরেৎ ।
 যদ্বৎ কাময়তে মন্ত্রী তত্তদাপ্নোত্যবদ্বতঃ ॥ ৯০ ॥
 অনেন বিধিনা সর্কং সাধয়েৎ পরমাত্মনঃ ।
 যোক্তয়েচ্চ চতুর্ধেন বিষ্ণোষ্টৈশ্চ বুদ্ধিমান্ ।
 তৃতীয়েনার্চনং বিভাষ্য ধ্রুবা সহ বিষ্ণুনা ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহাদেব প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি
 অত্যাশ্রয় মহাত্মা ভক্তগণ হৃৎপদ্মকর্ণিকারূপ উত্ত্বদ্বিবিয় সিংহাসনে
 বাহ্যর চিন্তা করেন, যশোদার আনন্দবর্দ্ধন, পদ্মলোচন সেই
 পুরুষোত্তম পরমাত্মার ঐরূপে ধ্যান করিয়া পলাশ-তুলসীপত্র,
 পবিত্র সৌবর্ণকুমুদ, অথবা মানস উপচার দ্বারা পূজা এবং আত্মা
 ও লীলাষষ্টিধর দেবকীপুত্র—উভয়কে অভিন্নরূপে চিন্তা করিবে ।
 তাহা হইলে অনাগ্রাসেই সমুদায় কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই
 প্রকার নিয়মে পরমাত্মার সমুদায় প্রয়োগ সম্পাদন করিতে হইবে ।
 বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চতুর্থ বিধানেও বিষ্ণুর যোজনা করিতে পারে এবং
 তৃতীয় বিধানে ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর অর্চনা করিবে ॥ ৭৭-৯১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশোঃপাঠঃ

—:—

অথাপরান্ প্রবক্ষ্যামি প্রয়োগান্ ভুবি দুর্লভান্ ।

যৎ কৃৎস্না মানবঃ সম্যক্ সজ্জা দেবত্বমুচ্ছতি ॥ ১ ॥

নাসাধ্যং বিজ্ঞতে তস্মৈ ভুবি স্বর্গে রসাতলে ।

নিশিতশরনির্ভিন্নভীষ্মতাপহারোহরিঃ ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্যা পীযুষবর্ষণ্যা কারুণ্যাতঃ বিলোকয়ন্ ।

এবং ধ্যাত্বায়ুতজপাদসাধ্যজরনাশনম্ ॥ ৩ ॥

মূৰ্চ্ছাদাহপদাশ্ফোটবিষকীটসমুদ্ভবম্ ।

নাশয়েদ্ধাহমচিরাদমৃতৈঃ সহস্রং হনেন ॥ ৪ ॥

কাশীরাজেন প্রহিতাং কৃত্যাং তাং ষারকাপুরীন্ ।

নিজ্জারিণা তাং ছিদ্ভাঙ তৎ পুরীং চক্রতেজসা ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি পৃথিবীতে দুর্লভ অজ্ঞাত প্রয়োগ সমস্ত কীর্তন করিব ;
 বাহার অমুষ্ঠান করিলে লোকমাত্রই সম্যক্ রূপে সত্ত্ব দেবত্ব লাভ
 করে ; তখন জিলোকে তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না ।
 কারুণ্যবশতঃ অমৃতবর্ষণী দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া নিশিতশরে
 নির্ভিন্নদেহ ভীষ্মের সন্তাপ হরণ করিতেছেন ; এবংবিধ মূর্তিতে
 হরির ধ্যান করিয়া অমৃত জপ করিলে অসাধ্য জর বিনষ্ট এবং
 মূৰ্চ্ছা, দাহ, শ্ফোট ও বিষকীটসমুদ্ভূত দাহ অচিরাৎ নিরাকৃত হয় ।
 অমৃতদ্বারা সহস্রবার হোম করিবে ।

কাশীরাজ ষারকাপুরীর উদ্দেশে কৃত্যা প্রেরণ করিলে ভগবান্
 হরি তাহা হেদন ও চক্রতেজের সহারে তাঁহার পুরীর দহন

দহন্তঃ তং হরিং স্মৃত্বা জপেনমুতমাদরাৎ ।
 স্নগ্নেহাক্তৈঃ সৰ্ষপৈশ্চ হুনেদ্রাক্রৌ তথাগুতম ॥ ৬ ॥
 কৃত্যঃ পরেরিতান্তস্ত ন গ্রসন্তি কদাচন ।
 ডাকিনী পুতনা কৃত্যা বক্ষপদগরাক্ষসাঃ ॥ ৭ ॥
 অস্ত্রে বৈ ক্রুরসঙ্ঘাশ্চ প্রয়োগাজ্জপহোময়োঃ ।
 দেশাদেশান্তরং যাস্তি ন সমৰ্থাশ্চ হিংসিতুম্ ॥ ৮ ॥
 ধাত্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং ব্যক্তবিশ্ববিকাশকম্ ।
 সূর্য্যাকোটীপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিশুশীতলম্ ॥ ৯ ॥
 এবং ধাত্বা চ মতিমান্ লক্ষমেকং জপেন্নমুতম্ ।
 জুহুয়াদমুতং ভক্ত্যা শতবীৰ্য্যাকুরত্রিকৈঃ (দূৰ্কা যন্ত ধ্যাতিঃ) ॥ ১০ ॥
 অকালমৃত্যুনাশায় সত্যমেতৎ পরং পদম্ ।
 যত্নাঞ্জয়ং হরিং ধাত্বা সৰ্ব্বপাপৈর্বিমুচ্যাতে ॥ ১১ ॥

করিয়াছিলেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া, সবচেহে অবুত জপ এবং
 স্নগ্নেহাক্ত সৰ্ষপ দ্বারা রাত্রিতে হোম করিলে পরপ্রেরিতকৃত্য
 কখন তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং ডাকিনী,
 পুতনা, কৃত্যা, বক্ষ, বাক্ষস, পিশাচ ও অত্যাভ্র ক্রুর প্রাণী সকল
 জপ ও হোমের প্রয়োগনাত্র দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে;
 তিংসা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১-৮ ॥

কোটি সূর্য্যের ত্রায় তেজঃপুঞ্জশরীর ও কোটি চক্রেয় ত্রায়
 পরমশীতলস্বভাব, সমুদায় বিশ্বব্যাপী, ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান
 করিয়া, মতিমান্ পুরুষ এক লক্ষ জপ ও ভক্তিসহকারে দূৰ্কা দ্বারা
 অবুত হোম করিবে। ইহার অনুষ্ঠান করিলে অকালমৃত্যু বিনষ্ট

আসীনমাত্রমে দিব্যে বদরীষণ্ডমণ্ডিতে ।

স্পৃশন্ বৃহদ্র্যং হস্তাভ্যাং ষট্টাকর্ণকলেবরম্ ॥ ১২ ॥

এবং ধ্যানা জপেন্নাসমষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।

সমস্তবিপদাং মন্ত্রী প্রশমায় শবায় চ ॥ ১৩ ॥

সমতা সর্বভূতেষু আশু নির্দোষদায়িনী ।

নিশীথে রথমারুঢ়ং তর্জয়ন্তং মুহমূহঃ ॥ ১৪ ॥

ধাবমানঃ ত্রিগুণং অনুধাবনমচ্যুতম্ ।

বিন্ধ্যজ্ঞাপনজেন নয়ন্তং দূরদেশতঃ ॥ ১৫ ॥

উচ্চাটনং ভবেৎ সদ্যো ত্রিগুণং লক্ষজাপতঃ ।

ঐশ্বর্যন্তং কল্পিবলৌ পাণ্ড্যমধ্যস্থিতং হরিম্ ॥ ১৬ ॥

হয় । এই বাক্য সর্বথা সত্য । যত্নাঞ্জয়রূপী হরির ধ্যান করিলে, সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৯-১১ ॥

বদরীষণ্ডমণ্ডিত দিব্য আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া, সুবিশাল বাহু-
যুগল দ্বারা ষট্টাকর্ণের কলেবর স্পর্শ করিতেছেন । এইরূপে ধ্যান
করিয়া, এক মাস অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে সমস্ত বিপৎ
নিরাকৃত, শান্তি অধিগত ও সর্বভূতে নির্দোষদায়িনী সমতা সঞ্চিত
হইয়া থাকে ।

নিশীথে রথে আরোহণ করিয়া, ধাবমান ত্রিগুণের অনুধাবন
পূর্বক মুহমূহঃ তাহাদের তর্জন ও শরনিকর প্রয়োগ পুরঃসর
তাহাদিগকে দূরদেশে বিতাড়িত করিতেছেন ; এইরূপে ধ্যান
ও লক্ষ জপ করিলে সন্ত ত্রিগুণ উচ্চাটিত হইয়া
থাকে ।

পাণ্ড্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, কল্পির সৈন্ত সকলকে বিধেবিত

ধ্যান্ধা লক্ষং মনুবরং নিষম্বেহবিমিশ্রিতম্ ।

তদন্তে জুহুমান্দ্রী গুলিকা গোময়োত্তবাঃ ॥ ১৭ ॥

এবং প্রয়োগমাত্রেণ বৈরন্তং জায়তে মিথঃ ।

অন্তোহস্তকলহেতৈব দেশাদেশান্তরং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥

বিদ্বিষ্টস্তত্র তত্রাপি কাকবৎ পর্য্যটনান্বহীম্ ।

পার্শ্বে দিশন্তং গীতার্থং রথস্থং মধুহৃদনম্ ॥ ১৯ ॥

রাজমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রায়ুতসমপ্রভম্ ।

ধ্যান্ধায়ুতঃ মনুবরং শমায় প্রজপেৎ স্বধীঃ ॥ ২০ ॥

অনেন জপমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।

স্থানে হৃষীকেশ তবেত্যাदिभक्तान्नाয় বৈ ॥ ২১ ॥

করিতেছেন, এই মূর্তিতে ধ্যান করিয়া, লক্ষ জপ ও তদন্তে গোময়সমুত গুলিকা দ্বারা হোম করিবে। এই প্রকার প্রয়োগ-মাত্রে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত ও কলহ সংঘটিত হইলে, শত্রু সকল দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে এবং তত্তৎস্থলে বিদ্বিষ্ট হইয়া, কাকের স্থায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকে।

রথে আরোহণ করিয়া, অর্জুনকে গীতার অর্থ নির্দেশ করিতে-ছেন এবং অযুত স্বর্ঘ্য ও অযুত চন্দ্রের স্থায় প্রতিভাবিস্তার সহ-কারে রাজমণ্ডলমধ্যে বিরাজমান হইতেছেন; এই প্রকার মূর্তিতে ধ্যান করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি শান্তির জন্ত অযুত জপ করিবে। জপমাত্র পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে ?

হে হৃষীকেশ ! তোমার নাম সংকীৰ্ত্তনমাত্র সমস্ত জগৎ প্রকৃষ্ট ও অমুরাগে আবিষ্ট হয়। ইত্যাদি হৃদে, অর্জুন

গায়ত্রীচ্ছন্দোবলিতং বিশ্বাত্মাকৃষ্ণদৈবতম্ ।
 সপর্য্যাপ্ত পূৰ্ব্ববৎ প্রোক্তা সাধয়েৎ সকলোপশিতম্ ॥ ২২ ॥
 শ্রীবীজাত্মৈদ্যজ্ঞপেন্নগ্নবরৌ ধ্যান্বিতা চ পূৰ্ব্ববৎ ।
 লক্ষ্যকল্পপমাত্রেণ কুবের ইব মোদতে ॥ ২৩ ॥
 অগ্নদৈবতগোপালং বক্ষোহন্তঃ শৃণু তত্ত্বতঃ ।
 অগ্নরূপরসরূপভূষ্টরূপপদোপরি ॥ ২৪ ॥
 অগ্নাধিপত্যে স্বাহা সোহগ্নমগ্নাধিপো মনুঃ ।
 শ্রীবীজাত্মো মনুঃ প্রোক্তোহপ্যগ্নরত্নসমৃদ্ধিদঃ ॥ ২৫ ॥
 আচক্রাত্তনকংষ্টিঃ শ্রান্নারদোহন্ত মূনিঃ স্মৃতঃ ।
 গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং দেবশ্রান্নপ্রদো হরিঃ ॥ ২৬ ॥
 ধ্যানার্চনাদিকং সৰ্ব্বমস্ত পূৰ্ব্ববদাচরেৎ ।
 য এবং চিন্তয়েন্নগ্নী ন তু সৰ্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ॥ ২৭ ॥

বাহার ঋষি, গায়ত্রী বাহার ছন্দ, বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ বাহার দেবতা,
 তাঁহাকে পূৰ্ব্বের ত্রায় পূজা করিবে, ইহা দ্বারা সকল অতীষ্ট সাধন
 করা যায় । শ্রীবীজাত্ম সহায় পূৰ্ব্বের ত্রায় ধ্যান করিয়া, মন্ত্রবরদ্বয়
 জপ করিবে । এক লক্ষ জপ করিলে কুবেরের ত্রায় সুখভোগে
 সমর্থ হওয়া যায় ॥ ২২-২৩ ॥

অন্তবিধ অগ্নদৈবত গোপালের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 অগ্নরূপ, রসরূপ, ভূষ্টরূপ পদের উপরি অগ্নাধিপত্যে স্বাহা এইরূপ
 পদবিদ্যাস করিবে । ইহার নাম অগ্নাধিপ মন্ত্র । এই মন্ত্র
 শ্রীবীজাত্ম বলিয়া বিখ্যাত এবং অগ্ন ও রত্নসমৃদ্ধি বিধান করিয়া
 থাকে । চক্রাদি ইহার অঙ্গ, নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ও
 অর্চনাদি সমুদায় পূৰ্ব্বের ত্রায় বিধান করিবে । যে মন্ত্রী সাধক

আকৃত্য স্বর্ণপাত্রঞ্চ কালিতং শুদ্ধবারিণা ।
 বিলিপ্য গন্ধপঙ্কজেন লিখেদষ্টদলপদ্মম্ ॥ ২৮ ॥
 কর্ণিকারাং লিখেদ্বক্রেঃ পুটিতং মণ্ডলদ্বয়ম্ ।
 (দ্বিবক্ৰিপুটিতং ষট্‌কোণমিত্যর্থঃ) ।
 তন্মধ্যে বিলিখেৎ কামং সাধ্যাখ্যং কৰ্ম্মসংযুক্তম্ ॥ ২৯ ॥
 তত ইষ্টৈশ্চনোৰ্কৈর্গৈল্লভং কামং বেষ্টয়েৎ সুধীঃ ।
 শ্লিষ্যং ষট্‌কোণকোণানামৈল্লনেৰ্দ্ধাতবায়ুযু ॥ ৩০ ॥
 আলিখেচ্চ লিখেদ্বারাং বহুবক্ৰণশ্লিষু ।
 অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরেষু চ ॥ ৩১ ॥
 মারমালামনোৰ্কৈর্গৈর্দলেদ্বষ্টৈশ্চ মন্ত্রবিৎ ।
 লিখেদ্গুহাতরৈর্কৈর্গৈশ্চাতৃকাং তদ্বহির্লিখেৎ ॥ ৩২ ॥

এই প্রকার চিন্তা করে, তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধি সংঘটিত হয় ॥ ২৪-২৭ ॥

স্বর্ণপাত্র আহরণ, শুদ্ধ সলিলে প্রক্ষালন ও গন্ধপঙ্কে বিলিপন
 করিয়া অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। কর্ণিকাতে ষট্‌কোণ অঙ্কিত
 করিয়া, তাহার মধ্যে সাধ্যাখ্য-কৰ্ম্ম-সংযুক্ত কামবীজ ত্রুস্ত ও পরে
 তাহা ইষ্ট মন্ত্রবর্ণে ব্যাপিত করিবে। ষট্‌কোণে ঐল্ল, নৈৰ্দ্ধাত ও
 বায়ুকোণে ত্রীবীজ এবং জগ্ধি, বক্রণ ও ঈশানে মারাবীজ
 ত্রুস্ত করিয়া অক্ষর ও কামগায়ত্রী দ্বারা কেশরসমূহ বেষ্টন
 করিতে হইবে। পরে মন্ত্রের বর্ণ দ্বারা কামবীজসমূহ অষ্টদলে
 লিখিয়া, তাহার বহির্দেশে গুহাতর বর্ণে মাতৃকা অঙ্কিত
 করিবে ॥ ২৪-৩২ ॥

ভূবিষয় লিখেযাহে ত্রীমায়ে দীর্ঘদিক্‌পি ।
 মন্ত্রমেবং সমালিখ্য জাতরূপময়ে তটে ॥ ৩৩ ॥
 রাজতে তান্নপাত্রে বা ভূক্ষে ক্ষৌমময়েহপি বা ।
 হৃদ্যতন্তময়ে বাপি প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানতঃ ॥ ৩৪ ॥
 আকর্ষণং নরজীবাং নাগলোকবিলাসিনাম্ ।
 পিশাচবক্ষরকাংসি ক্রুরগ্রহাশ্চ যে স্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
 ছষ্টমস্তাশ্চ মে সর্কে পরিসর্পন্তি ভূতলে ।
 বহ্নরাজধরং দৃষ্ট্বা বিজবন্তি দেবতি চ ॥ ৩৬ ॥
 বহ্না কিনিভোক্তেন সর্কলোকস্থখাবহম্ ।
 স্ত্রীণামাকর্ষণং রাজ্ঞা লোকবৎসকং ভূবি ॥ ৩৭ ॥
 যোগসিদ্ধিকরং পুংসাং ভবসাগরতায়কম্ ।
 ভুক্তিমুক্তিকরং বসমিতি প্রোক্তং নরপুংসা ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর বাজে ভূবিষয়, দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে ত্রী ও মারাবীজ
 তত্ত্ব করিতে হইবে। এইরূপে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণনির্মিত, রক্ত-
 নির্মিত অথবা তাম্রনির্মিত পাট্রে কিংবা ভূক্ষপট্রে
 অথবা ক্ষৌমময় কিংবা হৃদ্যতন্তময় আধারে প্রতিষ্ঠাপিত করিলে,
 দেবপত্নীগণ এবং নাগলোকবিলাসিগণও আকৃষ্ট হইয়া থাকে।
 এই বস্ত্র ধারণ করিলে পিশাচ, মক্ষ, বাকস, ক্রুরগ্রহ ও
 অস্ত্রান্ত ছষ্ট প্রাণী সকল দর্শনমাত্র দূরে পলায়ন করে। অধিক
 আবশ্যক কি, এই মন্ত্র সকল লোকেরই সুখসমুদ্ভাবন, জীর্ণের
 আকর্ষণ, নরপতিগণের বশীকরণ, যোগসিদ্ধিসম্পাদন, ভবসাগর
 উত্তরণ ও ভুক্তিমুক্তি সংসাধন করে। স্বয়ং ব্রহ্মা এই প্রকার
 নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৩-৩৮ ॥

বাস্তং বাস্তং সমারুঢ়ং যান্নাবিন্দুবিত্তম্ ।

প্রিয়ো বীজমিতি প্রোক্তং নৃণাং সন্তঃ স্তম্ভপ্রদম্ ॥ ৩৯ ॥

আদৌ ক্লীকারমুচ্চাখ্য কামদেবপদং বদেৎ ।

চতুর্থান্তঃ বিদ্যহে চ পুষ্পবাণায় তৎপরম্ ॥ ৪০ ॥

ধীমহীতি পদং প্রোক্ত্য তন্মোহনমঃ প্রচোদয়াৎ ।

এবা মন্থথগায়ত্রী প্রোক্তা মন্থথদীপনী ॥ ৪১ ॥

কামং নারীঞ্চ সংভাব্য ততঃ কামপদং বদেৎ ।

দেবায়ৈতি পদং ক্রয়াজ্ঞায়া সৰ্বজনং পদম্ ॥ ৪২ ॥

প্রিয়ায়ৈতি পদান্তে চ বদেৎ সৰ্বজনং পুনঃ ।

ক্রয়ং সংমোহনায়ৈতি জলশব্দক বীজয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

বাস্ত অর্থাৎ শকার, বাস্ত অর্থাৎ রকার-সমারুঢ় এবং যান্না অর্থাৎ ঈকার ও বিন্দু অর্থাৎ অক্ষরার সংযুক্ত হইলে শ্রীবীন্দু ইয়া থাকে। এই বীজ লোকমাত্রেয়কে সন্তঃ স্তম্ভসম্পাদন করে ॥৩৯॥

প্রথমে ক্লীঃ উচ্চারণ করিয়া পরে কামদেব শব্দ নির্দেশ করিবে। অনন্তর বিদ্যহে পুষ্পবাণায় পদ উল্লেখ করিয়া, ধীমাহ শব্দ প্রয়োগ ও পরে তন্মোহনমঃ প্রচোদয়াৎ শব্দ নির্দেশ করিতে হইবে। সাক্ষ্যে “ক্লীঃ কামদেবার বিদ্যহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্মোহনমঃ প্রচোদয়াৎ,” এইরূপ বলিবে। ইহাকে মন্থথগায়ত্রী বলে। ইহা দ্বারা মন্থথ উদ্দীপিত হয় ॥ ৪০-৪১ ॥

কাম ও রতি শব্দ নির্দেশ করিয়া, পরে কামশব্দ বলিয়া দেবায় ও সৰ্বজন উচ্চারণ করিবে। পরে প্রিয়ায় ও সৰ্বজনপদ নির্দেশ করিবে, অনন্তর যথাক্রমে সংমোহনার, জল, জল, প্রজল, সৰ্বজনস্ত হৃদয়ঃ মম বশঃ কুণ্ড কুণ্ড, ও স্বাহাশব্দ বিস্তৃত করিবে।

প্রজ্জলেতি পদং সর্বজনস্ত হৃদয়ং তথা ।

উক্তা মম বশং পশ্যাৎ কুরুশব্ধক বীক্ষয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

বহির্জায়াং তথেষ্টাঙ্কা মালাখ্যো মন্থখো মহঃ ।

ভৃগুহং চতুরশ্রং স্তাদষ্টবজ্রবিভূষিতম্ ॥ ৪৫ ॥

অগ্নিন্ বজ্রে সমাবাহ বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ।

কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রজ্ঞোহ্যাকথাং কথিতঞ্চ তে ॥ ৪৬ ॥

এবং তে কতিধং যজ্ঞং প্রয়োগান্তমিহোচতে ।

লক্ষং জপ্তা পলাশানাং কুমুমৈস্তৎসমং হনেৎ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যাতা সর্বশাস্ত্রাণাং অচিরাদেব জায়তে ।

স যোগী স চ বিজ্ঞানী বিষ্ণুযোগী তথাশ্রবিৎ ॥ ৪৮ ॥

শুল্কবজ্রস্ত লাভায় শুক্লাদিপুষ্পমাহনেৎ ।

অষ্টোত্তরশতং কৃত্বা রাজতো বাস্ততো লভেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইহার নাম মালাখ্য মন্থখমন্ত্র । চতুরশ্র ভৃগুহ অঙ্কন পূর্বক অষ্টবজ্র
বিভূষিত করিবে । এই বজ্রে জগদ্গুরু বাসুদেবকে আহ্বান
করিলে মন্ত্রজ্ঞের কি না সিদ্ধ হয় ? যাহা বলিবার নহে, তোমার
নিকট তাহা বলিলাম ॥ ৪২-৪৬ ॥

তোমার নিকট এইরূপে যজ্ঞ নির্দেশ করিলাম । অধুনা
প্রয়োগান্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি । লক্ষ জপ করিয়া, পলাশপুষ্পে
তাহার সমান লক্ষ হোম করিবে । তাহা হইলে অচিরে সর্ব-
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকরণে সমর্থ, যোগী, বিজ্ঞানী, বিষ্ণুযোগসম্পন্ন ও
আশ্রবিৎ হইতে পারে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

শুক্লাদি বজ্র লাভের জন্য শুক্লাদি পুষ্প দ্বারা হোম করিবে ।

মুঞ্চস্তো পিতরো কৃষ্ণঃ মথুরানিগড়াদিতৌ ।

ধ্যাত্বাবৃত্তজপাঙ্কে চ তাবৎসংখ্যাক্ত হোময়েৎ ॥ ৫০ ॥

নিগড়ানুচ্যতে সন্তোষা যমুদ্ভিশ্চ কৃত্য ক্রিয়া ।

পুন্নরমুখৈর্দেবৈঃ স্থিতং বৃন্দাবনং হরিম্ ॥ ৫১ ॥

সুরভ্যাঃ পয়সা তৌয়ৈরভিষিচ্য চ সংস্কৃতম্ ।

রাজরাজেশ্বরং কৃত্বা মঙ্গলাচারপূর্ব্বকম্ ॥ ৫২ ॥

উর্বশীপ্রমুখাভিস্ত স্বর্কেশ্চাভিস্চ বেষ্টিতম্ ।

এবং ধ্যাত্বা জপেন্নকং পঞ্চজৈরযতঃ ছনেৎ ॥ ৫৩ ॥

সাক্ষভৌমো ভবেৎ সোহপি যেন্নয়ং বিহিতা ক্রিয়া ॥ ৫৪ ॥

অষ্টোত্তরশত হোম করিলে, রাজার বা অস্ত্রের নিকট হইতে
ওলাদি বস্ত্র লাভ করিতে পারা যায় ॥৪৯॥ মথুরানগরে শৃঙ্খলপীড়িত
জনক-জননীর উদ্ধার করিতেছেন ; এইপ্রকার মূর্ত্তিতে বাসুদেবের
ধ্যান করিয়া অযুত জপ ও তাবৎসংখ্যক হোম করিলে, যাহার
উদ্দেশ্যে কার্য্য করা যায়, তাহার তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলমুক্তি হইয়া
থাকে ।

পুন্নরপ্রমুখ অমরবৃন্দ বৃন্দাবনস্থিত বাসুদেবকে মঙ্গলাচরণ-
পুন্নর রাজরাজেশ্বররূপে সুরভির হৃৎকে ও সলিলে অভিষেক
করিয়া যথাবিধানে স্তব করিতেছেন এবং উর্বশীপ্রমুখ স্বর্গবেশ্চা-
রণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, এইরূপে ধ্যান করিয়া লক্ষ
জপ ও পঞ্চজ দ্বারা অযুত হোম করিবে । যে সাধক ঐরূপ ক্রিয়ার
অনুষ্ঠান করে, সে সাক্ষভৌম হইয়া থাকে ॥ ৫০-৫৪ ॥

আত্মানং কংসমথনং রিপুং কংসাত্মকং স্মরন্ ।
 নিশীথে প্রজপেন্নদ্রী দক্ষিণামুখসংস্থিতঃ ।
 লক্ষ্মেকং জপান্তে তু বানীরতরূপত্বকৈঃ ॥ ৫৫ ॥
 অযুক্তং হোমমাত্রেন স্মিয়তেহরিন্ চান্তথা ।
 অরিষ্টপত্রলক্ষস্বপাদপাংশুভলোকিতম্ ॥ ৫৬ ॥
 জুহুয়ান্মি যতে শক্রঃ শঙ্করেণাপি রক্ষিতঃ ।
 অরিষ্টদলকার্পাসবোষাস্তিকরসংযুতম্ ॥ ৫৭ ॥
 তবনালক্ষমাত্রেন যদি দূরস্থিতো ভবেৎ ।
 অপি পীযুষসেবী চ স্মিয়তেহরিন্ চান্তথা ॥ ৫৮ ॥
 হরিদ্রাগ্রহিহোমেন শুভয়েদরিবাহিনীম্ ।
 ন শস্তঃ মারণং প্রাপ্য অভিচারায় বোজয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

নিজেকে কংসমথন ও রিপুকে কংসস্বরূপ চিন্তা করিয়া
 মধ্যরাত্রিতে দক্ষিণামুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে এক লক্ষ
 জপ করিবে । জপের অন্তে বানীরবৃক্ষের (বেতগাছ) পত্র দ্বারা
 আবৃত হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রু মরিয়া যায় ; ইহাতে কোন
 সন্দেহ নাই ।

তদীয় পাদপাংশুভলোকিত অরিষ্টপত্র দ্বারা লক্ষ হোম করিলে
 স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক রক্ষিত শত্রুরও মৃত্যু হইয়া থাকে ।
 অরিষ্টপত্র, কার্পাস, বোষ ও অস্তিকরমিশ্রিত করিয়া লক্ষ হোম
 করিবামাত্র শত্রু যদি দূরস্থিতও হয় এবং যদি সাক্ষাৎ সূচা সেবন
 করে, তাহা হইলেও মরিয়া যায়, ইহার অন্তথা হয় না ॥৫৫-৫৮॥

হরিদ্রাগ্রহি দ্বারা হোম করিলে অরিবাহিনী শুভিত হইয়া

প্রায়শ্চিত্তায় গায়ত্রীং লক্ষং জপ্ত্বা চ সাধকঃ ।

তদন্তে পায়শ্চৈশ্বর্যায় অমৃতং হোমমাচরেৎ ।

অপি প্রয়োগকর্তৃণাং শান্তিঃ স্মার্তৈব চাত্তথা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে ঊনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

১ থাকে । কিন্তু বৈষ্ণব মন্ত্রে যারণকার্য্য কদাচিৎ প্রাপ্ত নহে । জুর, জুরাশয় ও সাধুগণের কষ্টদায়ক—এইরূপ লোক প্রাপ্ত অভিচার প্রয়োগ করিবে । সাধক প্রায়শ্চিত্তের জন্ত লক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়া তাহার অবসানে পায়স দ্বারা দশ সহস্র হোম করিবে । ইহাতে প্রয়োগকর্তার শান্তিলাভ হইবে, অন্যরূপে করিলে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৯ ৬০ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে ঊনবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ

কর্ণাস্তরমথো বক্ষ্যে শৃণুস্বাবহিতোহনঘ ।

যৎ কৃত্বা মন্দভাগোহপি লভেন্নজ্ঞফলানি বৈ ॥ ১ ॥

প্রণবদ্বয়মধ্যস্থং জপেদযুতসংখ্যয়া ।

ত্রিরাত্রজপমাত্রেন বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ।

ব্যাখ্যাতা সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং বেদানামপি জায়তে ॥ ২ ॥

শনিবারেহম্বথবৃক্ষমালভ্যাষ্টোত্তরং শতম্ ।

ভূয়ো ভূয়ো ভবেচ্ছাতিজীবেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

তস্ত শান্তির্ভবেন্নুনং যমুদ্বিশ্রু কৃত্বা ক্রিয়া ॥ ৩ ॥

অংশুটৈরর্চয়েৎ কৃষ্ণং মাসমাত্রম্ নিশ্বলৈঃ ।

মুচ্যতে মলিনৈঃ কুচ্ছৈঃ পাপৈর্ঘোরতরৈরপি ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, হে অনঘ, অধুনা কর্ণাস্তর কীর্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—বাহার অনুষ্ঠান করিলে মন্দভাগ্যেরও মন্ত্রকললাভ হয় ॥ ১ ॥ প্রণবদ্বয়ের মধ্যস্থ অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । ত্রিরাত্র জপ করিবামাত্র বৃহস্পতির সমান এবং সমস্ত শাস্ত্রের ও বেদসকলেরও ব্যাখ্যাকরণে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ২ ॥

শনিবার অম্বথবৃক্ষ মাল্য করিয়া, অষ্টোত্তরশত জপ করিলে, ভূয়োভূয়ঃ শান্তিলাভ হয় ও অষ্টোত্তরশতবর্ষ জীবিত থাকে । বাহার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করা হয় তাহারও শান্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥

নিশ্বল অংশুক দ্বারা একমাসকাল কৃষ্ণের অর্চনা করিলে মলিন, কুচ্ছ ও ঘোরতর পাপ হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

পট্টবস্ত্রে যজ্ঞেচ্ছত্যা সম্পত্তিমতুলাঃ লভেৎ ।
 বিক্রমঃ পূজয়ন্ কৃষ্ণং ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৫ ॥
 মাণিক্যঃ পূজয়েদ্বক্তা সার্কভৌমসমো ভবেৎ ।
 পদ্মরাগৈর্ঘজেৎ কৃষ্ণং রাজা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥
 ক্ষত্রিয়ঃ সার্কভৌমঃ স্ত্যং সাধয়েৎ সকলাং মহীম্ ।
 গারুড়তমৈঃ রত্নৈঃ পূজয়ন্ জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ৭ ॥
 অপি হীরকরত্নৈঃ পূজয়ন্ কিং ন সাধয়েৎ ।
 সুবর্ণপুষ্পৈরাভ্যর্চ্য মাসং ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥
 কুবেরসমসম্পত্তিঃ সংপ্রাপ্য মোদতে চিরম্ ।
 দেহান্তে হরিতাং প্রাপ্য নির্বাণপদমুচ্ছতি ॥ ৯ ॥
 রবিবারেহর্কপুষ্পৈশ্চ কঙ্কটৈঃ সোমবারকে ।
 মঙ্গলে রক্তপুষ্পৈশ্চ বুধে তগরসঙ্ঘবৈঃ ॥ ১০ ॥

পট্টবস্ত্র দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চনা করিলে অতুল সম্পত্তি লাভ হয় । বিক্রম দ্বারা অর্চনা করিলে ত্রৈলোক্য বশ হইয়া থাকে । মাণিক্য দ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিলে সার্ক-ভৌমসম প্রতিপত্তিশালী হওয়া যায় । পদ্মরাগ দ্বারা যজ্ঞন করিলে রাজপদপ্রাপ্তি হয় ; ক্ষত্রিয় তৎপ্রভাবে সার্কভৌম হইয়া সকল পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । গারুড়ত-ময় রত্ন দ্বারা অর্চনা করিলে সাধক জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন । হীরকরত্ন দ্বারা পূজা কারলে কি না সাধন করিতে সমর্থ হন ? সুবর্ণপুষ্প দ্বারা একমাস ভক্তিসহকারে অর্চনা করিলে কুবেরের সমান সম্পত্তি লাভ করিয়া চিরকাল সুখে থাকে এবং দেহান্তে তৎস্বরূপে পরিণত হইয়া নির্বাণপদ প্রাপ্ত হয় ।

রবিবারে অর্কপুষ্পে, সোমবারে কঙ্কটকুম্ভে, মঙ্গলে

চন্দ্রশুক্রবারে তু শুক্রে চ কুন্দসম্ভবৈঃ ।
 শনিবারে শমীপুষ্পৈঃ পূজয়েদ্ভক্তিনা যতিঃ ॥ ১১ ॥
 রবিবারে দ্ব্যতান্নস্ত পয়োহভ্যক্তং নিবেদয়েৎ ।
 সোমবারে পিষ্টকাদি সিতয়া সহ যোজয়েৎ ॥ ১২ ॥
 মঙ্গলে শুভসংমিশ্রমন্নং বহুগুণাশ্রিতম্ ।
 বুধবারে যাবকস্ত শুরবে পূপদম্ভবৈঃ ॥ ১৩ ॥
 দুহ্মান্নং শুক্রবারে তু শনৌ সঘ্নতপায়সম্ ।
 বৈশাখে মাসি বিধিবৎ তর্পয়েদ্বিমবজ্জলৈঃ ॥ ১৪ ॥
 জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন ফলৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্ ।
 আষাঢ়ে মাসি বিধিবৎ পবিত্রৈঃ পূজয়েদ্বিভূম্ ॥ ১৫ ॥
 ঐকৈকং স্বর্ণসুত্রাণি গ্রন্থিবুক্তানি কারয়েৎ ।
 অথবা পট্টসুত্রাণি পদ্মসুত্রাণি বা পুনঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মপুষ্পে, বুধে তপসকুসুমেন, বৃহস্পতিবারে চন্দ্রশুক্র, শুক্র কুন্দকুসুমসমূহে এবং শনিবারে শমীপুষ্পে, ভক্তি ও সংযম-সহকারে কৃষ্ণের পূজা করিবে। রবিবারে দুহ্মযুক্ত দ্ব্যতান্ন নিবেদন করিতে হইবে। সোমবারে সিতাসহ পিষ্টকাদি, মঙ্গলবারে বহুগুণাশ্রিত শুভসংযুক্ত অন্ন, বুধবারে যাবক, বৃহস্পতিবারে পূপ, শুক্রবারে দুহ্মান্ন এবং শনিবারে সঘ্নত পায়স প্রদান করিবে।

বৈশাখমাসে সুশীতল-সলিল প্রদানসহকারে ষাণ্মাষ বিধান পূজা করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসে ফলদানপুংসর বহুসহকারে ভগবানের অর্চনা করিবে। আষাঢ়মাসে পবিত্র ফল দ্বারা বিধি অনুসারে পূজা করিবে। ঐকৈক স্বর্ণসুত্র গ্রন্থিবুক্ত করিরা

পূজাস্তে দেবদেব্যঃ মহিবীভ্যো নিবেদয়েৎ ।

মিথুনেভ্যস্তথা দত্তা মহাস্তম্বৎসবঃ চরেৎ ॥ ১৭ ॥

তোষয়েন্ত্যাক্যভোক্ত্যন্ত ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্ ।

এবং সম্বৎসরে মন্ত্রী কৃতা ভীষ্টমবাপ্নয়াৎ ॥ ১৮ ॥

নচেষর্ষ-কৃতা পূজা বাস্তোৰ্ভক্ষ্যায় বল্লতে ।

শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণঃ তৎ পূজয়েৎ কেতকোভবৈঃ ॥ ১৯ ॥

চন্দ্রচন্দনকন্তুরীকুঙ্কুমাদিসুবাসিতৈঃ ।

এলালবঙ্গককোলফলানি বহুধাপর্যয়েৎ ॥ ২০ ॥

ভাদ্রে মাসি যজ্ঞঃ কৃষ্ণঃ ভৈক্ষ্যর্কহুণাশ্রিতৈঃ ।

ইষে মাষি যজ্ঞস্ত্যক্ত্যা ভৈক্ষ্যভোক্ত্যৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥ ২১ ॥

কার্পাসনিম্বিতৈর্কৈর্জৈর্নানান্ডরণসংযুতৈঃ ।

তুলাস্বে ভাস্করে কৃষ্ণঃ পূজয়েন্মাসমাত্রকম্ ॥ ২২ ॥

অথবা পটমূত্র কিংবা পদ্মমূত্রে গ্রহিবন্ধন পূর্বক পূজার অন্তে দেবদেব বাসুদেব ও তদীয় মহিবীদিগকে নিবেদন করিতে হইবে । মিথুনদিগকেও তদ্বৎ দান করিয়া মহামহোৎসব সমাধান করিবে । অসংখ্য ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে ঈশ্বর সন্তোষিত করিতে সমর্থ হন । নতুবা একবর্ষের পূজা বাস্তব ভক্ষ্য হইয়া থাকে ।

শ্রাবণ মাসে কপূর, চন্দন, কন্তুরী ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা সুবাসিত কেতকাকুঙ্কুম প্রদান পূর্বক বাসুদেবের পূজা এবং এলাচী, লবঙ্গ ও ককোলফল বহুধা নিবেদন করিবে ॥ ৫-২০ ॥

ভাদ্রমাসে বহুগুণযুক্ত ভক্ষ্য দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে । আশ্বিন মাসে ভক্তিসহকারে সুবিস্তর ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিয়া

রাত্ৰৌ প্রদীপৈর্হোমৈশ্চ হুঙ্কপিষ্টাদিসংযুতৈঃ ।
 স্নতদীপমবিচ্ছিন্নং দদ্যাদ্ভাসং মহোজ্জলম্ ॥ ২৩ ॥
 একাদশানুপোদৈস্যেব দ্বাদশাং পারণাদিনে ।
 শুক্লায়াং বিষ্ণুমভ্যর্চেদজ্জালঙ্করণাদিভিঃ ॥ ২৪ ॥
 অশ্রান্তিধৌ চ মতিমান্ বার্ষিকোৎসবমাচরেৎ ।
 ভোজ্যানি বহুভক্ষ্যাপি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ২৫ ॥
 এবং ক্রতে দেবতাস্ত তুষ্ঠা চেষ্টং প্রযচ্ছতি ।
 সত্যলোকমবাগ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥ ২৬ ॥
 মার্গশীর্ষে যজ্ঞেদেবং নবান্নৈর্যাজ্ঞনৈঃ শুভৈঃ ।
 নারিকেলফলকোদং মিশ্রিতং শুভ্রজীরকৈঃ ॥ ২৭ ॥

তাঁহার উপাসনার নিযুক্ত হইবে। ভাস্কর তুলারাম্মিতে গমন
 করিলে নানাবিধ অলঙ্কারযুক্ত কার্পাসনির্মিত বস্ত্র দ্বারা একমাস
 তাঁহার পূজা করিবে। রাত্রিতে প্রদীপ, হোম ও হুঙ্ক-পিষ্টকাদি
 সহকারে একমাস নিরন্তর প্রজ্জলিত স্নতের প্রদীপ দান করিতে
 হইবে। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণা-
 দিনে বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা পূর্বক ঐ তিথিতে
 মতিমান্ ব্যক্তি বার্ষিক মহোৎসব করিবে। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-
 দ্বিগকে বহুবিধ ভক্ষ্যসংযুক্ত ভোজ্য প্রদান করিতে হইবে। এই-
 প্রকার অনুষ্ঠান করিলে দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অতীষ্ট
 ফল প্রদান করেন এবং তৎসহকারে সত্যলোক লাভ হইলে,
 পুনরায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অজ্ঞানায়ণ মাসে পবিত্র বাজনের সহিত নবান্ন দ্বারা ভগবানের

স্নেহপকং চ দেবার ভক্ত্যা ভস্মৈ নিবেদয়েৎ ।
 পৌষে মাসি চ মাঘং বৈ পুতপুংগৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥
 গ্রহদোষঃ নিবৃত্ত্যন্ত ভূয়ান্ পতিসন্নিভঃ ।
 মাঘে মাসি যজ্ঞে কুম্ভমকটৈঃ স্তম্ভতৈঃ সিটৈঃ ॥ ২৯ ॥
 হৃদ্যান্ শর্করাযুক্ত মিষ্টান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
 অগ্নিমাসি শুভদিনে বজ্রেনাচ্ছাদয়েদ্বিত্বম্ ॥ ৩০ ॥
 কাঙ্ক্ষনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণপুষ্পকৈঃ ।
 চুতসৌগন্ধিকুসুমৈধু টৈর্দীপৈঃ স্তবিত্তরৈঃ ॥ ৩১ ॥
 চৈত্রে মাসি বাসুদেবং সর্বপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ ।
 পৌর্ণমাস্তাং যজ্ঞেভক্ত্যা মদনৈশ্চ সগুচ্ছকৈঃ ॥ ৩২ ॥
 অগ্নিন্ দিনে রতিং কামং পূজয়েত্তত্তিতংপরং ।
 নচেৎ সাংঘৎসরী পূজা বৃথা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্চনা এবং গুড়জীরকমিশ্রিত স্নেহপক নারিকেলচূর্ণ ভক্তিসহ-
কারে নিবেদন করিবে।

পৌষমাসে পবিত্রপুষ্পপূর্ণ মাঘ প্রদান পূর্বক তাঁহার অর্চনা
করিলে গ্রহদোষের নিবৃত্তি ও রাজার সমান হয়। মাঘমাসে
পবিত্র-সিত-অক্ষত সহকারে শর্করাযুক্ত হৃদ্যান্ ও মিষ্টান্ন নিবেদন
করিবে। এই মাসে শুভদিনে বজ্র দ্বারা ভগবান্কে আচ্ছাদন
করিতে হইবে। কাঙ্ক্ষনে স্বর্ণচন্দ্রক প্রদান পূর্বক দেবকী-
পুত্রের পূজা, চৈত্রমাসে চুতসৌগন্ধি কুসুম, স্তবিত্তর ধূপ, দীপ ও
সকল প্রকার পুষ্প দ্বারা তাঁহার আরাধনা, পৌর্ণমাসীতে ভক্তি-
সহকারে গুচ্ছ সহিত মদনপুষ্পে উপাসনা এবং ভক্তিপরায়ণ হইয়া
ঐ দিনে রতি ও কামের পূজা করিবে। নতুবা সাংঘৎসরের পূজা

ভস্মীভূতঃ স্মরং দৃষ্ট্বা কুদিতা সা রতিঃ সতী ।

তাং দৃষ্ট্বা কুপয়াবিষ্টো বরঃ দাতুং স্মরং শিবঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যাচ পতিঃ স্বঃ হি সুভগদ্ব্যখাপ্তু হি ।

স্বন্দরী সর্বলোকেষু ক্রীড়ার্থঃ ব্রজ স্বন্দরি ॥ ৩৫ ॥

ততোহভবৎ ক্রন্দনজলাৎ পুষ্পং মদনকং শুভম্ ।

তেন পূজনমাত্রেণ সম্বৎসরফলং লভেৎ ॥ ৩৬ ॥

হোময়েন্নক্ষমাত্রাং যঃ পিষ্টকৈশ্চ তত্তর্জিতৈঃ ।

তাবৎ সংখ্যং মন্ত্র জপ্ত্বা কৃষ্ণং পশুতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৭ ॥

ইতি তে কথিতঃ সম্যক পূজনং বার্ষিকোদ্ভবৈঃ ।

কৃত্বানেন বিধানেন কিং ন সাধ্যতি ভূতলে ॥ ৩৮ ॥

পুণ্যত্রিরো গৃহস্থাস্ত মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ।

বনস্থাস্ত তথা কৃত্বা বাহ্লিতঃ প্রাপ্নুযুঃ কণাৎ ॥ ৩৯ ॥

নিশ্চয়ই বুঝা হইয়া থাকে। যদন ভস্মীভূত হওয়ার রতিকে
কাদিতে দেখিয়া মহাদেব কুপাবিষ্ট হইয়া বরদানার্থ বলিলেন,
তুমি স্বামীকে প্রাপ্ত হইবে ও সুভগদ্ব্য লাভ করিবে এবং
সর্বলোকমধ্যে স্বন্দরী হইবে। এখন ক্রীড়ার্থ গমন কর।
যত্নে ক্রন্দনসলিল হইতে ঐ সময়ে পবিত্র মদনপুষ্পের উৎপত্তি
হইবে। শুদ্ধারা ভগবানের পূজা করিলে সম্বৎসরফলাভ
হয়। যে ব্যক্তি সুভতর্জিত পিষ্টক দ্বারা লক্ষমাত্র হোম
ও তাবৎসংখ্যক মন্ত্র জপ করে, সেই মন্ত্রজ সাধক কৃষ্ণের
সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। বার্ষিকোদ্ভব দ্বারা যেরূপ পূজা করিতে হয়,
তাহা তোমার নিকট সম্যক রূপে বলিলাম। এই প্রকার বিধানে
পূজা করিলে এই পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয়? সতী স্ত্রী, গৃহস্থ,

ত্রিঃ শূদ্রাশ্চ বিধিবৎ কৃষা কলসবান্ধুঃ ।

ইহ ভূত্বা বরান্ ভোগান্ ন ভূয়াৎ তবসম্ভবঃ ॥ ৪০ ॥

এবং কৃষং যজন্ ভুক্ত্য। যৎ কৃতঃ জন্মকোটিভিঃ ।

তৎপাটৈর্ন বিনিপ্যেত পশুপত্রমিবাস্তসা ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে বিশেষাধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

যুনি ও ব্রহ্মচারিবৎ এবং বনস্থগণ উক্তরূপে পূজা করিয়া
বাহিত কল লাভ করিতে পারেন। শ্রী ও শূদ্রগণ বিধিবৎ
আরাধনা করিলেও তৎকল প্রাপ্ত হয় এবং ঐহিক দত্তম
ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের আর
ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপে ভক্তির সহিত
ভগবানের ব্জয় করিলে কোটিজন্মের অর্জিত পাপপরম্পরাও
পদ্মপত্রের জলের দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২১-৪১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে বিশেষ অধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঃধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ ।

বিস্তরেণ মম ব্রহ্মন্ কৃষ্ণমজ্ঞান্ ব্রবীহি চ ।

ভক্তোহহং তব শিষ্যোহহং যোগ্যোহস্মি শ্রবণে শুভো ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু ব্রহ্মন্ কৃষ্ণমজ্ঞান্ সৰ্ববেদৈকসম্মতান্ ।

বদেকজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে ॥ ২ ॥

প্রণবং পূর্বমুচ্চ্যতা নমস্তদহু চোচ্চরেৎ ।

কৌন্তভাসেতি সংপ্রোচ্য মনুরষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ৩ ॥

গৌতম বলিলেন, ব্রহ্মন্! বিস্তারপূর্বক আমার নিকট
কৃষ্ণমন্ত্রসকল কীর্তন করুন। আমি আপনার ভক্ত ও শিষ্য।
মৃতরাং হে শুভো। ঐ সকল মন্ত্রশ্রবণে আমার যোগ্যতা

নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! সৰ্ববেদৈকসম্মত কৃষ্ণমন্ত্রসকল
শ্রবণ কর। যাহাদের একমাত্র জ্ঞান দ্বারা পুনর্জন্মের নিবৃত্তি
হইয়া থাকে। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর নমঃশব্দ
প্রয়োগ ও কৌন্তভাহ্বায় পদ উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলে
ও নমঃ কৌন্তভাহ্বায় এইরূপ হইবে! ইহার নাম অষ্টাক্ষর

এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ সাক্ষাদ্বিক্তুর্ভবেদ্ব্যতিঃ ।
 বড় দীর্ঘস্বরসংভেদ্য কামেনাকক্রিয়া মতা ॥ ৪ ॥
 কলায়কুসুমশ্রামং শল্যচক্রগদাশূলজম্ ।
 অনেকরত্নসংছন্নং কৌস্তভোত্তাসিবক্ষসম্ ॥ ৫ ॥
 তারহারাবলীরমাং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
 ধ্যাদ্ধৈবং পরমানন্দং দশলক্ষ জপেন্নম্ ॥ ৬ ॥
 হোময়েত্তদশাংশেন সাধিতৈশ্চুতপায়সৈঃ ।
 পুরন্দরপমলং যচ্ছেষমন্ত্যং সমাপ্নয়েৎ ॥ ৭ ॥
 য এনং ভজতে মন্ত্রী ভোগমোক্ষককারণম্ ।
 করপ্রচোঃ সর্বার্থা অস্তে তৎপরম ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
 দশাক্ষরসমানং হি পূজনং সমুদীরিতম্ ।
 অখাত্তং সংপ্রবক্ষ্যামি বড়বর্ণং মন্ত্ররাজকম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্র । এই মন্ত্র সর্বথা বিশিষ্টভাবাপন্ন । ইহার বিজ্ঞানমাত্রই
 সাধক সাক্ষাৎ বিক্স হইয়া থাকেন । ছয়টি দীর্ঘ স্বরে সংভিন্ন করিয়া
 কামবীজ দ্বারা ইহার অক্রিয়া সাধন করিতে হয় ।

কলায়কুসুমের শ্রাম শ্রামবর্ণ, শল্যচক্রগদাশূলধারী, বহুবিধ
 যন্ত্রে আবৃত, কৌস্তভ দ্বারা সুশোভিতবক্ষস্থল, তারহার-
 ওচ্ছসংসর্গে সর্বলোকের মনোহর, গরুড়ের উপরি আসীন, এই-
 রূপে পরমানন্দবিগ্রহ বাসুদেবের ধ্যান করিয়া দশলক্ষ মন্ত্র জপ ও
 সুসাধিত শূত-পায়স দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবে ।
 পুরন্দর, অজ ও অবশিষ্ট গাহা কিছু, সমস্তই সমাপন করিতে
 হইবে । যে ব্যক্তি ভুক্তি-মুক্তির একমাত্র কারণ বাসুদেবের
 ভজনা করে, তাহার সমুদয় অভিলষিত বিষয় হস্তগত

যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্তুক্তো মহীধরেৎ ।
 ত্রিমাত্রং নমস্য যুক্তং চতুর্থ্য্য কৃষ্ণ ইত্যপি ॥ ১০ ॥
 যড়ক্ষরমন্তুঃ প্রোক্তো দৃষ্টো দৃষ্টফলপ্রদঃ ।
 নারদোহন্ত মূনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে ॥ ১১ ॥
 কৃষ্ণে হপি দেবতা সাক্ষাদ্ভূগাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
 ত্রিমাত্রং বীজমিত্যুক্তং নমঃ শক্তিকরদীপিতা ॥ ১২ ॥
 কৃষ্ণায় কীলকঞ্চাস্ত মন্তরাজস্ত কীৰ্ত্তিতম্ ।
 বিনিয়োগোহন্ত মন্তস্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ॥ ১৩ ॥
 পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্ত আচক্রাদৌরদীর্ঘ্যতে ।
 নীলজ্যোমূতসঙ্কাশং কিঙ্কিণীজালমালিনম্ ॥ ১৪ ॥
 সর্ষাভরণসংদীপ্তং রক্তপদ্মোপরিস্থিতম্ ।
 সনকাদ্যৈশ্চ নিবরৈঃ স্তুতং ধ্যায়ৈদ্বিগধরম্ ॥ ১৫ ॥

ও অস্ত্রে পরম পদপ্রাপ্তি হয় । দশাক্ষরসমান পূজা কথিত
 হইল । যড়বর্ণবিশিষ্ট অপর মন্তরাজ বলিতেছি, বাহার জ্ঞান-
 মাত্র জীবন্তুক্ত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ
 হওয়া যায় । নমঃশব্দযুক্ত ত্রিমাত্র ও চতুর্থীবিভক্তযুক্ত কৃষ্ণশব্দ—
 অর্থাৎ ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়, ইহার নাম যড়ক্ষর মন্ত্র । ইহা দৃষ্টোদৃষ্ট
 ফল প্রদান করিয়া থাকে । নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ,
 সাক্ষাৎ ভূগাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও শ্রীকৃষ্ণ দেবতা । ত্রিমাত্র
 (প্রণব) ইহার বীজ ও নমঃ ইহার শক্তি এবং কৃষ্ণায় ইহার
 কীলক, এইরূপ কথিত হইয়াছে । পুরুষার্থচতুষ্টয়ে এই মন্ত্রের
 বিনিয়োগ । আচক্রাদি ইহার পঞ্চ অঙ্গ ।

নীলমেঘের স্তায় দীপ্তিবিশিষ্ট, কিঙ্কিণীজালমালার ভূষিত,

আলোলকুণ্ডলোদ্ভাসিমুখচন্দ্রবিরাজিতম্ ।

শশরক্তধরং রক্তপানিপাদবিরাজিতম্ ॥ ১৬ ॥

করাভ্যাং পায়নং শ্লক্ষং সজ্জোহৈয়ঙ্গবীরকম্ ।

দধতং চিস্তয়েদেবং ভোগমোকফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং দশলক্ষং জপেদ্বদম্ ।

জপান্তে পাতটৈঃ শুদ্ধৈর্জামং কুর্যাৎ সশর্করৈঃ ॥ ১৮ ॥

তর্পয়েত্তদশাংশেন জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ ।

অভিষেকং দশাংশেন দশাংশৈর্কিপ্রভোজনম্ ॥ ১৯ ॥

তদন্তে দক্ষিণাং দত্ত্বা সাংযয়েদ্ধিতমাত্মনঃ ।

ভিক্ষাহারো জপেদ্বদ্ব্যং বর্ষমেকং ব্রতে স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

কবিক্যাগ্নী সমৃদ্ধশ্চ সর্বজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্ ।

নবনৌভাশনং দেবং ধ্যান্তা লক্ষজপাৎ সুধীঃ ॥ ২১ ॥

সর্ববিধ আভরণে উদ্ভাসিত, রক্তপাদার উপরি আকৃষ্ট, সাদা
মুনিগণ কর্তৃক সংস্কৃত, আলোলকুন্তলসংসর্গে উদ্ভাসিত মুখচন্দ্রে
বিরাজিত, শশবৎ রক্তধরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ পানিপাদে অলঙ্কৃত
এবং করদ্বয়ে মনোহর পায়স ও সজ্জোজাত ঘৃত ধারণ করিয়া
আছেন, এই রূপে ভোগমোকফলপ্রদ বাসুদেবকে চিস্তা করিবে ।
পরে শর্করাসহ হোম, কর্পূরবাসিত জলে হোমের দশাংশ তর্পণ,
তর্পণের দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের দশাংশ ব্রহ্মণভোজন
করাইবে । এই সকল কার্যের অন্তে দক্ষিণা দান করিয়া
আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবে । ভিক্ষাহারী হইয়া ব্রতাবলম্বন
পূর্বক একবর্ষ মন্ত্র জপ করিবে । তাহা হইলে কবি, ব্যাখ্যায়ী,
মহাশিখারী ও নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ হইতে পারা যায় ।

দিব্যজ্ঞানমবাপ্নোতি ত্রিলোকীং প্রাপ্য মোদতে ।

য এবং মন্ত্ররাজস্ব ভজতে ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২২ ॥

ইহ ভূত্বা বরান্ ভোগান্ দেহান্তে পরমং বিশেষং ।

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি ষোড়শার্ণং মহামন্ত্রম্ ॥ ২৩ ॥

বস্তু বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃষ্ণাঙ্গপরমং বিশেষং ।

প্রণবং নমস্। যুক্তং কৃষ্ণগোবিন্দকৌ তথা ॥ ২৪ ॥

শ্রীপূর্বং ঙ্গেহমুচ্চার্য হং কট্ স্বাহেতি কীর্তিতঃ ।

নারদোহম্ মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোহম্ হুত্ব বুদ্ধাহুতম্ ॥ ২৫

পরমাত্মা হরির্দেবো ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ।

দশার্ণকবদেবাস্ত জপহোমো প্রকীর্তিতৌ ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবনীতাহারী বাসুদেবের ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ ও ত্রিলোক অধিকার করিয়া সুখভোগ পূর্বক সময় বাপন করে। যে ব্যক্তি ভক্তিতৎপর হইয়া এইরূপে মন্ত্ররাজের ভজনা করে, ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ সমস্ত উপভোগ করিয়া অন্তে তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অধুনা ষোড়শাক্ষর অন্ততর মহামন্ত্র বলিব। যাহার বিজ্ঞানমাত্র সাধক কৃষ্ণাত্মা হইয়া পরমপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। নমঃশব্দযুক্ত ঙ্গ, কৃষ্ণগোবিন্দশব্দের আদিতে শ্রী ও শেষে চতুর্থীবিভক্তিয়ুক্ত করিয়া পরে হং কট্ স্বাহা পদ যোগ করিবে। তাহা হইলেই—“ও নমঃ শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দায় হং কট্ স্বাহা,” এই রূপ পদ নিশ্চয় হইবে। ইহার নাম ষোড়শাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ অম্বষ্টুপ, ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদ পরমাত্মা হরি

প্রয়োগস্তৎসমঃ প্রোক্তো বীজশক্তি চ তৎসমঃ ।

য এনঃ চিন্তয়েন্নজ্ঞঃ সোধীতে ঐতিচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥

অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিস্ততে ।

অনেনারাধিতঃ কৃষ্ণঃ প্রসীদত্যেব তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥

অথ সন্তানসংসিদ্ধৌ বক্ষ্যেহং মন্ত্রনামকম্ ।

যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি মন্ত্রিণঃ ॥ ২৯ ॥

দেবকীপুত্রশব্দান্তে গোবিন্দপদমীরয়েৎ ।

বাসুদেবপদান্তে তু ততো জগদ্গুরো ॥ ৩০ ॥

দেহি মে তনয়ঃ দেব দ্যামহং পদমীরয়েৎ ।

শরণং গত ইত্যুক্তা মনুচ্চাতুষ্টুভাষয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ইহার দেবতা । দশাক্ষরী মন্ত্রের ভাব ইহার জপ-হোমাদি করিতে হইবে । প্রয়োগও তাহার সমান এবং বীজ ও শক্তি উভয়ই তাহার তুল্য । যে ব্যক্তি এই মন্ত্রের ধ্যান করে, তাহার ঐতিচতুষ্টয় অধ্যয়নের ফললাভ হয় । ইহার সদৃশ মন্ত্র বিশ্ব-সংসারে আর নাই । এই মন্ত্রের দ্বারা আরাধনা করিলে ভগবান্ বাসুদেব তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হন ॥—২৮ ॥

অনন্তর সন্তানসিদ্ধির জন্ত ফলপ্রদ মন্ত্ররাজ কীর্তন করিব । তাহার বিজ্ঞানমাত্র মন্ত্রীর মন্ত্রসকল সিদ্ধ হইয়া থাকে । দেবকীপুত্র-শব্দের অন্তে গোবিন্দপদ প্রয়োগ ও পরে বাসুদেবশব্দের অন্তে জগদ্গুরো'শব্দ বিভাস করিয়া তৎপরে “দেহি মে তনয়ঃ দেব দ্যামহং” পদ নিবেশিত করিবে । অনন্তর “শরণং গতঃ” এইরূপ পদ বিভাস করিতে হইবে । তাহা হইলে—“দেবকীপুত্র গোবিন্দ বাসুদেব জগদ্গুরো ! দেহি মে তনয়ঃ দেব দ্যামহং শরণং গতঃ ॥”

নারদোহং ঋষিহন্দো গায়ত্রী কথিতঃ বুধৈঃ ।
 সন্তানদো হরিঃ সাক্ষাদ্দেবতা চ প্রকীর্ত্যতে ॥ ৩২ ॥
 ব্যষ্টে: সমষ্টৈরঙ্গানি কৃতা দেবং বিচিস্তয়েৎ ।
 নীলোৎপলদলশ্রামং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
 চতুর্ভূজং শঙ্খচক্রমুর্দ্ধপাণিধয়ে স্থিতম্ ।
 অধঃপাণিধয়ে বেণুং বাদয়ন্তং মুদাব্রীতম্ ॥ ৩৪ ॥
 অনেকরত্নসম্ভ্রকিরীটোজ্জলবিগ্রহম্ ।
 নানালঙ্কারভূষিতং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
 বেদস্তোত্রং পঠেন্নিত্যং মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
 এবং ধ্যানার্চনায়ৈকং পঞ্চাঙ্গৈঃ প্রথমাবৃত্তিঃ ॥ ৩৬ ॥
 ইন্দ্রাদিভির্ষিতীয়া স্ত্রী তৃতীয়া তু তদাবৃত্তিঃ ।
 এবমভ্যর্চ্য দেবেশং লক্ষ্ম্যত্রং অপেন্নহম্ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ অষ্টদুপ্ মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী
 হন্দ, সাক্ষাৎ সন্তানদাতা হরি দেবতা। ব্যস্ত ও সমস্ত উভয়
 বিধানে অঙ্গবিধান করিয়া তাহার চিন্তা করিবে।

নীলোৎপলদলের স্তায় শ্রামবর্ণ, পীতবর্ণ বসনধয়ে পরিবৃত, ভূজ-
 চতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত, উর্দ্ধপাণিধয়ে সিত শঙ্খচক্র, অধঃপাণিধয়ে হর্ষসহ-
 কারে বেণুবাদনতৎপর, বহুবিধ রত্নখচিত কিরীটসংসর্গে উজ্জলদেহ-
 বিশিষ্ট, বিচিত্র আভরণযোগে অতিশয় শোভিত, গরুড়ের উপরি
 আরুঢ় এবং বেদস্তোত্রপাঠে নিত্য নিরত মুনিগণে পরিবেষ্টিত,
 এইরূপ মূর্তিতে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পঞ্চ অঙ্গ
 দ্বারা ইহার প্রথম আবৃত্তি। ইন্দ্রাদি দ্বারা দ্বিতীয় আবৃত্তি এবং
 ত্রয়োদশ আয়ুধসকল দ্বারা তৃতীয় আবৃত্তি। ভগবান্ দেবাদিদেব

পুত্রজীবদ্ধনচিতে তৎকলৈরযুতং হনেৎ ।
 অনন্তরং দশাংশেন তর্পণাদীনি চাচরেৎ ॥ ৩৮ ॥
 য এনং প্রজপেত্মজী সন্তানার্থ্যং মহামতুন্ ।
 পুত্রপৌত্রৈর্কিনন্দেত দেহান্তে পরমং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥
 অবিচ্ছিন্নং ভবেৎসংশং যাবদাহুতসংগ্ৰবন্ ।
 দশম্যাং শুক্লপক্ষে তু নিশীথে স্বস্তিমণ্ডলে ॥ ৪০ ॥
 হরিমাবাহু বিধিবৎ পুত্রয়েত্পচারকৈঃ ।
 এবমর্চনমাত্রেণ বৎসরাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৪১ ॥
 দীর্ঘায়ুপ্রতিহতবলবীৰ্য্যসমন্বিতন্ ।
 বৎসরান্নভতে পুত্রং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৪২ ॥

বাহুদেবের উক্তরূপে অর্চনা করিয়া লক্ষমাত্র মন্ত্র জপ ও পুত্র-
 জীবককাষ্ঠ দ্বারা রচিত অগ্নিতে তাহার ফল দ্বারা অযুত হোম
 করিবে। অনন্তর দশাংশ দ্বারা তর্পণাদি বিধান করিতে
 হইবে। যে সাধক সন্তাননামক (যে মন্ত্রের জপ করিলে
 সন্তানসম্পত্তি লাভ হয়,) এই মহামন্ত্রের ভজনা করে, সে
 পুত্রপৌত্রসহায়ে আনন্দসন্দোহ উপভোগ করিয়া দেহাবসানে
 পরম পদে প্রবিষ্ট হয় এবং মহাপ্রাণের পর্য্যন্ত তাহার বংশের
 স্থিতি হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় দশমীতে নিশীথে স্বস্তিমণ্ডলে
 হরিকে আবাহন করিয়া বহুবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিবে।
 এইরূপ অর্চনামাত্রই গৃহী বৎসরমধ্যে পুত্রবান্ হয়। সেই পুত্র
 দীর্ঘায়ু এবং অপ্রতিহতবলবীৰ্য্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্য

যন্তার্থে কুরুতে মন্ত্রী প্রয়োগং স তু পুত্রবান্ ।
 বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রান্ শতহায়ন-জীবিতান্ ॥ ৪৩ ॥
 প্রাতর্কীচংযমা নারী বোধিক্রমদলে জলম্ ।
 মন্ত্রসিদ্ধাষ্টোত্তরশতং পিবেৎ পুত্রীয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৪৪ ॥
 এবং প্রয়োগমাশংসেত্তনয়ঃ লভতে ধ্রুবম্ ।
 অনেন মন্ত্রিতং রাজ্যং পুত্রসিদ্ধিকরং পরম্ ।
 অনেন জলপানেন বক্ষ্য্য বর্ষান্নভেৎ প্রজাম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বলিতেছি, মন্ত্রী বাহার জন্ত ইহার প্রয়োগ করে, তাহারই পুত্রলাভ হয়। এমন কি, বক্ষ্য্যও শতবর্ষজীবী পুত্রসকল প্রাপ্ত হয়। জীজাতি প্রাতঃকালে মৌনাবলম্বিনী হইয়া বোধিবৃক্ষের পত্রে অষ্টাধিক শতবার মন্ত্রিত করিয়া জলপান করিলে নিশ্চয়ই পুত্র প্রসব করে। এইপ্রকার প্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত রাজ্য পুত্রসিদ্ধিকর হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, ই মন্ত্রে জলপান করিলে বক্ষ্য্যও বর্ষমধ্যে সম্ভানসম্ভাবনা হইয়া থাকে ॥ ২৯-৪৫ ॥

ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

গৌতম উবাচ ।

সৰ্বং জানাসি ত্বং বিঘ্নং স্বয়ত্ত্বসদৃশং প্রভো ।
ঋচদীরিতমাকৰ্ণ্য কৃতার্থোহিহং ন চাত্তথা ॥ ১ ॥
তপস্তপ্তং পুরা ব্রহ্মন্ প্রার্থিতো হরিরীশ্বরঃ ।
ভেনৈবোক্তং ন চেদেনং কথিতব্যমখণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥
তদারভ্য পুরা ব্রহ্মন্ তব দৰ্শনলালসঃ ।
গঙ্গাপ্রবাহণং মজ্জং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বৃত্ততঃ ॥ ৩ ॥

গৌতম বলিলেন, হে বিঘ্ন ! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সমান ;
সকলই আপনার জানা আছে । আপনার বাক্যসকল শ্রবণ
করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি । হে প্রভো ! আপনার কথা শুনিয়া
যন্ত্র হইলাম । হে ব্রহ্মন্ ! পূৰ্বে তপস্তা দ্বারা ভগবান্ হরি
প্রার্থিত হইয়াছিলেন । তাহাতেই তিনি ইহা বলিয়াছেন ।
নচেৎ অখণ্ডিতরূপে ইহা বলা অস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে । ব্রহ্মন্ !
তদবধি আপনার দৰ্শনে আমি অভিলাষী হইয়া আছি । গঙ্গা-
প্রবাহণমজ্জ যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে ।

নারদ উবাচ ।

বহবঃ কথিতা মন্ত্রা ময়া তে মুনিসত্তম ।
 ভদ্রান্তঃ কথয়াম্যন্ত যেন জ্ঞানং প্রসীদতি ॥ ৪ ॥
 যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ ভক্তিঃ স্ত্রাৎ প্রেমলক্ষণা ।
 চতুর্বিধঞ্চ পাণ্ডিত্যং জ্ঞানমাত্রেণ সিধ্যতি ॥ ৫ ॥
 মন্দভাগ্যো দরিত্রোহপি শঠো যুচ্যোহতিপাতকী ।
 উপাস্ত মন্ত্ররাজন্ত বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥
 মরাণ্যেবং পুরা পৃষ্টং পদ্মযোনির্বথাবদৎ ।
 তথা তে কথয়িষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মূনে ॥ ৭ ॥
 দ্বাবিংশত্যঙ্করো মন্ত্রো বাগীশত্বপ্রবর্তকঃ ।
 সর্বতন্ত্রেবু গুপ্তোহয়ং গোপনীরত্বয়া মূনে ॥ ৮ ॥

নারদ বলিলেন, মুনিসত্তম ! তোমার নিকট আমি অনেক
 মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। এখন সেই মন্ত্র কীৰ্ত্তন করিব, বাহার
 দ্বারা জ্ঞান প্রসন্ন হয় এবং বাহার বিজ্ঞানমাত্র প্রেমলক্ষণা
 ভক্তির উৎস হয়। ইহার জ্ঞানমাত্র চতুর্বিধ পাণ্ডিত্য সিদ্ধ
 হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, মন্দভাগ্য, দরিত্র,
 শঠ, যুচ, অতিপাতকী—ইহারাজে ঐ মন্ত্ররাজের উপাসনা করিয়া
 বাক্পতির সমান হইয়া থাকে ॥ ১-৬ ॥ আমিও এইপ্রকার
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে পদ্মযোনি বেক্ষপ বলিয়া-
 ছিলেন; তাহা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিব। হে মূনে ! ঐ
 মন্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। বাগীশত্বপ্রদায়ক এই মন্ত্রের অঙ্কর-
 সংখ্যা দ্বাবিংশতি। সকল তন্ত্রেই এই মন্ত্র গুপ্ত; অতএব

বেদঃ প্রাহরভূদান্তে মন্ত্ৰেণানেন বেদমঃ ।
 কবীন্দ্রঃ ভার্গবশ্চ বাগীশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৯ ॥
 শ্রিয়মিত্রাদয়ো দেবা জ্ঞানঞ্চ সনকাদয়ঃ ।
 সৌভাগ্যং চক্ষমাঃ প্রাপৎ কুবেরোহপি ধনেশতাম্ ॥ ১০ ॥
 ইমং মন্ত্রবরং জ্ঞাত্বা সৰ্ব্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবম্ ।
 অদৃষ্টাশ্চতশাস্ত্রস্ত ব্যাখ্যাতা শিরগো ভবেৎ ॥ ১১ ॥
 মহাকবিম্‌হাপ্রাজ্ঞো বাকৃপতেঃ সমতাং ব্রজেৎ ।
 জ্ঞানন্ত পরমং লব্ধ্বা বিষ্ণোঃ সায়ুজ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ১২ ॥
 যৎ যৎ কামমভিধ্যায়ন্‌ মনুজ্ঞো ভজতে মনুয্য ।
 তৎ তৎ কামমবাপ্নোতি ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥ ১৩ ॥

তুমিও ইহা গোপন রাখিবে। এই মন্ত্রবলেই বিধাতার বদন হইতে বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহারই প্রভাবে শুক্র কবিগণের অঙ্গগণ্য, বৃহস্পতি বাক্যসকলের ঈশ্বর, ইত্যাদি দেবতা শ্রীর অধিপতি, সনকাদি মুনিগণ জ্ঞানবিশিষ্ট, চক্ষু সৌভাগ্যশালী এবং কুবের ধনপতি হইয়াছেন। এই মন্ত্রের সম্যক জ্ঞান হইলে নিশ্চয়ই সৰ্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, অদৃষ্ট ও অশ্রুত শাস্ত্রসকলের ব্যাখ্যাকরণে সামর্থ্য হয় এবং শিরশাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য জন্মে। মহাকবি ও মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া বাকৃপতির সমান জ্ঞানলাভ পূৰ্ব্বক অস্ত্রে বিষ্ণুর সায়ুজ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায় এবং লোকে যে যে বিষয় কামনা করিয়া এই মন্ত্রের ভজনা করে, পৃথিবীতে, স্বর্গে ও রসাতলে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭-১৩ ॥

অন্তোদ্ধারমহং বক্ষ্যে মম সৰ্বজ্ঞকারণম্ ।

কৃষ্ণগোবিন্দকৌণ্ডেস্তৌ তথা গোপীজনস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

বল্লভোহগ্নিপ্রিয়া সর্গী হপূর্বঃ সমমুশ্বরঃ ।

মায়ামাদৌ ক্রমাৎ কামমায়ালক্ষ্মীনিবোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিংশত্যকরো মন্ত্রো বাগ্ভবান্তঃ প্রকীর্তিতঃ ।

অহবন্ত মুনিহৃন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ ॥ ১৬ ॥

গঙ্গাপ্রবাহণঃ কৃষ্ণঃ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ।

গঙ্গাপ্রবাহবদ্বাণী জায়তে তেন ততথা ॥ ১৭ ॥

গঙ্গাপ্রবাহণো নাম কীর্ত্যতে পরমার্থতঃ ।

বীজন্ত মায়থং প্রোক্তং শক্তিঃ পত্নী হবির্ভূজঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণায় কামবীজাভ্যাং হৃদয়ং পরিকীর্তিতম্ ।

গোবিন্দায় শিরস্তদ্বন্দ্বায়াদোহসৌ মহামনুঃ ॥ ১৯ ॥

যে মন্ত্রের প্রভাবে আমি সৰ্বজ্ঞধলাত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি ; আমি সেই মন্ত্রোদ্ধার কীর্তন করিব,—প্রথমে চতুর্থ্যস্ত কৃষ্ণগোবিন্দ, পরে গোপীজন, অনন্তর বল্লভায় ও অগ্নিপ্রিয়া উচ্চারণ করিয়া নামের আদিতে বধাক্রমে কামবীজ, মায়াবীজ, লক্ষ্মীবীজ নিয়োজিত করিবে । তাহা হইলে বাগ্ভবান্তঃ দ্বাবিংশত্যকর মন্ত্র নিশ্চয় হইবে । ইহার স্বরূপ যথা,—ঐ ক্রীং কৃষ্ণায় ক্রীং গোবিন্দায় ক্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ । আমি এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সৰ্বদেবনমস্কৃত গঙ্গাপ্রবাহণ কৃষ্ণ ইহার দেবতা । ইহার প্রভাবে গঙ্গাপ্রবাহের ত্রায় বাণী সমুদ্ভূত হয় । এই নিমিত্ত ইহার নাম পরমার্থতঃ গঙ্গাপ্রবাহণ হইয়াছে । মায়থ ইহার বীজ, স্বাহা ইহার শক্তি, কৃষ্ণায় ইহার কামবীজাভ্য হৃদয়, গোবিন্দায়

গোপীজনশিখাং তদ্বৎ শ্রীবীজাত্তেন বিভ্রসেৎ ।
 বহ্নভায়েতি কবচমন্ত্রং জায়া হবিভূজঃ ॥ ২০ ॥
 শেষবীজেন সহিতাঃ পঞ্চাঙ্গমনবঃ স্মৃতাঃ ।
 মূৰ্দ্ধি ভালে ক্রবোর্মধ্যে নেত্রে কর্ণে তথা নসি ॥ ২১ ॥
 আন্ত্রে কর্ণে চ দোর্মূলে হৃদয়োদরনাভিবু ।
 লিঙ্গমূলে তথাধারে উরুর্জ্যাঘোশ্চ গুলফয়োঃ ॥ ২২ ॥
 সমস্তেন চ মন্ত্রেণ ব্যাপকং ত্র্যস্ত চিত্তয়েৎ ।
 কলারকুম্ভম-শ্রামং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ ॥ ২৩ ॥
 বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং বনমালিনমীশ্বরম্ ।
 কিরীটহারকেয়ুররত্নমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ২৪ ॥
 শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তভোত্তাসিতোরসম্ ।
 যুবতীবেশলাবণ্যরমণীরতনুং হরিম্ ॥ ২৫ ॥

ইহার শির, মায়া ইহার আদি, গোপীজন শিখা, শ্রীবীজাত্ত দ্বারা
 বিভ্রাস করিবে। বহ্নভার ইহার কবচ, স্বাহা ইহার অঙ্গ। শেষ-
 বীজের সহিত পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রসকল উক্ত হইয়া থাকে। মস্তকে, ললাটে,
 ক্রবর্মধ্যে, নেত্রে, কর্ণে, নাসিকায়, মুখে, কর্ণে, বাহুমূলে,
 হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, লিঙ্গমূলে, আধারে, উরুঘরে, জাহ্নু-
 ঘরে, গুলফঘরে—সমস্ত মন্ত্র দ্বারা ব্যাপক ত্র্যাস করিয়া চিত্তা
 করিবে। কলারকুম্ভমের ত্র্যয় শ্রামবর্ণ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল,
 শিখিপুচ্ছপরিশোভিত, বনমালাবিভূষিত, সকলের দৈশ্বর, কিরীট
 হার কেয়ুর ও রত্নকুণ্ডলে শোভিত, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও দেদীপ্য-
 মান কৌস্তভে উদ্ভাসিত, যুবতীবেশলাবণ্য-রমণীর-কলেবর,

দিব্যপীতাম্বরধরং চাক্ৰহারবিভূষিতম্ ।
 স্বেদরাক্ষণধরন্তস্তবেণুং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ২৬
 সৰ্ববেদময়ং বেণুং বাদয়ন্তং চতুর্ভুজম্ ।
 শ্ৰুতিকীমকমালাঞ্চ বিভ্রামুর্জকরদ্বয়ে ॥ ২৭ ॥
 দধতঃ পুণ্ডরীকাকং দিব্যগানপরায়ণম্ ।
 অতুল্যাননসৌন্দর্য্যং মোহয়ন্তং জগদ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥
 তপনীয়লসংকান্ত্যা বীণাকমলহন্তরা ।
 নিরীক্ষ্যমাণচরণং বামপার্শ্বস্থয়া শিখা ॥ ২৯ ॥
 হৈমসিংহাসনে রম্যে সৰ্ব্বরত্নোপশোভিতে ।
 কক্সিণ্যাদিমাহবীভিনিষেবিতমনারতম্ ॥ ৩০ ॥
 চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতম্ ।
 নারদাষ্টমুনিগণৈস্ত্যক্তানার্খিভিরূপাসিতম্ ॥ ৩১ ॥

সকলের দুঃখহারী, দিব্য পীতবস্ত্রধারী, স্নানরহারবিহারী,
 ঈষদ্ধাসিত অরুণবর্ণ অধরে বেণুযুক্ত, ত্রিভুবনের মোহজনক,
 সৰ্ববেদময়, বেণুবাদনপরায়ণ, চতুর্ভুজ, উর্জহস্তদ্বয়ে শ্ৰুতিকমর
 অক্ষমালা ও বিভ্রামুর্জধারী, পুণ্ডরীকলোচন, দিব্যগানপরায়ণ, অতুল্য
 ও অনন্য সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং জগদ্রয় যেন মুগ্ধ করিতেছেন ।
 স্বর্ণের ত্রায় কান্তিসম্পন্ন কমলা, বীণা ও কমলহস্তে বামপার্শ্বে
 অবস্থিতি করিয়া তাঁহার চরণে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন । কক্সিণী
 প্রভৃতি মহিবীর্বর্গ সৰ্ব্বরত্নোপশোভিত রমণীয় স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট
 সেই বাহুদেবের অনারত পরিচর্যা করিতেছেন । চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ
 শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে । নারদাদি মুনিগণ

ইচ্ছাদিদেবতাবৃন্দৈঃ প্রণতং পরমেশ্বরম্ ।
 সৰ্ব্বজ্ঞঃ জগদীশানং ধ্যান্ধা হৃদয়পঙ্কজে ॥ ৩২ ॥
 জপেদেবং মনুবরং ধ্যান্ধা লক্ষচতুষ্টয়ম্ ।
 আরতিৈঃ কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষকৈর্হোমমাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥
 দশাংশেন চ মন্ত্রোহয়ং সিদ্ধো ভবতি নাত্তথা ।
 পূজা দশাক্ষরে পীঠে অঙ্গাবৃতিরনন্তরম্ ॥ ৩৪ ॥
 মহিবীতিদ্বিতীয়াপি তৃতীয়া দিগধীশ্বরৈঃ ।
 চতুর্থী তৎপ্রহরণৈশ্চতুরাবৃতিরীরিতা ॥ ৩৫ ॥
 প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়ং মন্ত্রেনানেন মন্ত্রিতম্ ।
 বাগীশ্বরসমো ভূত্বা কাব্যকর্তা মহান্ ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
 অনেন মন্ত্রিতং নিত্যং ব্রাহ্মীপত্রং প্রভক্ষয়েৎ ।
 মণ্ডলাচ্চৈব মতিমান্ মহাশ্রুতিধরো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানলাভের আশায় তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। ইচ্ছাদি
 দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। সকল সংসারের
 নিগ্রহাত্মগ্রহসমর্থ, সৰ্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর সেই বায়ুদেবকে হৃদয়-
 পঙ্কে এইরূপে ধ্যান করিয়া মনুবর লক্ষচতুষ্টয় জপ ও ব্রহ্ম-
 বৃক্ষসমুদ্ভূত রক্তকুসুম দ্বারা দশাংশ হোম করিলে এই মন্ত্র সিদ্ধ
 হয়; ইহার অন্তথা হয় না। ইহার পূজা চতুরাবৃতি। অঙ্গ
 দ্বারা দশাক্ষরপীঠে প্রথমাবৃতি; মহিবীগণ দ্বারা দ্বিতীয়াবৃতি;
 দিগীশ্বরগণ দ্বারা তৃতীয়াবৃতি এবং তাঁহার আয়ুধগণ দ্বারা চতুর্থ-
 আবৃতি ॥ ১৪-৩৫ ॥ এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রতিদিন
 প্রাতে জলপান করিবে। তাহা হইলে বাগীশ্বরের সমান ও
 কাব্যকর্তা হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া নিত্য

ব্রাহ্মীকুষ্ঠবচাকঙ্কং দ্বুতেন দ্বিগুণেন চ ।
 চতুর্গুণং ভবেদ্ধৃগুণং পাঁচতঃ স্তুতমুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
 অবধ্যা জপেদত্র অব্যুতঃ জপমাদরাৎ ।
 বর্ষমেকং প্রাতরেব ভক্সেন্মোনমাস্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥
 এতত্ত্বক্ষণমাত্রেন বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ।
 হস্তমারোপ্য জিহ্বায়াং জপেদযুতমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥
 প্রতিভা জায়তে দিব্যা সৰ্বলোকৈকভাবিতা ।
 ধবলৈরুপচারৈস্ত যদি বেদং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪১ ॥
 তদা জ্ঞানমবাপ্নোতি প্রতিভা বিশ্বজিহ্বরী ।
 ত্রিবিভায়াং যদা জপ্ত্বা তদা লক্ষ্মীরচঞ্চলা ॥ ৪২ ॥
 কামাত্তং জপনাদেব সৰ্বলোকবশং নয়েৎ ।
 মায়াদিজপনাদেব বাক্সিদ্ধিজায়তেহচিরাৎ ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মীপত্র ভক্ষণ করিবে । তাহা হইলে মণ্ডল হইতেই মতিমান্ ও
 মহাশক্তিধর হইতে পারিবে । ব্রাহ্মী, কুষ্ঠ ও বচ—এই সকলের কঙ্ক
 ও দ্বিগুণ স্তুত, চতুর্গুণ হৃগু উত্তমরূপে পাঁচিত করিয়া অবতারণ
 পূর্বক ভক্তি সহকারে উহাতে মন্ত্র জপ করিবে । একবর্ষ প্রাতঃ-
 কালে মৌন হইয়া উহা পান করিতে হইবে । ইহার ভক্ষণমাত্র
 বৃহস্পতির সমান হওয়া যায় । জিহ্বায় হস্ত সংলগ্ন করিয়া
 আদরসহকারে দশ হাজার জপ করিলে সকললোকৈকভাবিত
 দিব্য প্রতিভা উৎপন্ন হয় । শ্বেতবর্ণ উপচারসমূহে যদি
 ভগবানের বিশিষ্টরূপ পূজা করা যায়, তাহা হইলে দিব্যজ্ঞান
 লাভ ও বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা সঞ্চয় হইয়া থাকে । ত্রিবিভায়
 জপ করিলে লক্ষ্মী অচঞ্চলা হন ॥ ৩৮-৪২ ॥ কামাত্ত জপ করিলে

শক্তিবীজাদিকো মন্ত্রো নির্বাণমচিরাদ্বিশেষঃ ।

পুটনাং প্রণবাত্ম্যাস্তু মোক্ষমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥

এবং মন্ত্রবরং জপ্ত্বা কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রবিৎ ।

এবং মন্ত্রবরং যন্ত ভজতে ভক্তিভংগঃ ॥ ৪৫ ॥

ইহ ভুক্তা বরান্ ভোগান্ সমস্তাঙ্গদ্বিসংযতান্ ।

সম্পত্তিং পরমাং লব্ধ্বা ভূয়াদন্তে পরং পদম্ ॥ ৪৬ ॥

কামেন্দ্রোত্তা পরাশক্তির্নাদবিন্দুসমম্বিতা ।

কথিতঃ কৃষ্ণমন্ত্রোহয়ং মন্ত্রাণাং মন্ত্রনায়কম্ ॥ ৪৭ ॥

ঋষির্ব্রহ্মা সমাখ্যাতো বিরাট্ছন্দ উদীরিতম্ ।

ত্রৈলোক্যমোহনো দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিকীর্তিতঃ ।

কলষড়্ দীর্ঘবীজেন ষড়ঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্বলোক বশ করা যায়। মায়াদি জপ করিলে অচিরে
বাক্‌সিদ্ধি হইয়া থাকে। শক্তিবীজাদিক জপ করিলে শীঘ্র নির্বাণ-
প্রাপ্তি হয়। প্রণব দ্বারা পুটিত হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি সংঘটিত
হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রজপ করিলে মন্ত্রবিৎ কি না সাধন
করেন? যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এইরূপে মন্ত্রবরের ভজনা
করে, সে ইহলোকে সমস্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট ভোগসকল
উপভোগ করিয়া পরম সম্পত্তি সংগ্রহপুরঃসর অন্তে পরমপদ
প্রাপ্ত হয়।

নাদবিন্দুসমম্বিত কামেন্দ্রাদি ইহার পরাশক্তি। কথিত এই
কৃষ্ণমন্ত্র সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ,
ত্রৈলোক্যমোহন শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, ছয়টি দীর্ঘবীজ ইহার
ছয়টি অঙ্গ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৩-৪৮ ॥

অংসালম্বিতবামকুণ্ডলধরং মনোহ্রসংক্রান্তলং,
 কিঞ্চিংকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচিপ্ৰসারেক্ষণম্ ।
 আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা,
 মূলে কল্পতরোজ্জ্বলিতং ধ্যায়ৈজ্জগন্মোহনম্ ॥ ৪৯ ॥
 এবং ধ্যান্তা অপেন্নম্নস্তং শ্রদ্ধয়া দশলক্ষকম্ ।
 তদদর্শনেন জুহুয়াৎ পায়সৈরথবাস্তুজৈঃ ॥ ৫০ ॥
 দশাক্ষরোদিতো পীঠে পূজয়েত্ত্বিধানতঃ ।
 প্রয়োগানপি সৰ্বত্র তদুক্তেনাপি কারয়েৎ ॥ ৫১ ॥
 অথবা বালকৃষ্ণং নীলেন্দীবরসন্নিভম্ ।
 রত্নাভরণসংদীপ্তং দ্বিভূজং নীলকুণ্ডলম্ ॥ ৫২ ॥
 পায়সং নবনীতঞ্চ করাভ্যাং দধতং স্মরয়েৎ ।
 লক্ষমেকং অপেন্নম্নস্তং পায়সৈর্হোময়েৎ শুভৈঃ ॥ ৫৩ ॥

বামদিকস্থ কুণ্ডল স্বক্ৰমদেবে আলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে । ক্রান্তল
 মূহুম্বল উল্লসিত হইতেছে । কোমল অধরযুগল কিঞ্চিং কুঞ্চিত
 হইয়াছে । লোচনযুগল সাচিপ্ৰসারিত এবং কল্পতরুর মূলে
 জ্বলিতমূলিত মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া চকল অঙ্গুলিপল্লব দ্বারা
 মুরলিকা পূর্ণ করিতেছেন । তদর্শনে সমুদায় জগৎ মোহিত
 হইয়াছে । এইরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া দশলক্ষ মন্ত্র জপ
 ও অপের দশাংশ পায়স অথবা পদ্ম দ্বারা হোম এবং দশাক্ষরপীঠে
 যথাবিধানে পূজা ও সৰ্বত্র তদুক্ত প্রয়োগ সমস্ত সম্পাদন করিবে ।
 অথবা বালকৃষ্ণ কৃষ্ণের ধ্যান করিবে । তিনি নীল ইন্দীবরের
 সদৃশ, তাঁহার ভূজদ্বয় রত্নাভরণে সন্নিপিত । তাঁহার কুণ্ডল রত্ন-
 মণ্ডিত এবং তাঁহার হস্তে পায়স ও নবনীত । একলক্ষ মন্ত্র
 জপ করিয়া পবিত্র পায়সে দশাংশ হোম করিতে হইবে ॥ ৪৯-৫৩ ॥

দশাংশং বিধিবদ্ভক্ত্যা পূজাঙ্গেদ্রাদি আয়ুধৈঃ ।
 হোময়েদযুতং মন্ত্রী স্মৃতভর্জিতপিষ্টকৈঃ ॥ ৫৪ ॥
 অলক্ষ্মীনাশং ক্রিপ্রং কাস্তিঃ তেজশ্চ বিন্দতি ।
 পলাশকুশ্মৈর্হুত্বা বাক্‌সিদ্ধিং চ তেতে ধ্রুবম্ ॥ ৫৫ ॥
 পঙ্কজৈর্জুহুয়ান্নম্রী অযুতং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।
 নবনীতস্ত হোমেন কবির্বাগ্নী প্রজারতে ।
 বসুদেবপদং চোক্ষা নিগড়চ্ছেদনায় চ ॥ ৫৬ ॥
 বাসুদেবপদং চোক্ষা স্বাহেতি তন্নামুস্মতঃ ।
 নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোহুহুই বৃহাহুতম্ ॥ ৫৭ ॥
 নিগড়চ্ছেদনো লক্ষ্মীবাসুদেবোহস্ত দেবতা ।
 পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্ত আচক্রাষ্টেত্ত্ব কল্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর ভক্তিপূর্বক আয়ুধের সহিত সাজ ইন্দ্রাদির পূজা বিধান
 করিবে । মন্ত্রী স্মৃতভর্জিত পিষ্টক দ্বারা অযুত হোম করিলে তাহার
 অলক্ষ্মীনাশ এবং শীঘ্র কাস্তি ও তেজ সংঘটিত হয় । পলাশপুষ্প দ্বারা
 হোম করিলে বাক্‌সিদ্ধি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় । পঙ্কজ দ্বারা
 অযুত হোম করিলে শ্রীপ্রাপ্ত হওয়া যায় । নবনীত দ্বারা হোম
 করিলে কবি ও বাগ্মী হইয়া থাকে । প্রথমে বসুদেবপদ ও নিগড়-
 ছেদনায় শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে বাসুদেব ও স্বাহা শব্দ নির্দেশ
 করিবে । তাহা হইলেই—“বসুদেবনিগড়চ্ছেদনায় বাসুদেবায়
 স্বাহা,” এইরূপ মন্ত্র নিশ্চয় হইবে । এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ
 অহুষ্ঠুপ, নিগড়চ্ছেদন লক্ষ্মী-বাসুদেব ইহার দেবতা । আচক্রাদি

রাজমণ্ডলমধ্যে ভু কংসং নিপাত্য হেলয়া ।
 জাতীনাং বর্কয়ন হর্বমানীং পিতরো স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
 নিগড়ান্নোচিতৌ ভক্ত্যা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 রাজ্যে সংস্থাপ্য বিধিবদেবকং বীক্ষিতং নৃপৈঃ ॥ ৬০ ॥
 এবং ধ্যানা জপেন্নকং জুহুয়াত্তদশাংশতঃ ।
 অদন্তাসাদিকং সর্বং তদগ্রবচনোদিতম্ ॥ ৬১ ॥
 য এবং চিন্তয়েন্নরী স সম্যক্ সম্পদাং নিধিঃ ।
 রাজদুর্গভয়াদিভ্যো মুচ্যতে স্বরণাং কৃণাং ॥ ৬২ ॥
 নিগুণ্ডীমূলহোমেন মুচ্যতে বন্ধনাদিভিঃ ।
 রাজঘারে ভয়ে ঘোরে মরণান্মুচ্যতে ভয়াং ॥ ৬৩ ॥
 ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

দ্বারা এই মহুর পঞ্চ অঙ্গ করনা করিতে হইবে। রাজমণ্ডলমধ্যে
 কংসকে অবলীলাক্রমে নিপাতিত করিয়া পিতামাতাকে স্বয়ং
 আনয়ন পূর্বক জাতিগণের হর্ববর্কন এবং তাঁহাদিগকে নিগড়
 হইতে মুক্ত করিয়া নৃপতিগণের সম্মুখে দেবককে রাজ্যে
 অতিষিক্ত করিতেছেন, এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া লক্ষবার জপ
 ও তাহার দশাংশ হোমাস্তে পূর্বের জ্ঞান অদন্তাসাদি
 রিবে। যে মন্ত্রী এই মন্ত্রের ধ্যান করেন, তিনি সম্যক্ রূপে
 সম্পদের আশ্পদ হইয়া তৎকৃণাং রাজভয় ও দুর্গভয়াদি হইতে
 বিমুক্ত হইয়া থাকেন। বন্ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিগুণ্ডীমূল দ্বারা
 হোম করিলে বন্ধন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং রাজঘারে,
 ঘোর ভয়ে ও মরণ হইতেও উদ্ধার পাইয়া থাকে ॥ ৫৯-৬৩ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

গোপালং পিওসংজ্ঞকং কথয়ামি মূনে শৃণু ।
 বদা কর্ণ্য গুরোভক্ত্যা পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১ ॥
 অনেন সমৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিস্ততে ।
 পঞ্চাস্তকো ধরাসংস্থঃ সবিন্দুকমল্লস্বরঃ ।
 কথিতো মন্ত্ররাজোহিয়ং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ২ ॥
 ঋষি ব্রহ্মাশ্চ গায়ত্রী ছন্দঃ ত্রীকৃষ্ণদেবতা ।
 গালাভ্যাং বীজশতৌ তু কীলকং ওঁকমুচ্যতে ।
 ষড়্ দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়্জানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥
 বৃন্দাবনগতং কৃষ্ণং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ।
 কদম্বমূলদেশে তু গোপিকাজনবেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, হে মূনে! অধুনা পিওনামক গোপালের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুর প্রতি ভক্তি রাখিয়া ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোক—উভয়ত্র সুখভোগ করিতে পারে। ত্রিভুবনে কুত্রাপি ইহার সদৃশ মন্ত্র নাট। ধরাসংস্থ এবং সবিন্দুকমল্লস্বর পঞ্চাস্তক অর্থাৎ ম্রোঃ, ইহাই মন্ত্র-রাজশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা দ্বারা ভুক্তিমুক্তি ফললাভ হয়। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, ত্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, গাল বীজ ও শক্তি, ওঁক কীলক, দীর্ঘস্বরযুক্ত ছয়টি বীজ দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিবে। বৃন্দাবনে অবস্থিত, রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট,

নারদাষ্টৈশ্চানুবটৈর্দিব্যাজ্ঞানপরাজ্ঞৈকৈঃ ।

সহিতং পরয়া ভক্ত্যা বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ ৫ ॥

রত্নালঙ্কারসন্দীপ্তং শজ্জচক্ৰলসংকরম্ ।

শব্দব্রহ্মবয়ং বেণুমধঃপাণিষ্মরিতম্ ॥ ৬ ॥

এবং ধ্যানা মনু্যবয়ং লক্ষমাত্রং জপেহনী ।

সিতান্বিতৈঃ পার্যসৈস্ত যুতং হোমং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥

য এনং ভজতে মন্ত্রী সিদ্ধয়ন্তস্ত হস্তগাঃ ।

ধবলৈঃ কুশুমৈর্হোমাদ্বাক্‌সিদ্ধিং লভতেহচিরাত্ ॥ ৮ ॥

কর্ণিকারস্ত হোমেন লক্ষ্মীঃ সর্ববিধা ভবেৎ ।

অনেন মন্ত্রিতং তোয়ং প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেজ্জলম্ ॥ ৯ ॥

কদম্বমূলে গোপিকাঞ্জনবেষ্টিত, পরমভক্তিমান্ ও দিব্যাজ্ঞান-
পরায়ণ নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত সম্মিলিত, বনমালা-
বিভূষিত, পরমৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, রত্নালঙ্কারে পরিশোভিত ও
শজ্জচক্রে বিলসিত কর দ্বারা বিরাজিত এবং অধঃপাণিষ্ময়ে
শব্দব্রহ্মবয়ং বেণু বাদন করিতেছেন,—এইরূপ মূর্তিতে ধ্যান করিয়া
সংযতচিত্তে লক্ষ মন্ত্র জপ ও সিতান্বিত পার্যস দ্বারা অযুত হোম
করিবে। যে মন্ত্রী এই মন্ত্রের ভজনা করে, তাহার সমুদয়
সিদ্ধি করায়ত্ত হয়। ধবল কুশুম দ্বারা হোম করিলে অল্পকাল
মধ্যেই বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১-৮ ॥

কর্ণিকার কুশুমে হোম করিলে সর্ববিধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া
থাকে। ইহার দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল প্রতিদিন প্রাতে পান

কবিবাগী প্রতিধরঃ সৰ্বকো জ্ঞাত্তেহচিরাৎ ।
 অস্ত্রোপাসনমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি যজ্ঞিণঃ ॥ ১০ ॥
 ইহ ভুজা বরান্ ভোগান্ পুত্রপৌত্রৈঃ সমম্বিতঃ ।
 অস্তে তৎ পরমং ধাম মজ্জী য়তি নিরাময়ন্ ॥ ১১ ॥
 অথ বক্ষ্যে মহায়জ্ঞং সৰ্ব্বৈশ্চিত্তফলপ্রদম্ ।
 যস্ত ধারণমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ১২ ॥
 বীজং ত্রিকোণমালিখ্য ষট্‌কোণং তদ্বহির্লিখ্যেৎ ।
 ষড়ক্ষরং লিখ্যেত্তত্র বহির্দশদলং লিখ্যেৎ ॥ ১৩ ॥
 অষ্টাক্ষরেণ সংযুক্তং তদ্বহিঃ ষোড়শচ্চদম্ ।
 ষোড়শার্ণং কৃষ্ণমম্বুং বহির্দশদলান্বিতম্ ॥ ১৪ ॥

করিলে কবি, বাগী, প্রতিধর' ও আল সৰ্বক জ্ঞাত্তে পারে ।
 ইহার উপাসনামাত্র সাধকের কি না সিদ্ধ হয়? মজ্জী ইহার
 উপাসনাবলে পুত্রপৌত্রগণের সহিত ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ
 সকল উপভোগ করিয়া আসে সেই নিরাময় নিত্য পরমপদে
 অধিষ্ঠিত হয় ।

অনন্তর সমুদায় অভ্যষ্টফলজনক মহাব্রহ্ম বর্ণন করিয়া,
 যাহার ধারণমাত্র ধরাতে কি না সিদ্ধ হয়? প্রথমে
 ত্রিকোণায়ুক্ত বীজ লিখিয়া তাহার বহির্দেশে ষট্‌কোণ ও
 তাহাতে ষড়ক্ষর লিখিয়া তাহার বহির্দেশে অষ্টদল
 অঙ্কিত করিবে । অনন্তর তাহার বাহিরে অষ্টাক্ষরসংযুক্ত
 ষোড়শদল লিখিয়া তাহার বাহিরে দশদলান্বিত ষোড়শাক্ষর

দশাক্ষরেণ সংযুক্তং অষ্টাদশদলন্ততঃ ।
 অষ্টাদশাংশং তন্মধ্যে বহির্বা ত্রিংশদযুক্তম্ ।
 দেবকীসুত ইত্যাদি তত্রৈব বৃত্তমালিখৎ ॥ ১৫ ॥
 পিণ্ডবীজং বেষ্টকণ্ঠেন যজ্ঞস্ত চ সৰ্ব্বতঃ ।
 তদ্বহির্বৃত্তং নিম্পাশ্ব মাতৃকাং তত্র বেষ্টয়েৎ ॥ ১৬ ॥
 তদ্বহির্বৃত্তমেকম্ চতুরশ্রঃ সবজ্জকম্ ।
 এতদ্রুক্তং মহাযজ্ঞং কৃপয়া মুনিসত্তম ॥ ১৭ ॥
 সুবর্ণপাত্রে ভূজ্জে বা নিত্যং যঃ স্তমমাহিতঃ ।
 অষ্টগন্ধৈর্মসীং কৃন্তা লিখৎ স্বর্ণশলাকয়া ॥ ১৮ ॥
 অস্ত্য ধারণমাশ্রেণ সাক্ষাৎ পৃথিবীপুন্দরঃ ।
 মুচ্যতে মলিনৈঃ কুটিলৈঃ খেদৈঃ খেদৈঃ পি ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণমন্ত্র, পরে দশাক্ষরসংযুক্ত অষ্টাদশদল, তাহার মধ্যে অষ্টাদশা-
 ক্ষর ও বাহিরে ত্রিংশদপদ্য এবং তাহাতে দেবকীসুত ইত্যাদি
 বৃত্ত বিস্তৃত করিবে। অনন্তর যজ্ঞের চতুর্দিকে পিণ্ডবীজ বেষ্টন-
 পূর্বক তাহার বহির্দেশে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহাতে মাতৃকা
 বেষ্টন করিতে হইবে। তাহার বাহিরে রজসহিত চতুরশ্র বৃত্ত
 অঙ্কিত করিবে। হে মুনিসত্তম! কৃপাবশতঃ এই মহাযজ্ঞের
 বিষয় তোমার কাছে বর্ণন করিলাম। অষ্টগন্ধ দ্বারা মসী
 প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণশলাকাযোগে স্বর্ণপাত্রে অথবা ভূজপাত্রে এই
 মহাযজ্ঞ লিখিবে। যথানিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ইহা ধারণ
 করিতে হইবে। ইহার ধারণমাত্র সাক্ষাৎ পৃথিবীর পুন্দর,
 ঘোরঃ খেদস্তার ও নিখিল মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া

শান্তিঞ্চ শান্তীং লব্ধ্বা। য়াতি তৎপরমং পদম্।
 জীগাং বামভুজে নিত্যং ধারণাং কিং ন সিধ্যতি ॥ ২০ ॥
 বক্ষ্যানি লভতে পুত্রং শতহায়নজীবকম্ ॥
 দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীৰ্য্যসমৰিতম্ ॥ ২১ ॥
 রাশিচক্রং বিলিখ্যাথ কুস্তং সংস্থাপ্য পূৰ্ব্ববৎ ॥
 নিক্ষিপ্য যন্ত্রং তদ্বাধ্যে সেকাং সৰ্বং হি সাধয়েৎ ॥ ২২ ॥
 তত্ত্বদর্শী ভবেদ্বিপ্রো মহীং শান্তি মহীপতিঃ ॥
 বৈশ্বঃ সমৃদ্ধিমান্ ভূয়াৎ লভেৎ শূদ্রো যথেষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥
 এতত্ত্ব কথিতং যন্ত্রং পুরুষার্থৈকসাধনম্ ॥
 কেবলং ত্বৎপ্রযত্নেন গোপয়স্ব মূনে স্বয়ম্ ॥ ২৪ ॥
 ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

নিত্য শান্তিলাভপুত্রস্বর অন্তে পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 জীগণ নিত্য বামভুজে ধারণ করিলে তাহাদের কি না সিদ্ধ
 হয়? বক্ষ্যাও শতবর্ষজীবী পুত্র লাভ করে। ঐ পুত্র দীর্ঘায়ু
 এবং অপ্রতিহতবলবীৰ্য্যশালী হয়। অনন্তর রাশিচক্র লিখিয়া
 পূর্ববৎ কুস্তস্থাপনপূর্বক তদ্বাধ্যে যন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অভিব্যেক
 করিলে সকলই সাধন করা যাইতে পারে ॥ ২০-২২ ॥

ঐরূপ অল্পষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ তত্ত্বদর্শী, ক্ষত্রিয়, মহীপতি, বৈশ্বা
 সমৃদ্ধিশালী এবং শূদ্র জীপ্তফল প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থের
 একমাত্র সাধন এই যন্ত্র কেবল তোমার ঐকান্তিক অধ্যয়ন
 বশতঃ বলিলাম। হে মূনে! ইহা গোপনে রাখিবে ॥ ২৩-২৪ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ

অথ বক্ষ্যে মন্ত্রবরং সমস্তপুরুষার্থদম্ ।

ষজ্জানাৎ সিদ্ধয়ঃ সৰ্বা ভবন্তি করসংস্থিতাঃ ॥ ১ ॥

লক্ষ্মীমায়া কামবীজং ধ্যেত্ত্বং কৃষ্ণপদন্তথা ।

স্বাহেতি মন্ত্ররাজোহয়ং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ২ ॥

নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোহমুষ্টু বৃন্দাস্ততম্ ।

দেবতা কৃষ্ণ ইত্যুক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ ॥ ৩ ॥

ষড়ঙ্গং কামবীজেন ষড়্ দীর্ঘভেদনেন তু ।

কলায়কুম্মশ্রামং বৃন্দাবনগতং হরিম্ ॥ ৪ ॥

গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্ ।

নানালঙ্কারমুভগং কৌস্তভোদ্ভাসিবক্ষসম্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর সমস্তপুরুষার্থপ্রদ মন্ত্রবর কীর্তন করিব। যাহার
বিজ্ঞানমাত্র সর্ববিধ সিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। লক্ষ্মী, মায়া
ও কামবীজযুক্ত চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণ শব্দ স্বাহা সহিত অর্থাৎ শ্রীং ব্রীং
ক্রীং কৃষ্ণায় স্বাহা, এই মন্ত্ররাজ ভুক্তিমুক্তি প্রদান করিয়া
থাকে। নারদ ইহার মুনি, অমুষ্টুপ ছন্দ, সমস্ত পুরুষার্থদাতা
শ্রীকৃষ্ণ ইহাব দেবতা। ষড়্ দীর্ঘযুক্ত কামবীজ দ্বারা ইহার
অঙ্গকল্পনা করিবে। কলায়কুম্ময়ের নায় শ্রামবর্ণ, বৃন্দাবন
বিহারী, গোপগোপী ও গোসমূহে পরিবেষ্টিত, পীতবসনযুগলে
আবৃতদেহ, বিবিধ অলঙ্কারসংসর্গে অতিশয় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

সনকাত্মমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্কৃতঃ পরয়া মুদা ।
 শঙ্খচক্রলসদ্বাহং বেণং হস্তধরে রিতম্ ॥ ৬ ॥
 ধ্যাতৈবং পরমাত্মানং চতুর্লক্ষং জপেন্নতম্ ।
 দশাংশং জুহুয়ান্নত্নী কুসুমৈব ব্রহ্মবৃক্ষকৈঃ ॥ ৭ ॥
 ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ যজেন্নৈরিত্রাদিভিস্ততঃ ।
 তথা প্রয়োগং কুর্বাতি ধর্ম্মার্থকামমুক্তয়ে ॥ ৮ ॥
 পায়সৈরযুতং হৃদ্যা দিব্যজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ।
 তদ্বচ্চ লবণৈর্হৃদ্যা লোকানাকর্ষয়েদক্ষবম্ ॥ ৯ ॥
 পলাশপুষ্পৈর্জুহুয়াৎ কবিবাগী চ জায়তে ।
 মৎস্তগুণীকদলীহৃদ্ব্যযুতপায়সতদ্ধিয়া ॥ ১০ ॥
 তর্পয়েদযুতং মন্ত্রী গাজেয়েন জলেন বৈ ।
 মণ্ডলানীহিতা সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

কৌশল দ্বারা উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, সনকাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা
 পরম হর্ষভরে স্তুতমান, শঙ্খচক্রে সুশোভিত বাহু ও বেণুহস্ত,
 এইরূপে পরমাত্মা হরির ধ্যান করিয়া চতুর্লক্ষ মন্ত্র জপ ও
 ব্রহ্মবৃক্ষজাত কুসুম দ্বারা দশাংশ হোম এবং ভক্তিসহকারে
 ত্রিসন্ধ্যা ইত্যাদি অঙ্গসহায়ে আরাধনা করিবে। অনন্তর ধর্ম্মার্থ-
 কামভোগের জন্ত যথাযথ প্রয়োগ-বিধানে প্রবৃত্ত হইবে।
 পায়স দ্বারা অযুত হোম করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। সেইরূপ
 লবণ দ্বারা হোম করিলে লোকসকলকে আকর্ষণ করিতে পারা
 যায়। পলাশপুষ্পে হোম করিলে কবি ও বাগী হইয়া থাকে।
 মৎস্তগুণী (মিছরি), কদলী, হৃদ্ব্য, যুত ও পায়স বুদ্ধিতে গজা-
 জল দ্বারা তর্পণ করিলে মণ্ডল হইতেই অভিলষিত সিদ্ধিলাভ হয়,

বাগ্ভবাণ্ডেন জাপেন বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ।
 ব্রাহ্মীতংকুসুমৈহ'ত্রা নিধিমাণ্ডোভ্যব্রতঃ ॥ ১২ ॥
 শ্রীবৃক্ষফলহোমেন রাষ্ট্রৈশ্চাশ্ব্যামবাগ্নুয়াৎ ।
 এবং তে কথিতং ভক্ত্যা হ্রীতং মন্ত্রনায়কম্ ॥ ১৩ ॥
 সৎসংপ্রদানসংপ্রাপ্তং কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রিণঃ ।
 অষ্টাদশার্ণো মারান্তো মন্ত্রঃ স্তুতধনপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥
 নারদোহস্ত মুনিচ্ছন্দো গায়ত্রী কথিতঃ বৃধৈঃ ।
 বালকৃষ্ণো দেবতাস্ত সমস্তার্থফলপ্রদঃ ॥ ১৫ ॥
 বড়দীর্ঘভাজা কামেন বীজেনাসক্রিয়া মতা ।
 ইন্দীবরসমভাসং বালং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ১৬ ॥
 লসজ্জন্মরৈদীপৈশ্চাশ্বিতঃ বহুভূষণৈঃ ।
 নানারত্নমরোডাসিবেয়াস্ত্রনখভূষণম্ ॥ ১৭ ॥

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাগ্ভবাণ্ড জপ করিলে
 বৃহস্পতিতুল্য হইতে পারে। ব্রাহ্মী এবং তাহার পুষ্প দ্বারা হোম
 করিলে অনায়াসেই নিধিলাভ হয়। শ্রীবৃক্ষের ফলে হোম
 করিলে রাষ্ট্রৈশ্চাশ্ব্য পাওয়া যায়। তোমার ভক্তি আছে বলিয়া
 তোমার নিকট এই হ্রীত মন্ত্ররাজ কীর্তন করিলাম। ইহা
 সঙ্গুল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা দ্বারা সাধকের কি না
 সিদ্ধ হয় ?

কামবীজান্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পুত্র ও ধন প্রদান করে।
 নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সমস্তপুরুষার্থপ্রদ বালকৃষ্ণ
 ইহার দেবতা। দীর্ঘস্বরযুক্ত ছয়টি কামবীজ দ্বারা ইহার অল-
 ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। ইন্দীবরের নাম কান্তিবিশিষ্ট, বালকরূপী,
 ত্রিভুবনমোহন, বিলসিত উজ্জগরত্নময় বহুবিশ ভূষণে শোভিত,

কুস্তলাভসমুদ্ভাসিসুফুরাকরকুণ্ডলম্ ।
 হস্তিহস্তকরাভ্যাঞ্চ নবনীতঞ্চ পায়সম্ ॥ ১৮ ॥
 দধতং দেববৃন্দৈশ্চ বেষ্টিতং গোপবালকৈঃ ।
 এবং ধ্যানা জপেন্দ্রাজী দ্বাত্রিংশন্নক্ষমানতঃ ॥ ১৯ ॥
 জপান্তে জুহুয়াদগ্নৌ পায়সৈস্তুদশাংশতঃ ।
 তর্পণাদীনি সর্করাণি পূর্ব্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ২০ ॥
 সাধয়েৎ সর্করকর্ণাণি সিদ্ধেনানেন মন্ত্রবিৎ ।
 রক্তপদ্মায়ুতং হৃদা দ্বিজো জ্ঞানমবাগ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥
 সর্করলৌকিকশাস্তা চ ক্ষত্রিয়ো নাত্র সংশয়ঃ ।
 অস্ত্রোবাং যদ্বদ্বিষ্টং স্ত্রাৎ সাধয়েন্নান্যমূনা ॥ ২২ ॥
 রক্তপদ্মোপরি ধ্যানা শর্করাগৃথলাজকৈঃ ।
 কদলীগুড়বুজ্যা চ জলৈঃ সন্তপ্য কেশবম্ ॥ ২৩ ॥

বহুবিধরত্নোদ্ভাসিত ব্যাঘ্রনখে বিভূষিত, কুস্তলপ্রান্তে বিরাজ-
 মান পরমশোভাময় মকরকুণ্ডলে অলঙ্কৃত, হস্তিহস্তের সদৃশ
 করমুগল দ্বারা নবনীত ও পায়স ধারণ করিয়া আছেন এবং
 দেবগণ ও গোপবালকসমূহে চতুর্দিক্ পরিবেষ্টিত, এইরূপে
 ধ্যান করিয়া দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ পরিমাণে মন্ত্র জপ ও জপান্তে পায়স
 দ্বারা অগ্নিতে তাহার দশাংশ হোম এবং তর্পণাদি অন্ত্যস্ত সকল
 কার্য্য পূর্ব্বের বিধানানুসারে করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে
 মন্ত্রবিৎ সমস্ত কন্দই সাধন করিতে পারে।

রক্তপদ্ম দ্বারা অযুত হোম করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানলাভ করেন,
 ক্ষত্রিয় সকল লোকের অধিতীয় শাস্তা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই
 এবং অন্ত্যস্ত ব্যক্তির আপনাদের সমুদায় অতীষ্টই ইহা দ্বারা
 সম্পন্ন করিতে পারে। শর্করা ও লাজসহ রক্তপদ্মের উপরি

বৎসরান্নভতে পুত্রং সৰ্বলোকনমস্কৃতম্ ।

অনেন চ বদ্যদিষ্টং জপমাত্রেন সাধয়েৎ ॥ ২৪ ॥

মায়ারমাকামবীজত্ৰয়াচ্যো দশবর্ণকঃ ।

ত্রয়োদশাকরো মন্ত্ৰো দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদঃ ॥ ২৫ ॥

ঋষিরম্ভ স্বয়ং ব্রহ্মা ছন্দোহম্বুষ্ট্ৰবুদীরিতম্ ।

ত্রীকৃষ্ণো দেবতা প্রোক্তো মহদৈশ্বর্যাদায়কঃ ॥ ২৬ ॥

কুর্যাদম্ভ মনোমন্ত্ৰী ত্রীমাত্তৈরঙ্গপঞ্চকম্ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাকুশলসংকরম্ ॥ ২৭ ॥

করাভ্যাং বেণুমাদায় ধমন্তং সৰ্বমোহনম্ ।

সূর্য্যায়ুতসমাভাসং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ২৮ ॥

নানালঙ্কারসুভগং রবিমণ্ডলসংস্থিতম্ ।

এবং ধ্যান্য জপেন্মন্ত্ৰং চতুল'ক্ষমনকুণ্ডীঃ ॥ ২৯ ॥

ধ্যান এবং কদলীমিশ্র-গুড়বুদ্ধিতে জল দ্বারা কেশবের তর্পণ করিলে এক বৎসরের মধ্যেই সৰ্বলোকপূজ্য পুত্রলাভ করা যায় । ইহার জপমাত্র অভিলষিত কলসিদ্ধি হইয়া থাকে ।

মায়, রমা ও কামবীজযুক্ত দশবর্ণ দ্বারা সমাহিত ত্রয়োদশাকর মন্ত্ৰ দৃষ্টাদৃষ্ট কল প্রদান করে । স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার ঋষি, অম্বুষ্ট্ৰপ্ ছন্দ ও মহদৈশ্বর্যাদায়ক ত্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা । সাধক কামাদি বীজ দ্বারা ইহার পঞ্চাঙ্গ নিম্পাদন করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ ও অকুশে শোভমান হস্ত, কর দ্বারা বেণু গ্রহণ করিয়া সকল লোকের মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন । ইহার আভা অযুত সূর্য্যের সমান, শরীর পীতাম্বরযুগে পরিবৃত এবং যিনি বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করাতে মনোহর শোভা ধারণ

জপান্তে তদশাংশেন পার্শ্বসৈহোময়েদ্বিজঃ ।
 পূজয়েন্নস্তরাজেন বক্ষ্যমাণেন বৰ্ণনা ॥ ৩০ ॥
 মধ্যো কৃষ্ণং সমাবাহু যড়ঙ্গবিধিনার্চয়েৎ ।
 বামুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রহ্মায়ুকা নরুদ্ধকম্ ॥ ৩১ ॥
 দিগ্দ্দলেষু সমভ্যর্চ্য বহিরস্ত্র বিদিগ্দ্দলে ।
 সরস্বতীং তথা লক্ষ্মীং রতিং প্রীতিমনস্তরম্ ॥ ৩২ ॥
 স্বদিক্শু লোকপালাংশ্চ তদজ্ঞানি চ তদ্বহিঃ ।
 এবমভ্যর্চ্য বিধিবৎ সাধয়েচ্চ যথেষ্পিতান্ ॥ ৩৩ ॥
 বিংশত্যর্থোদিতান্ বিপ্রঃ প্রয়োগানপি সাধয়েৎ ।
 য এনং ভজতে মন্ত্রী তন্ত্র্যা চ পরিপূজয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
 রাষ্ট্রজ্যৈশ্চর্য্যমবাপ্যাক্তে ভূমাত্তৎপরমং মহঃ ।
 কামমায়ারমাপূর্ব্বো দশার্ণো মন্ত্রনায়কঃ ॥ ৩৫ ॥

করিয়াছেন, ষাঁহার অবস্থিতি সূর্য্যমণ্ডলে, এইরূপে ধ্যান
 করিয়া অনন্তচিত্তে চতুল্লঙ্ক জপ করিবে। জপান্তে পায়স দ্বারা
 দশাংশ হোম এবং বক্ষ্যমাণ বিধানে যজ্ঞরাজমধ্যে পূজা এবং
 যজ্ঞে ত্রীকৃষ্ণের আংহন করিয়া যড়ঙ্গবিধানানুসারে অর্চনা
 করিতে হইবে। দিগ্দ্দলসমূহে বামুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মায়ু ও
 অনিরুদ্ধের অর্চনা করিয়া বাহিরে বিদিগ্দ্দলে সরস্বতী,
 লক্ষ্মী, রতি ও প্রীতির, স্বদিক্শু লোকপালগণের ও তাহার
 বাহিরে অজ্ঞানকলের পূজা করিবে। এইরূপে বিধানানুসারে
 পূজা করিলে যথেষ্পিত ফললাভ করা যায়। বিংশত্যঙ্কর-মন্ত্রোক্ত
 যমুদার প্রয়োগও তৎকালে নিষ্পাদন করিবে। যে মন্ত্রী ভক্তিসহ-
 কারে এইরূপে পূজা করেন, তিনি রাষ্ট্রজ্যৈশ্চর্য্য লাভ করিয়া অস্ত্রে

রমামায়াকামপূর্বো দশার্ণঃ স প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

অনয়োর্ষত্ৰয়োৰ্ষত্ৰৌ আচক্রাষ্টেঃ ষডঙ্গতঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃত্বা দশার্ণবৎ সম্যগ্‌ধ্যানপূজাদিকং স্তবীঃ ।

সপৰ্য্যাক্ষরতে যন্ত মন্ত্রয়োরেকমাশ্রিতঃ ॥ ৩৭ ॥

ইহ ভুক্তা বরান্ ভোগান্ মহৈশ্বর্য্যসমম্বিতান্ ।

পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণো হরিতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥

অথ বক্ষ্যে শৃণু মুন্যে প্রতিপত্তিং জগৎপতেঃ ।

ইজাদি প্রমুখৈর্দেবৈঃ স্বগুপ্তাং ক্রিয়তে তু যা ॥ ৩৯ ॥

কুবেরোহপি চ যাং জাত্বা তপস্তন্ ব্রাহ্মণো মুখাৎ ।

মহেশসম্বিতাং প্রাপ্য ধনেশত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৪০ ॥

সেই পরম তেজে লীন হন । কাম-মায়-রমা-পূর্ব দশাক্ষর মন্ত্ররাজ এবং রমা-মায়-কাম-পূর্ব দশাক্ষর মন্ত্র—এই উভয় মন্ত্রের আচক্রাষ্ট দ্বারা ষড়ঙ্গ কল্লনা করিয়া দশাক্ষরবৎ সম্যকরূপে ধ্যান-পূজাদি সমাধা করিবে । যে ব্যক্তি উভয় মন্ত্রের মধ্যে একতরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সপৰ্য্যাক্ষ নিষ্পাদন করে, সে ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগসকল ও মহৈশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র সমভিব্যাহারে হরিতে লীন হয় ॥— ৩৮ ॥

অনন্তর জগদ্গুরু বাসুদেবের প্রতিপত্তি বর্ণনা করিব । মুন্যে ! শ্রবণ কর । ইজ প্রভৃতি অমরগণও ইহাকে পরম গোপনে রাখিয়া থাকেন । কুবেরও যাহাকে ব্রাহ্মার মুখ হইতে অবগত হইয়া উপাসনা পূর্বক স্বয়ং মহাদেবের সখা ও ধনেশ্বরপদ

ইন্দ্রোহপি যামুপাত্তৈব দেবরাজস্বমাপ্তবান্ ।
 ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভূত্বা দেবদৈত্যৈকশাসকঃ ॥ ৪১ ॥
 মায়ারমাদিকাষ্টাদশার্ণা বিংশদর্শকাঃ ।
 মনেন সদৃশো মন্ত্রস্ত্রিভু লোকেবু হ্রলভঃ ॥ ৪২ ॥
 ঋষিত্রৈক্য সমুদ্ভিষ্টো গায়ত্রীচন্দ্র এবচ ।
 দেবতা দেবতারূপবন্দ্যঃ শ্রীকৃষ্ণ ঈরিতঃ ॥ ৪৩ ॥
 অষ্টাদশার্ণবৎ কুর্য্যান্নত্ৰাধৈরদপঞ্চকম্ ।
 দ্বারবত্যাং মহোজ্ঞানে দীর্ঘিকাশতমণ্ডিতে ॥ ৪৪ ॥
 পারিজাতবনে রম্যে সুবর্ণভূমিমধ্যতঃ ।
 সর্করভ্রময়ে চিত্রে সুষ্মেকনিভমণ্ডপে ।
 সিংহাসনে সমাসীনঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৪৫ ॥
 রক্তোৎপলসমভাসপানিপাদান্বজং স্মরেৎ ।
 দক্ষিণং চরণাভোজং বদ্রপূর্ণঘটোপরি ॥ ৪৬ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইহার উপাসনা করিয়া ইন্দ্র দেবরাজগণ লাভ
 করিয়াছেন এবং ত্রৈলোক্যবিজয়ী ও দেব-দৈত্যগণের শাস্তা
 হইয়াছেন । মায়ারমাদি অষ্টাদশাক্ষর ও বিংশাক্ষর মন্ত্রসকলের সন্ধান
 মন্ত্র ত্রিভুবনে হ্রলভ । ব্রহ্মা ইহার ঋষি, গায়ত্রী চন্দ্র, দেবতারূপবন্দ্য
 শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা । অষ্টাদশাক্ষরের ত্রায় মন্ত্রাদি দ্বারা অন্নকল্পনা
 করিবে । "দ্বারবতীতে দীর্ঘিকাশতমণ্ডিত মহোজ্ঞান মন্যে
 রমণীয় পারিজাতকাননে সুবর্ণভূমি মন্যে সর্করবিধরত্নানিষ্ঠিত, সুষ্মেক
 সন্ধান, বিচিত্র মণ্ডপে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার
 প্রভা কোটিসূর্য্যের ত্রায় অল্পমাত্র এবং পানি ও পানপত্র রক্তোৎপল

বামপাদাঙ্ঘ্রজং দিব্যং স্বস্তিকাকারকারিতম্
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মলসদ্বাহচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
 সর্বাঙ্গসুন্দরং দেবং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
 সমুদ্ভূতা সর্বরত্নৈ রত্ননজ্জাশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৪৮ ॥
 কুন্ডলিনী সত্যভামা চ বামদক্ষে চ তিষ্ঠতঃ ।
 রত্নকুণ্ডেন রত্নেন সিংহাস্ত্যৌ পরয়া মুদা ॥ ৪৯ ॥
 কালিন্দী ঞ্জজ্জা চত্বং দিশস্তৌ কলসৌ তয়োঃ ।
 নাগজিতী সুনন্দা চ মিত্রবিন্দা সুলক্ষণা ॥ ৫০ ॥
 আনীর রত্নসকলং রত্ননজ্জাঃ সমুদ্ভূতম্ ।
 দিশস্তাঃ সর্বমাজ্জল্যসঙ্গত্যা মহিষীর্হরেঃ ॥ ৫১ ॥
 ততঃ ষোড়শসাহস্রাঃ সিকতাঃ পারিতঃ প্রিয়াঃ ।
 গীতৈশ্চ তৈশ্চ বাটৈশ্চ মুমুহুঃ সর্বাদবতাঃ ॥ ৫২ ॥

মদুণ, দক্ষিণ চরণাঙ্ঘ্রজ রত্নপুণ বটের উপরি অনিষ্ঠিত, বাম-
 পাদপদ্ম দিব্যস্বস্তিকাকারে পরিণত; বাহচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও
 পদ্মে বিলসিত; সকল অঙ্গই সুন্দর ও সর্ববিধ আভরণে বিভূষিত,
 রত্ননদী হইতে সমুদ্ভূত সর্ববিধ রত্নে চতুর্দিক্ পরিবেষ্টিত, কুন্ডলিনী
 ও সত্যভামা বাম ও দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠিত হইয়া রত্নকুণ্ড ও রত্ন
 দ্বারা পরম হর্ষসহকারে অভিষেক করিতেছেন। কালিন্দী ও
 ঞ্জজ্জা উভয়ে তাঁহাদিগকে কলস প্রদান করিতেছেন। নাগ-
 জিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, সুলক্ষণা—এই সকল হরির মহিষী
 রত্ননদী হইতে সমুদ্ভূত রত্নসকল আনয়ন পূর্বক সর্ববিধ মঙ্গল-
 কায়া সম্পাদন করিতেছেন। অনন্তর কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র
 মহিষী চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া অভিষেক করিতেছেন এবং

এবং হরিং অরেন্দ্রী চতুর্ল'কং জপেদ্বয়ম্ ॥
 জপান্তে পার্যসৈদি বৈষ্ণুহুয়াত্তদশাংশতঃ ॥ ৫৩ ॥
 তর্পেত তদশাংশেন ভক্তিতশ্চেন্দ্রুমজ্জলৈঃ ।
 অভিষিচ্য দশাংশেন ব্রাহ্মণানাপ পূজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
 কর্ণিকার্যাং লিখেদ্বীজং সসাপাং তদ্বহ্নিলিখেৎ ॥
 শেষসপ্তদশার্ণেন বহ্নেগেহযুগলতঃ ।
 বৃত্তাদ্বহ্নিবষ্টদলং চতুরশ্রঃ সবজ্জকম্ ॥ ৫৫ ॥
 চতুর্দ্বারসমায়ুক্তং যজ্ঞমেতৎ সুলক্ষণম্ ।
 পূর্বদক্ষিণাশ্চাত্যকোণে মার্য্য বিলিখ্য চ ॥ ৫৬ ॥
 শ্রীবীজমন্ততো লেখ্যং ষড়্ভুজং কোণলক্ষণম্ ।
 পশ্চে তু কামগায়ত্রীং ত্রিংশত্রিংশো বিভাগশঃ ॥ ৫৭ ॥

সমুদায় দেবতা গীত, নৃত্য ও বাজ্য সম্পাদনপূর্বক মুগ্ধ হইয়া
 পড়িতেছেন ; যজ্ঞী এইরূপে হরির স্মরণ করিয়া চতুর্ল'ক যজ্ঞ
 জপ করিবে ও জপের অন্তে দিব্য পার্যস দ্বারা তদশাংশ হোম,
 হোমের অন্তে কর্পূরবাসিত মলিলে দশাংশ তর্পণ এবং অভিষেক
 করিয়া ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন ॥ ৩২-৫৪ ॥

কর্ণিকামধ্যে ও তাহার বাহিরে সাধ্য বীজ লিখিয়া শেষ
 সপ্তদশ অক্ষর দ্বারা বহ্নির গৃহযুগ অঙ্কিত করিবে। অনন্তর
 বাহিরে বজ্রসহিত চতুরশ্র অষ্টদল সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহারই
 নাম চতুর্দ্বারসংযুক্ত সুলক্ষণ যজ্ঞ। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম কোণে
 মার্য্যাবীজ লিখিয়া অন্ত্র শ্রীবীজ ও কোণে ষড়্ভুজনিষ্ঠাস এবং
 যজ্ঞমধ্যে কামগায়ত্রী ত্রিংশ ত্রিংশ বিভাগাভ্যুসারে সন্নিবিষ্ট করিবে।
 প্রথমে কামদেবার বলিয়া তদনন্তর বিদ্বাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি

কামদেবায় বিদ্বাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি

তন্নোহ্ননঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতুক্তা কামগায়ত্রী সমস্তজনমোহিনী ।

কামাত্তজাপাদস্তান্ত সৰ্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

দলমধ্যে লিখেৎ কামমন্ত্রং ষট্শঃ ক্রমেণ তু ।

নমোহস্তে কামদেবায় সৰ্বজনপ্রিয়ায় চ ॥ ৬০ ॥

সৰ্বসংমোহনায়েতি জলযুগ্মং প্রজ্জলেতি চ ।

সৰ্বজনস্ত শব্দান্তে হৃদয়ং মম সংবদেৎ ॥ ৬১ ॥

বশং কুরুযুগ্মং প্রোক্ত্বা স্বাহান্তো মনুরীরতঃ ।

প্রোক্তো গোপালমন্ত্রোহিঃ কামাত্তঃ সাধিকো মূনে ॥ ৬২ ॥

হাটকারচিতে পাণ্ডে ভুজ্জে বা প্রবিলম্ব্য চ ।

ধারয়েৎ সাধিতং যন্তঃ জপদেকসমময়াৎ ॥ ৬৩ ॥

তন্নোহ্ননঃ প্রচোদয়াৎ এই প্রকার বলিবে অর্থাৎ কামদেবায়
বিদ্বাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহ্ননঃ প্রচোদয়াৎ ইহারই নাম
সমস্ত জনমোহিনী কামগায়ত্রী । আদিত্তে কামবীজ যোগ করিয়া
ইহার জপদ্বারা সৰ্ববিধ কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৫৫-৫৯ ॥

দলমধ্যে যথাক্রমে ছয়বার কামমন্ত্র লিখিবে । অন্তে নমঃশব্দ
প্রয়োগ করিয়া “কামদেবায় সৰ্বজনপ্রিয়ায় সৰ্বসংমোহনায় জল
জল প্রজ্জল সৰ্বজনস্ত হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা” এইরূপে
যথাক্রমে প্রয়োগ করিলেই কামমন্ত্র হইয়া থাকে । এই কামাদি
সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র গোপালমন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত । স্বর্ণরচিত পাণ্ডে অথবা
ভূজ্জপত্রে লিখিয়া জপ ও অভিষেক সহকারে এই সাধিত মন্ত্র

অশ্ব ধারণমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
 রাজানো বশতাং যাস্তি দাসবচ্ছক্ৰসংকুলম্ ॥ ৬৪ ॥
 ত্রৈলোক্যমোহনো বহ্নঃ সৰ্বলোটকপূজিতঃ ।
 অগ্নিন্ বহ্নে সমাবাহু রাজরাজেশ্বরং হরিম্ ॥ ৬৫ ॥
 পূজয়েত্তক্তিতো মন্ত্রী সৰ্বরাজোপচারকৈঃ ।
 কোণবটকে বড়লন্ত তদ্বহিঃচ বিদিগ্দলে ॥ ৬৬ ॥
 বায়ুদেবং সৰ্বর্ষণং প্রহ্মায় চানিরুদ্ধকম্ ।
 সরস্বতীং তথা লক্ষ্মীং রতিং প্রীতিঞ্চ দিগ্দলে ॥ ৬৭ ॥
 তদ্বহিরষ্টমহিবীৰুশ্লিণ্যাভাঃ প্রপূজয়েৎ ।
 ইন্দ্রনীলমুকুন্দাখ্যান্ মকরানন্দকচ্ছপান্ ॥ ৬৮ ॥
 শঙ্খপদ্মনিধী চাপি তদ্বহিঃ পূজয়েত্ততঃ ।
 ইন্দ্রাদীনৃ স্বশ্বদিক্শ্চ বং বজ্রাদীংস্তদনন্তরম্ ॥ ৬৯ ॥

ধারণ করিবে। ইহার ধারণমাত্র পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে ?
 ইহার ধারণে রাজগণ ও শক্রসকল দাসের ভ্রায় হয়। এই মন্ত্র
 যেমন ত্রৈলোক্যমোহন, সেইরূপ সকল লোকের একমাত্র পূজিত।
 রাজরাজেশ্বর হরিকে এই বহ্নে আহ্বান করিয়া সৰ্ববিধ রাজো-
 পচার প্রদান পূর্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। ছয় কোণে
 ছয় অঙ্গ, তাহার বাহিরে বিদিগ্দলে বায়ুদেব, সৰ্বর্ষণ, প্রহ্মায়
 ও অনিরুদ্ধ তথা সরস্বতী, লক্ষ্মী, রতি ও প্রীতি—ইহাদিগকে
 দিগ্দলে এবং তাহার বাহিরে কাক্সণী প্রভৃতি অষ্টমহিবীর পূজা
 করিতে হইবে। তাহার বাহিরে ইন্দ্রনীল, মুকুন্দ, মকরানন্দ,
 কচ্ছপ, শঙ্খ ও পদ্মনিধি—ইহাদের এবং এইরূপে স্বশ্বদিকে

ইতি যষ্ঠাবৃতেষু ত্রয়োদশৈঃ ভক্তিতোষণৈঃ ।

সংসারমাগরং ঘোরং বাসনানক্রসঙ্কলম্ ॥ ৭০ ॥

সন্তীৰ্য্য পরমং ধাম মন্ত্রী যাতি ন চান্তথা ।

চতুল্লং জপেন্নম্রস্তী দশাংশং পারমৈহিনেৎ ॥ ৭১ ॥

অথবা পঙ্কজৈঃ ফুল্লৈঃ শেষমন্ত্রং সমাপয়েৎ ।

তদা স্বহৃদয়ে বিষ্ণুং মন্ত্রজ্ঞানান্ যথোদিতান্ ॥ ৭২ ॥

তন্ময়ো বিহরেন্নম্রস্তী তীর্ণসংসারমাগরঃ ।

অমৃতং রক্তপদ্মৈস্ত হৃদ্রা বিশ্বং বশং নয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

তত্ত্বম্ ধারণেষ্ঠালে যং স্পৃশেদ্যং নিরীকয়েৎ ।

যৈঃ স্পৃষ্টোবীক্ষ্যতে যৈর্বা তে ভবন্ত্যস্ত কিঙ্করাঃ ॥ ৭৪ ॥

ইজাদির ও তদনন্তর বজ্রাদির পূজা করিবে । এইরূপে যষ্ঠাবরণ-
যুক্ত অচ্যুতকে ভক্তিসহকারে অভ্যর্চনা করিলে বাসনারূপ নক্র-
সঙ্কল ঘোর সংসারমাগর উত্তীর্ণ হইয়া সাধক পরমধাম প্রাপ্ত হয়,
ইহার অন্তথা হয় না । চতুল্লং জপ ও জপের দশাংশ পারস
দ্বারা হোম অথবা প্রফুল্ল পঙ্কজ দ্বারা আহুতি দান করিয়া অন্তান্ত
কার্য্যসকল সম্পন্ন করিবে । তৎকালে স্বকীয় হৃদয়ে বিষ্ণুকে চিন্তা-
পূর্ব্বক ও যথোক্ত জ্ঞানসকল করিয়া তন্ময় হইয়া পুনরায় শ্রুখে অষ্টো-
ত্তরশত মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রী সংসারমাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রুখে বিচ-
রণ করেন । রক্তপদ্ম দ্বারা অমৃত হোম করিলে বিশ্বসংসার বশীভূত
হয় । তাহার তন্ত্র কপালে ধারণ করিয়া বাহ্যকে স্পর্শ বা দর্শন করা
যায় এবং তাহারোগ বাহ্যকে দেখে, তাহার তাহার বশীভূত

আরক্তহয়মারৈস্ত রাজানো দাসবদ্বশে ।

গুহাদিবজ্জলাভায় গুহাদিকুসুমৈর্হোমৈঃ ॥ ৭৫ ॥

হনেদ্ধাত্মসমৃদ্ধিঞ্চ আরক্তধাত্মমঞ্জরীম্ ।

শ্রীবৃক্ষকুসুমৈর্হোমাং সমা লক্ষ্মীঃ প্রসীদতি ॥ ৭৬ ॥

বিষপত্রৈশ্চ জুহুয়াৎ পুত্রপৌত্রানুযায়িনীম্ ।

লভেদ্রক্ষ্মীঃ প্রসন্নাস্তংকলৈ রাজ্যমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥

কেবলং স্মৃতহোমেন ব্রাহ্ম্যং তেজশ্চ জায়তে ।

আয়ুর্বৃদ্ধিঃ যশোলক্ষ্মীঃ বশুতাং সর্দযোষিতাম্ ॥ ৭৮ ॥

লভতে নাত্র সন্দেহঃ সুখং সর্বাতিশায়িনম্ ।

স্মৃততপ্তুলহোমেন বলবান্ জায়তেহচিরাৎ ॥ ৭৯ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং হুত্বা ভোগী শ্রাদ্ধাবদানুযঃ ।

অষ্টাদশার্গদশয়োঃ প্রয়োগং নাত্র চাচরেৎ ॥ ৮০ ॥

ইইয়া থাকে । আরক্ত অশ্বমার কুসুমে হোম করিলে রাজারা দাসের ভায় বশীভূত হন । গুহাদি বজ্জলাভের জন্ত গুহাদি পুষ্প দ্বারা এবং ধাত্মসমৃদ্ধির জন্ত আরক্ত ধাত্মমঞ্জরী দ্বারা হোম করিবে । শ্রীবৃক্ষের কুসুমে হোম করিলে লক্ষ্মী প্রসন্ন থাকেন । বিষপত্রদ্বারা হোম করিলে পুত্রপৌত্রের অনুযায়িনী লক্ষ্মী লাভ হয় । তাহার ফল দ্বারা হোম করিলে রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । কেবল স্মৃত দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্ম্য তেজঃ উৎপন্ন হয় এবং আয়ুর বৃদ্ধি, যশোলক্ষ্মী ও সকল জীলোকের বশুতা ও সর্বাতিশায়ী সুখলাভ ইইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই । স্মৃতমিশ্রিত তপ্তুল দ্বারা হোম করিলে অল্পকাল মধ্যেই বলবান্ হওয়া যায় । ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা হোম করিলে

অত্রেরিতঃ প্রয়োগস্ত্ব দ্বাভ্যামেকস্ত্ব কারয়েৎ ।

রত্নাভিষেকং গোপালং যোহানন বিধিনা ভজেৎ ॥ ৮১

সর্বৈশ্বর্যাসমৃদ্ধোহপি সর্বভুক্ সর্বকারকঃ ।

দেহত্যাগে হরিং যান্নাদিত্যেবং মুনয়ো জগুঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

বাবজীবন ভোগী হইয়া থাকে । অষ্টাদশাকর ও দশাকর—এই দুইয়ের অনুযায়ী প্রয়োগসকল নিষ্পাদন করিবে না ; ইহাতে উক্ত প্রয়োগ করিবে অথবা দুইয়ের মধ্যে একটা করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ বিধির অনুসরণ করিয়া রত্নাভিষিক্ত গোপালের আরাধনা করে, সে সর্বৈশ্বর্যাসমৃদ্ধিমান্, সর্ববিধ ভোগসম্পন্ন ও সমুদায় কার্যসাধনে সমর্থ হয় এবং দেহাবসানে ভগবান্কে প্রাপ্ত হয় ; মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৬১-৮২ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ

অথাৎ: সংপ্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণিণীবল্লভং মনুন্ম ।
 যজ্ঞজ্ঞানাং সৰ্বলোকানাং বল্লভো ভূবি জায়তে ॥ ১ ॥
 নমোহস্তে ভগবান্ ঙ্গেহস্তো কৃষ্ণিণীবল্লভস্তথা ।
 স্বাহাস্তো তারসংযুক্তঃ ষোড়শার্ণো মহামনুঃ ॥ ২ ॥
 অশ্র জ্ঞানান্তথা মন্ত্রী জ্ঞানবান্ জায়তেহচিরাৎ ।
 ধ্যানাদষ্টাঙ্গযোগশ্চ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥
 স্মরণাদশ্র মন্ত্রশ্চ সৰ্ব্বতীর্থকলং লভেৎ ।
 নারদোহশ্র মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোহমুষ্ট, বৃন্দীরিতম্ ॥ ৪ ॥
 শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্র কৃষ্ণিণীবল্লভাহবয়ঃ ।
 ব্যঠৈঃ সমন্তৈরঙ্গানি পঠৈঃ কুৰ্ব্যাৎ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন, অনন্তর কৃষ্ণিণীবল্লভ মন্ত্র কীর্তন করিব। যাহার জ্ঞানমাত্র পৃথিবীতে সকল লোকের বল্লভ হওয়া যায়। নমঃ-শব্দের পরে চতুর্থ্যন্ত ভগবান্ কৃষ্ণিণীবল্লভ প্রয়োগ করিয়া শেষে স্বাহাশব্দ যোগ করিবে। ইহাকে তারযুক্ত করিলে ষোড়শাঙ্কর মন্ত্র হইবে। অর্থাৎ ওঁ নমো ভগবতে কৃষ্ণিণীবল্লভায় স্বাহা ইহারই নাম কৃষ্ণিণীবল্লভ মন্ত্র। মন্ত্রী ইহার জ্ঞানমাত্র অচিরকাল মধ্যে জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে। ইহার ধ্যান করিলে অষ্টাঙ্গযোগের ফললাভ হয় এবং ইহার স্মরণমাত্র নিশ্চয়ই সমুদায় তীর্থকলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নারদ ইহার ঋষি, অমৃতষ্টুপ-ছন্দ, কৃষ্ণিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। মন্ত্রজ্ঞ পুরুষ

অন্তসীকুসুমশ্রামং পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্ ।
 নানালঙ্কারসুভগং কোস্তভায়ুক্তবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥
 শ্রীবৎসলাঞ্জনশ্রীমজ্জলাভূষণভূষিতম্ ।
 দ্বারকাবরগেহস্থং রত্নসিংহাসনে শুভে ॥ ৭ ॥
 রুক্মিণ্যালাপমধুরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
 ধ্যাদৈবং পরমাত্মানং লক্ষ্মেকং জপেন্নম্ ॥ ৮ ॥
 তদন্তে জুহুয়ামস্তী তিষ্ঠৈমধুরসংপ্লবৈঃ ।
 পূজয়েদৈকবে পীঠে দশাক্ষরবিধানতঃ ॥ ৯ ॥
 পলাশৈঃ কুসুমৈহুঁহা দিব্যজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ।
 পূর্ববতর্পণং কুর্ঘ্যাৎ সর্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ ॥ ১০ ॥
 পুণ্ডরীকাকৃতং হৃদা শ্রিয়মাপ্নোত্যত্নতঃ ।
 কেবলং স্নতহোমেন জীবৈদর্ঘ্যশতং সুখী ॥ ১১ ॥

ব্যস্ত ও সমস্ত পদ দ্বারা ইহার অঙ্গবিধান করিবে। অন্তসী-
 কুসুমের গায় শ্রামবর্ণ, পীতবসনযুগলে আচ্ছাদিতদেহ, বিবিধ
 অলঙ্কারসংযোগে পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, কোস্তভায়ুক্ত বন্ধঃস্থল,
 শ্রীবৎসে সুশোভিত, শোভমান আভরণসমূহে ভূষিত, দ্বার-
 কার উৎকৃষ্ট গৃহে অবস্থিত পবিত্র রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট,
 রুক্মিণীর সহিত মধুর আলাপে সংযুক্ত এবং শঙ্খচক্রগদাধারী
 —এইরূপে পরমাত্মরূপী রুক্মিণীবল্লভের ধ্যান করিয়া এক
 লক্ষ জপ ও মধুরসংযুক্ত তিল দ্বারা হোম এবং একাদশাক্ষরোক্ত
 বিধানে বৈষ্ণবপীঠে পূজা করিবে। পলাশপুষ্পে হোম
 করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। পূর্ববৎ তর্পণ করিলে সকল
 অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। পুণ্ডরীক ও অঙ্কত দ্বারা হোম করিলে

ইত্যেবং ক্লিষ্টগীনাথবিধানং মুনিপূজিতম্ ।
 ভোগমোক্ষকরং যত্নানুনে ত্বমপি গোপস্ব ॥ ১২ ॥
 প্রণবং নমসশ্চাস্তে বদেত্তবগতে পদম্ ।
 নন্দপুত্রপদং ভেদন্তং বদেত্তবাপুস্তথা ॥ ১৩ ॥
 ভূত্যস্তু দশবর্ণশ্চ মনুঃ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ ।
 নারদো মুনিরাধ্যাতশ্চন্দ উক্তং বিরাড়পি ॥ ১৪ ॥
 শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাত্ত্র চতুর্কর্গকলপ্রদঃ ।
 পঞ্চাঙ্গানি মনোরম্য আচক্রাদ্যৈঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫ ॥
 ধ্যায়ৈষ্মন্দাবনে রম্যে গোপগোপীগবাবৃতম্ ।
 নানালঙ্কারসুভগঃ পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥
 সৰ্বপ্রিয়করং দেবং কিশোরশ্রামবিগ্রহম্ ।
 দোর্ডাণং বেগুং বান্ধবজঃ ভুবনৈকশুকং পরম্ ॥ ১৭ ॥

অনায়াসেই শ্রীপ্রাপ্তি হয়। কেবল স্মৃতহোম দ্বারা শতবর্ষকাল
 সুখে বাঁচিয়া থাকি যায়। ইহারই নাম মুনিগণপূজিত
 ক্লিষ্টগীনাথবিধান। ইহার দ্বারা ভুক্তি-মুক্তি লাভ হয়। মনে!
 ইহা তুমি যত্নসহকারে গোপনে রাখিও ॥ ১-১২ ॥

প্রথমে প্রণব, পরে নমঃশব্দ, অনন্তর ভগবতে নন্দপুত্র
 নন্দবপুষে ভূতি বলিতে হইবে। সৰ্ব্বার্থসিদ্ধিদায়ক এই মন্ত্রের নারদ
 ঋষি, চন্দ বিরাড়, চতুর্কর্গকলদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা।
 আচক্রাদি দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চ-অঙ্গকল্পনা করিবে। অনন্তর
 রমণীয় বৃন্দাবনে গোপগোপীগণে পরিবৃত, বিবিধ অলঙ্কার-
 সংসর্গে সৌন্দর্য্যশালী, পীতাম্বরযুগলধারী, সকলের প্রিয়সাধনকারী,
 কিশোরবয়স্ক, শ্রামতরূপবিশিষ্ট, করযুগল দ্বারা বেণুবান্দনতৎপর,

এবং ধাত্বা মনুবরং লক্ষ্মেকং জপেত্তথা ।

তিলৈশ্চ স্বাহযুক্তৈশ্চ জুহ্বাতদক্ষাংশতঃ ॥ ১৮ ॥

দশাক্ষরোদ্বিতে পীঠে পূজয়েত্তদ্বিধানতঃ ।

য এবং চিন্তয়েন্নম্নী ভোগমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ॥ ১৯ ॥

বিষপত্রায়ুতং হুত্বা সৰ্বকামান্ প্রসাধয়েৎ ।

অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সভায়াং বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২০ ॥

সৰ্বলোকৈককল্লভগঃ সৰ্বৈশ্বৰ্য্যসমম্বিতঃ ।

দেহান্তে তৎপদং যতি যৎ প্রাপ্ত্বা ন নিবৰ্ত্ততে ॥ ২১ ॥

নন্দপুত্রপদং ত্রৈলোক্যং শ্রীমলাদ্রপদং তথা ।

অমৃতং মুখবৃত্তঞ্চ মাংসটীকৈব বপুস্তথা ।

দশাক্ষরস্ত প্রোক্তোহয়ং মনুঃ সৰ্বসমৃদ্ধিদঃ ॥ ২২ ॥

নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তশ্চন্দোহনুষ্ট্রবুদীরিতম্ ।

দেবতা বালকৃষ্ণোহস্ত মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

ভুবনের একমাত্র গুরু, পরমধাম, ভগবান্ বাসুদেবকে ধ্যান করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং স্বাহযুক্ত তিল দ্বারা তাহার দশাংশ হোম ও দশাক্ষরোক্ত পীঠে তদনুরূপ বিধানে পূজা করিবে । যে মন্ত্রী এইরূপে আরাধনা করে, তাহার ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে । অবুত বিষপত্র দ্বারা হোম করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় । এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিলে সভার বিজয়ী এবং সকল লোকের মধ্যে অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী ও সৰ্ববিধ ঐশ্বৰ্য্যসম্পন্ন হওয়া যায় এবং দেহাবসানে, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্মনিবৃত্তি হয়, সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮-২১ ॥

নন্দপুত্রার শ্রীমলাদ্রায়, এই দশাক্ষর মন্ত্র সৰ্বসমৃদ্ধি প্রদান করে । নারদ ইহার ঋষি, চন্দ্র অনুষ্ট্রপ, দেবতা বালকৃষ্ণ,

কল্পয়েৎ পূর্বদক্ষাঙ্গী চক্রাষ্টৈরঙ্গপঞ্চকম্ ।
 অতসীকুসুমশ্রামঃ শঙ্খচক্রলসৎকরম্ ॥ ২৪ ॥
 দোভ্যাং বেণুং বাদয়ন্তুং গীতাধরযুগাবৃতম্ ।
 নানালঙ্কারসুভগং ভাবহাববিরাজিতম্ ॥ ২৫ ॥
 এবং ধ্যাত্বা যজ্ঞেদেবং পঞ্চাষ্টৈশ্চ দিশোহঘিষ্টৈঃ ।
 তদষ্টৈরপি সম্পূজ্য জপেন্নক্ষং ব্রতে স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
 দশাংশং জুহুয়ান্নস্বী পারসৈশ্চধূরান্নুতৈঃ ।
 এবং সংসিদ্ধমন্ত্রঃ সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৭ ॥
 তিলাষ্টৈরক্ষতং হুত্বা গ্রহরোগান্ বিনাশয়েৎ ।
 পলাশকুসুমৈর্হুত্বা বাগীশসমতাং প্রজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন । মন্ত্রী পূর্বের গ্রাম আচক্রাদি দ্বারা
 হহার পঞ্চাঙ্গ কল্পনা করিবেন । অতসীকুসুমের গ্রাম গ্রামবর্ণ,
 হস্তে শঙ্খ চক্র শোভমান, গীতাধরযুগলে আবৃতদেহ, করযুগল
 দ্বারা বেণুবাদন করিতেছেন । নানাবিধ অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য-
 সম্পন্ন এবং হাবভাববিরাজিত ভগবানের ধ্যান করিয়া পঞ্চাঙ্গ,
 দিকপালসমূহ ও তত্ত্ব অঙ্গসহ পূজা করিবে । পূজাস্তে ব্রতস্থিত
 হইয়া লক্ষ জপ, মধুরান্নুত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম
 করিতে হইবে । এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে সকল কন্ডই সাধন করা
 যায় । তিল ও আজ্যমিশ্রিত অক্ষত দ্বারা হোম করিলে গ্রহরোগ
 বিদূরিত হয় । পলাশকুসুম দ্বারা হোম করিলে বৃহস্পতিতুলা
 হওয়া যায় ॥ ২২-২৮ ॥

প্রণবঃ শ্রীকামমায়ী নমো ভগবতে পদম্ ।
 নন্দপুত্রপদং ধৈর্যং ভূধরো মুখবৃত্তযুক্ত ।
 মাংসবপুঃপদং ধৈর্যং মনুবিংশতিবর্ণকঃ ॥ ২৯ ॥
 নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তো বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্ ।
 দেবতা নন্দতনয়ঃ সৰ্বলোকৈকনন্দনঃ ॥ ৩০ ॥
 পঞ্চাঙ্গানি মনোরম্য চক্রাষ্টৈঃ পরিকল্পয়েৎ ।
 নবীনবারিদ্রুম্যং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
 মুক্তাদামলসংকঠং কেয়ুরাসদভূষণম্ ।
 অনেকরত্নসংবদ্ধফুরণাকরকুণ্ডলম্ ।
 উদ্দামকৌস্তভোদ্দাসিবক্ষঃ শ্রীবাৎসল্যজনম্ ॥ ৩২ ॥

প্রথমে প্রণব (ঐ), তৎপর শ্রীং, কাম (ক্লীং), মায়ী (হ্রী), এবং নমো ভগবতে বলিয়া পরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নন্দপুত্রপদ এবং মুখবৃত্তযুক্ত ভূধর ও মাংসবপুঃ উচ্চারণ করিবে। অর্থাৎ ঐ শ্রীং ক্লীং হ্রীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বালবপুষে, এই বিংশতিবর্ণাত্মক মন্ত্রের নিষ্পন্ন হইবে। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ বিরাট্, সৰ্বলোকৈকনন্দন নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। আচক্রাদি দ্বারা ইহার পঞ্চ অঙ্গ কল্পনা করিবে। নবজলধরসদৃশ শ্রামবর্ণ, পদ্মপত্রের শ্রায় লোচনসম্পন্ন, মুক্তাদামে বিলসিতকণ্ঠ, কেয়ুর ও অশ্রাজ্জ অলভূষণে বিভূষিত, বহুবিধ রত্নখচিত পরমশোভমান মকরকুণ্ডলে

বহির্বহুকৃতোক্তংসং গোপগোপীগবাবৃতম্ ।
 ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং জপেন্নতুবরন্ততঃ ॥ ৩৩ ॥
 চতুর্লক্ষজপান্তে তু দশাংশং রক্তপঙ্কজৈঃ ।
 হোময়েচ্ছেষমন্তত্ পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ৩৪ ॥
 দশার্ণধন্তে বিংশেৎ সমাবাহ প্রপূজয়েৎ ।
 প্রথমাবৃতিরদৈঃ স্নানাহিবীতিদ্বিতীয়া ॥ ৩৫ ॥
 তৃতীয়া দিগধীশন্ত বজ্রাষ্টকং চতুর্থিকা ।
 এবং যঃ পূজয়েৎ কৃষ্ণং চতুরাবৃতিসংযুতম্ ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্পূর্ণং লভতে কলম্ ॥ ৩৬ ॥
 পাশসৈরযুতঃ শুদ্ধা মহাধনপতিভুবেৎ ।
 পূর্ণান্নলভতে মনী অযুতং দ্বততোমতঃ ॥ ৩৭ ॥

অলঙ্কৃত উগ্রপ্রভাশালী কোঙ্কভদ্রারা উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, স্ত্রীবাৎস
 লাহিত, শিখিপুচ্ছচূড়াধারী, গোপগোপী ও গোসমূহে পরিবৃত্ত,—
 এইরূপে পরমাত্মা বাসুদেবের ধ্যান করিয়া পরে চারিলক্ষ
 জপ করিবে। জপান্তে রক্তপদ্ম দ্বারা দশাংশ হোম ও অবশিষ্ট
 কার্য্য পূর্ববৎ নিম্ন করিয়া দশাক্ষরবিহিত মন্ত্রে আবাহন
 পূর্বক সেই বিংশেখরের পূজা করিবে। অদমমূহ দ্বারা প্রথম
 আবৃতি, মহিবীণ দ্বারা দ্বিতীয় আবৃতি, শিক্‌পাল দ্বারা তৃতীয়
 আবৃতি ও বজ্রাদি দ্বারা চতুর্থ আবৃতি সম্পাদন করিতে
 হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপে আবৃতিচতুষ্টয়যুক্ত কৃষ্ণের পূজা
 করে, সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ভগ্নসকলের সম্পূর্ণ
 ফললাভ করিয়া থাকে। পাশ দ্বারা অযুত হোম করিলে

দুর্বয়া লক্ষহোমেন জীবৈব্বর্ষশতং সুখম্ ।
 ইতোষ কথিতো মন্ত্রঃ সর্কেবাং সর্কসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৮ ॥
 অথাপরঃ প্রেক্ষ্যামি মন্ত্ৰং সর্কসমুচ্ছিদম্ ।
 যজ্ঞজ্ঞানাগ্নয়ঃ সর্কে ভোগমৌলিকভূময়ঃ ॥ ৩৯ ॥
 লীলাদগুশরং চোক্তা গোপীজনঃ ততঃ পরম ।
 সংস্কৃতদোদগুপদং মেঘশ্রামপদঃ ততঃ ॥ ৪০ ॥
 বিষ্ণুঃ স্বাহেতি মনোহরঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ ।
 নারদোহস্ত যুনিঃ প্রোক্তশ্চন্দোহস্তৃব্দৌরিতম্ ॥ ৪১ ॥
 ত্রীকৃষ্ণো দেবতা চান্ত সর্কবিদ্বাংসাধকঃ ।
 পদৈঃ পঞ্চাঙ্গকল্লিজতো দ্যায়ৈদপাচ্যতম্ ॥ ৪২ ॥
 তাপিজকুসুমশ্রামং সদা যোড়শবারিকম ।
 গোপীমবাস্তিতঃ তাভ্যাঃ লিঙ্গিতঃ কামরূচ্ছয়া ॥ ৪৩ ॥

পূর্ণাষ্মঃপ্রাপ্ত ও দুর্ব্বা দ্বারা লক্ষ হোম করিলে শতবর্ষজীবী হইয়া থাকে । সকল সাধকের সর্কপ্রকার সিদ্ধিদায়ক এই মন্ত্র কথিত হইল ॥ ২৯-৩৮ ॥

অনন্তর সর্কসমুচ্ছিদ-সাধক অপর মন্ত্রকীন্তন করিব । যাহার জ্ঞানমাত্র যুনিগণ সর্কবিধ ভোগের অধিতীয় আশ্পদ হইয়াছেন । প্রথমে লীলাদগুশর পদ প্রয়োগ করিয়া পরে যথাক্রমে গোপীজনসংস্কৃত-দোদগু, মেঘশ্রাম, বিষ্ণো, স্বাহা, এই সকল পদ উল্লেখ করবে । এই মন্ত্র সমস্তপুরুষার্থ প্রদান করে । নারদ ইহার ঋষি, অহস্তৃ, প্ হহার ছন্দ, সর্কবিদ্বাংসাধক ত্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা । পদসমূহ দ্বারা পঞ্চাঙ্গাদি কল্পনা করিয়া পরে ভগবানের ধ্যান করিবে ।—তাপিজকুসুমের স্ত্রায় শ্রামবর্ণ,

সর্বালঙ্কারসুভগং গীতাধরধরং পরম্ ।

ভুবনৈকগুরুং ধ্যানা লক্ষ্যমেকং জপেন্নমু ॥ ৪৪ ॥

দশাংশং কমলৈর্হৃদ্বা শেষমশ্রুৎ সমাপয়েৎ ;

তর্পয়েন্নিত্যাশো দেবং হৃৎকৃত্বা শুভৈর্জলৈঃ ॥ ৪৫ ॥

মণ্ডলাদ্বাঞ্ছিতা সিদ্ধির্নহাধনপতির্ভবেৎ ।

য ইমং ভজতে নিত্যং জপহোমাদিতৎপরঃ ॥ ৪৬ ॥

বাঞ্ছিতানীহিতান্ লব্ধ্বা দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ।

বেদাদিকমলামায়া কামবীজানুথো বদেৎ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পদং গেহন্তঃ গোবিন্দঞ্চ তথা বদেৎ ।

গোপীজনপদস্তান্তে ব্রহ্মভং গেহন্তমীরয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

সর্বদাই ষোড়শবর্ষবয়স্ক, গোপীদ্বয়ের মতো অধিষ্ঠিত, তাহাদের কর্তৃক কামবাসনায় আলিঙ্গিত, সর্বালঙ্কারবিভূষিত, গীতাধর-ধারী, পরাৎপরস্বরূপ এবং ভুবনের একমাত্র গুরু,—এইরূপে ধ্যান করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ ও কমল দ্বারা দশাংশ হোম এবং অবশিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হৃৎকৃতিতে পবিত্র জল দ্বারা নিত্য ভগবানের তর্পণ করিলে মণ্ডল হইতেই অতি-লব্ধিত ফলের সিদ্ধিলাভ হয় এবং ধনপতিপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি জপহোমাদিতৎপর হইয়া এই মন্ত্রের ভজনা করে, সে বাঞ্ছিত বিষয়সমস্ত লাভ করিয়া অন্তে তৎপদে অধিকৃত হইয়া থাকে।

প্রথমে বেদাদি, কমলা, মায়া ও কামবীজাদি বলিয়া পরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই উভয় পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর গোপীজনপদের পর চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত ব্রহ্মভপদ

কামাত্মক রক্ষাবীজং সংপ্রোক্তো মন্ত্রনামকঃ ।

সিদ্ধগোপালমন্ত্ৰোহয়ং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাম্ ।

বীজৈঃ পদৈশ্চ পঞ্চাঙ্গং কৃত্ব ধ্যায়েদবাচ্যতম্ ॥ ৪৯ ॥

পক্ষিরাজকৃতছায়ৌ সুরক্রমতলাসিনৌ ।

শঙ্খেন্দুমরুতাভাসৌ দধ্যুথপায়সানিনৌ ॥ ৫০ ॥

অলকৈরাবৃতমুগৌ গ্রহযুক্তৌ বধা বিধুঃ ।

নানালঙ্কারসুভগৌ কোস্তভায়ুক্তকঙ্করৌ ॥ ৫১ ॥

তারহারাবলীরম্যৌ সৰ্বাশ্চর্য্যময়ৌ শিশুঃ ।

ত্রৈলোক্যশরণৌ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণৌ স্মরন্ জপেৎ ॥ ৫২ ॥

লক্ষ্যকং মন্ত্রবরং দশাংশং ত্রীকলৈছ'নেৎ ।

হোমান্তে বিধিবদ্ভী শেযমন্ত্ৰং সমাপয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

দশাক্ষরোদিতো পীঠে বক্ষ্যমাণেন পূজয়েৎ ।

ষড়ঙ্গং কেশরে যদ্বা দিগীশান্ প্রহরানপি ॥ ৫৪ ॥

বিভ্রাস করিতে হইবে । অর্থাৎ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ত্রীকায় গোবিন্দায়
গোপীজনবল্লভায় ক্লীং শ্রীং, ইহার নাম সিদ্ধগোপাল মন্ত্র, এই
মন্ত্র সৰ্বসিদ্ধি প্রদান করে । বীজ ও পদ দ্বারা পঞ্চ অঙ্গ কল্পনা
করিয়া পরে অচ্যুতের ধ্যান করিবে । পক্ষিরাজ গরুড় উভয়কে
ছায়া করিয়া আছে, উভয়ে কল্পবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া
আছেন, উভয়ে শঙ্খ ও মরুতের ত্রায় দীপ্তিশালী, উভয়ে দধি ও
পায়স ভক্ষণ করিতেছেন, উভয়ের মুখ অলকে আচ্ছাদিত, তদ্বারা
গ্রহযুক্ত চক্রেয় ত্রায় শোভা পাইতেছেন, উভয়েই নানাপ্রকার
অলঙ্কারসংসর্গে পরম দোন্দর্য্যাসম্পন্ন, উভয়ের কঙ্করায় কোস্তভ
বিরাজমান, উভয়ে তারহারগুচ্ছ সহযোগে পরম রমণীয়, উভয়েই
সৰ্বাশ্চর্য্যময়, উভয়েই শিশু,—এইরূপে ত্রৈলোক্যশরণ শ্রীমান্

এবং ত্রয়াংবিঃ ময়ং সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।
 হুগ্ধবুদ্ধ্যা জলৈর্নিতাং তর্পয়েদিষ্টার্থাদিদম্ ॥ ৫৫ ॥
 মুখে করং সমায়ুজ্য জপাঙ্গাগ্নী কবির্ভবেৎ ।
 নবনীতায়ুতং হুত্বা ধনপতিবৃত্তো ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥
 রবিবারেহংখমূলে চাষ্টোত্তরশতং জপেৎ ।
 পুত্রৈশ্বিঃশ্রেষ্ঠ সম্পন্নো ভ্রিয়তে নাপমৃত্যুতঃ ॥ ৫৭ ॥
 অথাপরং মনুবরং কথয়ামি সমৃদ্ধিদম্ ।
 লক্ষ্মীমায়াকামবীজৈর্দর্শনং পুটয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫৮ ॥
 বোড়শার্ণো মনুঃ সাক্ষান্নহংলক্ষ্মীং প্রযচ্ছতি ।
 ব্রহ্মা ঋষিঃ সমুদিশ্চৈ গায়ত্রীচ্ছন্দ জৈরিতম ॥ ৫৯ ॥

রামকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া জপ ও দশাক্ষরপীঠে বক্ষ্যমাণ
 নিয়মানুসারে পূজা করিবে । যথা, - কেশরে ছয় অঙ্গ, লোকপাল-
 বর্গ ও আয়ুধসকলের অর্চনা করিতে হইবে । এইরূপে আবৃত্তি-
 ত্রিতয়যুক্ত পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া হুগ্ধবুদ্ধিতে জল দ্বারা নিত্য
 তর্পণ করিলে ইষ্টার্থসিদ্ধি হয় । মুখে কর সংযুক্ত করিয়া জপ
 করিলে বাগ্মী ও কবি হওয়া যায় । নবনীত দ্বারা অযুত হোম
 করিলে ধনপতির সমান হয় । রবিবারে অংখমূলে অষ্টোত্তর-
 শত জপ করিলে পুত্রমিত্রে পরিবৃত্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকে ; তাহার
 কখনও অপমৃত্যু হয় না ॥ ৩৯-৫৭ ॥

অনন্তর অপর মন্ত্রবর কীর্তন করিতেছি, উহা দ্বারা সমৃদ্ধি
 লাভ হয় । লক্ষ্মী, মায়ী ও কাম বীজ দ্বারা যথাক্রমে দশাক্ষর
 মন্ত্র পুটিত করিবে । তাহা চইলেই বোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে ।
 ঐ মন্ত্র সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী প্রদান করে । ব্রহ্মা ইহার ঋষি, গায়ত্রী

মহাসম্পৎপ্রদঃ শ্রীমান্ দেবতা কৃষ্ণ ঈরিতঃ ।
 দশার্ণবদক্ষকপুত্রা ধ্যায়ৈদেবমনন্তধীঃ ॥ ৬০ ॥
 কালাভ্রনিচয়প্রখ্যং পানিপাদাশুজারুণম্ ।
 তারহারাবলীরম্যং কোম্ভভায়ুক্তবক্ষসম্ ॥ ৬১ ॥
 কিরীটকেয়ুরগৈবেয়কঙ্কণোশ্চিবিরাজিতম্ ।
 ধ্যায়ৈজগৃহান্তঃস্থং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ ৬২ ॥
 চতুর্লক্ষং জপেন্নত্নং পায়সৈরযুতং হনেৎ ।
 তর্পণাদীনি সর্কানি পূর্বোক্তবিধিনাচরেৎ ॥ ৬৩ ॥
 য এবং ভজতে মজ্জী লক্ষ্মীগোপালবিগ্রহম্ ।
 স সর্কসম্পদং লব্ধ্বা যাত্যনন্তমবদ্বতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫

ছন্দ, পরম সমৃদ্ধিদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা । দশাঙ্গুরমজ্জবৎ অঙ্গ-
 কল্পনা করিয়া একনিষ্ঠভাবে ভগবানের ধ্যান করিবে।—ঘনীভূত
 মেঘরাশির তায় প্রভাবিশিষ্ট, পানি ও পাদপদ্ম অরুণবর্ণ, তার-
 হার সম্পর্কে শরীর অতি মনোরম, বক্ষঃস্থল কোম্ভভমণিযুক্ত এবং
 তিনি কিরীট, কেয়ুর, গৈবেয় ও কঙ্কণসমূহে বিরাজিত হইয়া
 রত্নগৃহের অভ্যন্তরে রক্তপদ্মের উপরি বিরাজ করিতেছেন ।
 এইরূপে ধ্যান করিয়া চতুর্লক্ষ জপ, পায়স দ্বারা অযুত হোম,
 এবং তর্পণাদি অস্ত্রান্ত্র কার্য্য সমুদায় পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে
 সমাধান করিবে । যে মজ্জী এইরূপে লক্ষ্মীগোপালবিগ্রহের
 আরাধনা করে, সে সকল সমৃদ্ধিলাভ করিয়া অস্ত্রে অনায়াসে
 অনন্তরূপী ভগবানে নিলান হয় ॥ ৫৯-৬৪ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ ।

—:—

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্ররাজং সুহৃৎভম্ ।
 অবাপুর্ধেন জপ্তেন দিব্যজ্ঞানং মুনীশ্বরাঃ ॥ ১ ॥
 ব্রহ্মরাজ্যং সুরশ্রেষ্ঠো হ্রবাপ যদুপাসনাং ।
 অস্ত্রেহপি বহবো দেবাঃ স্বস্বাধিকারতাং গতাঃ ॥ ২ ॥
 ত্রিমাভ্রহ্মগবতে ত্রিগোবিন্দ্যেতি তস্মহুঃ ।
 দ্বাদশাক্ষর ইত্যুক্তো মন্ত্রঃ সৰ্ব্বসমৃদ্ধিদঃ ॥ ৩ ॥
 নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তো বিরাট্ছন্দ উদীরিতম্ ।
 ত্রীকৃষ্ণো দেবতা প্রোক্তঃ সৰ্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৪ ॥
 বিনিয়োগোহস্ত মন্ত্রস্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।
 ব্যাস্তেঃ পটৈঃ সমন্তৈশ্চ পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনন্তর অপর সুহৃৎভ মন্ত্ররাজ কীর্তন করিব। শ্রেষ্ঠ
 মুনিগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়াছেন;
 সুররাজ বাহার উপাসনা করিয়া অপকৃত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত
 হইয়াছেন, অস্ত্রান্ত বহু দেবতাও ইহার প্রভাবে স্ব স্ব
 অধিকার লাভ করিয়াছেন। নমো ভগবতে যুকুনায়—সাধক এই
 দ্বাদশ-অক্ষর মন্ত্র জপ করিলে সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। নারদ
 ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, সকল দেবতার নমস্কৃত ত্রীকৃষ্ণ দেবতা,
 পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ইহার বিনিয়োগ। ব্যাস্ত ও সমস্ত পদ দ্বারা ইহার

অষ্টিসংজ্ঞতিস্থিত্যা চ করশোধনমাচরেৎ ।
 স্থিত্যন্তং দশতত্ত্বঞ্চ মাতৃকামহুসংপুটম্ ॥ ৯ ॥
 তত্ত্বত্ৰাসং তথা কৃৎবা কেশবাদিপুরঃসরম্ ।
 জনিপালনসংহারবিধানৈকবিশারদম্ ॥ ৭ ॥
 কলায়কুশুমশ্রামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।
 অনেকরত্নাতরণং দীপ্তবিধাবকাশকম্ ॥ ৮ ॥
 তথৈবাসনসংস্থঞ্চ পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্ ।
 শ্রীবৎসলক্ষণং দেবং কোম্ভভোক্তাসিবক্ষসম্ ॥ ৯ ॥
 বেণুবান্ধনিনাদেন মোহয়ন্তং চরাচরম্ ।
 সুনিবৃন্দৈর্দেববৃন্দৈশ্চ যিবৃন্দৈস্ত সংস্তম্ ॥ ১০ ॥
 আবৃতং মহিবীবৃন্দৈর্মুনিভিঃ পরিষেবিতম্ ।
 অথবা তপ্তহেমাভং কাস্ত্যাক্রান্তং জগজ্জয়ম্ ॥ ১১ ॥

পঞ্চাঙ্গকল্পনা ; অষ্টি, স্থিতি, সংহার দ্বারা করশোধন, মাতৃকামহু-
 সংপুটস্থ স্থিত্যন্ত দশতত্ত্ব ও কেশবাদি পুরঃসর তত্ত্বত্ৰাস করিয়া
 ভগবানের ধ্যান করিবে । তিনি জনন, পালন ও সংহারণ বিধানে
 অধিষ্ঠিত বিশারদ ; কলায়কুশুমের শ্রাম শ্রামবর্ণ, নীলোৎপলের
 শ্রাম লোচনসম্পন্ন, অনেকবিধ রত্নাতরণযুক্ত, নিজদীপ্তি দ্বারা বিশ্বের
 অন্তরালসকলও উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং আসনে উপবেশন
 করিয়া আছেন । তাঁহার দেহ পীতবস্ত্রযুগলে আবৃত ও বক্ষঃস্থল
 কোম্ভে উদ্ভাসিত । শ্রীবৎস তাঁহার চিহ্ন । তিনি স্বপ্রকাশ
 ও বেণুবান্ধনিনাদে চরাচর মোহিত করিতেছেন । সুনিবৃন্দ ও
 যিবৃন্দ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন । মহিবীবৃন্দ তাঁহাকে বেটন
 করিয়া আছেন । নিধিসকল তাঁহার সেবা করিতেছে । অথবা,
 তাঁহার আভা তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ; তদীয় কাস্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ

কল্পক্রমতলাসীনং রত্নসিংহাসনোপরি ।
 ধ্যায়া জপেন্নমুবরং লক্ষদ্বাদশমাদরাং ॥ ১২ ॥
 বার্তাকর্ণনমাত্রং হি জ্ঞীণাং ত্যক্তা ত্রতে স্থিতঃ ।
 পরোমূলফলাশী চ পূর্বোক্তাচারপালকঃ ॥ ১৩ ॥
 দশাংশং জুহুয়াস্তভঃ কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ।
 ততঃ পূর্বোক্তবিধিনা শেষমন্ত্ৰং সমাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥
 গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং দেবং পুণ্যারণ্যেহথবা তথা ।
 প্রাসাদে বা প্রতিষ্ঠাপ্য পূজয়ন্ ভোগমোক্ষভাক্ ॥ ১৫ ॥
 বৃন্দাবনগতং ধ্যায়েন্নমাহামণিক্যমণ্ডপম্ ।
 সামান্তার্থাং বিশোধ্যাথ পূজয়েদ্ধারপালকান্ ॥ ১৬ ॥
 দ্বারাগ্রে বলিপীঠে চ পক্ষীন্দ্রং পরিপূজয়েৎ ।
 জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলপ্রবলসংজ্ঞকৌ ॥ ১৭ ॥

আক্রান্ত হইয়াছে । তিনি কল্পবৃক্ষের তলে রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন । এই মূর্তিতে ধ্যান করিয়া ভক্তিপূর্বক দ্বাদশ লক্ষ জপ এবং জ্ঞীলোকের বার্তাপ্রবণমাত্র ত্যাগ করিয়া ত্রতস্থ হইয়া ফলমূল ভক্ষণ ও পূর্বোক্ত আচার পরিপালন পূর্বক ভক্তিসহকারে ব্রহ্মবৃক্ষজ কুসুম দ্বারা দশাংশ হোম ও পরে পূর্বোক্ত বিধানে অবশিষ্ট অন্নাত্ম কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে । গোষ্ঠে অথবা পবিত্র অরণ্যে কিংবা ভগবান্কে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পূজা করিলে ভুক্তি-মুক্তিপ্ৰাপ্তি হয় । পরে বৃন্দাবনস্থ মহামণিক্যমণ্ডপের ধ্যান করিবে । সামান্ত-অর্থ্য বিশোধিত করিয়া পরে দ্বারাগ্রে দ্বারপালগণের, বলিপীঠে পক্ষীন্দ্রের, পূর্বাদি দ্বারসমূহে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে

চণ্ডং প্রচণ্ডমপবা ধাতারঞ্চ বিধাতরম্ ।
 দ্বারেষু পূর্বাদিবু তান্ প্রাদক্ষিণ্যেন পূজয়েৎ ॥ ১৮ ॥
 দ্বারোর্ধ্বে দ্বারশ্রিয়ঞ্চ দেহল্যাং দেহলং যজ্ঞেৎ ।
 দ্বারস্ত পার্শ্বয়োস্তদগজাঞ্চ যমুনাস্থথা ॥ ১৯ ॥
 বিদ্রেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ তয়োঃ পার্শ্বে প্রপূজয়েৎ ।
 দুর্ভাক্তান্ সমাদায় বিদ্রাম্বৎসার্য্য বাহুভ্যঃ ॥ ২০ ॥
 পদাঘাতকরাঙ্কোটসমদক্ষিতবক্ত্রকৈঃ ।
 বিদ্রং ত্রিবিধমুৎসার্য্য অঙ্গমঙ্গ্লেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ২১ ॥
 কোণেষু বিদ্রং ছর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রেশমর্চয়েৎ ।
 অর্চয়েদ্বাস্তপুরুষং গৃহমধ্যে সমাহিতঃ ॥ ২২ ॥
 ভারং শার্ঙ্গপদং স্তেহন্তং সপূর্ষঞ্চ সবাসনম্ ।
 হৃৎকট্ নম ইতি প্রোক্তা মুদ্রয়াগ্রে স্থিতৌ হরেঃ ॥ ২৩ ॥
 বিদ্রেশমেতৎ সর্ব্বত্র স্থাপিতোক্তবিশেষতঃ ।
 আনসেধুপতিষ্ঠেতু তন্মঙ্গ্লেণ বিধানবিৎ ॥ ২৪ ॥

জর, বিজর, বল, প্রবল, চণ্ড, প্রচণ্ড, ধাতা এবং বিধাতার,
 দ্বারোর্ধ্বে দ্বারশ্রীর, দেহলীতে দেহলের, দ্বারপার্শ্বে গজা ও যমুনার,
 তাহাদের পার্শ্বে বিদ্রেশ ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। অনন্তর
 মন্ত্রবিৎ দুর্ভা ও অক্ষত গ্রহণ করিয়া বহিঃ-বিদ্রসকল উৎসারণ
 এবং পদাঘাত, করাঙ্কোটন ও সমুদক্ষিত মুখ দ্বারা ত্রিবিধ বিদ্র
 অঙ্গমঙ্গসহায়ে নিরাকরণ করিয়া কোণসমূহে বিদ্র, ছর্গা, বাণী ও
 ক্ষেত্রেশের এবং গৃহমধ্যে সমাহিত হইয়া বাস্তপুরুষের অর্চনায়
 নিযুক্ত হইবেন ॥ ১৮-২২ ॥

ও শার্ঙ্গীয় হৃৎ কট্ নমঃ এইরূপ বলিয়া মুদ্রাসহকারে হরির্

ত্রাসাত্ম্যস্ত্বমেহে চ আত্মযোগাবসানকম্ ।
 দশাকরোক্তবিধিনা পীঠং সম্পাদ্য পূজয়েৎ ॥ ২৫ ॥
 নারদাদিগুরুস্তত্বদ্বিষ্টা ভাগবতান্ যজ্ঞেৎ ।
 গুকারং মরণং বিভাজ্যকারস্তদ্বিরোধকঃ ॥ ২৬ ॥
 গুরুরিত্যেব মূনিভিঃ প্রোক্তঃ কৃৎকৈক্যযোগতঃ ।
 নারদং পরকৃতং জিহ্বং নিশঠৌদ্ধবদারকম্ ॥ ২৭ ॥
 বিধকৃসেনঞ্চ শৈলেশং বাবুদীশান্তমর্চয়েৎ ।
 গুরুন্ পরগুরুংচাপি পরমেষ্ঠীগুরুংস্তথা ॥ ২৮ ॥
 পরাপরগুরুংস্তত্বং পূর্বসিদ্ধাননন্তরম্ ।
 সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনৎকুমারসংজ্ঞকঃ ॥ ২৯ ॥

অগ্রে অবস্থানপূর্বক সর্কত্র, বিশেষতঃ স্থাপিতে এই প্রকার বিধান
 করিতে হইবে । বিধানবিৎ ব্যক্তি তদন্তর দ্বারা আসনসমূহে
 উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহে ত্রাসসকল সমাধা করিয়া আত্মযোগা-
 বসানে দশাকরোক্ত বিধানে পীঠ সম্পাদন পূর্বক পূজা
 করিবে । পরে নারদাদি গুরুর পূজা করিয়া অবশিষ্ট ভাগবত-
 মরণের পূজা করিতে হইবে । গুশব্দে মল বা মরণ এবং কৃশব্দে
 তাহার বিরোধক বা শোধক । এই উভয় অক্ষরের যোগে
 গুরু এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । কৃষ্ণের সহিত গুরুর কোনরূপ
 প্রভেদ নাই ; মূনিগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ।

নারদ, পরকৃত, জিহ্বা, নিশঠ, উদ্ধব, দারক, বিধকৃসেন, শৈলেশ
 ইহাদিগকে বাবু হইতে দীশান পর্য্যন্ত কোণে অর্চনা
 করিতে হইবে । অনন্তর গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠীগুরু,
 পরাপরগুরু ও পূর্বসিদ্ধগণ এবং সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও

সনাতনশ্চ ইত্যাদি পরান্ ভাগবতাংস্তথা ।
 গুরুনাশ্চ প্রকৃত্যেব পাত্ৰকাভ্যো নমো বদেৎ ॥ ৩০ ॥
 অপায়াং পাতি নিরতঃ হুঃসঙ্গাদ্ধূনির্মিত্তকাং ।
 কামিতার্থপ্রদানাক্ত পাত্ৰক। পরিকীর্তিতা ॥ ৩১ ॥
 গত্যাৰ্থে চরষাত্তস্ত গচ্চাপ্যানন্দ উচ্যতে ।
 আনন্দং প্রাপয়েদবশ্রান্তশ্চাক্ষরগমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥
 গীঠপূজাং বিধায়াত্ত তত্রাবাহু হরিং যজ্ঞেৎ ।
 সর্বোপচারান্ কৃত্বাস্তে বড়দাবৃতিমর্চয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
 কল্পিণীং সত্যভামাঞ্চ দক্ষবামে প্রপূজয়েৎ ।
 বাসুদেবং সৰ্ব্বৰূপং প্রহ্মাঃ চানিরুদ্ধকম্ ॥ ৩৪ ॥
 কালিন্দী নাগজিত্যাখ্য। সুশীলা চ সুনন্দকা ।
 ঋক্ষজা লক্ষণা চৈব ইত্যষ্টৌ মহিষীঃ স্তূতাঃ ॥ ৩৫ ॥

সনাতন—ইত্যাদি পরম ভাগবতবর্ণের পূজা এবং গুরুর নাম
 গ্রহণ করিয়া সকলকে নমস্কার—এইরূপ করিবে। অপায় হইতে,
 হুঃসঙ্গ হইতে এবং দুর্নিমিত্ত হইতে পালন অর্থাৎ রক্ষা এবং
 অতীষ্ট বিষয় প্রদান করে, এইজন্ত পাত্ৰক। নাম হইয়াছে।
 চরষাত্তুর অর্থ গতি এবং গচ্চারের অর্থ আনন্দ। এই আনন্দ
 সম্পাদন করে বলিয়া চরণ নাম হইয়াছে ॥ ২৩-৩২ ॥

অনন্তর গীঠপূজা বিধান ও তাহাতে আবাহন পূর্বক হরিঃ
 অর্চনা এবং সৰ্ববিধ উপচার নিষ্পাদন করিয়া বড়দাবৃতির পূজা
 করিতে হইবে। দক্ষিণে ও বামে কল্পিণী, সত্যভামা, বাসুদেব,
 সৰ্বৰূপ, প্রহ্মা ও অনিরুদ্ধ—ইহাদের পূজা করিয়া কালিন্দী,
 নাগজিতী, সুশীলা, সুনন্দা, ঋক্ষজা, লক্ষণা প্রভৃতি বিখ্যাত

কৌমোদকীং পাঞ্চজন্মং বহুদেবঞ্চ দেবকীম্ ।

নন্দগোপং বশোদাঞ্চ সম্পূজ্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥

কিক্বিনীঞ্চ তথাভ্যার্ক্য দামাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ ।

দিগবীশান্ স্বদিক্বেবং গজানন্তৌ তথার্চয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ পুণ্ডরীকোহথ বামনঃ ।

শঙ্কুকর্ণঃ সৰ্ব্বনেত্রঃ সূমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৮ ॥

এককালং দ্বিকালম্বা ত্রিকালং ব্রহ্মযাদ্বিতঃ ।

মন্ত্রবিং কৃকমভ্যার্ক্য ভোগমুক্তোশ্চ ভাজনম্ ॥ ৩৯ ॥

গোষ্ঠে বা শৈলশৃঙ্গে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে ।

প্রাসাদে স্থাপয়ন্ কৃষ্ণং তীর্থকোটিকলং লভেৎ ॥ ৪০ ॥

কোটিকোটিমহাদানাং কোটিতীর্থপরিভ্রমাৎ ।

তৎকলং লভতে ভক্তা সংপ্রতিষ্ঠাপা কেশবম্ ॥ ৪১ ॥

অষ্টমহিষীর, কৌমোদকী, পাঞ্চজন্ম, বহুদেব ও দেবকীর, নন্দগোপ ও বশোদার, এবং কিক্বিনী ও দামাদির আকনার পর, স্ব স্ব দিকে দিকপালগণের এবং কুমুদ, কুমুদাখ্য, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সৰ্ব্বনেত্র, সূমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত—এই অষ্ট গজের আরাধনা করিবে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

ব্রহ্মসহকারে এককাল, দ্বিকাল বা ত্রিকাল কৃষ্ণের অর্চনা করিলে মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভূক্তি-মুক্তির আশ্বাদ হইয়া থাকে। গোষ্ঠে অথবা শৈলশৃঙ্গে, কিংবা পুণ্য-অরণ্যে অথবা নদীতটে, কিংবা প্রাসাদে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলে তীর্থকোটিদর্শনের ফললাভ হয়। কোটি কোটি মহাদান ও কোটি কোটি তীর্থপরিভ্রমণ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলে

মহামন্ত্রকোটিজাপাৎ যৎ ফলং লভতে পুনঃ ।

তৎফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

কোটিযজ্ঞেন যৎ পুণ্যং পুণ্যারণ্যানিষেবণাৎ ।

যৎ ফলং লভতে মর্ত্যস্তচ্চ সংস্থাপ্য কেশবম্ ॥ ৪৩ ॥

যাবজ্জন্ম হরেন্নামগ্রহণাদযৎ ফলং লভেৎ ।

তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে গোদানামুত্তমং ফলম্ ।

তৎফলং লভতে ভক্ত্যা সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বঃ সর্গিসমাবৃত্তঃ কামঃ পঞ্চস্বরাসিতঃ ।

মাংসাস্তে নাথার বদেন্নমোহস্তো মজ্জ ঈরিতঃ ॥ ৪৬ ॥

নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তশ্চন্দোহস্তু বৃন্দাহতম্ ।

গোবল্লভশ্চ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥

পঞ্চাঙ্গানি মনোরম আচক্রাঙ্গানি কল্পয়েৎ ।

য্যারেঙ্ক্ণাবনে কৃষ্ণং গোপং শিশুগণাবৃতম্ ॥ ৪৮ ॥

সেই ফল পাওয়া যায় ; অথবা কোটি কোটি মন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠাবলে সেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কোটি কোটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুণ্যারণ্যে পরিচরণ করিলে যে স্মৃতি সঞ্চিত হয়, কেশবের প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাবজ্জন্ম হরির নামগ্রহণে যে ফল প্রাপ্ত হয়, পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠাতে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয়। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণসময়ে অযুত গোদান করিলে যে ফল, ভক্তিসহকারে পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠাতেও উহাই হইয়া থাকে ॥ ৩৮-৪৫ ॥

ও ক্ষৌরী ব্রজনাথার নমঃ এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, অনুষ্টুপ্, ছন্দ, গোবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, আচক্রাদি দ্বারা ইহার পঞ্চ-অঙ্গ

হস্তাভ্যাং বেণুং শৃঙ্গঞ্চ শ্রামলং বিশ্বমোহনম্ ।
 বহরঙ্গসমাবদ্ধকিঙ্কিনীহারনুপুরম্ ॥ ৪৯ ॥
 এবং ধ্যানা জপেন্নস্ত্রং লক্ষ্মাত্রং সমাহিতঃ ।
 হোময়েন্তদংশাংশেন পায়সৈশ্বর্য্যাস্থিতৈঃ ॥ ৫০ ॥
 অঙ্গেন্নবজ্রাদিসুখৈরিত্যর্চনবিধিঃ স্মৃতঃ ।
 য এবং ভজতে মন্ত্রী ত্রীগোপবল্লভং হরিম্ ॥ ৫১ ॥
 স গোপণবটৈরাচ্যঃ সর্কস্বর্ধ্যাসমৃদ্ধিমান্ ।
 দেহান্তে ভগবদ্ধাম প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
 উর্দ্ধদন্তস্মৃতঃ খাস্তো নাস্তো মাংসঘরস্তথা ।
 ভীষণাসুখবৃন্তেন বীতিহোত্রসংস্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥

কল্পনা করিবে। অনন্তর বৃন্দাবনে গোপশিশুগণে পরিবেষ্টিত,
 হস্তযুগলে বেণু ও শৃঙ্গধারী, বিশ্ববিমোহন ও শ্রামবর্ণ রূপ,
 কিঙ্কিনী, হার ও নুপুর বহুবিধ রত্নে খচিত,—এইরূপ মূর্তিতে
 ত্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে লক্ষ্মাত্র মন্ত্র জপ,
 মধুরাস্থিত পায়স দ্বারা দশাংশ হোম এবং অঙ্গ, ইন্দ্র ও
 বজ্রাদির সহিত অর্চনা করিবে। যে মন্ত্রী ভক্তিসহকারে
 ত্রীগোপবল্লভ হরির ভজনা করে, সে শ্রেষ্ঠ গোপণ দ্বারা আচ্য ও
 সর্কস্বর্ধ্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দেহান্তে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়,
 ইহাতে বিদুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪৬-৫২ ॥

উর্দ্ধদন্তসম্পন্ন খাস্ত, নাস্ত, মাংসঘর, সুখবৃন্তসম্বিত অগ্নিসংযুক্ত
 এবং নমঃ শব্দ এই সকলের যোগে যে অষ্টাকর মন্ত্র সাধিত হয়,

সৰ্কার্থসাধঃ প্রোক্তো নমোহস্তোহষ্টাকরো মনুঃ ।
 কামবীজং মুখে দত্ত্বাৎ সৰ্কার্থঃ সংপ্রদায়কঃ ॥ ৫৪ ॥
 নারদোহস্ত মুনিঃ প্রোক্তোহষ্টপুচ্ছন্দঃ সমীরিতম্ ।
 ত্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্ত সমস্তপুরুষার্থদঃ ॥ ৫৫ ॥
 পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্ত আচক্রাষ্টেঃ প্রবল্লয়েৎ ।
 কলায়কুসুমশ্রামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ॥ ৫৬ ॥
 নানালঙ্কারশুভগং বালং তং পঞ্চহায়নম্ ।
 দধ্যুথপায়সং স্কীতং করাভ্যাং দধতং হরিম্ ॥ ৫৭ ॥
 তারহারাবলীরম্যং গোপ-গোপীগবাবৃতম্ ।
 ধ্যাষ্টৈবং পরমাত্মানং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণম্ ॥ ৫৮ ॥
 অর্কলক্ষং জপেন্নম্রং দশাংশং পায়সৈর্হনেৎ ।
 অথবা পঞ্চৈজহঁত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেৎ সুখী ॥ ৫৯ ॥

তাহা দ্বারা সকল মনোরথই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ইহার মুখে কাম-
 বীজ প্রদান করিলে সমুদায় কামনাই সুসিদ্ধ হয় । যে সকল
 গোপালমন্ত্ৰের বীজ কচিৎ কচিৎ লুপ্তভাবাপন্ন, সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধির
 জন্ত তাহাদের মুখে কামবীজ বিভ্রান্ত করিবে । নারদ ইহার ঋষি,
 নারদী ইহার ছন্দ, ত্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা এবং আচক্রাদি দ্বারা
 এই মন্ত্ৰের পঞ্চ-অঙ্গ কল্পনা করিবে । কলায়কুসুমের শ্রামবর্ণ,
 ইন্দীবরসদৃশ লোচনসম্পন্ন, বিবিধ অলঙ্কারে নিরতিশয় সুন্দর-
 ভাবাপন্ন, পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক, করযুগলে নবনীত ও পায়স ধারণ
 করিয়া আছেন, গোপীগণে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত, তারহার-
 পুঞ্জ মনোজ্ঞ, এইরূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা পরমাত্মা হরির
 ধ্যান করিয়া দ্বাদশলক্ষ জপ, জপের দশাংশ পায়স দ্বারা

দশাক্ষরোদিতৈ পীঠে তদ্বিধানেন পূজয়েৎ ।
 অথবাশ্বেতবজ্রাদিপূজা চান্ত সমীৰিতা ॥ ৬০ ॥
 নবনীতাকৃতং হস্তা সৰ্বসিদ্ধীধরো ভবেৎ ।
 গুজ্জাশ্চিন্চলকৈহুত্বা পাটলৈ রাজবশ্রতা ॥ ৬১ ॥
 অগ্নাষ্টৈহোমতো নিত্যং লক্ষ্মীভূতস্ত গৃহে স্থিরা ।
 পূৰ্ব্বোক্ততৰ্পণেনৈব সৰ্ব্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ ॥ ৬২ ॥
 ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

হোম অথবা পদ্ম দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় ।
 দশাক্ষরোক্তপীঠে তদ্বৎ বিধানে পূজা এবং অঙ্গ, ইক্ষু ও বজ্রাদির
 সহিত অর্চনা করিতে হইবে । নবনীতযুক্ত অক্ষত-হোম করিলে
 সৰ্ববিধ সিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায় । চন্দ্রকপূষ্প দ্বারা হোম করিলে
 গুজ্জলাভ, পাটলপুষ্প দ্বারা হোম করিলে রাজ্য বশীভূত এবং অগ্নাদি
 দ্বারা হোম করিলে গৃহে লক্ষ্মী স্থির ও পূৰ্ব্বোক্ত বিধানে তৰ্পণ
 করিলে সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয় ॥ ৫৩-৬২ ॥

ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ

—:—

কামচাষ্টম্বরাক্ষঃ সৰ্গবান্ মল্লনায়কঃ ।

কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ প্রোক্তঃ কামপূৰ্বেণ গুণাক্ষরঃ ॥ ১ ॥

কামাত্তন্তুচতুৰ্বৰ্গচতুৰ্বৰ্গকলপ্রদঃ ।

ডেহন্তঃ কৃষ্ণো নমোহন্তশ্চ পঞ্চবর্ণো মহামল্লঃ ॥ ২ ॥

স এব কামপূৰ্বশ্চেৎ বড়ক্ষরমল্লঃ স্মৃতঃ ।

এবং জপ্তা ত্রিকালজ্ঞঃ শাতাতপমুনীশরঃ ॥ ৩ ॥

অস্ত সংস্মরণাদেব সার্কজ্ঞঃ কবিতাং বরাম্ ।

লভতে নাত্ৰ সন্দেহঃ সত্যং সত্যং হি মঘচঃ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ডেহন্তৌ কামাত্তচাষ্টবৰ্ণকঃ ।

আভ্যন্তে কামবীজশ্চেন্নবাক্ষরমল্লস্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

“কঃ,” এই মল্ল সকল মল্লের শ্রেষ্ঠ । “কৃষ্ণ,” ইহার নাম দ্ব্যক্ষর মল্ল । “ক্লীং কৃষ্ণ” ইহার নাম ত্র্যক্ষর মল্ল । “ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং,” ইহার নাম চতুৰক্ষর মল্ল । ইহা দ্বারা চতুৰ্বৰ্গ কল প্রাপ্ত হওয়া যায় । “কৃষ্ণায় নমঃ” ইহার নাম পঞ্চাক্ষর মহামল্ল । ইহার আদ্বিতে ক্লীং যোগ করিলেই বড়ক্ষর মল্ল নিষ্পন্ন হয় । এই মল্ল জপ করিয়া শাতাতপ মুনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন । ইহার স্মরণমাত্রই সার্কজ্ঞতা লাভ হয় ; আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়” ইহার নাম অষ্টাক্ষরমল্ল । ইহার আদ্বিতে ও অন্তে কামবীজ যোগ

সুপ্রসন্নাত্মনে বহুবল্লভা সপ্তবর্ষকঃ ।

কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্বরেৎ ॥ ৬ ॥

শ্রামলাঙ্গপদং ঙ্গেহন্তং নমোহন্তোহয়ং দশাক্ষরঃ ।

শিবোহন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়াত্তোমহুর্অতঃ ॥ ৭ ॥

ঙেহন্তং বালবপুঃ কামঃ কৃষ্ণো ঙ্গেহন্তঃ শিবোহন্তকঃ ।

কৃষ্ণায়ৈতি অরদ্বন্দ্বমধ্যো পঞ্চাক্ষরোহপরঃ ॥ ৮ ॥

একাদশাক্ষরো মন্ত্রো ভজতাং বাহিতার্থদঃ ।

গোপালায়াগ্রিজায়াভ্যাং ষড়ক্ষর উদাহৃতঃ ॥ ৯ ॥

যন্ত সংস্রবণাদেব কিমলভ্যাং জগত্তয়ে ।

এতেবাং মনুবর্ষাণাং নারদো মুনিরীরিতঃ ॥ ১০ ॥

উক্তং হৃদস্ত গায়ত্রী বালকৃষ্ণশ্চ দেবতা ।

ষড়্ দীর্ঘভাজা কামেন ষড়্জানি সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

করিলেই নবাক্ষর মন্ত্র নিশ্চয় হয়। তাহার স্বরূপ যথা—

“ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং”; “সুপ্রসন্নাত্মনে স্বাহা”, ইহার নামও

অষ্টাক্ষর মন্ত্র। “ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্রামলাঙ্গায় নমঃ” ইহার নাম

দশাক্ষর মন্ত্র। “বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা,” ইহার নাম

অন্ততর দশাক্ষর মন্ত্র। “বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা,”

ইহার নাম একাদশাক্ষর মন্ত্র। ইহা ভক্তগণের বাহিতকল

প্রদান করে। “ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং” ইহার নাম অন্ততর পঞ্চাক্ষর

মন্ত্র। “গোপালায় স্বাহা,” ইহার নাম ষড়্‌ক্ষর মন্ত্র।

ইহার অরণমাত্র ত্রিত্বেনে কোন্ বস্তুই বা অলভ্য থাকে?

অর্থাৎ সকল বস্তুই লাভ হয়। এই সকল মন্ত্রনায়কের ঋষি নারদ,

গায়ত্রী ছন্দ, বালকৃষ্ণ ইহার দেবতা। ষড়্‌দীর্ঘভাক্ কামবীজ

নীলপদ্মসমানাক্ষং বালং শ্রামলবিগ্রহম্ ।

নানারত্নসমাবক্ৰবিচিত্রাভরণাবিতম্ ॥ ১২ ॥

রক্তপদ্মসমাসীনং দধুখং পায়সং বরম্ ।

দধতং করপদ্মাভ্যাং গোপালশিশুসংবৃতম্ ॥ ১৩ ॥

এবং বিচিন্ত্য প্রজপেন্নক্ষমেকং যথাবিধি ॥

অন্তে জুহুয়াবিধিবক্ষশাংশং ত্রীফলৈর্নৈবৈঃ ॥ ১৪ ॥

দশাক্ষরোদ্বিতে পীঠে বিধিনা পূজয়েদ্ধরিম্ ।

ষড়্ভাবুতিরাভ্রা ত্রাদ্বিতীয়া দিগধীশ্বরৈঃ ।

তৃতীয়া প্রহরৈরুক্তা সপৰ্য্যা সৰ্ব্বকামদা ॥ ১৫ ॥

অযুতং বিষ্ণপট্ৰৈস্ত হবনান্নভতে নরঃ ।

তেজোবীৰ্য্যং তথা কান্তিঃ লক্ষ্মীঃ সৰ্ব্বাতিশায়িনীম্ ॥ ১৬ ॥

রক্তপদ্মাবুতহোমাদ্রাজানশ্চাস্ত কিস্করাঃ ।

বিষ্ণপট্ৰৈস্তথা হুত্বা লভেদ্রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ১৭ ॥

দ্বারা, ষড়্ভজকল্পনা করিবে। নীলপদ্মের সমান নয়নবিশিষ্ট, শ্রামলদেহ, বালক, নানারত্নঘটিত বিচিত্র আভরণে সমলঙ্কৃত, রক্তপদ্মে উপবিষ্ট, করপদ্মযুগলে উৎকৃষ্ট পায়স ও নবনীতধারী, শিশুগোপালগণে চতুর্দিক বেষ্টিত,—এইরূপে ধ্যান করিয়া বিধিবত এক লক্ষ জপ, জপান্তে ত্রীফল দ্বারা যথানিয়মে দশাংশ হোম, দশাক্ষরোক্ত পীঠে যথাবিধানে আরাধনা করিয়া ষড়্ভজ দ্বারা প্রথম আবৃত্তি, দিকপাল দ্বারা দ্বিতীয় আবৃত্তি এবং আয়ুষ-গণ দ্বারা তৃতীয় আবৃত্তি সম্পন্ন করিবে। এইরূপ বিধানে পূজা করিলে সকল কামনাই পরিপূর্ণ হয় ॥ ১২-১৫ ॥

বিষ্ণপত্র দ্বারা অযুত হোম করিলে তেজ, বীৰ্য্য, কান্তি ও সৰ্ব্বাতিশায়িনী লক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিলে রাজগণ বশীভূত হয় ও বিষ্ণপত্র দ্বারা হোম

এতেবাং মনুর্বর্ষ্যাণাং একং যো ভজতে সুধীঃ ।

ইহ ভূক্ষা বরান্ ভোগান্ দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥

অথাপরং মনুবরং বক্ষ্যে সর্বসমৃদ্ধিদম্ ।

অরণাদ্ধস্ত মন্ত্রস্তো বাণীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥

দেবানামীশ্বরঃ শক্ৰো ধনদো ধনদায়কঃ ।

অরণাদ্ধস্ত মন্ত্রস্ত কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ২০ ॥

বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ মায়াং লক্ষ্মীমনন্তরম্ ।

দশবর্ণো মনুবরো চতুর্দশাকরো মনুঃ ॥ ২১ ॥

বাগ্ভবাণো যথা চারুং মন্ত্রী বাক্পতিসন্নিভাঃ ।

বেদবেদান্তবেদাঙ্গসিদ্ধান্তমতিকুঞ্জলঃ ॥ ২২ ॥

অমৃতশ্রুতানীর্কাতঃ কবিতা সর্বজিহ্বরী ।

সর্ববান্য়বেত্তা চ সর্বজ্ঞো জায়তে চিরাৎ ॥ ২৩ ॥

করিলে নিকটক রাজ্য লাভ হইয়া থাকে । যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসকলের মধ্যে একতরের ভজনা করে, সে ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগসমস্ত উপভোগ করিয়া অন্তে তাঁহার সেই পরমপদে অধিষ্ঠিত হয় ।

অনন্তর সর্বসমৃদ্ধিদাতা অপর মনুবর কীর্তন করিব । মন্ত্রস্ত সাধক যাঁহার অরণমাত্র বৃহস্পতিতুল্য হইয়া থাকেন । ইন্দ্র ইঁহার অরণমাত্র দেবগণের ঈশ্বর ও ধনদ (কুবের) ধনদায়ক হইয়াছেন । ইঁহার অরণমাত্র পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয় ? বাগ্ভব (ঐং), কাম (ক্লীং), মায়া (হ্রী) ও লক্ষ্মী (ল্রীং) যোগ করিলে দশাকর মন্ত্র চতুর্দশাকর হইয়া থাকে, ইঁহা দ্বারা সাধক বাক্পতি-তুল্য এবং বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গাদির সিদ্ধান্তপারগ ও তেজঃসম্পন্ন হইয়া থাকেন । তাঁহার অমৃতশ্রুতিনী বাণী ও বিশ্ববিজ্ঞানী কবিত্ব লাভ হয় এবং সাধক অল্পকালমধ্যে সর্ববিধ বান্য়বেত্তা ও

সংবিদ্যাত্মং যদা মন্ত্রং সাধকো যদি বাভ্যাসেৎ ।
 অচিরাৎ সৰ্বসিদ্ধীনামধিপো জায়তে সুখীঃ ॥ ২৪ ॥
 রাজানো বশুতাং যান্তি সামাঠ্যৈঃ সপরিচ্ছদৈঃ ।
 দেবাঃ সৰ্বে নমস্তস্তি কিং পরঃ কথ্যতে পরম্ ॥ ২৫ ॥
 শ্রীবীজাত্মং যদা জপ্যাদ্ভক্তিতো মন্ত্রনারকম্ ।
 অনন্তগা রমা তস্ত মন্দিরে সম্পদাবহা ॥ ২৬ ॥
 তস্ত বংশে স্থিরা লক্ষ্মীর্ধাবদাহুতসংগমম্ ।
 কামপূৰ্ণো যদা মন্ত্রো জপ্যতে সাধকোত্তমৈঃ ॥ ২৭ ॥
 ত্রৈলোক্যং বশতামেতি মনোবাক্-কায়কর্মভিঃ ।
 জীণাং কল্পপ্সদৃশো দর্শনাদেব মোহকৃৎ ॥ ২৮ ॥
 চমৎকারকরো লোকে জীবৈর্দ্বর্ষশতং সুখী ।
 ঋষির্ব্রহ্মাশ্চ মন্ত্রস্ত গায়ত্রী চন্দ্র ঈরিতম্ ॥ ২৯ ॥

সৰ্বজ্ঞ হইয়া থাকেন । এই মন্ত্রের আদিত্তে সংবিৎ যোগ করিয়া
 জপ করিলে অচিরকাল মধ্যে সৰ্বপ্রকার সিদ্ধি সাধকের আয়ত্ত
 হইয়া থাকে । রাজগণ অমাত্য ও পরিচ্ছদের সহিত তাঁহার
 বশীভূত হয় । অপরের কথা আর কি বলিব, দেবগণও তাঁহাকে
 নমস্কার করিয়া থাকেন ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীবীজ যোগ করিয়া ভক্তিসহকারে এই মন্ত্রবর জপ করিলে
 লক্ষ্মী অনন্তগামিনী হইয়া তাহার মন্দিরে সৰ্ববিধ সম্পৎ প্রদান
 করেন এবং প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার বংশে স্থির হইয়া থাকেন ।
 কামবীজ যোগ করিয়া জপ করিলে মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা
 জিহুবন বশুতা স্বীকার করে এবং কামের জ্ঞান দর্শনমাত্র
 জীর্ণনের মোহ উৎপাদন করা যায় । অধিক আর কি,
 চমৎকারকারী হইয়া শতবর্ষ সুখভোগে অতিবাহিত হইয়া থাকে ।

দেবতা সৰ্ব্বজগতাং মোহনঃ কৃষ্ণ ঈরিত্তঃ ।
 পঞ্চাঙ্গানি মনোরম্ আচক্রাষ্টঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩০ ॥
 সৃষ্টিসংহারস্থিতিভির্দশবর্ণানু করে ত্রয়েৎ ।
 তারসংপুটিতানু কৃৎস্না নমোমধ্যগতানুনে ॥ ৩১ ॥
 দশার্ণাঙ্গভাসদেশে দশবর্ণং বিনির্দেশেৎ ।
 কেশবাদি তথা তত্ত্বং দশতত্ত্বং ক্রমোৎক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥
 ঋষ্যাদিভাসমাপ্যস্ত বড়ঙ্গভাসমাচরেৎ ।
 কামাক্ষরং পরং বীজং স্বাহা প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৩৩ ॥
 কেবলং চিৎ পরা শক্তির্মহাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
 ধ্যায়েচ্ছৃঙ্গাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে ॥ ৩৪ ॥
 নানাপুপ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষযটৈশ্চ মণ্ডিতে ।
 কল্লটিবীকুলে সম্যক্ ত্রিময়ানিকামণ্ডপে ॥ ৩৫ ॥

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী ছন্দ, সকল জগতের মোহ-
 কারী ত্রিকৃষ্ণ ইহার দেবতা । আচক্রাদি দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চ-অঙ্গ
 কল্পনা করিয়া সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতি দ্বারা দশবর্ণ সকল করে ভাস
 করিবে । হে মূনে ! পরে ঔকারপুটিত ও নমঃশব্দের মধ্যগত
 করিয়া দশবর্ণাঙ্গভাস স্থানে দশবর্ণ বিনির্দেশ করিবে এবং
 কেশবাদিতত্ত্ব ও দশতত্ত্ব যথাক্রমে সমাধান করিয়া ঋষ্যাদিভাস
 সম্পাদন পূর্বক বড়ঙ্গ বিভাস করিতে হইবে ।

কামাক্ষর ইহার বীজ, স্বাহা ইহার ঈশ্বরী প্রকৃতি,
 কেবল চিৎপরাশক্তি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । রমণীয়
 বৃন্দাবনে কাঞ্চননির্মিত ভূমিমধ্যে নানাবিধ পুপ্পলতা
 সমাক্ষর ও পাদপপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত কল্পবৃক্ষতলে যে পরম

দেবকিন্মরগন্ধর্ষনুনিতিঃ পরিষেবিভে ।

नारदादौ न्यु निश्रेष्ठैः क्षुतिभिः समुपस्थितैः ॥ ३७ ॥

ब्रह्मसिंहासने ध्यायेदासीनः कमलोपरि ।

सज्जनजनदशायः वक्तुपद्मदलेक्षणम् ॥ ७१ ॥

ब्रह्मपद्मनिभं पादं पानिभ्यां परिमण्डितम् ।

नवरत्नसमावहृतृषणैः परिभूषितम् ॥ ३८ ॥

বেগুং ধমন্তুং পাণিভ্যাং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ।

আরক্তবকসি শ্রীমৎকৌস্তভোদ্ভাসিতাম্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

ভারহারাবলীরম্যঃ শ্রীবৎসাদ্বিতবকসম ।

॥ ४० ॥

कनकपर्णतापसदुर्गाचरौमणिविराजितम् ।

অনেকরত্নসম্বন্ধস্থুরন, পুরকুণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥

बहिर्बह्कृतोक्तुः सः सर्वाङ्गः सर्ववेदिभिः ।

উপাসিতঃ মুনিগণৈকপতিষ্ঠৈর্দ্ধিঃ সদা ॥ ৪২ ॥

শোভাময় মাণিক্যমণ্ডপে, দেব, কিন্নর, গন্ধৰ্ব ও মূনিগণ
পরিবৃত এবং নারদপ্রভৃতি শ্রেষ্ঠমূনিগণ তথায় উপস্থিত
থাকিয়া স্তুতিপাঠ করেন, তথায় রত্নসিংহাসনে পদ্মের উপর
আসীন, সজলজলধরের স্তায় জামবৰ্ণ, রক্তোৎপল সদৃশ লোচন-
বৃগল পরমশোভাসম্পন্ন ও রক্তপদ্মসদৃশ পাণি-পাদ ; ভূষণসকল
নূতন রত্নখচিত, বক্ষঃস্থলে শোভাময় কোমলভারী, কলেবর
সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও তারহারগুচ্ছে রমণীয়, বক্ষঃস্থল
স্রীবৎসে লাহিত, তিলক রোচনারচিত, তাহার প্রান্তে
কুন্তলসমূহ বিরাজমান ; কন্দৰ্পচাপসদৃশ রমণীয় ভ্রুযুগল,
পরমশোভাময় বহুবিধ রত্নখচিত মকরকুণ্ডলধারা শিখিপুচ্ছ-
চড়াধারী, সৰ্বভোতাৰে সৰ্ববেদী মূনিগণ দ্বারা উপাসিত,

এবং ধ্যানা মনুবরং দশলক্ষং ব্রতে স্থিতঃ ।

দশাক্ষরবিধানেন জপাৎ সিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধেনানেন মনুনা সর্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ ।

দশাক্ষরোদিতৈ পীঠে তদ্বিধানেন পূজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

অযুতং জুহুয়ান্নস্তী কুশুমৈব্র কবৃকটৈঃ ।

মহাকবির্মহাপ্রাক্ষো ভবেন্নস্তী ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

মালতীকুশুমৈর্হৃদ্বা বাক্‌সিদ্ধিমতুলাং লভেৎ ।

তগরৈঃ কীরসিতৈশ্চ হোমাৎ সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যাদিহোমেন সমৃদ্ধিমতুলাং লভেৎ ।

কেবলং স্মৃতহোমেন ব্রহ্মতেজঃ প্রজায়তে ॥ ৪৭ ॥

ত্রীধনশ্চ দলৈর্হৃদ্বা রাজ্যমাপ্নোত্যবদ্রতঃ ।

তৎকলৈশ্চসিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধুর্বাভিরাগ্নে জনেৎ ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে হরির ধ্যান করিয়া বুদ্ধ্যমান ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া দশলক্ষ জপ করিবেন। দশাক্ষরবিধানে জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা সকল অভীষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। দশাক্ষরোক্ত পীঠে দশাক্ষরোক্তবিধানানুসারে পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মবৃক্ষের পুষ্প দ্বারা অযুত হোম করিলে মন্ত্রী মহাকবি ও মহাপ্রাক্ষ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মালতীকুশুম দ্বারা হোম করিলে অতুল বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। কীরসিশ্রিত তগরপুষ্প দ্বারা হোম করিলে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা হোম করিলে অতুল সমৃদ্ধি লাভ হয়। কেবল স্মৃত দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্ম্যতেজঃ সঞ্চিত হয়। বিষপত্র দ্বারা হোম করিলে অশ্বজ্ঞে রাজ্যপ্রাপ্তি এবং তাহার ফল দ্বারা হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

তর্পণং পূর্ববিহিতং কৃত্বা সর্বং প্রসাধয়েৎ ।

দশাক্ষরোদিতং সর্বং প্রয়োগমমুনা চরেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

আয়ুবৃদ্ধির নিমিত্ত দুর্বা দ্বারা হোম করিবে । পূর্ববিহিত তর্পণ করিলে সমস্তই সাধন করা যায় । দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা এই মন্ত্রেরও প্রয়োগসকল নিষ্পন্ন করিতে হইবে ।

ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং সৰ্বার্থসাধনম্ ।
কৃষ্ণোতি দ্যাক্ষরং মন্ত্রং মধ্যস্থং কামবীজয়োঃ ॥ ১ ॥
সদ্যঃকলপ্রদং মন্ত্রং কথিতং ভক্তিতপ্তব ।
অস্ত্রাবধানতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরমবাগুবান্ ॥ ২ ॥
ঋষির্ব্রাহ্মণ্য মন্ত্রস্ত গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্ ।
দেবতা জগতামাদিশ্রুনিভিঃ কৃষ্ণ ঈরিতঃ ॥ ৩ ॥
দীর্ঘষট্‌কেন কামেন ষড়ঙ্গবিধিনা চরেৎ ।
এবমঙ্গবিধিং কৃত্বা মন্ত্রং ধ্যানেদখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥
কলায়কুসুমশ্রামং ক্রতহেমনিভাঘরম্ ।
পারিজাতবনে রত্নসিংহাসনোপরি স্থিতম্ ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন, অনন্তর অপর সৰ্বার্থসাধন মন্ত্র কীর্তন করিব । কামবীজযয়ের মধ্যস্থিত কৃষ্ণ এই হুই অক্ষর অর্থাৎ “ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং” এই মন্ত্র সদ্যঃ কল প্রদান করে । তুমি ভক্তিপরায়ণ বলিয়া তোমার নিকট ঐহা কীর্তন করিলাম । ইহার আরাধনা করিয়া ইচ্ছ দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন । ব্রহ্মা এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, জগদাদি কৃষ্ণ ইহার দেবতা ; মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন । দীর্ঘষট্‌ক কামবীজ দ্বারা ষড়ঙ্গবিধান করিতে হইবে । এইরূপে অঙ্গবিধি সম্পন্ন করিয়া মন্ত্র ও অখ্যাতের ধ্যান করিবে । কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিগলিত স্বর্ণের স্তায়

দেহোৎসবপ্রভাভিশ্চ ভাসন্নন্তং দিগন্তরম্ ।

শিশুবেশধরং দেবং বাসুদেবং জগন্ময়ম্ ॥ ৬ ॥

নানালঙ্কারমুভগং গোপীভিঃ পরিবীকৃতম্ ।

কল্পবৃক্ষবিনিষ্কাশ্তরদ্রোণৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥

তারহারাবলীরম্যং পীতাম্বরমুপাবৃতম্ ।

চতুর্লক্ষং জপেন্নম্রং ব্রতস্থঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৮ ॥

দশাংশং জুহুয়াদন্তে ত্রীফলৈঃ সর্বসিদ্ধয়ে ।

অষ্টচ্ছদামুজে দেবমাবাহ্য পরিপূজয়েৎ ॥ ৯ ॥

অঙ্গষট্কাবৃত্তেরন্তে পূজয়েদ্দিগধীশ্বরান্ ।

তদজ্ঞাপ্যপি চান্তে চ সপর্ষ্যেণা সম্মুরিতা ॥ ১০ ॥

নবনীতামুতং হুত্বা শ্রিয়মাপ্নোত্যনিমিত্তাম্ ।

ত্রীফলামুতহোমেন রাজ্যাপ্তিস্থিত্রিণো ভবেৎ ॥ ১১ ॥

আভাবিশিষ্ট বসনে আচ্ছাদিত, পারিজাত কাননে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, দেহসমুখিত নিজ প্রভা দ্বারা দিগন্তর উদ্ভাসিত করিতেছেন, শিশুবেশধারী, জগন্ময়, বিবিধ অলঙ্কারে নিরতিশয় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, গোপীগণ দ্বারা পরিবীকৃত, কল্পবৃক্ষ হইতে প্রাহৃত রত্নসমূহে পরিবেষ্টিত, তারহারগুচ্ছে রমণীয়, পীতাম্বরদ্বাবৃত—এইরূপে বাসুদেবের ধ্যান করিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রতস্থ হইয়া চতুর্লক্ষ জপ এবং জপান্তে সর্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রীফল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অষ্টদলপদ্মে দেবের আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। ষড়্ভাবুতিপূর্বক দিক্‌পালের অর্চনা করিয়া পরে অঙ্গসকলের পূজা করিবে; এই-ই চতুর্লক্ষ মন্ত্রের পূজাপ্রণালী কথিত হইল ॥ ১-১০ ॥

নবনীত দ্বারা দশসহস্র হোম করিলে অনিমিত্ত ত্রীলাভ হয়। ত্রীফল দ্বারা অমুত হোম করিলে রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ধাত্তমঞ্জরীং হুত্বা ধনবান্ জায়তেহচিরাৎ ।
 অন্নবান্ পুষ্পহোমেন স্মৃতহোমাস্ক্লিষ্যং লভেৎ ॥ ১২ ॥
 বাসনাহোমমাত্রেণ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশতে ।
 য এনং ভজতে মন্ত্রী জপহোমাদিতংপরঃ ।
 স তু সম্যক্ শ্রিয়ং লব্ধ্বা দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥
 চুড়ামণিমথো বক্ষ্যে মন্ত্ররাজং সুহৃদ্বভম্ ।
 যজ্ঞজ্ঞানান্মনয়ঃ সর্বৈ ভূত্বাষ্ট্রলোক্যদর্শিনঃ ॥ ১৪ ॥
 চতুর্বর্ণস্ত মন্ত্রস্য কামাধোবহ্নিবোগতঃ ।
 অয়ং শিখামণিঃ প্রোক্তজৈলোক্যদর্শনক্ষমঃ ॥ ১৫ ॥
 নারদোহস্ত ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ছন্দ উদাহতম্ ।
 শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চান্ত মূনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৬ ॥
 ষড়্ দীর্ঘযুক্তকামেন বীজেনাপক্রিয়া যতা ।
 মন্ত্রসংপুটিতং কৃত্বা বর্ণস্তাসং তথাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

ধাত্তমঞ্জরী দ্বারা হোম করিলে অচিরাৎ ধনবান্ হওয়া
 যায় । পুষ্প দ্বারা হোম করিলে অন্নসংগ্রহ হয় । স্মৃত দ্বারা হোম
 করিলে শ্রীলাভ হইয়া থাকে । বাসনা দ্বারা হোম করিলে
 তৎক্ষণাৎ জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হয় । যে সাধক জপহোমাদিতংপর
 হইয়া এইরূপে এই মন্ত্রের আরাধনা করে, সে সম্যক্ শ্রীলাভ
 করিয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয় ।

অতঃপর চুড়ামণিনামক সুহৃদ্বভ মন্ত্ররাজ কীর্তন করিব ।
 বাহার জ্ঞান দ্বারা মূনিগণ পৃথিবীতে থাকিয়াই ত্রিলোক দর্শন
 করিয়া থাকেন । চতুর্বর্ণ মন্ত্রের আদিত্যে কামবীজ ও অন্তে বহ্নিবীজ
 বোগ করিলে এই জৈলোক্যদর্শনক্ষম শিখামণি মন্ত্র সমাহিত হয় ।
 নারদ ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা,
 ষড়্ দীর্ঘযুক্ত কামবীজ দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিতে হয় ।

দশতন্ত্ৰং ততো ব্রহ্ম করাদন্তাসমন্ততঃ ।

বৃন্দাবনগতং ধ্যায়ৈৎ কল্পকোদ্যানমধ্যগম্ ॥ ১৮ ॥

দোলায়মানঃ গোপীভিঃ স্রবর্ণদোলিকাগতম্ ।

সূর্য্যাস্তসমভাসং লসন্তকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥

নানারত্নপরিভ্রাজমানালঙ্কারমণ্ডিতম্ ।

পঞ্চবর্ষাবধিৎ বালং কুন্তলোল্লাসিসমুখম্ ॥ ২০ ॥

হসিতোদারকান্ত্যা চ ভাসয়ন্তং দিগন্তরম্ ।

ইতি ধ্যান্য চতুর্ল'কং অপেন্নতু শিখামণিম্ ॥ ২১ ॥

তদশাংশেন জুহুয়াৎ পলাশৈরথবাসুজৈঃ ।

অবেদ্রবজ্রাবৃতিভিজ্জিভিঃ পূজনমীরিতম্ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মবৃক্ষোথকুসুমৈর্হ'নেদযুতমাদরাৎ ।

ত্রিকালজ্ঞো ভবেন্দ্রী নবনীতহৃতাঙ্গপি ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রসংপুটিত করিয়া বর্ণস্তাস করিতে হইবে। তৎপর দশতন্ত্র
ন্যাস করিয়া করস্তাস ও অঙ্গস্তাস করিবে।

বৃন্দাবনে কল্পকোদ্যান-মধ্যগত, স্রবর্ণদোলায় অধিরুদ্ধ,
গোপীগণ কর্তৃক দোলায়মান, অযুত সূর্যের স্তায় আভাসম্পন্ন,
দীপ্তিমান্ মকর-কুণ্ডলে স্রশোভিত, নানাবিধ বিচিত্র রত্নালঙ্কারে
মণ্ডিত, প্রায় পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বালক, মুখমণ্ডল পরম সুলভ ও কুন্তলে
উদ্ভাসিত, হসিতচ্ছবি দ্বারা দিগন্তর প্রভাশালী করিতেছেন,
এইরূপে ত্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া শিখামণিমন্ত্র চতুর্ল'ক জপ
করিবে। অপান্তে পলাশ বা পদ্ম দ্বারা দশাংশ হোম
এবং অঙ্গকল্পনা, ইন্দ্র, বজ্র ও আবৃতির সহিত পূজা করিবে।
ব্রহ্মবৃক্ষজ কুসুম ও নবনীত দ্বারা আদরের সহিত দশ-সহস্র

ত্রীকলস্ত কঠৈর্হোমাদ্রাজ্যং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্ ।
 লক্ষ্মীপুষ্পহতান্নস্তী চৈব লক্ষ্মীম্বাণ্ণয়াৎ ॥ ২৪ ॥
 মূলত্রিকোণমধ্যে তু জ্যোতীরূপং বিচিস্তয়ন ।
 লক্ষজপান্ননোরস্ত ত্রিকালজ্ঞো ভবেদ্ধ বম্ ॥ ২৫ ॥
 করস্থামলকতায়্যৎ বিশ্ববৃত্তঞ্চ পশ্ততি ।
 হৃদি স্থিতং হরিং কৃত্বা সর্বং পশ্ততি চক্ষুষা ॥ ২৬ ॥
 রবিবারেহম্বথমূলে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।
 এবঞ্চ নিয়তং কৃত্বা ত্রিয়তে নাপমৃত্যুতঃ ।
 বসন্তত্র লক্ষজপাৎ সর্বজ্ঞো জায়তেহচিরাত্ ॥ ২৭ ॥
 ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

হোম করিলে মন্ত্রী ত্রিকালজ্ঞ হইয়া থাকে । ত্রীকল দ্বারা
 হোম করিলে নিকণ্টক রাজ্যলাভ হয় । লক্ষ্মীপুষ্প দ্বারা হোম
 করিলে লক্ষ্মীলাভ হয় । মূলত্রিকোণ মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপে
 ধ্যান করিয়া এই মন্ত্রের লক্ষ জপ করিলে নিশ্চয়ই ত্রিকালদর্শী
 হওয়া যায় এবং করস্থ আমলকবৎ বিশ্ববৃত্ত দৃষ্টিগোচর
 হইয়া থাকে । হরিকে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে সর্বদর্শী হওয়া
 যায় । রবিবারে অম্বথমূলে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে । নিয়ত
 এইরূপ করিলে কখন অপমৃত্যু ঘটে না । তথায় বসিয়া
 লক্ষ জপ করিলে অচিরাত্ সর্বজ্ঞ হওয়া যায় ॥ ১১-২৭ ॥

ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ

—:—

গৌতম উবাচ ।

একাক্ষরং মনুবরং বিষ্ণোজ্জৈলোক্যমোহনম্ ।

শ্রবণে যদি যোগ্যোহস্মি মূনে ব্রুহি চ তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

সমস্তকৃষ্ণমজ্জাণামুদীপনকরং পরম্ ।

কেবলং স্বংগ্রহত্বেন কথয়ামি মূনে শৃণু ॥ ২ ॥

কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তিবিম্বুবিভূষিতম্ ।

জৈলোক্যমোহনং বীজং কথিতং তব যদ্বতঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দনারদশাস্ত্রাধিচ্ছন্দো বিরাড়গি ।

জৈলোক্যমোহনঃ প্রোক্তো দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

গৌতম কহিলেন, আমি শ্রবণযোগ্য হইলে জৈলোক্যমোহন-
কারী বিষ্ণুর একাক্ষর মন্ত্রের আমার নিকট বথায়থভাবে কীৰ্ত্তন
করুন ।

নারদ বলিলেন, ঐ মন্ত্র, সমস্ত কৃষ্ণমজ্জের উদীপন করিয়া
থাকে । কেবল তোমার অত্যন্ত আগ্রহহেতু বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
কামাক্ষর অর্থাৎ ক, ধরাসংস্থ অর্থাৎ লঘুক্ত এবং শান্তি-
বিম্বুবিভূষিত অর্থাৎ জৈ ও অম্লস্বারযুক্ত হইলে ঐ একাক্ষর
মন্ত্র সাধিত হয় । তোমার আগ্রহবশতঃ ইহা কীৰ্ত্তন
করিলাম । আনন্দনারদ ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, জৈলোক্যমোহন

সর্কেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু মন্ত্রোহং মন্ত্রনায়কঃ ।
 সৃষ্টিস্থিতিদশতত্ত্বং মাতৃকাং মহুসংপুটাম্ ॥ ৫ ॥
 বড়দীর্ঘভাজা বীজেন শ্রাসং করাদ্রয়োৱপি ।
 মুদ্ধি ভালে হৃদি গুহে পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥
 পঞ্চবাণস্য বীজানি শ্রাস্য ধ্যানেদথাচ্যুতম্ ।
 ধাত্তৌ রেফসমায়ুক্তৌ অনন্তশান্তিত্বমিভৌ ॥ ৭ ॥
 বিন্দুনাদসমায়ুক্তৌ বীজৌ ত্রৈলোক্যমোহনৌ ।
 কামবীজং ততঃ পশ্চাজ্জলং ধরাসমম্বিতম্ ॥ ৮ ॥
 পঞ্চমস্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদসমম্বিতম্ ।
 বীজান্তেতানি চান্তে চ চন্দ্রঃ সর্গসমম্বিতঃ ॥ ৯ ॥
 শোষণং মোহনং সন্দীপনং উদ্বাদনং তথা ।
 নামানুরূপফলং শ্রাৎ পঞ্চাৰ্ণমম্বরপাসৌ ॥ ১০ ॥

অব্যয় বিষ্ণু ইহার দেবতা । সমুদায় কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে এই
 মন্ত্র শ্রেষ্ঠ । সৃষ্টি-স্থিতি-দশতত্ত্ব, মহুসংপুটিত মাতৃকা ও বড়-
 দীর্ঘযুক্ত কামবীজ দ্বারা কর ও অঙ্গ উভয়ের ন্যাস করিবে এবং
 মস্তকে, ভালে, হৃদয়ে, গুহে ও পাদদ্বয়ে ক্রমশঃ কামবীজশ্রাস
 করিয়া অচ্যুতের ধ্যান করিবে ।

জৌং জ্রং এই বাজদ্বয় ত্রিলোকের মোহ সমুৎপন্ন করে ।
 ইহার পর কামবীজ অর্থাৎ ক্রীং এবং ধরাসংস্থ, পঞ্চমস্বরযুক্ত ও
 বিন্দুনাদসমম্বিত জল অর্থাৎ ক্লুং—ইহাদের অন্তে বিসর্গ ও চন্দ্র-
 বিন্দু সংযুক্ত করিলে ইহারা শোষণ, মোহন, সন্দীপন ও উদ্বাদন
 ইত্যাদি বিধানে নামানুরূপ ফল প্রদব করিয়া থাকে ॥ ১-১০ ॥

ভজবিক্রমসঙ্কাশসৰ্ব্বতেজোময়ং বপুঃ ।

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ুরবলয়াবৃত্তম্ ॥ ১১ ॥

মুক্তালীরত্নসম্বদ্ধতুলাকোটিযুগাবৃত্তম্ ।

নানালঙ্কারমুভগং পীতাহ্বরযুগাবৃত্তম্ ॥ ১২ ॥

গুরুড়োপরিসম্বন্ধরক্তপঙ্কজমধ্যগম্ ।

উত্তপ্তহেমসঙ্কাশং লক্ষ্মীং বামোৰুসংস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥

সৰ্ব্বালঙ্কারমুভগাং শুক্লবাসোযুগাবৃত্তাম্ ।

সকামাং লীলয়া দেবং মোহয়ন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্যপাশাঙ্কুশধনুঃশরান্ ।

ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মাকর্ণেক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥

লক্ষ্মীং পদ্যকরাং বামে দক্ষিণালিঙ্গিতং পতিম্ ।

সংস্থিতাং চিন্তয়েন্নস্ত্রী মোহিনীং বিখ্যাতরম্ ॥ ১৬ ॥

এবং ধ্যান্ জগন্নাথং বিংশত্যাক্ষরপীঠকে ।

সমাবাহু যজেন্নস্ত্রী উপচারৈরশেষতঃ ॥ ১৭ ॥

ভজপ্রবালসদৃশ তেজোময় দেহ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ুর ও বলয়, নুপুরদ্বয় মুক্তাসমূহ ও রত্নধচিত, বিবিধ অলঙ্কারে পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও পীতাহ্বরযুগল-ধারী, গুরুড়োপরিস্থিত, রক্তপদ্মে সমাসীন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণিতা সৰ্ব্বালঙ্কারবিভূষিতা শুক্লবাসোযুগলাবৃত্তা লক্ষ্মী বাম উরু আশ্রয় করিয়া কামরাগ প্রকাশসহকারে বারংবার মোহ সমুৎপাদন করিতেছেন, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্বী, পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও শর, নয়নদ্বয় রক্তোৎপলের তুল্য অরুণবর্ণ, লক্ষ্মী পদ্যহস্তে বামে অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তিনি সকল জগতের মোহিনী ও জননী; এইরূপে

ত্রাসক্রমেণ বিধিবদগন্ধপুষ্পাদিভির্বজ্ঞেৎ ।
 লক্ষ্মীস্বধামতঃ পূজ্যাং শ্রীবীজেন বিধানবিৎ ॥ ১৮ ॥
 কোস্তভং গলদেশে চ কিরীটং কুণ্ডলদ্বয়ম্ ।
 শ্রীবৎসং বক্ষোদেশে চ বনমালা গলোপরি ॥ ১৯ ॥
 সৰ্ব্বভোজোময়্যেতি কিরীটার নমস্তথা ।
 নামমন্ত্রেণ বিধিবৎ কোস্তভাদীনু সমর্চয়েৎ ॥ ২০ ॥
 লয়াঙ্কমেবমভ্যর্চ্যা ভোগাঙ্গমথ পূজয়েৎ ।
 পক্ষীন্দ্রমগ্রে সংপূজ্য কূৰ্ব্বন্তঃ স্ততিষাদরাৎ ॥ ২১ ॥
 কেশরেষু ষড়ঙ্গানি কোণমধ্যে চ দিক্ চ ।
 অগ্ন্যাदिদলমূলে চ বাণানি পুরতো বিভোঃ ॥ ২২ ॥
 পুর আদি দলাগ্রেষু প্রদক্ষিণক্রমাদ্বজ্ঞেৎ ।
 লক্ষ্মীং সরস্বতীতৈকৈব রতিং শ্রীতিমনস্তরম্ ॥ ২৩ ॥

জগন্নাথের ধ্যান করিয়া বিংশতাক্ষর গীঠে আবাহনপূর্বক অশেষ
 উপচার সহকারে ন্যাসক্রমে বিবিধ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা
 করিতে হইবে। বিধানবিৎ ব্যক্তি তাঁহার বামদেশে লক্ষ্মীর পূজা
 করিবেন। গলদেশে কোস্তভ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডলদ্বয়,
 বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, গলোপরি বনমালা, নিভম্বে পীতবসন—
 ‘সৰ্ব্বভোজোময়্যার কিরীটার নমঃ’ এইরূপ ক্রমে অর্চনা
 করিবে। বিধি অনুসারে নামমন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া ঐরূপে
 কোস্তভ প্রভৃতির পূজা করিতে হইবে। এইরূপে লয়াঙ্গের অর্চনা
 করিয়া পরে ভোগাঙ্গের পূজা করিবে। প্রথমে গন্ধদ্বয়ের পূজা
 করিয়া যজ্ঞের সহিত স্তব করিবে। পরে কেশরসমূহে ষড়ঙ্গের
 এবং কোণ মধ্যে, দিক্‌সমূহে, অগ্ন্যাदि দলমূলে, বিদ্যুর সম্মুখে, পর

কীৰ্ত্তিকান্তিভূষ্টিপুষ্পস্তোত্রাণি করাগ্রতঃ ।

বহিরিদ্ভাদয়ঃ পূজ্যাস্তদজ্ঞাণি চ তদ্বহিঃ ॥ ২৪ ॥

এবং যঃ পূজয়েন্নত্নী ভক্ত্যা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।

করগ্রচেয়াঃ সৰ্বার্থান্তস্যান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ২৫ ॥

রবিলক্ষং জপেন্নত্নং জুহরাস্তদশাংশতঃ ।

অমৃতভ্রমরসিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ ॥ ২৬ ॥

অথবা রবিসাহস্রং হনেন্তাবচ্চ তৰ্পণম্ ।

রক্তপদ্মায়ুতং হত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ২৭ ॥

কেবলং স্তুতহোমেন জপেদ্বর্ষশতং স্মৃথী ।

পলাশলক্ষহোমেন ভবেৎ বাকপতিসন্নিভঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রতস্থঃ কোটীজাপেন কৈবল্যাং লভতে এবম্ ।

দশাষ্টাদশবর্ণোক্তকম্ম চানেন সাধয়েৎ ॥ ২৯ ॥

আদি দলাগ্রে, প্রদক্ষিণক্রমে বাণাদির অভ্যর্থনা করিতে হইবে । অনন্তর পুরদলের অগ্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, কীৰ্ত্তি, কান্তি, ভূষ্টি, পুষ্প ও অমৃতসকলের, তাহার বাহিরে ইজাদি দেবতাগণের এবং তাহার বাহিরে তদন্তসকলের অর্চনা করিবে । যে ব্যক্তি ভক্তি-পূৰ্ব্বক এই প্রকারে পুরুষোত্তমের পূজা করে, সমুদায় মনো-বাসনাই তাহার হস্তগত হইয়া থাকে এবং অন্তে তাহার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি হয় । বিধিযুক্ত ব্যক্তি দ্বাদশলক্ষ জপ করিয়া অমৃতভ্রমরসিক্ত পায়স দ্বারা তাহার দশাংশ হোম অথবা দ্বাদশসহস্র হোম ও তাবৎ পরিমাণে তৰ্পণ করিবে । রক্তপদ্ম দ্বারা দশসহস্র হোম করিলে ত্রৈলোক্য বশীভূত হয় । কেবল স্তুতহোম করিলে শতবর্ষ স্মৃথে বাঁচিয়া থাকা যায় । পলাশদ্বারা লক্ষ হোম করিলে বাকপতির সমান হয় । ব্রতস্থ হইয়া কোটি জপ করিলে মুক্তি

অনেন সদৃশো মন্ত্রঃ কৃষ্ণমন্ত্রে ন বিদ্যতে ।
 অসৌ সমস্তমজ্জাণাং জীবনং কথিতং মূনে ॥ ৩০ ॥
 নির্বীৰ্য্যা যে চ মজ্জা বৈ শক্তিহীনাস্চ কুষ্টিতাঃ ।
 অরিপকস্থিতা যে চ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥
 এতদাদ্যেন জপ্তেন জীবন্তি চ পুনন্তি চ ।
 হ্রবীকেশপদং গেহন্তং নমোহন্তঃ কামপূৰ্ব্বকঃ ॥ ৩২ ॥
 অষ্টাক্ষরমধুঃ প্রোক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ ।
 ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি পূজাপ্রয়োগকম্ব চ ॥ ৩৩ ॥
 একাক্ষরবিষ্ণুবচ্চ কুৰ্ব্যাৎ সৰ্বার্থসিদ্ধয়ে ।
 ত্রৈলোক্যমোহনেত্যাঙ্ক্য বিগ্নহে তদনন্তরম্ ॥ ৩৪ ॥
 কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।
 কথিতা বিষ্ণুগায়ত্রী সমস্তজনরঞ্জনী ॥ ৩৫ ॥

লাভ হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা দণ ও অষ্টাদশবর্ণোক্ত কার্য সাধন করা যায় । এই মন্ত্রের সদৃশ দ্বিতীয় মন্ত্র নাই । মূনে ! ইহাই সমস্ত মন্ত্রের জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে সকল মন্ত্র বীৰ্য্য ও শক্তিহীন, কুষ্টিত, অথবা যে সকল মন্ত্র অরিপকস্থিত ও কেবল বর্ণরূপী, আদিতে ইহা যোগ করিয়া জপ করিলে তাহারা জীবিত হইয়া পবিত্রতা বিধান করে ।

ক্লীং হ্রবীকেশায় নমঃ, এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সমস্তপুরুষার্থ প্রদান করে । ইহার ঋষি, ছন্দ, দেবতা, পূজা, প্রয়োগ, কন্ম—সমুদায়ই একাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রের তুল্য বিধানে সৰ্বার্থসিদ্ধির জন্ত করিবে ।

ত্রৈলোক্যমোহনায় বলিয়া পরে বিগ্নহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, এইরূপ প্রয়োগ করিবে । অর্থাৎ

কামাদিজপমাত্রেণ ত্রৈলোক্যবশকারিণী ।

সৰ্বপাপপ্রশমনী সৰ্বপাপংপরিমোচনী ।

মন্ত্রসিদ্ধিকরী পুংসাং প্রায়শ্চিত্তবিশোধনী ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ঊনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্যহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ
প্রচোদয়াৎ । ইহাকে বিষ্ণুগায়ত্রী বলে ; ইহা সকল লোকের
মনোরঞ্জন করিয়া থাকে । আদিতে কামবীজ যোগ করিয়া এই
বিষ্ণুগায়ত্রী জপ করিবামাত্র ত্রৈলোক্য বশীভূত হয় এবং
সমস্ত পাপ প্রশামিত, সকল অপং মুক্ত ও মন্ত্রসিদ্ধি পূর্বক
সকল পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশোধন হইয়া থাকে ॥ ১১-৩৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিশোঃধ্যায়

—:~:—

অথাপরং মন্ত্রবরং বক্ষ্যে সৰ্ব্বেসমৃদ্ধিদম্ ।
যমুগান্ত সুরাণান্ত পালকোহভূচ্ছতক্রতুঃ ॥ ১ ॥
সত্ত্বঃ শৌরিচ্ছান্তজাতৌ ক্রমেণ সহ সংযুতাঃ ।
শান্তিৰিন্দুসমাক্রাভাঃ প্রোক্তং বীজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥
জয়কৃষ্ণং দ্বিধা প্রোক্তা নিত্যান্তে ক্রীড়াসংযুতম্ ।
ততঃ প্রমুদিতচেতসে নৃত্যপ্রিয়ায় প্রোক্তা বৈ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণং ধ্ৰুৱন্তং ততঃ প্রোক্তা কামান্তে দশবর্ণকম্ ।
বাকশক্তিকমলাবীজৈঃ সংপূটো মন্ত্রনায়কঃ ॥ ৪ ॥
সৰ্ব্বেষাং কৃষ্ণমজ্জাণাময়ং মন্ত্রঃ শিখামণিঃ ।
ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণামালয়ং সংপ্রদায়তঃ ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন, অনন্তর সৰ্ব্বেসমৃদ্ধিদাতা অপর মন্ত্রবর
কীৰ্ত্তন করিব। যাহার উপাসনা করিয়া ইন্দ্র দেবগণের
পালয়িতা হইয়াছেন। সত্ত্ব, শৌরি, ছান্ত ও জান্ত—ইহারা
শান্তিৰিন্দু সমায়ুক্ত হইলে বীজচতুষ্টয় নিম্নের হয়। জয়কৃষ্ণ
জয়কৃষ্ণ নিত্যক্রীড়াসংযুত প্রমুদিতচেতসে নৃত্যপ্রিয়ায় কৃষ্ণায় ক্লীং ।
বাক্, শক্তি ও কমলাবীজ দ্বারা সংপূটিত এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠ
অজ্ঞাত সমুদায় কৃষ্ণমন্ত্রের শিখামণিস্বরূপ এবং সংপ্রদায়বশতঃ

সংপ্রদায়বিহীনা যে মজ্জাস্তে নিফলা মতাঃ ।
 আনন্দনারদ ঋষির্বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্ ॥ ৬ ॥
 শ্রীকৃষ্ণে দেবতা চাস্ত ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ।
 পদবট্কেন মতিমান্ বীজাঙ্গেনাদকল্পনম্ ॥ ৭ ॥
 পূর্বব্রহ্মাসজালং হি কৃৎস্না করাদ্ধশোধনম্ ।
 ততশ্চ বিধিব্রহ্মাসমাতৃকাং মনুসংপুটাম্ ॥ ৮ ॥
 ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি মূর্দ্ধি মুখে হৃদি স্রসেৎ ।
 ধ্যায়ৈং স্থিতমতিশ্রদ্ধী চরাচরগুরুং হরিশ্চ ॥ ৯ ॥
 কীরাত্তোনিধিমধ্যস্থং কনকচলমধ্যতঃ ।
 ধ্যায়ৈং স্বর্ণময়ীং ভূমিং ওন্মধ্যে রত্নমণ্ডপম্ ॥ ১০ ॥
 অনেকযোজনমিতং বিস্তীর্ণং বহুযোজনম্ ।
 নানারত্নময়স্তমুজাদামবিরাজিতম্ ॥ ১১ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষের আশ্রয় । যে সকল মন্ত্র সংপ্রদায়বিহীন
 তাহারা নিফল হইয়া থাকে । আনন্দনারদ ইহার ঋষি, বিরাট্
 ছন্দ, ভুক্তিমুক্তিফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা । মতিমান্
 ব্যক্তি বীজাঙ্গ পদবট্কে দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিবেন । পূর্ববৎ
 ব্রহ্মাসজাল ও করাদ্ধশোধন করিয়া পরে বথাবিধানে মনুসংপুটিত
 মাতৃকা এবং মণ্ডকে, মুখে ও হৃদয়ে ঋষি, ছন্দ ও দেবতা বিস্তার
 করিতে হইবে । মন্ত্রী স্থিরচিত্তে, চরাচরগুরু হরির ধ্যান করিবেন ।
 কীরাসাগরগর্ভস্থ কনকপর্বতের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত ভূমি ও ওন্মধ্যে
 রত্নময় মণ্ডপের ধ্যান করিতে হইবে । ঐ মণ্ডপ অনেক যোজন
 উচ্চ ও বহু যোজন বিস্তীর্ণ, বিবিধরত্নময় স্তম্ভ ও মুজাদামে

লসৎফেনমগ্নৈর্কৈঃ স্ফোতপবিচিহ্নিতম্ ।
 হংসকারণবাকীর্ণং পঙ্কজোৎপলশালিভিঃ ॥ ১২ ॥
 মণ্ডিতং দীর্ঘিকাশতৈর্গহাবাটীপরিঙ্কতম্ ।
 স্বর্ণপ্রাকারবিক্রতে রত্নতোরণচিহ্নিতে ॥ ১৩ ॥
 তত্র রত্নাগনে রম্যে সংস্থিতং পরমেশ্বরম্ ।
 কল্পিণীভীষ্মকস্ততে পার্শ্বয়োঃ স্তম্ভচামরে ॥ ১৪ ॥
 নানালঙ্কারমুভগে বীক্ষিতং পরমা যুদা ।
 কালিন্দীঋকতনয়ে পৃষ্ঠতো যুতবর্হকে ॥ ১৫ ॥
 মহামেষপ্রভং শ্রীমং পদ্মপত্রাকর্ণেষ্ণম্ ।
 পীতাঘরলসঙ্ক্রীমঙ্কীবৎসকৌস্তভাষিতম্ ॥ ১৬ ॥
 নানালঙ্কারমুভগং তারহারবিরাজিতম্ ।
 দীপ্তরত্নকিরীটঞ্চ ক্ষুরম্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৭ ॥

বিরাজিত, বিকসিত ফেননিভ বজ্র দ্বারা স্ফোতপ চিহ্নিত,
 হংসকারণবাকীর্ণ ও পঙ্কজোৎপলসম্পন্ন শত শত দীর্ঘিকার পরি-
 শোভিত, তথায় মহাবাটীপরিঙ্কত, স্বর্ণপ্রাকারনির্মিত ও রত্নতোরণ-
 চিহ্নিত রমণীয় রত্নাগনে উপবিষ্ট, সকলের অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, কল্পিণী
 ও সত্যভামা বিবিধ অলঙ্কারসংসর্গে অতিশয় শোভাবিস্তারপূরক
 পরম হর্বসহকারে উভয়পার্শ্বে চামর দ্বারা ব্যাজন করিতেছেন;
 কালিন্দী ও ঋকতনয়া পৃষ্ঠদেশে বর্হ ধারণ করিয়া আছেন,
 মহামেষপ্রভাসদৃশ শ্রীমবর্ণ, পদ্মের ত্রায় অরুণ লোচনসম্পন্ন, পীতা-
 ঘর সংসর্গে পরম শোভমান, শ্রীবৎস ও কৌস্তভে সমলঙ্কৃত, বিবিধ
 ভূষণ দ্বারা পরমশোভাময়, তারহারশুভ্রবিরাজিত, মস্তকোপরি
 উজ্জলরত্নচিহ্নিত কিরীট, কর্ণে পরমশোভন মকরাকৃতি কুণ্ডল,

গোরোচনালগ্ভালতিলকং নীলকুস্তলম্ ।
 নারদাঙ্গৈশ্চ নিগণৈরার্বতং স্নিগ্ধলোকটৈঃ ॥ ১৮ ॥
 হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণৈর্নগরৈর্কছবিস্তরৈঃ ।
 সৌধৈর্গৃহৈঃ সমুৎকীর্ণপতাকৈঃ পরিমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৯ ॥
 ব্রহ্মকজ্রিয়বিট্শূদ্রৈরাকীর্ণৈ রথপংক্তিভিঃ ।
 রথবাজিঘ্রীপবরৈঃ সর্বত্র পরিমণ্ডিতৈঃ ॥ ২০ ॥
 ব্রহ্মকজ্রিয়বিট্শূদ্রভবনৈঃ পর্বতোপমৈঃ ।
 কামিনীভিঃ স্তম্ভব্যাভিঃ সর্বত্র পরিমণ্ডিতৈঃ ॥ ২১ ॥
 নানাবিচিত্রচিত্রৈশ্চ মণ্ডিতাভিঃ সমন্বিতম্ ।
 এবং ধ্যায়া মূনিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মেমেকং জপেন্নরম্ ॥ ২২ ॥
 বৈদৈঃ ফলৈস্ত্রিমধবৈকৈর্জুহুয়াত্তদনন্তরম্ ।
 তর্পয়েদশাংশেন মন্ত্রজ্ঞো বিপ্রমুখ্যকান্ ॥ ২৩ ॥
 রত্নাভিষেকগোপালপীঠে দেবং প্রপূজয়েৎ ।
 ষড়ঙ্গাবৃতিবাহে তু মহিষীঃ পত্রগাঃ যজেৎ ॥ ২৪ ॥

কপালে গোরোচনার তিলক, নীল কুস্তলধারী, নারদপ্রভৃতি
 মুনিগণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বেষ্টন করিয়া আছেন ; এবং হৃষ্টপুষ্টজনবিশিষ্ট
 বহুবিস্তৃত নগর, উদ্ভীষমান পতাকায় পরিশোভিত সৌধ ও
 গৃহসমূহ, ব্রাহ্মণ কজ্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র পরিব্যাপ্ত রথপংক্তি, সর্বত্রঃ
 পরিমণ্ডিত রথ, অশ্ব ও গজবরসমূহ এবং নানাবিচিত্র রত্নপরি-
 ভূষিত স্তম্ভব্যা কামিনীসকলে সমন্বিত হইয়া আছেন,—
 এইরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ, ত্রিমধুযুক্ত বিদ্যপত্র
 তাহার দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের
 দশাংশ অভিষেক, তদশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে ।

রুক্ষিণ্যাভা মহারত্নভূষাঃ প্রকৃতঃ শুভাঃ ।
 তবহিরিক্তবজ্রাভা জাত্যধিপাঃ সবাহনাঃ ॥ ২৫ ॥
 এবমভ্যর্চনং কৃত্বা সিদ্ধমন্ত্রো বিজ্যোত্তমঃ ।
 প্রয়োগান্ সাধয়েদ্বস্ত কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা চ সৰ্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥
 ত্রীপুংশৈল'ক্ষমাঞ্জেণ হোমাদ্ভুমিপূরন্দরঃ ।
 পলাশৈল'ক্ষহোমেন বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ২৭ ॥
 হরারিরক্তকুসুমৈর্জগদ্রজনকারকঃ ।
 কেবলং স্তুতহোমেন জীবৈর্ষষশতং সুখী ॥ ২৮ ॥
 অন্নহোমেন ধনবান্ পশুমান্ হৃৎকহোমতঃ ।
 কারকরকলৈর্হোমাচ্ছত্ৰুচ্চাটয়েৎ কণাৎ ॥ ২৯ ॥
 মরীচহোমান্নতিমান্ মারয়েদ্রিপুমান্ননঃ ।
 পুণ্ডরীকায়ুতং হুত্বা মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ৩০ ॥

রত্নাভিষিক্ত গোপালপীঠে ভগবানের পূজা, বড়লাবুতির বাহে
 পদ্মগামিনী মহিবীসকলের ও রুক্ষিণ্যাদি মহারত্নভূষিত শুভ
 প্রকৃতিসমূহের অর্চনা এবং তাহার বাহিরে ইন্দ্র ও বজ্রাদি
 জাত্যধিপতিগণের বাহনসহিত পূজা করিবে ॥ ১১-২৫ ॥

তৎপরে সিদ্ধমন্ত্র সাধক প্রয়োগ সকল সাধন করিলে
 সকলের হৰ্ত্তাকৰ্ত্তা হইতে পারে । ত্রীপুংশ দ্বারা লক্ষ হোম করিলে
 পৃথিবীতে ইন্দ্র লাভ হয় । পলাশপুংশে লক্ষ হোম করিলে
 বৃহস্পতিভুল্য হইয়া থাকে । রক্তবর্ণ হরারিকুসুমে (করবী)
 হোম করিলে জগদ্রজক হইয়া থাকে । কেবল স্তুত হোম করিলে
 দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে বাঁচিয়া থাকে । অন্ন দ্বারা হোম করিলে
 ধনবান্ হয় । হৃৎক দ্বারা হোম করিলে পশুমান্ হইয়া থাকে ।

তন্ত্রকমাত্রহোমেন রাষ্ট্রাশ্বখ্যমবাগ্নুয়াৎ ।
 আত্মানং কংসমথনং রিপুং কংসাত্মকং স্মরন্থ ॥ ৩১ ॥
 দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা দশসাহস্রাজাপতঃ ।
 ক্রুদ্ধাশয়স্তথা মন্ত্রী মলিনো মারয়েদ্রিপুম্ ॥ ৩২ ॥
 অপায়ুতাপনো নিত্যং শত্রুর্দৈবস্বতাতিথিঃ ।
 অস্মান্নজ্ঞাৎ সৰ্ব্বং কচ্চিন্নাত্ত্যেব ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৩ ॥
 ন শস্তং মারণং কৰ্ম্ম যতঃ স্তাটৈব্ধবে মনৌ ।
 ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাজ্ঞমাদায় শশকাদৌ নমস্চরেৎ ॥ ৩৪ ॥
 যদি কুৰ্ব্ব্যাৎ প্রমাদেন এবু স্থানেষু সংভবেৎ ।
 পাপিনেহ্‌হৈভুকায়াপি শঠায় জনতাপিনে ॥ ৩৫ ॥

কারকরফলে হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুগণের উচ্চাটন হয় ।
 মন্ত্রী দ্বারা হোম করিলে স্বীয় রিপুসঙ্কলের মৃত্যু সাধিত হয় ।
 পুণ্ডরীক দ্বারা অবৃত্ত হোম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়,
 এবং তদ্বারা লক্ষ হোম করিলে রাজ্য ও ঐশ্বর্য লাভ হয় ।
 নিজকে কংসমথনস্বরূপ এবং রিপুকে কংসসদৃশ মনে করিয়া
 দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দশসহস্র জপ করিলে শত্রুসংহার করিতে
 সমর্থ হয়; কিন্তু সাধক ক্রুদ্ধাশয় ও মলিন হইয়া থাকে ।
 শত্রু যদি অবৃত্তও তৎক্ষণ করে, তাহা হইলেও সে যথেষ্ট
 অতিথি হইয়া থাকে । এই মন্ত্রের সদৃশ দ্বিতীয় মন্ত্র আর নাই ।
 বৈব্ধবে মন্ত্রে মারণকার্য্য প্রশস্ত নহে । হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাজ্ঞ গ্রহণ
 করিয়া শশকাদিকে নমস্কার করিবে । এই মুক্তিকর মন্ত্র মারণ
 প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবে না । যদি প্রমাদবশতঃ ঐরূপ করা

আত্মবিত্তগৃহক্ষেত্রকলত্রাশ্রপহারিণে ।

অভিচারেণাভিচারেত্তদা দোষৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

দুষ্টানাং দমনং শস্তং কথিতং স্বস্মি গৌতম ।

অতঃ স্বয়ং প্রযত্নেন তদুখানং বিনিগ্রহে ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্যমেকং জপেন্নম্রং প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ ।

তেন পাটপর্কিস্নুতোহঙ্গৌ ভবেৎ কল্যাণসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥

সাধ্যং সংকৃত্য কৃত্য চ সাধকং ভোক্তু মিচ্ছতি ।

তেনাশ্বানং সদা রক্ষেৎ কুতেনানেন দেশিকঃ ॥ ৩৯ ॥

হয়, তাহা হইলে এই সকল স্থলে করিতে পারা যাইবে । যথা—
অকারণে পাপপ্রবৃত্ত, শঠ, লোকোৎপীড়ক, আত্ম বিত্ত গৃহ ক্ষেত্র ও
কলত্র প্রভৃতির অপহরণকর্তা—ইহাদের প্রতি অভিচারপ্রয়োগ
করিলে এই সকল দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না ।
হে গৌতম ! তোমাকে বলিতেছি, দুষ্টদিগের দমন করা
প্রশস্ত কর ; সুতরাং স্বয়ং যত্নসহকারে তাহাদের নিগ্রহে
যত্নবান্ হইবে । এইরূপ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্ত এক লক্ষ
জপ করিবে ; তাহা হইলে সেই সাধক অভিচারজনিত পাপ
হইতে উদ্ধারলাভপূর্বক কল্যাণসংযুক্ত হইবে । যাহার উদ্দেশে
অভিচার প্রয়োজিত হয়, সেই ব্যক্তির সংহার সাধন করিয়া উক্ত
অভিচার সেই সংহারকর্তাকে নাশ করিতে ইচ্ছা করে । এই
নিমিত্ত সর্বদা অভিচার হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্ত
সাধক পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তধরূপ লক্ষজপরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবে ।

ସ୍ୱତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଂ ବା ପ୍ରଜପେନ୍ନନ୍ଦାନୌ ଶୁକ୍ରବଜ୍ରତଃ ।
 ସର୍ବତ୍ର କର୍ମସୁ ସଦା ଶୁକ୍ରରେବ ହି କାରଣମ୍ ।
 ଶୁରୋରହୁଞ୍ଜାମାନାଃ ସର୍ବକର୍ମାଞି ନାଧରେଂ ॥ ୫୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୌତମୀୟତନ୍ତ୍ରେ ତ୍ରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩୦ ॥

ଅଥବା ଯଜ୍ଞେର ଆଦିତେ ଶୁକ୍ରସୁଧ ହରିତେ ଶ୍ରୀତ ସ୍ୱତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯଜ୍ଞ ଜପ
 କରିବେ । ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେହି ଶୁକ୍ର ଏକମାତ୍ର ନାଧନସ୍ୱରୂପ । ଅତଏବ
 ଶୁକ୍ରର ଅହୁଞ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କରିয়া ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଧନ କରିବେ ।

ଇତି ଶ୍ରୀଗୌତମୀୟତନ୍ତ୍ରେ ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ॥ ୩୦ ॥

একত্রিংশোঃধ্যায়

অথ শৃণু প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং ত্রীপুরুষোত্তমম্ ।
 যজ্ঞজ্ঞানাৎ সাধকবরো ভোগমুক্ত্যোচ্চ ভাজনম্ ॥ ১ ॥
 সমস্তসিদ্ধিসংযুক্তো জীবমুক্তো মহৌষধেৎ ।
 দেহান্তে কেবলং ধাম যাতি তৎপরমং পদম্ ॥ ২ ॥
 সর্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু শ্রেষ্ঠঃ ত্রীপুরুষোত্তমঃ ।
 ভুক্তিমুক্তিকরঃ সাক্ষাৎ অরণাদেব বৈ নৃণাম্ ॥ ৩ ॥
 প্রণবং মারবীজঞ্চ রমান্তে নম ইত্যথ ।
 পুরুষোত্তমপদং চোক্তা তথা অহতরূপিতঃ ॥ ৪ ॥
 ততো লক্ষ্মীনিবাসান্তে কেবলান্তে জগত্তথা ।
 ক্ষোভণেতি পদং চোক্তা সমাহিতমনা ভবেৎ ॥ ৫ ॥

মারদ বলিলেন, অতঃপর ত্রীপুরুষোত্তম মন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর ।
 বাহার জ্ঞানমাত্র সাধকশ্রেষ্ঠ ভোগমোক্ষভাগী, সমস্ত সিদ্ধি-
 সম্পন্ন ও জীবমুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং
 দেহান্তে কেবলধাম সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ত্রীপুরুষোত্তম
 মন্ত্র-অন্তান্ত কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে প্রধান এবং ইহার অরণমাত্রই লোকের
 ভুক্তিমুক্তি সাধিত হয় । প্রণব, কামবীজ, লক্ষ্মীবীজ ও নমঃশব্দ
 প্রয়োগ করিয়া পরে যথাক্রমে পুরুষোত্তম অপ্রতিহতরূপ লক্ষ্মীনিবাস

সৰ্বজীহদমোপেতং বিদারণপদং তথা ।
 উক্তা ততস্ত্রিভুবনমহোন্মাদকরং তথা ॥ ৬ ॥
 সুরাসুরাস্তে মহুজসুন্দরীজনবল্লভম্ ।
 মনাংসি তাপয়ষন্ধং দীপয়দ্বিতয়ং ততঃ ॥ ৭ ॥
 শোষয়দ্বিতয়ং ভূয়ো মারয়দ্বিতয়ং পরম্ ।
 স্তম্ভয়দ্বিতয়ং পশ্চাৎমোহয়দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৮ ॥
 জীবয়দ্বিতীয়ং পশ্চাৎ আকর্ষয়যুগং তথা ।
 সমস্তপরমোপেতসুভগেন চ সংযুতম্ ॥ ৯ ॥
 সৰ্বসৌভাগ্যশকাঙ্কে করেতি পদসংযুতম্ ।
 সৰ্বকামপ্রদপদং অমুকং হনযুগ্মকম্ ॥ ১০ ॥
 চক্রেণ গদয়া পশ্চাৎ খড়্গেন তদনন্তরম্ ।
 সৰ্ববাণৈশ্চিহ্নিযুগং পাশেনেতি পদ ততঃ ॥ ১১ ॥
 কট্টদ্বয়ান্তেকুশেন তাড়য়দ্বিতয়ং পুনঃ ।
 ভুরুশলদ্বয়মথো কিং তিষ্ঠসি পদং পুনঃ ॥ ১২ ॥
 ক্রমাৎ বাবৎ পদস্তান্তে সমীহিতমনস্তরম্ ।
 ততো মে সিদ্ধিরাতায়া ভবন্তস্তে চ বর্ষকট্ ॥ ১৩ ॥

সকলজগৎকোভণ সৰ্বজীহদমোপেত বিদারণ ত্রিভুবনমহোন্মাদ-
 কর সুরাসুরমহুজসুন্দরীজনবল্লভ মনাংসি তাপয় তাপয় দীপয়
 দীপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয়
 জীবয় জীবয় আকর্ষয় আকর্ষয় সমস্তপরমোপেত সুভগং সৰ্ব-
 সৌভাগ্যকর সৰ্বকামপ্রদ অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন
 সৰ্ববাণৈঃ চিহ্নি চিহ্নি পাশেন কট কট অকুশেন তাড়য় তাড়য়
 ভুরু ভুরু কিং তিষ্ঠসি বাবৎ সমাহিতঃ মে সিদ্ধি ভবতু

নত্যন্তোহয়ং নতুঃ প্রোক্তো দ্বিশতাকরসংযুতঃ ।

জৈমিনিশ্রুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোবিরাট সমীয়িতম্ ॥ ১৪ ॥

সমস্তজগতানাদিদেবতা পুরুষোত্তমঃ ।

পুরুষোত্তমশব্দান্তে বদেদ্বিত্রুবনং পুনঃ ॥ ১৫ ॥

মদোন্মাদকরান্তে হঁ হৃদয়ং সকলং ততঃ ।

জগৎকোত্তরণশব্দান্তে লক্ষ্মীদায়িত হং শিরঃ ॥ ১৬ ॥

মন্মথোত্তমসংযুক্তমজজে কামদায়িনি ।

হং শিখা পরমোপেত স্তম্ভগাকরসংযুতম্ ॥ ১৭ ॥

সৰ্বসৌভাগ্যকর হঁ কবচঃ পরিকীর্তিতম ।

উজ্জ্বল সুরাসুরোপেত মহাজাগিত স্তন্দরী ॥ ১৮ ॥

ততঃ পরস্তাং হৃদয়বিদারণপদং বদেৎ ।

সৰ্বপ্রহরণধরং সৰ্বকামিক তৎপরম ॥ ১৯ ॥

হননধরং চ হৃদয়ং বন্ধনানি ততঃ পরম ।

আকর্ষয়পদদ্বন্দ্বং মহাবল তমস্রকম্ ॥ ২০ ॥

ত্রিত্রুবনেশ্বরপদং চোক্ষা সৰ্বজনাস্তকম্ ।

মনাংসি হরযুগ্মান্তে দারয়দ্বিতয়ঞ্চ মে ॥ ২১ ॥

বর্ষফট্—এইরূপ প্রয়োগ করিবে । এই নত্যন্ত মন্মথের সৰ্ব্বশুদ্ধ
হুই শত বর্ষ । জৈমিনি ইহার ঋষি, বিরাট ইহার ছন্দ, সমস্ত
জগতের আদি পুরুষোত্তম ইহার দেবতা । পুরুষোত্তমশব্দ প্রয়োগ
করিয়া পরে ত্রিত্রুবনমদোন্মাদকর হং হৃদয়ং সকলং জগৎকোত্তরণ
লক্ষ্মীদায়িত হঁ নমঃ মন্মথোত্তম অজজে কামদায়িনি হং শিখা পর-
মোপেত স্তম্ভগ সৰ্বসৌভাগ্যকর হং সুরাসুরমহাজাগিতস্তন্দরীহৃদয়-
বিদারণ সৰ্বপ্রহরণধর সৰ্বকামিকতৎপর হর হর হৃদয়ং বন্ধনানি
আকর্ষয় আকর্ষয় মহাবল হং ফট্ ত্রিত্রুবনেশ্বর সৰ্বজনাস্তক

বশমানয় হ্, নেত্রং তারাত্যাঃ কট্টনমোহস্তিকাঃ ।
 অঙ্গমস্ত্রাঃ সমুদ্ভিষ্টা নেত্রান্তান্ত্রবেদিভিঃ ॥ ২২ ॥
 ত্রৈলোক্যমোহনান্তে চ হৃষীকেশপদং ততঃ ।
 অপ্রতিহতরূপাদি মন্থধানস্তরং পুনঃ ॥ ২৩ ॥
 সর্কাদি জীপদং চোক্ষা হৃদয়াকর্ষণং ততঃ ।
 আগচ্ছাগচ্ছ মস্ত্রোহয়ং তারাত্যো নমসাম্বিতঃ ॥ ২৪ ॥
 অনেন মনুনা কৃত্বা ব্যাপকং স্ত্রাস্ত্র বাহুযু ।
 অষ্টাঙ্গধানি মুদ্রাভিন্মুদ্রৈঃ সার্কং বিচিস্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
 ক্ষীরান্তোনিধিমধ্যস্থং নিরন্তরস্তরঙ্গমম ।
 উত্তমকেন্দুকিরণং দূরীকৃততমোময়ম্ ॥ ২৬ ॥
 কালমেঘসমালোকনৃত্যাহর্নিকদম্বকম্ ।
 উৎকল্লকুসুমামোদপ্রক্লয়াদ্ভঙ্গসংকুলম্ ॥ ২৭ ॥

মনাসি হর হর দারয় দারয় মে বশমানয় হ্ নেত্রং তারাত্যাঃ
 হ্ কট্ নমঃ—এইরূপ বলিবে ।

তন্ত্রবেদিগণ এইরূপে নেত্রপর্বাস্ত বড়ক মন্ত্র নির্দেশ
 করিয়াছেন । ওঁ ত্রৈলোক্যমোহন হৃষীকেশ অপ্রতিহতরূপ মন্থধ
 সর্কজীহদয়াকর্ষণ আগচ্ছ আগচ্ছ নমঃ,—এইরূপ বলিবে । এই
 মন্ত্র দ্বারা ব্যাপকস্ত্রাস করিয়া মুদ্রা ও নস্ত্রের সহিত অষ্ট
 আয়ুধের চিন্তা করিবে । ক্ষীরমাগরগণ্ডে সুবিশাল ও পরম-
 চমৎকারজনক উদ্ভান আছে । উহা একমাত্র করবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন,
 উদীয়মান সূর্য্য ও চন্দ্রকিরণে উহা হইতে অন্ধকার দূরীকৃত

কুঙ্ককোকিলসঙ্ঘেন বাচালিতদিগন্তরম্ ।
 নানাকুসুমসৌরভ্যবাহিগন্ধবাহিকিতম্ ॥ ২৮ ॥
 কল্পবল্লীনিকুঞ্জেষু ক্রীড়ৎসিদ্ধকদম্বম্ ।
 দেবগন্ধর্ব্বনারীভিগায়ন্ত্রীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
 অনেকদীর্ঘিকাযুক্তং উদ্ভানং স্রমহাস্তৃতম্ ।
 তস্ত মধ্যো মণিময়ে মণ্ডপে তোরণাঙ্কিতে ॥ ৩০ ॥
 ঋতুভিঃ ষড়্ভিরনিশং সেবিতঞ্চ মহৌজসম্ ।
 সুরক্রমস্ত মূলস্থে মহাসিংহাসনে শুভে ॥ ৩১ ॥
 রক্তারবিন্দমধ্যস্থং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
 ধ্যানেঘলভয়া সার্কং জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ॥ ৩২ ॥

হইয়াছে—নূতন জলদপটল অবলোকন করিয়া উহাতে মধুরসকল
 নৃত্য করিতেছে। উৎকলকুসুমগন্ধে আমোদিত ভৃঙ্গসমূহে উহা
 সমাকীর্ণ এবং উহাতে কোকিলকুল কলরব করিয়া দিগন্তর
 সুধরিত করিতেছে। গন্ধবহু বিবিধ কুসুমগন্ধ বহিয়া উহাতে বিচরণ
 করিতেছে। সিদ্ধগণ তদ্রত্য কল্পতার নিকুঞ্জসমূহে বিহার-
 পরায়ণ রহিয়াছেন। দেব ও গন্ধর্ব্বরমণীরা গান করিতে থাকায়
 উহার অতিশয় শোভার বিকাশ হইয়াছে এবং বহুবিধ দীর্ঘিকা
 উহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে তোরণাঙ্কিত মণিময়
 মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে ষড়্ঋতুসেবিত কল্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে।
 তাহার মূলে পবিত্র রক্তসিংহাসনে রক্তোৎপলষণ্ডমধ্যে গরুড়ের
 উপরি তিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপে বল্লভার সহিত জগন্ময়

দেবং ত্রীপুরুষোত্তমং কমলয়া স্বাক্ষস্থয়া পঙ্কজং,
 বিলত্যা পরিণদমম্বুজরুচা তস্তাং নিকৃৎক্ষেপণম্ ।
 ধ্যায়ৈচেতসি শঙ্খপদ্মমুঘলাংশ্চাপারিখড়্গান্ গদাং,
 হস্তৈরঙ্কুশমুহুহস্তমরুণং স্নেহারবিন্দাননম্ ॥ ৩৩ ॥

এবং ধ্যান্য শ্রিয়ঃ কাস্তং মহুং লক্ষচতুষ্ঠয়ম্ ।
 জপেদ্বনী বিধায়াথ কুণ্ডমর্দেন্দুসন্নিভম্ ॥ ৩৪ ॥
 জুহুয়াদ্বৈকবে বহৌ পুষ্পৈর্জাতীসমুদ্ভবৈঃ ।
 জবাপুষ্পৈশ্চক্রমুখে ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
 অর্চয়িষ্যন্ জগন্নাথঃ গায়ত্র্যা পরিশোধয়েৎ ।
 আত্মানং যাগবন্তৃনি যাগভূমিক্শ দেশিকঃ ॥ ৩৬ ॥
 ত্রৈলোক্যমোহনায়ৈতি বিদ্যাহে পদমীরয়েৎ ।
 স্নরায় ধীমহি পশ্চাত্তন্নোবিস্কুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৭ ॥
 গায়ত্রীয়াং সমাখ্যাতা বৈষ্ণবী সর্কসিদ্ধিদা ।
 প্রাক্প্রোক্তবৈকবে গীঠে কল্পয়েদাসনস্থতঃ ॥ ৩৮ ॥

জগন্নাথের ধ্যান করিবে। কমলা পদ্মহস্তে ক্রোড়ে অধিষ্ঠান পূর্বক আলিঙ্গন করিয়া আছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধ। হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, মুঘল, ধনু, অরি, খড়্গ, গদা, অঙ্কুশ, বদন-কমল প্রকুল্ল এবং বর্ণ অরুণ। এইরূপে ভগবান্ ত্রীপুরুষোত্তমকে মনে মনে চিন্তা করিয়া চতুর্লক্ষ জপ ও ইন্দ্রিয়সকল সংবৃত করিয়া অর্দেন্দুসন্নিভ কুণ্ডবিধান পূর্বক জাতীপুষ্প দ্বারা বৈষ্ণব বহিতে ও জবাপুষ্প দ্বারা চক্রমুখে হোম এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। জগন্নাথের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া গায়ত্রী দ্বারা আত্মার, যাগবন্তর ও যাগভূমির শোধন করিবে। ত্রৈলোক্যমোহনার বিদ্যাহে স্নরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ইহার নাম বৈষ্ণবী গায়ত্রী;

পক্ষিরাজ্য টম্বমস্ত মন্ত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

সকলিতায়াং মূলেন মূর্তৌ দেবমনন্ত্রাধীঃ ॥ ৩৯ ॥

আবাহ মন্ত্রনা মন্ত্রী ব্যাপকেন সমর্চয়েৎ ।

ভৃগুর্লীল্যুতং সেন্দুবীজং দেবাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ । ৪০ ॥

কর্ণিকায়ং যজ্ঞেদাদৌ বিধানেনাদদেবতাঃ ।

দলমূলেষু পূজয়েন্নশ্বাদ্যা ধৃতচামরাঃ ॥ ৪১ ॥

মুক্তাহারলসংকান্তপয়োধরভরালসাঃ ।

জবাকুসুমসঙ্কাশা মদবিভ্রমমহুরাঃ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মজরক্লীবিসর্গরহিতশ্বরশোভিতম্ ।

দেবীবীজং ক্রমাৎসাং মন্ত্রমাহুর্শনীষিণঃ ॥ ৪৩ ॥

দলাগ্রেষু যজ্ঞেচ্ছাঃ শাঙ্কক্ৰমসিং গদাম্ ।

অঙ্কশং মুঘলং পাশমেতান্ত্রাণি শার্জিণঃ ॥ ৪৪ ॥

ইহা সর্বসিদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। অনন্তর পূর্বোন্নিখিত নিয়মানুসারে বৈষ্ণবপীঠে আসন করনা করিবে। পক্ষিরাজ্য বাহা; ইহাই ইহার মন্ত্র। মূল দ্বারা পরিকল্পিত মূর্তিতে একনিষ্ঠ হৃদয়ে ভগবানের আবাহন করিয়া ব্যাপক মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করিবে। ইন্দুসম্বিত লাস্ত অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুসমেত বযুক্তভৃগু অর্থাৎ ঔকার, দেবীর বীজ। প্রথমে বিধানানুসারে কর্ণিকায় অদেবতাসকলের ও দলমূলসমূহে লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করিবে। উহাদের হস্তে চামর; পয়োধর মুক্তাহারে সুশোভিত ও পরম মনোহর, তাহার ভারে সকলেই অলসভাবাপন্ন। এবং সকলেই যেন জবাকুসুমসদৃশী ও সকলেই মদবিভ্রমে যেন মহরতাবিগিষ্ট। ব্রহ্মজর, ক্লী ও বিসর্গ রহিত শ্বর ইহাই দেবীর বীজ। মনিষিগণ বলিয়াছেন, ইহাই যথাক্রমে উহাদের মন্ত্র। দলের অগ্রে শঙ্ক,

স্বমুদ্রাভিঃ স্বমন্ত্ৰাভিঃ কথ্যাস্তে মনবঃ ক্রমাৎ ।
 আদ্যো জলচরায়ান্তে ঠষয়ঃ মন্ত্ৰরীরিতঃ ॥ ৪৫ ॥
 শার্ঙ্গায় সশরায়ান্তে স্বাহান্তঃ পরমো মন্ত্ৰঃ ।
 সুদর্শনমহাচক্ররাজান্তে শান্দহৃদয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
 সর্বহুটান্ জয়ঃ পশ্চাৎ কুরুচ্ছিক্ষিযুগং পৃথক্ ।
 বিদারয়পদদ্বন্দ্বং পরমজ্ঞান্ গ্রস গ্রস ॥ ৪৭ ॥
 ভক্ষয়জ্ঞাসয়দ্বন্দ্বং প্রত্যেকং বর্ষকট্ স্বয়ম্ ।
 চক্রায় নম ইত্যেব তৃতীয়ো মন্ত্ৰ ইরিতঃ ॥ ৪৮ ॥
 খড়্গাতীক্ষপদস্তান্তে ছিক্ষিখড়্গাবুগং পৃথক্ ।
 চতুর্থোহয়ং মন্ত্ৰঃ প্রোক্তঃ কোমোদকি মহাবলে ॥ ৪৯ ॥
 সর্কাসুবান্তকেপদং প্রসীদয়ুগবর্ষকট্ ।
 স্বাহান্তোহয়ং মন্ত্ৰঃ প্রোক্তঃ সক্তিঃ কোমোদকীপরঃ ॥ ৫০ ॥
 অঙ্কুশান্তে কটকয়ং যষ্ঠোহয়ং মন্ত্ৰরীরিতঃ ।
 সর্বভকালে মুষল প্রোধয়দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৫১ ॥

শার্ঙ্গ, চক্র, অসি, গদা, মুবল, অঙ্কুশ ও পাশ—এই সকল
 অস্ত্রের পূজা করিবে। স্বমুদ্রা ও স্বমন্ত্ৰ দ্বারা মন্ত্ৰ সকল যথাক্রমে
 কথিত হইয়া থাকে। জলচরায় স্বাহা, ইহাই প্রথম মন্ত্ৰ। শার্ঙ্গায়
 সশরায় স্বাহা, ইহাও অতি শ্রেষ্ঠ মন্ত্ৰ। সুদর্শনমহাচক্ররাজার
 স্বাহা সর্বহুটজয়ং কুরু ছিক্ষি ছিক্ষি বিদারয় বিদারয় পরমজ্ঞান্
 গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় জ্ঞাবয় জ্ঞাবয় প্রত্যেকং বর্ষ কট্ বর্ষ কট্
 চক্রায় নমঃ, ইহাই ইহার তৃতীয় মন্ত্ৰ। খড়্গাতীক্ষ ছিক্ষি খড়্গ-
 যুগং, ইহা চতুর্থ মন্ত্ৰ। কোমোদকি মহাবলে সর্কাসুবান্তকে প্রসীদ
 প্রসীদ বর্ষ কট্ স্বাহা, ইহার নাম কোমোদকীপর মন্ত্ৰ। অঙ্কুশ
 কট কট, ইহা ষষ্ঠ মন্ত্ৰ। সর্বভক মুষল প্রোধয় প্রোধয় হং কট্

হ কট্, ষিঠান্তো মন্ত্রোহং সপ্তমঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 পাশবন্ধবয়ং পশ্চাদাকর্ষয়দবয়ম্ ॥ ৫২ ॥
 বহ্নিজারাবধিঃ সন্তিঃ অষ্টমো মনুরীরিতঃ ।
 লোকেশান্ পূজয়েৎ পশ্চাৎজাটৈদ্যারানুধৈঃ সহ ॥ ৫৩ ॥
 ইৎমজ্যার্চয়েন্নিত্যং যথাবৎ পুরুষোত্তমম্ ।
 প্রাপ্নোতি মহতীং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমতুলং বশঃ ॥ ৫৪ ॥
 আয়ুরারোগ্যমজ্ঞানি মনোহতীষ্টানি বিন্ধতি ।
 হারিকুসুমৈর্দেবমর্চয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৫৫ ॥
 শশিপ্রসূনৈর্জুহ্বাদষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।
 মাসমাত্রেণ বশগান্তস্ত স্ত্র্যাঃ সকলা নৃপাঃ ॥ ৫৬ ॥
 হুত্বা বিদ্বক্লেঃ পত্রৈঃ শ্রিয়ং বিন্ধেদনিন্দিতাম্ ।
 প্রাকুলৈররুণান্তোজৈস্তামেব লভতে নরঃ ॥ ৫৭ ॥

বাহা, ইহা সপ্তম মন্ত্র । পাশং বন্ধ বন্ধ আকর্ষয় আকর্ষয় বাহা,
 ইহা অষ্টম মন্ত্র ॥—৫২ ॥

অনন্তর বজ্রাদি আয়ুধ সহ লোকপালগণের পূজা করিবে ।
 এইরূপে নিত্য নিয়মানুসারে পুরুষোত্তমের অর্চনা করিলে মহতী
 লক্ষ্মী, অতুল সৌভাগ্য, বশঃ, আয়ু, আরোগ্য এবং অজ্ঞাত
 মনের অভিলষিত বিষয়সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় । হারিকুসুম
 দ্বারা যথাবিধানে ভগবানের পূজা করিয়া শশিকুসুম দ্বারা অষ্টা-
 ধিক সহস্র হোম করিলে এক মাস মধ্যেই সমুদায় নৃপতি বশীভূত
 হইবে । বিদ্বক ও তাহার পত্নীদ্বারা হোম করিলে অনিন্দিত লক্ষ্মী-
 লাভ হয় । প্রাকুল অরুণপদ্মের দ্বারা হোম করিলেও লক্ষ্মী প্রাপ্ত

হুত্বা জ্যোতিষতীতৈলং সহস্রং বহুসংস্কৃতম্ ।

সুগাভে জায়তে সম্যক্ সর্ষেবাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

বিধানেনানামুনা মন্ত্রী মহারোগাৎ প্রমুচ্যতে ।

অশ্বখসমিধা হোমঃ পরাহুতধনাপহঃ ॥ ৫৯ ॥

আজ্যাক্তদুর্কীহোমেন মুচ্যতে মৃত্যুতো ভয়াৎ ।

বস্যা নামযুতং মন্ত্রং জপেদযুতসংখ্যরা ॥ ৬০ ॥

স ভবেদাসবন্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

বহুনা কিমিহোক্তেন মনুনা সাধকোত্তমঃ ॥ ৬১ ॥

সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ সাক্ষাৎসুশিবাস্তথা ।

অথ বহুং প্রবক্ষ্যামি দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদম্ ॥ ৬২ ॥

পূর্বোত্তরভূবং ভিষ্মা শূদ্রং নবনবং ত্রয়েৎ ।

জায়তে তত্র কোষ্ঠাণি চতুষষ্টিপ্রভেদতঃ ॥ ৬৩ ॥

ঈশানাজ্যাক্সং বাবজ্যাক্সাঘাযুকোণকম্ ।

বিলিখেদ্রবর্ণানি অম্লষ্টুপ্ স্তবানি চ ॥ ৬৪ ॥

হুত্বা বার । জ্যোতিষতীতৈল দ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিলে সক-
লেরই সৌভাগ্য সঞ্চয় হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । এইরূপ
বিধানের অনুসরণ করিলে মহারোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে,
অশ্বখকাষ্ঠ দ্বারা হোম করিলে পয়ের ধন হস্তগত হয় । আজ্যাক্ত
দুর্কী দ্বারা হোম করিলে মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় ।
বাহার নাম বোগ করিয়া অযুত জপ করা হয়, সে তাহার দাসবৎ
হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । অধিক বলিয়া প্রয়োজন কি, এই মন্ত্র
দ্বারা সকল অভীষ্ট এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণু ও শিবকেও সাধন করা যায় ।

অনন্তর দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদ বহু কীর্তন করিব । পূর্বোত্তর-
ক্রমে তুমিভেদ করিয়া নব নব রেখাপাত করিলে

বহ্নমেতৎ সমাখ্যাতং সৰ্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকম্ ।
 সৰ্ব্বরোগপ্রমথনং সমস্তপুরুষার্থদম্ ॥ ৬৫ ॥
 লিখিতং ভূৰ্জপত্রাদৌ বহ্নমেতদ্ব্যথাবিধি ।
 বিপ্লুতং বাহনা নিত্যং সৰ্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬৬ ॥
 কলকে খাদিরে কণ্ঠে গবাং গোষ্ঠে নিবেশিতম্ ।
 রক্ষকৃচ্চোরমারীষং সবৎসানাং গবাং হিতম্ ॥ ৬৭ ॥
 কীরণোগণপোরক্ষরক্ষাকক্ষমাক্ষর ।
 গোমানো গগনো মাগো যক্ষগক্ষক্ষগক্ষয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
 ইত্যেবং যজ্ঞতত্ত্বঞ্চ কথিতং তব শ্রুতত ।
 কেবলং ত্বৎপ্রবন্ধেন কিমন্যৎ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৬৯ ॥
 ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

চতুঃষষ্টি কোণ উৎপন্ন হইবে । ঈশান হইতে নৈঋত ও
 নৈঋত হইতে বায়ুকোণক্রমে অষ্টপদমুদ্রিত যজ্ঞবর্ণ সকল
 লিখিবে । ইহার নাম সৰ্ব্বতোভদ্র যজ্ঞ । ইহা দ্বারা সৰ্ব্বরোগ-
 প্রমথন ও সমস্ত পুরুষার্থ সংগ্রহ হয় । ভূৰ্জপত্রাদিতে ব্যথাবিধানে
 এই যজ্ঞ লিখিয়া নিত্য বাহুতে ধারণ করিলে সকল কামনাই
 পরিপূর্ণ হয় । খদিরকাষ্ঠের কলকে লিখিয়া গোপণের গোষ্ঠে
 নিবেশিত হইলে সবৎস গোপণের রক্ষা, চোর বিনষ্ট, মারী নিরা-
 কৃত ও সবৎস গোপণের পরম উপকার হইয়া থাকে । কীর-
 গোগণপোরক্ষী রক্ষ মাক্ষমাক্ষর । গোমানো গগনো মাগো
 যক্ষগক্ষক্ষগক্ষয়ঃ । হে শ্রুত ! তোমার নিকট এই যজ্ঞতত্ত্ব
 কীর্তন করিলাম । আর কি শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, বল ॥ ৬৩-৬৯ ॥
 ইতি ত্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ

— :: —

গৌতম উবাচ ।

সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ সৰ্বভৃত্ত্বার্থপারগ ।

স্বায়ম্ভুবে নমস্তভ্যঃ কৃপাকুরু কৃপাকর ॥ ১ ॥

তব নাবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।

ঋষিদেবমুনীনাং চ প্রধানং পুরাতনং ॥ ২ ॥

কৃপাং কুরু মহাভাগ কৃপয়া ময়ি সূত্রত ।

সংসারে হৃৎখতুরিষ্ঠে রোগশোকভয়াকূলে ॥ ৩ ॥

তবার্ণবে নিমগ্নাঃ মাং ভ্রমুর্দুর্ভাগিহাংসি ।

ভবাবতারো লোকানাং ক্ষেমাং চ ভবাং চ ॥ ৪ ॥

ইদানীং কথং ব্রহ্মন্ মন্ত্রসিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ।

সিদ্ধ্যুপায়ং কতিবিধং কথংস্বাহুকল্পয়া ॥ ৫ ॥

গৌতম বলিলেন, আপনি সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ, সৰ্বভৃত্ত্বার্থপারগ ও কৃপার আকর । আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে কৃপা করুন । সচরাচর ত্রৈলোক্যে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই । ব্রহ্মন্ ! আপনি ঋষিগণ, দেবগণ ও মুনীগণের প্রধান ও পরম প্রাচীন । হে মহাভাগ ! হে সূত্রত ! আমাকে কৃপা করুন । এই সংসার রোগে, শোকে ও ভয়ে পূর্ণ এবং ইহাতে হৃৎখের ভাগই অধিক । ভবসাগরে নিমগ্ন আমাকে উদ্ধার করিতে আপনিই সমর্থ হইবেন । লোকের গেম ও মঙ্গলের

নারদ উবাচ ।

মনোরথানামক্লেণঃ সিদ্ধৈকুন্তলক্ষণম্ ।

মৃত্যুনাং হরণং তদ্বৈবতাদর্শনং তথা ॥ ৬ ॥

প্রয়োগিনামক্লেণঃ সিদ্ধৈকুন্ত লক্ষণং পরম্ ।

পরকারপ্রবেশচ্চ পুরপ্রবেশনস্তথা ॥ ৭ ॥

উর্দ্ধোদ্ধক্রমণমেবং হি চরাচরপুরে গতিঃ ।

খেচরীমেলনকৈব তৎকথাপ্রবণাদিকম্ ॥ ৮ ॥

ভূমিচ্ছিত্ত্রানি পশ্চতঃ পাতালাদিহু সঙ্গমঃ ।

আকর্ষণঃ সুরস্ত্রীণাং নাগস্ত্রীণাং বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

পাতুকা শুটিকা তদ্বনস্ত্রীণাং বিবরস্তথা ।

অগ্নিমান্যক সংপ্রাপ্য কেবলং যোক্ষমাণুয়াৎ ॥ ১০ ॥

ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মণু প্রধানসিদ্ধিলক্ষণম্ ।

ইদানীং তে প্রবক্ষ্যামি মধ্যমস্ত তু লক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

কহুই আগনার অবতার হইরাছে । অধুনা, অমুকপ্পাপুরসকল
সিদ্ধির উপায় কত প্রকার তাহা নির্দেশ করুন ॥ ১-৫ ॥

নারদ বলিলেন, অক্লেণে মনোরথসিদ্ধিই সিদ্ধির উত্তম লক্ষণ ।
তৎ, মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, প্রয়োগসকলের ক্রোধান্ততা, এই
সকলও সিদ্ধির লক্ষণ । পরশরীরে প্রবেশ, পুরপ্রবেশ, উর্দ্ধা-
ক্রমণ, চরাচরপুরে গমন, খেচরীমেলন, তাহাদের কথাপ্রবণ,
ভূমির ছিঁড় দেখিয়া পাতাল প্রভৃতিতে গমন, সুরস্ত্রীগণের
বিশেষতঃ নাগস্ত্রীসকলের আকর্ষণ, পাতুকা, শুটিকা, অস্ত্রনৌ,
বিবর এবং অগ্নিমান্যক অষ্টসিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া কেবল যোক্ষমাত
করে । ব্রহ্মণু । প্রধান সিদ্ধিলক্ষণ কথিত হইল । সম্যক্তি মধ্যম

খ্যাতির্কাহনভূবাদিলাভঃ স্থচিরজীবনম্ ।

নৃপাণাং তদগণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥

সর্বত্র সর্বলোকেষু চমৎকারকরং মহৎ ।

রোগাপহরণং চৈব বিষাপহরণং তথা ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডিত্যঃ লভতে মন্ত্রী চতুর্বিধমস্বত্বতঃ ।

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ববশ্যতা ॥ ১৪ ॥

অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসনঃ ভোগেচ্ছাপ্রস্রবর্জনম্ ।

সর্বভূতেশ্বকম্পা সর্বজ্ঞাদিগুণোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্যাদিগুণসম্পত্তির্মধ্যমিদ্ধেজ লক্ষণম্ ।

যদৈহৈশ্বর্যং ধনিভঞ্চ পুত্রাদারাদিসম্পদঃ ॥ ১৬ ॥

অথবাঃ সিদ্ধিরঃ প্রোক্তা যন্তি প্রথমভূমিকাঃ ।

সিদ্ধমন্ত্রস্ত যঃ সাধকঃ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধলক্ষণমিত্যুক্তং তদুপায়নিহোচ্যতে ।

নিভূতাত্ত্ববিশুদ্ধা যে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধিলক্ষণ কীর্তন করিব। খ্যাতি, বাহন ও ভূবাদি লাভ; দীর্ঘজীবন, নৃপগণ ও অমাত্যবৃন্দের উত্তমরূপে বশীকরণ, সর্বত্র সকল লোকে অতিমাত্র চমৎকারকরণ, রোগাপহরণ, বিষাপহরণ এবং প্রভবলে অমাত্যবৃন্দের চতুর্বিধ পাণ্ডিত্যলাভ, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগশীলতা, সর্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস, ভোগেচ্ছাপ্রস্রবর্জন, সর্বভূতেশ্বকম্পা, সর্বজ্ঞাদিগুণোদয় প্রভৃতি গুণসম্পত্তি মধ্যম সিদ্ধির লক্ষণ। যদৈহৈশ্বর্য, ধনিভ ও পুত্রাদারাদি সমৃদ্ধি—এই সকল অধ্যম সিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম ভূমিকা। সিদ্ধমন্ত্র সাধক সাধক শিবলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধিলক্ষণ বলিলাম; অধুনা তাহার

সংপ্রদায়েনোপদিষ্টোন্তেবাং সিদ্ধিক্রতং ভবেৎ ।

মলিনা মলসংছরাঃ পাপিনস্তরলাশয়াঃ ॥ ১৯ ॥

দেবার্চনাদিবিমুখা গুরবে শঠবৃত্তয়ঃ ।

তেবাং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যন্তি মত্ৰা জপহৃতাदिभिः ॥ ২০ ॥

যে মত্ৰা মলসংছরাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ।

নির্জীবাঃ সত্ত্বহীন্য যে কুণ্ঠিতাশ্চ তিরস্কৃতাঃ ॥ ২১ ॥

অরিপক্ষে স্থিতা যে চ শাপাদিগণসংযুতাঃ ।

যে মত্ৰা অবিধিপ্রাপ্তা যে চ সিদ্ধান্তবর্জিতাঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যাদিদোষহৃষ্টাশ্চ সিদ্ধিদা নান্নবোগতঃ ।

পশুভাবে স্থিতা মত্ৰাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ॥ ২৩ ॥

সৌম্যব্রাহ্মণ্যচ্চরিতাঃ প্রভৃৎ প্রাপ্নুবন্তি তে ।

বক্ষ্যামি চরমেহখ্যায়ে তদুপায়ং তবানঘ ॥ ২৪ ॥

উপায় বলিতেছি। বাহারা পিতৃমাতৃবিষুদ্ধ, বাহারা শুদ্ধা-
চারসম্পন্ন, বাহারা জিতেন্দ্রিয় এবং বাহারা সংসংপ্রদায়
কর্তৃক উপদিষ্ট, তাহারা ক্রত সিদ্ধিলাভ করে। বাহারা
মলিন, মলসংছন্ন, পাপী ও তরলাশয় এবং বাহারা দেবার্চন-
পরাধুখ ও গুরুর প্রতি শঠতাপরায়ণ, তাহাদের কৃত জপহোমাদি
দ্বারা মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয় না। যে সকল মন্ত্র মলসংছন্ন ও কেবল
বর্ণরূপী এবং যে সকল মন্ত্র নির্জীব, সত্ত্বহীন, কুণ্ঠিত ও তিরস্কৃত,
অথবা যে সকল মন্ত্র অরিপক্ষে স্থিত ও শাপাদিসংযুক্ত, অথবা
যে সকল মন্ত্র অবিধিপ্রাপ্ত ও সিদ্ধান্তবর্জিত; এইরূপ দোষহৃষ্ট
মন্ত্রসকল অন্নবোগবশতঃ কখনও সিদ্ধি দান করে না। কেবল
বর্ণরূপী মন্ত্রসকল পশুভাবে অবস্থিতি করে। সুমুখ্যপথে উচ্চারিত

সংস্কারা দশ কথ্যন্তে যেন মন্ত্রস্ত সিদ্ধয়ঃ ।
 অন্নযোগেন বিধিবত্তাংশ্চ বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ২৫ ॥
 জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং রোধনস্তথা ।
 অথাভিবেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
 তর্পণং দীপনং শুষ্টির্দণৈতা মন্ত্রসংজ্ঞিয়াঃ ।
 স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য মাতৃকাবস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥
 কাশ্মীরচন্দনেনাথ তন্মনা বাথ সূত্রত ।
 কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মনৌ ॥ ২৮ ॥
 শৈবে তন্ম সমাধ্যাতং মাতৃকাবস্ত্রলেখনে ।
 যজ্ঞাণাং মাতৃকামধ্যাহ্নকারো জননং সূত্রম্ ॥ ২৯ ॥
 পংক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তন্ত্রনিশ্চয়ৈঃ ॥
 প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ॥ ৩০ ॥

হইলে তাহাদের প্রভূত প্রাভূত হয় । চরম অধ্যায়ে তাহাদের
 উপায়সকল কীর্তন করিব । বাহা দ্বারা মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয়, সেই
 দশবিধ সংস্কার সকল অধুনা বলা হইতেছে । অন্নযোগাভাসারে
 বধাবিধানের তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ কীর্তন করিব,—জনন, জীবন,
 তাড়ন, রোধন, অভিবেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও
 গোপক—ইহাদিগকে দশবিধ মন্ত্রসংস্কার বলে । স্বর্ণাদিপাত্রে উৎকৃষ্ট
 মাতৃকাবস্ত্র কাশ্মীর-চন্দন অথবা তন্ম দ্বারা লিখিবে । হে সূত্রত !
 শক্তিসংস্কারে কাশ্মীর, বৈষ্ণবসংস্কারে চন্দন ও শৈবসংস্কারে
 তন্ম বিহিত বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে । মাতৃকা মধ্য হইতে মন্ত্র,
 সকলেই উচ্চরণকে জনন বলে । সুবুদ্ধি পুরুষ পংক্তিক্রমবিধানানু-
 সারে তন্ত্রনিশ্চয়বিৎ মুনিগণসহায়ে মন্ত্রবর্ণ সকল প্রণবপুতিত

প্রত্যেকং শতবারং জীবনং তদ্বদাহতম্ ।
 মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাস্তসা ॥ ৩১ ॥
 প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ববস্তাড়নং মত্তম্ ।
 ভস্মনা কুঙ্কুমেনাথ চন্দ্রেননাথ বা পুনঃ ॥ ৩২ ॥
 শৈবাদিতন্ত্রভেদেন প্রোক্তং দ্রব্যত্রয়ং শুভম্ ।
 বিলিখ্য মন্ত্রপিণ্ডস্ত প্রস্থতৈঃ করবীরজৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হস্তাদ্রেক্ষেণ রোধনম্ ।
 তত্তন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 অশ্বখপল্লবৈঃ সিকেশ্বদ্বী মন্ত্রাৰ্ণসংখ্যয়া ।
 সক্ষিস্তা মনসা মন্ত্রং শ্রবুয়ামূলমধ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥
 জ্যোতির্মন্ত্রেণ বিধিবদ্ধহেম্মলত্রয়ং যতিঃ ।
 তারবোমাগ্নিমহুয়ুগ্ দণ্ডজ্যোতির্মন্ত্রম্বতঃ ॥ ৩৬ ॥

করিয়া জপ করিবে। প্রত্যেকের শতবার এইরূপ করাকে
 জীবন বলে। মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া চন্দনজল দ্বারা তাড়ন করিবে ;
 প্রত্যেকের বায়ুবীজসহায়ে ঐরূপ তাড়ন করার নাম তাড়ন। ভস্ম,
 কুঙ্কুম অথবা চন্দন দ্বারা ঐরূপ করা বাইতে পারে। শৈবাদি
 তন্ত্রভেদে ঐ তিন দ্রব্য শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রপিণ্ড
 লিখিয়া সেই মন্ত্রবর্ণের সমান সংখ্যক করবীর কুসুম দ্বারা রেফ-
 সহায়ে হনন করার নাম রোধন। অনন্তর তত্তন্ত্র-মন্ত্রোক্ত বিধানে
 অভিষেক করিতে হইবে। মন্ত্রী মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক অশ্বখপল্লব
 দ্বারা অভিষেক করিবে। মনে মনে মন্ত্রের ধ্যান করিয়া শ্রবুয়া-
 মূলের মধ্য হইতে জ্যোতির্মন্ত্র সহায়ে যথাবিধানে মলত্রয় দহন
 করিতে হইবে। ইহার নাম বিমলীকরণ। ইহা দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি

মার্জনং কুশতোয়েন পুশ্পতোয়েন বা তথা ।
 তেন মল্লেন বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ শ্রুতঃ ॥ ৩৭ ॥
 দীপয়েৎ সৰ্বমজ্ঞানি সংযোগস্তারকাময়োঃ ।
 দীপ্যমানঞ্চ মন্ত্রঞ্চ গোপয়েৎ সৰ্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৮ ॥
 মধুনা শক্তিমন্ত্রেণ বৈষ্ণবে চেন্দ্রমজ্জলৈঃ ।
 শৈবে হুতেন হুঞ্চেৎ তর্পণং সমাগীরিতম্ ॥ ৩৯ ॥
 এতে চ কথিতা ভূত্যাঃ দর্শিতা মন্ত্রসংক্ষিপাঃ ।
 যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাহ্নিতমশ্রুতে ॥ ৪০ ॥
 অথাত্ত্বং সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্ ।
 যৎ কৃত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ শুদ্ধিমাশ্নোত্যবদ্রতঃ ॥ ৪১ ॥
 নির্বীৰ্যা মনবো যে চ তেষু বীজানি যোজয়েৎ ।
 কামং ত্রীশক্তিবীজং বা জপনাং সিদ্ধিদো মনুঃ ॥ ৪২ ॥

হইয়া থাকে। কুশজল বা পুশ্পজল দ্বারা উল্লিখিত মন্ত্রের মার্জন
 করার নাম আপ্যায়ন। তার (ওঁ) এবং কামবীজ (ক্লীং) দ্বারা
 সমুদায় মন্ত্র দীপিত করিবে। সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ এই দীপ্যমান মন্ত্র
 গোপন করিবে। শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বারা, বৈষ্ণবে কর্পূরবাসিত জল
 দ্বারা এবং শৈবমন্ত্রে হুত ও হুঙ্ক দ্বারা তর্পণ করিবে। এই
 দশবিধ মন্ত্র সংস্কার তোমার নিকট कहিলাম; সংপ্রদায়াত্মসারে
 ইহাদের অনুষ্ঠান করিলে বাহ্নিত ফললাভ হয় ॥ ৩৮-৪০ ॥

অনন্তর মন্ত্রসকলের অপর সিদ্ধিলক্ষণ কীর্তন করিব।
 যাহার অনুষ্ঠান করিলে মন্ত্রবিৎ অনার্যাসে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ
 করিতে সমর্থ হয়। যে সকল মন্ত্র নির্বীৰ্যা, তাহাদিগকে বীজ-
 যুক্ত করিবে। কামবীজ, শক্তিবীজ ও ত্রীবীজযুক্ত জপ করিলে
 মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৪১-৪২ ॥

অথাভ্যং সংপ্রবক্ষ্যামি সিদ্ধ্যুপায়ং মূনে শৃণু ।

স্থানস্থা বরদা মজ্জা ধ্যানস্থাচ্চ ফলপ্রদাঃ ॥ ৪৩ ॥

স্থানধ্যানবিহীনা যে কোটিজাপাং ফলং ন হি ।

অথাতোহুভ্যং প্রবক্ষ্যামি মজ্জসিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতৃকাপুটিতং কৃৎস্না স্বমজ্জং প্রজপেৎ শ্রবীঃ ।

ক্রমোৎক্রমাৎ শতাবৃত্ত্যা তদন্তে কেবলং মজ্জম্ ॥ ৪৫ ॥

এবং তু প্রত্যহং জপ্ত্বা বাবল্লক্ষং সমাপ্যতে ।

নিশ্চিতং মজ্জসিদ্ধিঃ শ্রাদিত্যুক্তং মজ্জবেদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে পুরস্চরণমুত্তমম্ ।

চত্ৰস্বর্ষ্যগ্রহে চৈব শুচিঃ পূৰ্ণমুপোষিতঃ ॥ ৪৭ ॥

নস্তাং সমুদ্রগামিনীং নাভিমান্নজলে স্থিতঃ ।

গ্রাসাবধিবিমোক্ষান্তং জপেন্নমজ্জং সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

হে মূনে ! সিদ্ধির অন্ততর উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । মজ্জ সকল স্থানস্থ হইলে বরদা ও ধ্যানস্থ হইলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে । ধ্যান ও স্থান বিহীন হইলে কোটিজপেও ফলদায়ক হয় না ।

অতঃপর অপর মজ্জসিদ্ধির লক্ষণ কীর্তন করিব । সুবুদ্ধি সাধক মাতৃকাপুটিত করিয়া স্বমজ্জের জপ করিবে । ক্রমে ক্রমে শতাবৃত্তি জপ করিয়া তাহার অন্তে কেবল মজ্জ জপ করিতে হইবে ; বাবৎ লক্ষ পূর্ণ না হয়, তাৎকাল এইরূপে প্রত্যহ জপ করিতে থাকিবে । তন্ত্রবেদীরা বলিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মজ্জ সিদ্ধ হইবে ॥ ৪৬-৪৮ ॥

তৎপর সংক্ষেপে পুরস্চরণ বলিতেছি । চত্ৰস্বর্ষ্যগ্রহণে পূৰ্ণে শুচি হইয়া উপবাস করিয়া সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমান্ন জলে অবস্থানপূৰ্ণক সমাহিতচিত্তে গ্রাস হইতে বিমুক্তি পর্ষ্যৎ

হোময়েতদ্বশাংশেন তদ্বশাংশেন তর্পণম্ ।
 অতিষিক্বেদ্বশাংশেন দশাংশং বিপ্রভোজনম্ ॥ ৪৯ ॥
 ইত্যেবং পঞ্চকৃত্যেন সিদ্ধমন্ত্রো ভবেন্নরঃ ।
 অথবা মূর্দ্ধি দেশে চ গুরুং সঙ্কিত্য বাগ্‌যতঃ ॥ ৫০ ॥
 গুরুগ্রে নিবসেন্নম্রী মন্ত্ৰোক্তং জপমাচরেৎ ।
 অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্বোমাদিকং চরেৎ ॥ ৫১ ॥
 এবং কৃৎস্না সিদ্ধমন্ত্রো ভবেন্নম্রী ন চান্তথা ।
 গুরুসন্তোষমাত্রেণ সিদ্ধিঃ স্তাদপবর্গদা ॥ ৫২ ॥
 নাকন্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহতশ্চ কদাচন ।
 নাপূজিতশ্চ বিধিব্রাতর্পিতো ন ভোজিতঃ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্র জপ করিবে । জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অতিষেক ও অতিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে । এইরূপ পঞ্চকৃত্যের সমাধান করিলে সাধক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া থাকেন । অথবা বাগ্‌যত হইয়া মন্ত্ৰকে গুরুদেবের ধ্যান করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থানপূর্বক যথোক্ত জপ করিবে । জপান্তে দশাংশক্রমে হোমাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিবে । এইরূপ করিলে মন্ত্রী সিদ্ধমন্ত্র হইয়া থাকে, ইহার অন্তথা হয় না । ইহার পর কুশপাচ্ছাদনাদির দ্বারা গুরুর সন্তোষবিধান করিবে ; কেন না, গুরুর সন্তোষমাত্র অপবর্গদায়িনী সিদ্ধিলাভ হয় । জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না এবং হোম না করিলেও সিদ্ধিলাভের সম্ভব হয় না এবং যথাবিধি পূজা, তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন না

পঞ্চতত্ত্বযুতে মন্ত্রে কালসংখ্যা ন বিত্ততে ।
 কৃতে চোক্তজপাং সিদ্ধিস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ ॥ ৫৪ ॥
 দ্বাপরে ত্রিগুণাচ্চৈব কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা ।
 কৃষ্ণমন্ত্রেণ দেবর্ষে যুগসংখ্যা ন বিত্ততে ॥ ৫৫ ॥
 জপহোমতর্পণাভিঃ সিধ্যতে কৃতসংখ্যয়া ।
 সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

করিলেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। এইরূপ পঞ্চতত্ত্বযুক্ত মন্ত্রে কালের সংখ্যা নাই। সত্যযুগে উক্তরূপে জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, ত্রেতায়াং দ্বিগুণ জপ করিতে হয়, দ্বাপরে ত্রিগুণ ও কলিতে চতুর্গুণ জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে! কৃষ্ণমন্ত্রে যুগসংখ্যা নাই। সত্যযুগবিহিত সংখ্যাক্রমে জপ, হোম ও তর্পণাদি করিলেই সকল যুগে কৃষ্ণমন্ত্র সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণমন্ত্রের সিদ্ধিবিষয়ে যুগানুযায়ী তারতম্যের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না ॥ ৫১-৫৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধ্যুপায়ং মহাদ্রুতম্ ।
যেন সিদ্ধেন মনুবিৎ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ॥ ১ ॥
তত্ত্বৎকর্মানুসারেণ তত্ত্বৎযোগং প্রযোজয়েৎ ।
গ্রন্থাদিপ্রভেদশ্চ মন্ত্রাণাং বক্ষ্যতেহধুনা ॥ ২ ॥
গ্রথিতং সংপুটং গ্রন্থং সমস্তঞ্চ বিদর্ভিতম্ ।
তথা চাক্রাস্তমাগন্তং গর্ভস্থং সর্বতোব্যুতম্ ॥ ৩ ॥
তথা মুক্তিবিদর্ভঞ্চ বিদর্ভগ্রথিতং তথা ।
ইত্যেকাদশধা মন্ত্রাঃ প্রযুক্তাঃ কার্যাসিদ্ধিদাঃ ॥ ৪ ॥
সাধ্যনামার্গমেকৈকং মন্ত্রান্তে সংপ্রযোজিতম্ ।
গ্রথিতং তৎ সমাখ্যাতং বস্ত্রাকৃষ্টিকরং পরম্ ॥ ৫ ॥

অতঃপর সিদ্ধিলাভের অপর পরম অদ্রুত উপায় বলিতেছি;
যে সিদ্ধি দ্বারা মনুবিৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে সমর্থ হয়।
তত্ত্বৎকর্মানুসারে তত্ত্বৎ যোগ প্রয়োগ করিবে। অধুনা মন্ত্রসকলের
গ্রন্থাদিপ্রভেদ কথিত হইতেছে। গ্রথিত, সংপুট, গ্রন্থ, সমস্ত,
বিদর্ভিত, আক্রান্ত, আগন্ত, গর্ভস্থ, সর্বতোব্যুত, মুক্তিবিদর্ভ ও বিদর্ভ-
গ্রথিত—এইরূপ একাদশ বিধানে প্রযোজিত হইলে মন্ত্রসকল কার্য-
সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে। সাধ্যবস্তুর নামাকর ঐকৈকক্রমে মন্ত্রান্তে
প্রয়োগ করার নাম গ্রথিত। ইহা দ্বারা বশীকরণ ও আকর্ষণ

মন্ত্রমাদৌ বদেৎ সৰ্ব্বং সাধ্যাসংজ্ঞামনন্তরম্ ।
 বিপরীতং পুনশ্চাস্তে মন্ত্রং তৎ সংপুটং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥
 শান্তিপুষ্টিকরং জ্ঞেয়ং ত্রৈলোক্যঐশ্বর্যাদায়কম্ ।
 অর্দ্ধমর্দ্ধং তথাস্তে মন্ত্রং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৭ ॥
 মধ্যে চাস্য ভবেৎ সাধ্যং গ্রন্থমিত্যভিধীয়তে ।
 অভিগ্রন্থস্তথা মন্ত্রৈশ্চারণোচ্চাটিনেব্ চ ॥ ৮ ॥
 অভিধানং বদেৎ পূর্বং পশ্চাত্তন্ত্রং তথা বদেৎ ।
 এতৎ সমস্তমিত্যুক্তং শব্দোচ্চাটনকারকম্ ॥ ৯ ॥
 হৌ হৌ মন্ত্রাকরৌ যত্র ঐক্যং সাধ্যবর্ণকম্ ।
 বিদর্ভিতস্ত সংপ্রোক্তং ছষ্টয়ং বশীকরণম্ ॥ ১০ ॥
 মন্ত্রার্ণাস্তুরিতং সাধ্যং সমস্তং তিষ্ঠতে যদি ।
 আক্রান্তং তদ্বিজানীয়াৎ সত্যং সৰ্ব্বাৰ্ণদায়কম্ ॥ ১১ ॥

সাধিত হয় । প্রথমে সমস্ত মন্ত্র, পরে সাধ্যের সংজ্ঞা ; পুনরায় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথমে সাধ্যসংজ্ঞা, পরে মন্ত্র—এইরূপ নির্দেশ করিবে । ইহার নাম সংপুট । ইহা দ্বারা শান্তি ও পুষ্টি বিহিত এবং ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভ হয় । বিচক্ষণ ব্যক্তি আদি ও অন্তে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মন্ত্র করিয়া তাহার মধ্যে সাধ্য সন্নিবেশিত করিবে । ঐরূপ করার নাম গ্রন্থ । এইরূপে অভিগ্রন্থ মন্ত্র দ্বারা মারণ ও উচ্চাটন কর্ণে সফলতা লাভ হইয়া থাকে । প্রথমে অভিধান অর্থাৎ সাধ্যের নাম ও পরে মন্ত্র নির্দেশ করিবে । ইহার নাম সমস্ত । ইহা দ্বারা শত্রুর উচ্চাটন হয় । যে স্থলে দুই দুইটি মন্ত্রাকর এবং ঐক্যক্রমে সাধ্যবর্ণ বিদ্রুত হয়, তাহার নাম বিদর্ভিত । ইহা দ্বারা ছষ্টবিনাশ ও বশীকরণ সাধিত হয় । সমস্ত সাধ্য, মন্ত্রবর্ণে অন্তরিত হইয়া অবস্থান করিলে আক্রান্ত বলিয়া

ক্ষোভস্তম্ভসমাবেশবশ্চোচ্চাটনকর্ষম্ ।

সকুৎ পূর্বং বদেন্নম্ভমন্তে চৈব তথা পুনঃ ॥ ১২ ॥

মধ্যে চাস্য ভবেৎ সাধ্যাদ্যন্তমিতি তদ্বিহঃ ।

অন্তোহন্ত্রীতিযুক্তানাং বিদ্বেষণকরং পরম্ ॥ ১৩ ॥

আদৌ চান্তে তথা মন্ত্রং দ্বিবারং সংপ্রযোজয়েৎ ।

সাধ্যানাম সকুৎমধ্যে গর্ভস্থ তদোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

মারণোচ্চাটনং বশ্যং প্রযুক্তং কারয়েন্নৃণাম্ ।

হেতিনোসেনিধীগর্ভস্তম্ভনং চ গতে তথা ॥ ১৫ ॥

ত্রিধা মন্ত্রং বদেৎ পূর্বস্তথৈবান্তে পুনর্জিহা ।

সকুৎ সাধ্যং ভবেন্নম্ভ্যে তং বিদ্যাৎ সর্বতোবৃত্তম্ ॥ ১৬ ॥

সর্বোপসর্গশমনং মহামৃত্যুনিবারণম্ ।

সর্বসৌভাগ্যজননং ভূতানামমৃতপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

অভিহিত হয় । ইহা দ্বারা তৎক্ষণাৎ সকল বিষয়ের সিদ্ধি হয় এবং ক্ষোভ,স্তম্ভ,সমাবেশ, বশ্চ ও উচ্চাটনাদি ব্যাপারসমূহে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । একবার আদিতে এবং একবার অন্তে মন্ত্র উচ্চারণ ও মধ্যে সাধ্যানাম নির্দেশ করার নাম আদ্যন্ত । ইহা দ্বারা পরস্পর-প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে । আদিতে ও অন্তে দুইবার মন্ত্রপ্রয়োগ এবং মধ্যে একবার সাধ নাম উচ্চারণ করিবে । ইহার নাম গর্ভস্থ । ইহা দ্বারা মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ সাধিত হইয়া থাকে । প্রথমে তিনবার ও শেষে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যে একবার সাধ্যানাম নির্দেশ করিবে । ইহাকে সর্বতোবৃত্ত বলে । ইহা দ্বারা সকল প্রকার উপসর্গ প্রশমিত, মহামৃত্যু নিবারিত, সর্বসৌভাগ্য

আদৌ মন্ত্রং ততো নাম সাধ্যাক্ষরমধো লিখেৎ ।
 এবমেবং ত্রিধা কৃত্বা ভবেগুণ্ডিবিদৰ্ভিতম্ ॥ ১৮ ॥
 সৰ্বব্যাধিহরং প্রোক্তং ভূতাপস্মারমর্দনম্ ।
 ঐকৈকং সাধ্যবর্ণস্ত কৃত্বা মন্ত্রবিদৰ্ভিতম্ ॥ ১৯ ॥
 পূৰ্ব্ববৎ কথিতঞ্চাত্তস্যাদ্যন্তঃ প্রকল্পয়েৎ ।
 বিদৰ্ভগ্রথিতং নাম মন্ত্ররাজমমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥
 সৰ্বকৰ্ম্মকরং প্রোক্তং সৰ্বৈশ্বৰ্য্যফলপ্রদম্ ।
 এবমেতে প্রয়োগাঃ স্ত্যঃ সিদ্ধমন্তস্য সিদ্ধিদাঃ ॥ ২১ ॥
 অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ।
 যজ্ঞজাহ্না সাধকশ্রেষ্ঠো মন্ত্রসিদ্ধিঃ লভেদ্রবম্ ॥ ২২ ॥
 সম্যগমুষ্টিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।
 পুনন্তেনৈব কৰ্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্রবম্ ॥ ২৩ ॥

সাধিত ও জীবগণের অমৃতত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে । প্রথমে
 মন্ত্র, পরে নাম ও পুনরায় সাধ্যাক্ষর লিখিবে । এইরূপ দুই বার
 করিলে মুক্তিবিদৰ্ভিত নামে অভিহিত হয় । ইহা দ্বারা সৰ্বব্যাধি-
 হরণ ও ভূতাপস্মারবিনাশ সমাহিত হইয়া থাকে । ঐকৈক সাধ্যবর্ণ
 মন্ত্রবিদৰ্ভিত করিয়া পূর্বের নিয়মামুসারে কথিত তাহার অন্ত
 আদ্যন্ত কল্পনা করিবে । ইহার নাম বিদৰ্ভগ্রথিত । ইহা উৎকৃষ্ট
 মন্ত্ররাজ । ইহা দ্বারা সৰ্বকৰ্ম্মসাধন ও সৰ্বৈশ্বৰ্য্যফলসংঘটন হয় ।
 এইরূপে এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধমন্ত্রের সিদ্ধি বিধান করে ॥১০-১১॥

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির অতঃপর লক্ষণ বলিব ; যাহা বিদিত হইলে
 সাধকশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে । সম্যক্ রূপে অমুষ্ঠান
 করিলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধিসাধন না করে, পুনরায় তদনুরূপ বিধান

পুনশ্চাত্মষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।
 পুনস্তেনৈব কর্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 পুনঃ সোহাত্মষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।
 উপায়ান্তত্র কর্তব্যঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ ॥ ২৫ ॥
 ভ্রামণং রোধনং বস্ত্রং পীড়নং পোষণশোষণম্ ।
 দহনাস্তং ক্রমাৎ কুৰ্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্রবম্ ॥ ২৬ ॥
 ভ্রামণং বাক্রণে বীজে গ্রথনং ক্রমযোগতঃ ।
 রোচনাগুরুসংমিশ্রং এলাকর্পরকুঙ্কমৈঃ ॥ ২৭ ॥
 উশীরচন্দনাভ্যাস্ত ময়ং সংগ্রথিতং সিধ্যৎ ।
 ক্ষীরাজ্যমধুতোয়ানাং মধ্যে তল্লিখিতং স্ফিপেৎ ॥ ২৮ ॥
 পূজনাজ্জপনাক্ষোমাদ্ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ ।
 ভ্রামিতো যদি নো সিধ্যৎ রোধনং তস্ত কারয়েৎ ॥ ২৯ ॥

করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে । পুনরায় অত্মষ্ঠিত মন্ত্র যদি সিদ্ধ
 না হয়, পুনরায় তদনুরূপ অত্মষ্ঠানে প্রযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ
 হইবে । ইহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মহাদেবের
 কথিত সপ্তবিধ উপায় আশ্রয় করিতে হইবে । ভ্রামণ, রোধন,
 বস্ত্র, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দহন—এই সপ্তবিধ উপায় । এই
 সকল উপায় যথাক্রমে প্রযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয় ।
 বাক্রণবীজে ভ্রামণ ও ক্রমযোগে গ্রথন বিধান করিবে । রোচনা,
 অগুরু, এলা, কর্পর, কুঙ্কম, উশীর ও চন্দন দ্বারা সংগ্রথিত মন্ত্র
 লিখিবে এবং ক্ষীর, রাজ্য, মধু ও জলের মধ্যে পর পর ইহা
 নিক্ষেপ করিবে ; পরে পূজা, জপ ও হোম করিলে সিদ্ধিসাধন
 হইয়া থাকে । ইহার নাম ভ্রামণ । ভ্রামিত হইলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি

ভ্রামণং কামবীজেন সংপূটীকৃত্য সংজপেৎ ।
 এবং রুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো ন চেদেতদ্বশী কুরু ॥ ৩০ ॥
 অলক্তং চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রা মদনং শিলা ।
 ঐতৈস্ত মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জপত্রে সুশোভনে ॥ ৩১ ॥
 ধার্য্যঃ কণ্ঠে নচেৎ সিদ্ধঃ পীড়নম্বাপি কারয়েৎ ।
 অপরোত্তরযোগেন পদেন পরিজাপ্য বৈ ॥ ৩২ ॥
 ধার্য্যীত দেবতাং তদ্বদপরোত্তররূপিণীম্ ।
 বিদ্যাাদিত্যতুঙ্কেন লিখিত্বাক্রম্য চার্জিণা ॥ ৩৩ ॥
 তথা ভূতেতি মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে ।
 পীড়িতো লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃ শ্রাদ্ধ পোষয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
 বালান্নাস্ততীয়ঃ বীজমাত্তন্তে তস্ত যোজয়েৎ ।
 গোকীরমধূনালিপ্য বিত্যাং পাণৌ বিধারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

না হয়, তাহা হইলে তাহার রোধনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে ।
 কামবীজ দ্বারা সংপূটিত করিয়া তাহার জপ করিবে । তাহা
 হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । এইরূপে রুদ্ধ হইয়াও যদি সিদ্ধ না
 হয়, তাহা হইলে তাহার বশ্যবিধানে প্রবৃত্ত হইবে । অলক্ত,
 চন্দন, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, মদন ও শিলা,—এই সকল দ্বারা সুশোভন
 ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেই সিদ্ধ হইবে । ইহাতেও
 সিদ্ধ না হইলে তাহার পীড়ন করিতে হইবে । অপরোত্তরযোগ-
 যুক্ত পদ দ্বারা জপ করিয়া সেইরূপ অপরোত্তররূপিণী দেবতার
 ধ্যান করিবে । আদিত্যতুঙ্ক (আকন্দরস) দ্বারা এই বিত্তা
 লিখিয়া পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভূতেতি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যহ
 হোম করিতে হইবে । এইরূপে পীড়ন করিলে লজ্জায়ুক্ত হইয়া মদ্র
 সিদ্ধ হইবে । এইরূপেও সিদ্ধ না হইলে পোষণ করিবে । আদ্যন্তে

পোষিতোহয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচেষু কুবীৰ্ত শোষণম্ ।
 দান্ত্যাক বায়ুবীজান্ত্যং মন্ত্রং কুৰ্যাদ্বিদৰ্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 এষা বিদ্যা গলে ধার্যা লিখিত্বা বরভক্ষনা ।
 শোষিতোহপি ন সিদ্ধশ্চৈদাহয়েদগ্নিবীজতঃ ॥ ৩৭ ॥
 আগ্নেয়েন তু বীজেন মন্ত্ৰৈশ্চৈককমক্ষরম্ ।
 আদ্যন্তমধ্যমুদ্ভূত্যা যোজয়েদাহকর্ম্মণি ॥ ৩৮ ॥
 ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্ৰমালিখ্য ধারয়েৎ ।
 কৰ্ণদেশে ততো মন্ত্ৰো সিদ্ধঃ স্ত্রীচ্ছরোদিতম্ ॥ ৩৯ ॥
 ইত্যেবং কথিতং সম্যক্ কেবলং তব ভক্তিতঃ ।
 একেন তু কৃতার্থঃ স্ত্রীদহভিঃ কিঞ্চ সূত্রত ॥ ৪০ ॥

বালার তৃতীয় বীজ যোগ করিয়া গোক্ষীর ও মধু দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া
 হস্তে ধারণ করিবে । এইরূপে পোষণ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে ।
 ইহাতেও সিদ্ধ না হইলে শোষণ করিতে হইবে । দুইটি বায়ু-
 বীজ দ্বারা মন্ত্র বিদৰ্ভিত করিয়া বিগুদ ভক্ষ্য দ্বারা লিখিয়া গলে
 ধারণ করিবে । এইরূপে শোষিত হইলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়,
 তাহা হইলে অগ্নিবীজে দহন করিতে হইবে । আগ্নেয়বীজ দ্বারা
 মন্ত্রের এক এক অক্ষর আন্তমধ্যমভাবে উদ্ভূত করিয়া দাহকার্য্যে
 যোজনা করিবে । অনন্তর ব্রহ্মবৃক্ষের তৈলে লিখিয়া কৰ্ণদেশে
 ধারণ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । স্বয়ং শব্দ এইরূপ বলিয়াছেন ।
 হে সূত্রত ! ভক্তিবশতঃ তোমার নিকট ইহা সম্যক্‌রূপে বর্ণন
 করিলাম । ইহার মধ্যে একটি মাত্রের অনুষ্ঠান করিলেই যখন
 কৃতার্থ হওয়া যায়, তখন আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি
 আছে ? ॥ ২২-৪০ ॥

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মজ্জৌষধং মহাভূতম্ ।

যৎপ্রয়োগবিধানেন সদ্যঃ সিদ্ধো ভবেদ্বৈবম্ ॥ ৪১ ॥

করবীরস্ত মূলেন পিষ্টেন নিরূপাণিনা ।

তল্লিপ্তবাদ্ভুংকঠো মনুঃ সদ্যঃ প্রসীদতি ॥ ৪২ ॥

বিমুক্তসৰ্কপাপোহয়ং কৃষ্ণং পশ্চতি চক্ষুবা ।

জীবনুক্তো ভবেন্ত্রী সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৪৩ ॥

যত্র বা কুত্রচিদ্দেশে গন্তংকামো যথা ভবেৎ ।

স্বর্গে বা ভূতলে মন্ত্রী পাতালে বাপি কৌতুকাৎ ॥ ৪৪ ॥

তৎক্ষণাতু প্রয়াতোব সৰ্কসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।

ইত্যেবং কথিতং সম্যক্ মন্ত্রসিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥

তদুপায়স্তথা ব্রহ্মন্ কেবলং তব ভাগ্যতঃ ।

অনেকতন্ত্রসংপ্রোক্তমনেকমুনিসম্মতম্ ।

ইদানীন্ত পুনত্র ক্রন্ কিমন্তং প্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর পরম অদ্ভুত মন্ত্রের ঔষধ বর্ণন করিব । বাহ্যর প্রয়োগ করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতে পারে । করবীরের মূল পেষণ করিয়া মধুসংযোগে অঙ্গে লেপন করিবে এবং তদবস্থায় কঠে ধারণ করিলে সত্ত্ব মন্ত্র প্রসন্ন হয় এবং সাধক সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকে । সত্যসত্যই বলিতেছি, মন্ত্রী ইহা দ্বারা জীবনুক্ত হইয়া থাকে । স্বর্গে অথবা ভূতলে অথবা পাতালে কৌতুকবশতঃ যে কোনও স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ তথায় যাইতেই সমর্থ হইবে এবং সকল সিদ্ধির অধিপতি হইয়া থাকিবে । মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ এবং তাহার উপায় বর্ণন করিলাম । কেবল ভাগ্যবশতই ইহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইলে । এই সকল বহু তন্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং

গৌতম উবাচ ।

দেবর্ষে ! সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

কৃষ্ণানুভবসংদর্শিত্ত্ববিজ্ঞাগ্রহিভেদক ॥ ৪৭ ॥

সৰ্বং জানাসি সৰ্ব্বজ্ঞ বিশেষাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ।

ইদানীং কথয় ব্রহ্মন্ মজ্জাচারনিদর্শনম্ ॥ ৪৮ ॥

বৈষ্ণবঃ পীঠমমলং তদাবাসফলং তথা ।

বিস্তরেণ মম ব্রহ্মানুভুতমপি কথ্যতাম্ ।

নাগোপ্যং ভদ্রগুরো শিষ্যো যদি যোগ্যোহস্তি ভাগ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥

নারদ উবাচ ।

দীক্ষয়া লক্ষমব্রহ্ম সদাচারং শৃণু মে ।

অনায়াসেন সিদ্ধিঃ স্ত্রাং সদাচারেণ যেন বৈ ॥ ৫০ ॥

অনেক মুনির ইহাতে অনুমোদনও আছে। ব্রহ্মন্! এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, তাহা বলুন ॥ ৪১-৪৬ ॥

গৌতম বলিলেন, দেবর্ষে! আপনি সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সমুদায় শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণের অনুভব ও সন্দর্শনে সমর্থ, অবিজ্ঞাত্ত্বক গ্রহিভেদে দক্ষ এবং সৰ্ব্বজ্ঞ; বিশেষতঃ, কৃষ্ণতত্ত্বে আপনার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। ব্রহ্মন্! সম্প্রতি মজ্জাচারনিদর্শন কীর্তন করুন। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপীঠ, তাহার আবাসফল এবং যাহা বলা হয় নাই, তাহাও বিস্তারক্রমে বলুন। হে গুরো! ভাগ্যবশতঃ শিষ্য যোগ্য হইলে তাহার নিকট কিছুই গোপন করা উচিত হয় না ॥ ৪৭-৪৯ ॥

নারদ বলিলেন, দীক্ষা দ্বারা মজ্জা লাভ হইলে সেই অবস্থায় যেক্রপ সদাচার অবলম্বন কার্যতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আচারান্নভতে কামান্‌চারান্নভতে বশঃ ।

আচারান্ননমাগোতি দীর্ঘমায়ুঃপ্রাপ্ত্যাং ॥ ৫১ ॥

সদাচারেণ মনুবিজ্জয়ী লোকধয়ে খলু ।

অনাচারো হি লোকেষু নিন্দিতঃ সর্বকর্মান্সু ॥ ৫২ ॥

সর্বভূতানুকম্পা চ দানং চাতিথিপূজনম্ ।

পঞ্চযজ্ঞস্তীর্থসেবা স্বাধ্যায়ো গুরুসেবনম্ ॥ ৫৩ ॥

সামান্তং সর্বলোকানামেব ধর্মঃ সনাতনঃ ।

ব্রহ্মচারী দীক্ষিতশ্চেজিসন্ধ্যাং দেবমর্চয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞানং ত্রিষবণং তদ্বদেদাধ্যয়নমেব চ ।

ভৈক্ষ্যং সম্প্রার্থয়েন্নিত্যং ধ্যানেদেবং নিরন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

পর্যট্টেদ্বিষ্ণুক্ষেত্রেষু ন প্রতিগ্রহমাচরেৎ ।

গৃহস্থো দীক্ষয়া যুক্তঃ সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

এই সদাচারসহায়ে অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । আচার-
বলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং আচারবলেই যশোলাভ হয় । অধিক
কি, আচারবলে ধনপ্রাপ্তি ও দীর্ঘ-আয়ুঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
মন্ত্রবিৎ পুরুষ সদাচারসহায়ে উভয় লোকই জয় করিতে সমর্থ
হয় । অনাচারী হইলে সকল লোকেই নিন্দনীয় ও সকল কর্মের
বহির্ভূত হইতে হয় ॥ ৫০-৫২ ॥

সর্বভূতে দয়া, দান, অতিথিসেবা, পঞ্চযজ্ঞ, তীর্থ পর্যটন,
বেদপাঠ, গুরুশ্রাবা—এই কয়টা সর্ববর্ণের সনাতন ধর্ম ।

ব্রহ্মচারী দীক্ষিত হইলে ত্রিসন্ধ্যা দেবার্চনা করিবেন । সেইরূপ
ত্রিসন্ধ্যা জ্ঞান, দেবপাঠ, নিত্য ভিক্ষাটন ও অবিরত দেবতার ধ্যান
করিবে, বিষ্ণুক্ষেত্রসকলে পর্যটন ও প্রতিগ্রহ পরিহার করিবে ।

ন জাপো নার্কনং চৈব ধ্যানেনৈব বিধিক্রমঃ ।

কেবলং সততং কৃষ্ণচরণান্তোজসেবনম্ ॥ ৫৭ ॥

সন্ন্যাসিনাং মুমুক্শুণাং মানসোপরতিঃ পরম্ ।

পরিব্রাড়াবিরক্তশ্চ বিরক্তশ্চ তথা গৃহী ॥ ৫৮ ॥

উভৌ তৌ নরকে ঘোরে পচ্যেতে ভূতসংগ্রবম্ ।

গৃহস্থো ধর্মপত্নীভিঃ পূজয়েদেবমম্বহম্ ॥ ৫৯ ॥

দত্তাদানং মহার্হে চ যেন কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ।

সন্ন্যাসিনাং দ্রব্যদানে নাধিকারোহস্তি সূত্রত ॥ ৬০ ॥

বর্ণিনাঞ্চ বনস্থানাং কো দত্তাত্তদপেক্ষিতম্ ।

কিন্তু বৈষ্ণবধর্মেণু বিরলা অধিকারিণঃ ॥ ৬১ ॥

সংসারবাসনারজ্জুবদ্ধলোলং মনো নৃণাং ।

ততো যদি বিমুক্তঃ শ্রাদ্ধকঃ শ্রাদ্ধেবপাদয়োঃ ॥ ৬২ ॥

গৃহস্থ দীক্ষিত হইলে সকল কর্ম সাধন করিতে পারে। জপ,

অর্চনা ও ধ্যান, এই সকলে কোনরূপ বিধিক্রম নাই।

কেবল সতত মুমুক্শু সন্ন্যাসিগণের পরম মানসোপরতিকারক

শ্রীকৃষ্ণচরণাবিন্দের পরিচরণ করিবে। বৈরাগ্যহীন পরি-

ব্রাজক ও বৈরাগ্যযুক্ত গৃহী, উভয়েই প্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর

নরকে পচিয়া থাকে। গৃহস্থ ধর্মপত্নীর সমভিব্যাহারে প্রত্যহ

ভগবানের অর্চনা করিবে। দানের যথার্থ পাত্রে দান করিবে।

তদ্বারা ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। সূত্রত! সন্ন্যাসিগণের

দ্রব্যদানে অধিকার নাই। বর্ণী ও বনস্থগণের মধ্যেই বা কোন্

ব্যক্তি তাদৃশ অপেক্ষিত দান করিবে? কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে

অধিকারী বিরল। মনুষ্যের মন যেমন চঞ্চল, সেইরূপ সংসার-

বাসনারজ্জুতে আবদ্ধ। তাহা হইতে বিমুক্ত হইলেই ভগবানের

তত্রৈবাত্তো বিশেষোহস্তি শ্রয়তাং চাবধারণ্যতাম্ ।

সৰ্ব্বসংসারদোষা হি নারীমূলং ততো যদি ॥ ৬৩ ॥

শক্যতে রক্ষিতুং চেতন্তদা বৈ কৃষ্ণসাধকঃ ।

অচঞ্চলং মনো যন্ত যৌষিৎসঙ্গবিবৰ্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥

যৌষিতাং ধ্যাননিম্নুক্তং তচ্ছবশ্রুতিবৰ্জিতম্ ।

স এব সাধকঃ কুৰ্ধ্যাৎ সাধনং স্নসমাहितঃ ॥ ৬৫ ॥

বলয়ধ্বনয়ো নৈব শ্রয়ন্তে যেন যৌষিতাম্ ।

ন জীমুখং নিরীক্বেত ন জিহ্বং মনসা স্মরেৎ ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মচারী মিতাহারী হবিষ্যাণী জিতেজ্জিয়ঃ ।

সাধকঃ সাধনং কুৰ্য্যাত্ত্যাগী যাগপরায়ণঃ ॥ ৬৭ ॥

কদাচিদ্যদি তচ্চেতঃখলনং বাধ জায়তে ।

প্রাণায়ামং বিশেষেণ সমভ্যাস্তেতু সাধকঃ ॥ ৬৮ ॥

পাদপদ্যে বদ্ধ হইতে পারে। ইহার মধ্যে কিন্তু বিশেষ আছে, তাহা
শ্রবণ কর ও অবধারণ কর। জীজাতি সংসারদোষের মূল।
উহা হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারিলেই কৃষ্ণসাধনে সমর্থ হওয়া
যায়। যে ব্যক্তি মনের চঞ্চলতাবিহীন ও জীসঙ্গবিবৰ্জিত এবং
জীজাতির ধ্যান ও তাহাদের শব্দশ্রবণ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন
করিয়াছে, সেই সাধকই পরম সমাহিত হইয়া কৃষ্ণসাধনে
সমর্থ হয়। যে সাধক যৌষিৎগণের বলয়ধ্বনি শ্রবণ করে না,
জীমুখদর্শন করিতে পরামুখ; মনে মনেও তাহাদের চিন্তা
করে না, এবং যে সাধক ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, পরিমিতাহারী, হবিষ্যাণী
ও জিতেজ্জিয় এবং যাগশীল ও যোগযুক্ত—তাহারাই সিদ্ধিলাভ
করেন। কদাচিৎ যদি তাহার চিত্তের খলন হয়, তাহা হইলে

স হি পাতকদারুণাং দহনং পরিকীর্তিতঃ ।
 এককালং ত্রিসন্ধ্যং বা চতুঃকালং সমভ্যাসেৎ ॥ ৬৯ ॥
 সমস্তপাপরাশীনাং মনোবাকায়কর্ষণাম্ ।
 প্রাপসংসমমাত্রাং হি প্রায়শ্চিত্তং স্তনিশ্চিতম্ ॥ ৭০ ॥
 পুণ্যতীর্থে চ পুলিনে সরিতাং দেবসঙ্গনি ।
 নত্মাস্তটেহথ বিজনে বিপিনে তুলসীবনে ॥ ৭১ ॥
 গোষ্ঠে তথৈবোপবনে তথাহি গিরিকাননে ।
 বিশেষতো হারবত্যাং তথা গোবর্দ্ধনে গিরৌ ॥ ৭২ ॥
 যদা কলিন্দকন্যায়াঃ কাননে পুলিনে তথা ।
 বৃন্দাবনে গোকূলে বা মথুরায়ামথাপি বা ॥ ৭৩ ॥
 মথ্যতি পাপরাশিং যদ্রাতি তৎপরমং পদম্ ।
 উত্তমো হি নরে যত্র তেন সা মথুরা স্তুতা ॥ ৭৪ ॥

বিশেষ বিধানে প্রাণায়াম করিবে । প্রাণায়ামই পাতকরূপ দারুণ
 অগ্নি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এককাল, ত্রিসন্ধ্যা অথবা চতুঃকাল
 প্রাণায়াম সমাধান করিতে হইবে । প্রাণায়াম সমাধানমাত্রই
 মনঃ, বাক্, কায় ও কর্ষণনিত্ত সকল পাতকের নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত
 হইয়া থাকে ॥ ৬২-৭০ ॥

পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে, নদীসকলের তীরদেশে, দেবালয়ে, বিজনে,
 অরণ্যে, তুলসীবনে, গোষ্ঠে, উপবনে, গিরিকাননে, বিশেষতঃ
 হারবতীতে, গোবর্দ্ধন পর্বতে, যমুনার কাননে ও পুলিনে, বৃন্দা-
 বনে ও গোকূলে ; পাপরাশি মখিত করিয়া হরির পরমপদ
 প্রদান করে এবং উত্তম পুরুষ সকল অধিষ্ঠিত আছে, এই কারণে

বদরীখণ্ডবিপিনে গঙ্গাধারেহথবা পুনঃ ।
 ব্যঙ্কটৈর্দ্রো জীরঞ্জে বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৭৫ ॥
 উত্তমঃ পুরুষো যত্র তৎ ক্ষেত্রং পুরুষোত্তমম্ ।
 এষু স্থানেষু বিপ্রর্ষে নিত্যং সন্নিহিতো हरिः ॥ ৭৬ ॥
 অতএব সাধকেক্ষেত্রে নিবসেৎ তদপেক্ষয়া ।
 हरिसन्दर्शनং যাবৎ নিবসেৎ সুখনিঃস্পৃহঃ ॥ ৭৭ ॥
 স্থানান্যোতানি শুদ্ধানি কৃত্যং কিঞ্চিদ্ভিগদ্যতে ।
 বিশেষতঃ পশুজ্ঞৈর্নান্দিষ্টৈর্কর্ণ সমাগমঃ ॥ ৭৮ ॥
 নিৰ্দিষ্টৈর্নো সহ্যসীত তদালাপং চ বর্জয়েৎ ।
 জীসঙ্গিনং বর্জয়েচ্চ তৎকথাকথনং তথা ॥ ৭৯ ॥
 জন্মাসাদ্য মনুষ্যেযু শুদ্ধে চ পিতৃমাতরী ।
 বর্তমানে চ স্নুক্ততে ভুতৈবেন্দ্রিয়পাটবে ॥ ৮০ ॥

যাহার নাম মথুরা হইয়াছে, সেই স্থানে, বদরীখণ্ডবিপিনে, গঙ্গাধারে, ব্যঙ্কটপর্বতে, জীরঞ্জে এবং উত্তম পুরুষ অবস্থিতি করেন বলিয়া যাহার নাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইয়াছে, সেই স্থলে, ভগবান্ হরি নিত্য বিরাজ করিতেছেন। এই কারণে সাধক-শ্রেষ্ঠ পুরুষ তদপেক্ষায় সেই সেই স্থলে অবস্থিতি করিবেন। যাবৎ हरिसन्दर्शन না হয়, তাবৎ সুখবাসনাপরিহারপূর্বকঃসর তথায় বাস করিতে হইবে। এই সকল স্থান পরম পবিত্র।

এক্কেণে যেক্লপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা কিঞ্চিং বলিতেছি। বিশেষতঃ পশুজন ও নাস্তিক, ইহাদের সহিত সমাগম করিবে না। যাহারা লোকসমাজে ব্রণিত তাহাদের সহিত এক-আসন ও আলাপ পরিবর্জন করিবে। জীসঙ্গীর সহবাসে পরাশ্রু ও তাহাদের কথাকথনে নিবৃত্ত হইবে। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণি গোপালে রতির্জ্ঞায়েত ভাগ্যতঃ ।
 ত্রিবর্গফলদে কিংবা বহনাত্মফলপ্রদে ॥ ৮১ ॥
 যো নার্কিয়তি কল্পঃ সন্ তস্মাৎ পাপতরো হি কঃ ।
 অসারে ঘোরসংসারে সারং কৃষ্ণপদার্চনম্ ॥ ৮২ ॥
 তৎপদং নার্কিতং যেন পাপিনা পাপকশ্মলা ।
 শরীরভারবহনং জন্মাস্যাপি নিরর্থকম্ ॥ ৮৩ ॥
 গোপালং পূজয়েদ্বস্ত নিন্দয়েদন্যদেবতাম্ ।
 অন্ততস্য পরো ধর্ম্যঃ পূর্বো ধর্ম্যো বিনশ্চতি ॥ ৮৪ ॥
 প্রত্যহং কালয়েচ্ছ্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ ।
 নাধিরোহেত পর্যঙ্কং রক্তবাসো ন ধারয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

সর্বথা নির্দোষ পিতামাতা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়পটুতা এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
 রূপী গোপালে অল্পরাগ ভাগ্যবশেই সংঘটিত হয়। গোপাল
 ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামফল প্রদান করেন। অধিক বলিয়া
 প্রয়োজন কি? তিনি আত্মফলদাতা। অতএব যে ব্যক্তি সমর্থ
 হইয়াও তাহার অর্চনা করে না, তাহার অপেক্ষা অধিক পাপী
 আর কে আছে? এই সংসার সর্বথা অতিশয় ভয়ঙ্কর! ইহাতে
 বিন্দুমাত্র সার নাই। একমাত্র কৃষ্ণপদসেবাই ইহার সারস্বরূপ।
 যে পাপী ও পাপকর্ম্ম তদীয় পদারবিন্দ অর্চনায় পরাজুখ, তাহার
 শরীর ভারমাত্র। তাহার বহনে আবার কল কি? তাহার
 জীবনও সর্বথা অর্থশূন্য। যে ব্যক্তি গোপালের পূজা ও অন্ত
 দেবতার নিন্দা করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সকল ধর্ম্মই
 বিনষ্ট হয় ॥ ৭১-৮৪ ॥

প্রত্যহ শয্যাকালন ও একাকী নির্ভয়ে শয়ন করিবে। পর্যাঙ্কে

ন রক্তচন্দনং গাজে গৃহীয়াত্ রক্তপুষ্পকম্ ।
 বিদ্বপত্রৈশ্চত্ প্রস্থনৈর্নার্জরৈর্দেবকীশ্রুতম্ ॥ ৮৬ ॥
 নৈব দ্বিরশনং কুর্যাৎ পর্কবর্জযুভৌ তথা ।
 তথা নিষেবয়েৎ কশ্মপত্নীং ধর্ম্মরিরক্ষয়া ॥ ৮৭ ॥
 ততঃ পরদিনে কৃত্যং কুর্যাৎ স্নানোত্তরং স্নধীঃ ।
 শরীরোদ্ধর্ত্তনং কৃত্বা স্নাত্বা নদ্যাদিবারিণা ॥ ৮৮ ॥
 নিয়তে যাগকালে তু ন কুর্যাদত্তবেক্ষণম্ ।
 নৈবাস্ত্রীলং বচো ক্রয়াদালাপং চ নিরর্থকম্ ॥ ৮৯ ॥
 ন বৃথা গময়েৎ কালং কেবলং ধ্যানতৎপরঃ ।
 কেবলং ত্রীপদাস্তোত্রস্তচেতা ভবেৎ স্নধীঃ ॥ ৯০ ॥
 যদ্বৎ কশ্মপি বৈশ্ণব্যং নিত্যে নৈমিত্তিকেহপি বা ।
 সহস্রং প্রজ্জগেৎ স্নানমত্ প্রযুক্তমেব বা ॥ ৯১ ॥

আরোহণ ও রক্তবসন পরিধান এবং গাজে রক্তচন্দন অমুলেপন
 ও রক্তপুষ্প ধারণ করিবে না । বিদ্বপত্র অথবা তদীয় কুশুম দ্বারা
 দেবকীতনয়ের অর্চনা ও হুইবার ভোজন করিবে না । পর্কদিন
 পরিবর্জনপূর্ব্বক ঋতুকালে ধর্ম্মরক্ষাবাসনায় ধর্ম্মগত্নীর সেবা
 করিবে । অনন্তর পরদিনে স্নানান্তর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ।
 শরীর উদ্ধর্ত্তিত করিয়া নদ্যাদিতে স্নান করিবে । নিয়মাস্ত্রীল-
 পূর্ব্বক যাগকরণে নিযুক্ত হইয়া অস্ত্র বস্তুর দর্শন ও অস্ত্রীল বাক্য
 প্রয়োগ এবং বৃথা আলাপ করিবে না । বৃথা সময় অতিবাহিত
 করিবে না । কেবল ধ্যানপরায়ণ হইয়া একমাত্র ত্রীপদচিন্তায়
 চিত্ত নিবিষ্ট করিবে । নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া
 কোনরূপ বৈশ্ণব্য উপস্থিত হইলে স্নানমত্ সহস্র বা অযুত জপ
 করিবে ॥ ৮৬-৯১ ॥

নিত্যে সহস্রং প্রজপেদৈমিত্তিকে তথাযুতম্ ।

সৰ্বেষামেব পাপানাং শোধনং যজ্ঞজাপতঃ ॥ ৯২ ॥

সুবর্ণং বহ্নিনাগ্নাতং যথা ভবতি নির্মলম্ ।

তথা সৰ্ব্বগতং পাপং প্রারশ্চিত্তাগ্নিনা দহেৎ ॥ ৯৩ ॥

তথৈব তুলসীপত্রৈশ্চালতীকুসুমৈরপি ।

চম্পকৈঃ কেশরৈশ্চাপি অশোকৈঃ কিংকরৈঃ ॥ ৯৪ ॥

অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্দর্শনীয়েঃ স্নগন্ধিভিঃ ।

আরামগৈর্কিপিন্জৈর্নিষিক্তপরিবর্জিতৈঃ ॥ ৯৫ ॥

ইত্যেবং কথিতং পুষ্পবিধানং হরিপূজনে ।

পশুনাং হিংসনং নৈব কুর্যাৎ কস্তাপি পীড়নম্ ॥ ৯৬ ॥

কটুবাक্যং বর্জয়েচ্চ ক্রয়ান্নধুরভাবণম্ ।

সংস্কৃতেনৈব কথয়েন্নাত্মাং ভাষাং বদেৎ সুধীঃ ॥ ৯৭ ॥

তন্ত্রধ্যে নিত্যকার্য্যে সহস্র এবং নৈমিত্তিকে অযুত জপ করিতে হইবে। যজ্ঞ জপ করিলেই সকল পাপের বিমুক্তি হয়। সুবর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে যেমন নির্মল হয়, সেইরূপ প্রারশ্চিত্তরূপ অগ্নি দ্বারা সৰ্ব্বগত পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৯২-৯৩ ॥

তুলসীপত্র, মালতীকুসুম, চাপা, অশোক, কিংকর ও অন্যান্য স্নগন্ধসম্পন্ন বিবিধ পুষ্পে এবং নিষিক্ত পুষ্প সকল ত্যাগ করিয়া উক্তান ও অরণ্যজাত কুসুমসমূহে হরির অর্চনা করিবে। হরির পূজায় এই কুসুমবিধান কীৰ্ত্তন করিলাম।

পশুসকলের হিংসা করিবে না, কাহারও উৎপীড়ন করিবে না, কটুবাक্য প্রয়োগ করিবে না, সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিবে, সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবে, অন্য ভাষা পরিত্যাগ

আত্মদৈবতয়োরৈক্যং গুরুদৈবতয়োরপি ।

ঐক্যং সংভাবয়েদ্দৃঢ়া ন গুরোঃ শাসনং ত্যজেৎ ॥ ৯৮ ॥

একগ্রামে গুরুং নিত্যং গম্মা বন্দেত ভক্তিতঃ ।

যোজনানন্তরে ভক্ত্যা মাসং মাসং চ বন্দয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

অন্তঃপরং তস্তাং দিশি নমস্কর্য্যাদ্ভ ভক্তিতঃ ।

অথবা মানসীং পূজাং প্রকুর্য্যান্নিজমূৰ্দ্ধনি ॥ :০০ ॥

পিতৃবংশে মাতৃবংশে শুদ্ধঃ সত্যপরায়ণঃ ।

ন জারজো ন কানীনো ন রাক্ষসবিবাহরঃ ॥ ১০১ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈব বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ ।

নিরপেক্ষো হরিং জপ্ত্বা হরিভবতি নাপরঃ ॥ ১০২ ॥

করিবে। আত্মা ও দেবতা এই উভয়ের অভেদ এবং গুরু ও দেবতা এই উভয়ের অভেদ—বিবেচনাসহকারে ভাবনা করিবে, গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরু একগ্রামবাসী হইলে নিত্য গমন করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার বন্দনা করিবে। গুরুদেব যোজনানন্তরে অবস্থিতি করিলে প্রতি মাসে একবার বন্দনা করিবে। যোজনের দূরে অবস্থিত হইলে তদতিমুখী হইয়া নমস্কার করিবে। অথবা নিজ মস্তকে তদীয় মানসপূজা করিবে ॥ ৯৮-১০০ ॥

যাহার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ উভয়ই বিগুহ, সত্যে যাহার ঐকান্তিক আত্মরক্তি এবং জারজ বা কন্যাকালীন জাত অথবা রাক্ষসবিবাহ হইতে উৎপন্ন নহে, একরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সংসারনিরপেক্ষ হইয়া হরিনাম জপ করিলে সাক্ষাৎ হরিসাদৃশ্য লাভ করে, সে ব্যক্তি হরি ভিন্ন অপন্ন নহে। যে

গৃহস্থ্য চ নামানি তৎকথাশ্রবণেৎসুকঃ ।
 নমস্তংস্তংপদাঙ্কজং ভক্তোহয়ং প্রেমলক্ষণঃ ॥ ১০৩ ॥
 পক্ষদ্বয়েপি মতিমান্ন লজ্জেকরিবাসরন্ ।
 অপি চাণ্ডালগেহান্নং মাতৃগাং গমনং বরন্ ।
 ন লজ্জেন্নতিমান্ ক্বাপি সংপ্রাপ্তং হরিবাসরন্ ॥ ১০৪ ॥
 বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ ।
 বিষ্ণুর্চনং বৃথা তস্মৈ নরকং ঘোরমাণ্ডুর্যং ॥ ১০৫ ॥
 শুক্লোপচারসম্ভারৈর্নিত্যশো হরিমর্চয়েৎ ।
 নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং চ ভুঞ্জীত স্বয়ন্ ॥ ১০৬ ॥
 অথবা সাত্বতে দদ্যাৎকদাচি লভ্যেত ভক্তিতঃ ।
 নিবেদয়েহুত্তমান্নং ন কদন্নং কদাচন ॥ ১০৭ ॥

ব্যক্তি তাঁহার নাম গ্রহণ করে, তাঁহার কথাশ্রবণে উৎসুক হয়
 এবং তদীয় পাদপদ্মে নমস্কার করে, সেই প্রেমলক্ষণযুক্ত
 ভক্ত ॥ ১০১-১০৩ ॥

মতিমান্ ব্যক্তি পক্ষদ্বয়ে হরিবাসর লজ্জন করিবে না । বরং
 চাণ্ডালান্ন গ্রহণ করিবে, অথবা মাতৃগমন করিবে, তথাপি
 কখনও হরিবাসর লজ্জন করিবে না । বৈষ্ণব যদি ভুলক্রমেও
 একাদশীতে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুপূজা নিষ্পল
 ও ঘোর নরকলাভ হইয়া থাকে । শুক্ল উপচারসম্ভার সহকারে
 নিত্য হরির অর্চনা করিবে । যথানিয়মে কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া
 পরে সেই অন্ন স্বয়ং ভোজন করিবে । অথবা বিষ্ণুভক্ত পুরুষ যদি
 পাণ্ডা যার, ভক্তিসহকারে তাঁহাকে উহা প্রদান করিবে । উৎকৃষ্ট

উত্তমং বিধিনা প্রোক্তং কদম্নং মূনিদুৰ্বিতম্ ।
 শিলোহবিধিনা প্রাপ্তমথবা যদযাচিতম্ ॥ ১০৮ ॥
 স্ববিত্তোপচিতং বাপি কৃষ্ণায় পন্নিকল্পয়েৎ ।
 শূদ্রাল্লকং ছল্লান্নকমথবা দূষিকাচিতম্ ॥ ১০৯ ॥
 ইত্যাল্লগ্নং কদম্নং তু দানান্নন্নরকমাবহেৎ ।
 রাত্রৌ হবিষ্যং ভুঞ্জীত চাক্রায়ণকলার্থিভিঃ ॥ ১১০ ॥
 হরিতক্কু যুক্তস্ত বিরুদ্ধং দিবসানশনম্ ।
 কার্ত্তিকে মাসি বিধিবদর্চয়েৎ কৃষ্ণমবহম্ ॥ ১১১ ॥
 রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাদবৈষ্ণবৈর্হরিকীৰ্ত্তনম্ ।
 ত্রাক্ষো যুহুর্ভে চোখায় নির্বর্ত্য সকলাঃ ক্রিমাঃ ॥ ১১৩ ॥

অন্ন নিবেদন করিতে হইবে ; কদাচ কদম্ন দিবে না । বিধানানু-
 যায়ী অন্নের নাম উৎকৃষ্ট অন্ন । আর দূষিত অন্নকে মূনিগণ কদম্ন
 বলেন । শিলোহবিধি দ্বারা প্রাপ্ত অথবা অযাচিত, অথবা
 স্বকীয় বিত্তে উপার্জিত, এইরূপ অন্নই ত্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে নিবেদন
 করিবে । শূদ্র হইতে লব্ধ, ছল দ্বারা প্রাপ্ত, অথবা দূষিকা কর্তৃক
 সঞ্চিত ইত্যাদি অন্ন কদম্ন নামে অভিহিত ; এই সকলের দান
 করিলে নরক সংঘটিত হয় । চাক্রায়ণকলপ্রার্থী হইলে রাত্রিতে
 হবিষ্যন্ন ভোজন করিবে । হরিতক্ক ও রোগযুক্ত ব্যক্তির দিবা-
 ভোজন নিষিদ্ধ ।

কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবগণ যথাবিধানে প্রতিদিন কৃষ্ণের
 অর্চনা করিবে, রক্ষিত্রে জাগরণ করিবে, হরিনাম সংকীৰ্ত্তন

যজ্ঞেং হুশোভনে স্থানে পশুদৃষ্টিবিবৰ্জিতে ।
 সৰ্বোপচারৈররারাদ্য প্রদীপান্ দ্বতপূরিতান্ ॥ ১১৪ ॥
 অষ্টোত্তরশতং দত্তাদথবা শক্তিতো মূনে ।
 সহস্রং প্রজপেন্নম্নং হোমং দশাংশতো হুনেং ॥ ১১৫ ॥
 এবং নিত্যক্রমং কুর্যাদিবা মৌনং সমাচরেং ।
 ইথং বিধিবদারাদ্য বাবন্মাসং প্রপূজয়েং ॥ ১১৬ ॥
 সত্যলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃতিবৰ্জিতম্ ।
 ইহ লোকে বরান্ ভোগান্ ভুঙ্ক্য মনোরথান্ভিগান্ ॥ ১১৭ ॥
 দেহান্তে সাধকশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং নিশ্চিতং ব্রজেং ।
 অগ্নিহোমসি চামলায়াং দ্বাদশাং হরিতোষণম্ ॥ ১১৮ ॥
 সৰ্বোপচারৈঃ কুৰ্বীত বিভীষাণ্যবিবৰ্জিতম্ ।
 অনেনার্চনমাত্রেণ ভববন্ধাং প্রমুচ্যতে ॥ ১১৯ ॥

করিবে । ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠিয়া সকল কার্য সমাধা পূৰ্বক পশুগণের
 দৃষ্টিবিবৰ্জিত শোভন স্থানে হরির অর্চনায় নিযুক্ত হইবে । হে
 মূনে ! সর্ববিধ উপচার দ্বারা আরাধনা করিয়া অষ্টোত্তরশত অথবা
 যথাসক্তি দ্বতপূরিত প্রদীপ প্রদান করিবে ; সহস্রমন্ত্র জপ করিবে,
 তাহার দশাংশ হোম করিবে, এইরূপ নিত্য ক্রম করিবে, দিবা-
 ভাগে মৌনব্রত অবলম্বন করিবে । এইরূপে বিধি অনুসারে
 আরাধনা করিয়া একমাস পূজা করিবে । তাহা হইলে সত্যলোক
 লাভ হয় ও পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না । অধিক
 কি বলিব, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে আশাতীত উৎকৃষ্ট
 ভোগ সম্ভোগ করিয়া দেহান্তে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে ।
 কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বিভীষাণ্যবিবৰ্জিত
 হইয়া সকল প্রকার উপচার দ্বারা হরির সঙ্কষ্টিবিধান করিবে ।

এতদর্চনমাত্রং হি হরিতোষণকারণম্ ।
 মার্গশীর্ষে তথা প্রাতঃ স্নাত্বা চৈব নরোত্তমঃ ॥ ১২০ ॥
 ক্রমপূজাং সমাসাচ্চ জগহোমৌ তথা চরেৎ ।
 পায়সং শুড়মিশ্রং চ প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ ॥ ১২১ ॥
 এবং মাসার্চনং কৃৎবা ভবেত্তাগ্যানয়ঃ পুমান্ ।
 দেহাস্তে মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাচ্ছাদ্ধনঃ ॥ ১২২ ॥
 অথ ভাদ্রেহসিতাষ্টম্যাং প্রোদ্ধরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ ।
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পূর্বং দেবক্যাং কৃপয়া প্রভুঃ ॥ ১২৩ ॥
 যোহিণ্যক্কে' শুভতিথৌ দৈত্যানাং নাশহেতবে ।
 মহোৎসবং প্রকুর্বাৎ যত্নভক্ত্যুদ্দিনে শুভে ॥ ১২৪ ॥
 রাজ্জিহ্বাশ্লগ্নৈর্কৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব স্বশক্তিতঃ ।
 উপবাসং প্রকুর্বাৎ ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥ ১২৫ ॥

এইরূপ অর্চনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভববন্ধনমোচন হইয়া থাকে । অধিক কি, এইরূপ অর্চনমাত্রই হরিতোষণের কারণ ।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্যক্রিয়াদি সমাধান পূর্বক জপ ও হোমবিধান এবং প্রত্যহ শুড়মিশ্রিত পায়স মিবেন্দন করিবে । এইরূপে একমাস অর্চনা করিলে সাধক সৌভাগ্যশালী হয় এবং ভগবানের অমুগ্রহে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে ॥ ১০৪-১২২ ॥

অমন্তর, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে স্বয়ং হরি ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কৃণাপূর্বক দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । যোহিণীনক্ষত্রে শুভ তিথিতে দৈত্যগণের বিনাশের নিমিত্ত তাঁহার ঐরূপ আবির্ভাব সমাহিত হয় । অতএব যত্নসহকারে সেই পবিত্র

কৃষ্ণজন্মদিনে যন্ত ভুক্তে স তু নরাধমঃ ।

নিবসেন্নরকে ঘোরে যাবদাহুতসংগ্রবম্ ॥ ১২৬ ॥

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা চার্দ্ররাত্রে যদা ভবেৎ ।

উপোষ্য তাং তিথিং বিদ্বান্ কোটিবজ্রফলং লভেৎ ॥ ১২৭ ॥

সোমোহহি বুধবারে বা অষ্টমী রোহিণীযুতা ।

জয়ন্তী সা সমাখ্যাতা তাং লভেৎ পুণ্যসঞ্চয়ে ॥ ১২৮ ॥

তস্ত্রামুপোষ্য যৎ পাপং লোককোটিভবোদ্ভবম্ ।

বিমুচ্য নিবসেদ্বিপ্র বৈকুণ্ঠে বিরজে পুরে ॥ ১২৯ ॥

অষ্টমী নবমীবিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ ।

সৈবোপাখ্যা সদা পুণ্যাকাজিকী রোহিণীং বিনা ॥ ১৩০ ॥

দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সমভিব্যাহারে স্বকীয় শক্তি অনুসারে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবে; উপবাস করিয়া থাকিবে, কখন ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে ভোজন করে, সে নরাধম এবং সে যাবৎপ্রলয় ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। অষ্টমী যখন চার্দ্ররাত্রে রোহিণীনক্ষত্রে মিলিত হইবে, সেই তিথিতে উপবাস করিলে কোটিবজ্র-সম কললাভ হইয়া থাকে। সোমবারে বা বুধবারে অষ্টমী রোহিণীযুক্ত হইলে তাহাকে জয়ন্তী বলে। বহু পুণ্যকলে ঐ জয়ন্তী লাভ হয়। তাহাতে উপবাস করিলে জন্মকোটিসমুদ্ভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সৰ্ব্বথা কলুষলেশপরিশূন্ত বৈকুণ্ঠপুরে অধি-
ষ্ঠিত হওয়া যায়। অষ্টমী নবমীবিদ্ধা হইলে উমামাহেশ্বরী তিথি নামে বিখ্যাত হয়। রোহিণী না থাকিলেও, পুণ্যার্থী পুণ্যগণ

পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ববিদ্ধাং তু বর্জয়েৎ ।
 অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হস্তাং পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ১৩১ ॥
 ব্রাহ্মহত্যাকলং দস্তাকরিবৈমুখ্যাকারণাৎ ।
 কেবলমুক্ষযোগেন উপবাসস্তিথিঃ বিনা ॥ ১৩২ ॥
 ন শস্তং শুভকার্য্যং তু মুনিভিঃ পরিনিশ্চিতম্ ।
 পরেহি পারণং কুর্য্যান্তিথ্যন্তে বাথ ঋক্ষতঃ ॥ ১৩৩ ॥
 যদৃক্ষং বা তিথির্কাপি রাত্রিঃ ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা ।
 দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্তথা পতনং ভবেৎ ॥ ১৩৪ ॥
 গবাং গ্রাসং প্রদস্তাক্ত গবাং কণ্ডুতিমাচরেৎ ।
 বিপ্রায় বেদবিভূষে গাং চ দস্তাং পরশ্বিনীম্ ॥ ১৩৫ ॥
 সবৎসাং যুবতীং রম্যাং সপ্তগাং সমলকৃতাম্ ।
 কল্পগৃহীং রৌপ্যধুরাং বস্ত্রেশাচ্ছান্ত যত্নতঃ ॥ ১৩৬ ॥

সর্বদা সেই তিথিতে উপবাস করিবেন। পরবিদ্ধার পালন ও পূর্ববিদ্ধার পরিচরণ করিবে। অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হইলে পূর্বকৃত স্মৃকৃত নিরাকৃত হয় এবং হরিবৈমুখ্যাকারণপ্রযুক্ত ব্রাহ্মহত্যার ফল প্রদান করিয়া থাকে। তিথি না থাকিলেও কেবল নক্ষত্রযোগে উপবাস করিবে। কিন্তু কোনরূপ পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রশস্ত নহে; মুনিগণ ইহা বিশেষরূপে নীমাংসিত করিয়াছেন। পরদিন তিথির অবসানে নক্ষত্রযোগে পারণ করিবে। নক্ষত্র বা তিথি রাত্রি ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিলে দিবসে পারণ করিবে, ইহার অন্তথা করিলে পতন হয়। গোদিগকে গ্রাস প্রদান ও তাহাদের কণ্ডুরন বিধান করিবে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। ঐ গাভী যেন

দদাতি বিপ্রবৰ্য্যায় কৃষ্ণপ্ৰীত্যর্থমুত্তমম্ ।

ইত্যাঙ্ক্য বিপ্রবৰ্য্যোভ্যো দত্তাদ্যাশ্চ সদক্ষিণাঃ ॥ ১৩৭ ॥

রাজ্যো জাগরণং কুর্যাদর্চয়েত্তৎসমাবৃতিঃ ।

স্বর্ণপ্রতিকৃতিং কৃৎবা তন্ত্রাং কৃষ্ণং সমর্চয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥

বসুদেবং দেবকীং চ পূর্ববৎ কারয়েত্তথা ।

সুবর্ণনিয়মশ্চাত্ত শায়তাং মুনিসত্তম ॥ ১৩৯ ॥

পলৈশ্চতুর্ভির্গোপালং তদর্দ্রেন চ দেবকীম্ ।

বসুদেবং তথা কুর্যাদথবা বিভাবাবধি ॥ ১৪০ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোখায় কৃৎবাবশ্রুং প্রসন্নবীঃ ।

স্নাত্বা পূর্ববদারাদ্যা আহুয় বেদপারগম্ ॥ ১৪১ ॥

সবৎসা, যুবতী, রমণীয়া, গুণশালিনী ও সম্যাকরূপ অলঙ্কৃত হইয়া ।
এরূপ শূদ্র স্বর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত এবং যত্নসহকারে বস্ত্রে
আচ্ছাদিত করিয়া 'কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত বিপ্রগণকে দান
করা বাইতেছে,' এইরূপ বলিয়া দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণ-
দিগকে দান করিতে হইবে ॥ ১২৩-১৩৭ ॥

রাজ্যিতে জাগরণ ও তৎসমাবৃতি হইয়া পূজা করিবে । স্বর্ণের
প্রতিকৃতি করিয়া তাহাতে কৃষ্ণের পূজা করিবে । বাসুদেব ও
দেবকীর পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্চনা করিবে । হে
মুনিসত্তম ! যে নিয়মে সুবর্ণের প্রতিমা করিতে হইবে, 'শ্রবণ
কর । চতুঃপল স্বর্ণ দ্বারা গোপালের, তাহার অর্দ্ধ দ্বারা দেবকী ও
বসুদেবের অথবা নিজবিভবানুরূপ প্রতিমা প্রস্তুত করিবে ।
ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে উঠিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রাত্যহিক ক্রিয়াসকল করিয়া

কুটুম্বিনং দরিদ্রং চ বিপ্রং বহুগুণায়িতম্ ।
 দত্তা ভস্মে স্ত্রীণাম দক্ষিণামুক্তলক্ষণাম্ ॥ ১৪২ ॥
 প্রীয়তাং কৃষ্ণ ইত্যুক্ষ্য সংপূজ্য কৃষ্ণমানসঃ ।
 দ্ব্যতথগুণাদিতোজ্যানি ব্রাহ্মণেষ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
 মহাস্তমুৎসবং কৃত্বা প্রীতয়ে শার্ঙ্গধননঃ ।
 পারণং চ প্রকুবীত বজ্রুভিঃ সহ কৃষ্ণবিৎ ॥ ১৪৪ ॥
 এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা শক্ত্যা চ হরিতোষণম্ ।
 ইহ ভুক্তা বরান্ ভোগান্ সাক্ষাচ্ছমিপুরন্দরঃ ॥ ১৪৫ ॥
 এবমারাধনাদেব ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ।
 দেহান্তে বিহরেন্নোকে বৈকুণ্ঠে হরিবচ্চরেৎ ॥ ১৪৬ ॥

দান ও পূর্ববৎ অর্চনানন্তর বেদস্ত কুটুম্বী, দরিদ্র ও বহুগুণযুক্ত
 ব্রাহ্মণকে আহ্বানপূর্বক যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে।
 অনন্তর ত্রিকৃষ্ণ প্রীত হউন, এইরূপ বলিয়া ও কৃষ্ণগতচিত্তে
 তাঁহার পূজা পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে দ্ব্যতথগুণাদি তোজ্য দ্রব্য
 নিবেদন এবং ভগবানের প্রীতিকামনায় মহোৎসব সাধন
 পূর্বক বজ্রগণের সহিত পারণ সমাধান করিবে। যে ব্যক্তি
 ভক্তি এবং শক্তিসহকারে এইরূপে হরির তোষণ করে, সে সাক্ষাৎ
 ভুলোকের ইন্দ্র হইয়া ঐহিক উৎকৃষ্ট ভোগসকল উপভোগ করিয়া
 থাকে। এইরূপে আরাধনা করিলে প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব
 হয় এবং দেহান্তে বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ হরির ভ্রায় বিহার করে।

ইতি তে কথিতঃ কিঞ্চিদারাধনবিধির্হরেঃ ।

কেবলং তব যত্নেন কিমন্তুচ্ছোভুনিচ্ছসি ॥ ১৪৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়জিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কেবল তোমার আগ্রহহেতু হরির আরাধনাবিধি তোমার
নিকট কিঞ্চিৎ কীর্তন করিলাম । আর কি শুনিতে অভিলাষ
হয়, বল ॥ ১৩৮-১৪৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়জিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

— :: —

গৌতম উবাচ ।

দেবর্ষে যোগবৃত্তান্তান্ যোগানুভবদর্শক ।
সাংখ্যযোগবিশেষজ্ঞ কৰ্ম্মযোগনিষেবক ॥ ১ ॥
বিনা যোগং ন সিধ্যত কুণ্ডলীচক্রমঃ প্রভো ।
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবগ্নিজ্যোতি হে প্রভো ॥ ২ ॥
তাবৎ কিঞ্চিৎ ন সিধ্যত মন্ত্রতন্ত্রার্চনাদিকম্ ।
জাগৰ্জ্জি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঙ্কটৈঃ ॥ ৩ ॥
তদা প্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযজ্ঞার্চনানি চ ।
বৎসরাবহিরেন্নোকে অষ্টৈশ্বৰ্য্যসমম্বিতঃ ॥ ৪ ॥
যোগযোগাভবেনুত্তিমঃ স্তম্ভসিদ্ধিরথশিতা ।
সিদ্ধে মনো পরাবান্তিরিতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ঃ ॥ ৫ ॥

গৌতম বলিলেন, হে দেবর্ষে ! আপনি যোগবৃত্তান্তান্ত ৩
যোগানুভবদর্শক । সাংখ্যযোগে আধারের বিশেষজ্ঞতা আছে
এবং আপনি কৰ্ম্মযোগেরও পরিচর্যা করিয়া থাকেন । প্রভো !
যোগ ব্যতিরেকে কুণ্ডলীচক্র সিদ্ধ হয় না । মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী
যাবৎ নিদ্রিত থাকেন, তাবৎ মন্ত্রতন্ত্রার্চনাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না ।
সেই দেবী পুণ্যপুঞ্জবলে জাগরিতা হইলেই মন্ত্র, যজ্ঞ ও অর্চনাদি
সম্পন্ন হইয়া থাকে । তখন লোকে বৎসরমধ্যেই অগ্নিাদি অষ্ট-
বিধ বিভূতিসমম্বিত হইয়া বিচরণ করে । যোগবলেই মুক্তি ৷

তস্মাৎ কাকং পরং যোগং কথয়স্ব মুনীশ্বর ।
 মুক্তাত্মা যেন বিহরেৎ স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে ।
 জীবমুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্কাশমাবহেৎ ॥ ৬ ॥

নারদ উবাচ ।

কথয়ামি তব স্নেহাদেযোগযোগ্যোহসি গৌতম ।
 সংসারোদ্ধারমুক্তিশ্চ যাগশব্দেন কথ্যতে ॥ ৭ ॥
 যোগো হি নন্দতনয়ো নিশ্চিতঃ বিদ্ধি গৌতম ।
 ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে ॥ ৮ ॥
 ঐক্যং জীবাশ্চনোরাহযোগং যোগবিশারদাঃ ।
 তৎপ্রত্যহাঃ ষড়্বাখ্যাতা যোগবিয়করা যুনে ॥ ৯ ॥
 কামক্ৰোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকাঃ ।

যোগাঙ্গৈরেকৈর্ভিজ্জিহ্বৈতান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১০ ॥

অখণ্ডিত সিদ্ধি উৎপন্ন হয় । মন্ত্র সিদ্ধ হইলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রার্থমীমাংসা । অতএব হে মুনিস্রেষ্ট ! আপনি কৃষ্ণবিষয়ক পরম যোগ কীৰ্ত্তন করুন । যাহার প্রভাবে মুক্তাত্মা হইয়া স্বর্গে, মর্ত্যে ও রসাতলে বিহার করা যায় এবং জীবমুক্ত হইয়া দেহান্তে চরম নির্কাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১-৬ ॥

নারদ বলিলেন, হে গৌতম ! তুমি যোগানুষ্ঠানাদির যোগ্য-পাত্র । সেই জন্য তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ উক্ত বিষয় কীৰ্ত্তন করিব । যোগশব্দে সংসার হইতে উদ্ধার পূর্বক মুক্তি । হে গৌতম ! নিশ্চয় জানিও, নন্দতনয়ই সাক্ষাৎ যোগ । তদ্ব্যতীত স্বর্গে, মর্ত্যে অথবা রসাতলে আর কিছুই যোগ নাই । যোগ-বিশারদগণ জীব ও আত্মা এই উভয়ের একতাকে যোগ বলেন । হে যুনে ! সেই যোগের বিয়কারী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,

বসং নিয়মমাসনং প্রাণায়ামস্ততঃপরম্ ।
 প্রত্যাহারধারণাধ্যাং ধ্যানং সার্কং সমাধিনা ॥ ১১ ॥
 অষ্টাঙ্গান্যাহরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ।
 অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দমার্জবম্ ॥ ১২ ॥
 কমা ধৃতিশ্রিতাহারঃ শৌচং চেতি বমা দশ ।
 তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানং দেবস্ত পূজনম্ ॥ ১৩ ॥
 সিদ্ধাস্তপ্রবণং চৈব ত্রীশ্চতিষ্ঠ জপো হতঃ ।
 দর্শনভে নিয়মঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ১৪ ॥
 পদ্মাসনং স্বস্তিকার্থ্যং ভজ্ঞং বজ্রাসনং তথা ।
 বীরাसनমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্ ॥ ১৫ ॥

মাংসধা—এই ছয়টি অন্তরায় আছে । যোগাদিসহায়ে ইহাদিগকে
 জয় করিতে পারিলে যোগীর যোগসিদ্ধি হয় । বস, নিয়ম,
 আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটি
 অঙ্গ যোগিগণের যোগসাধনে সহায়তা করে ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দমা, ধৃতি, কমা, ধৃতি,
 পরিমিত আহার এবং শৌচ—এই দশটির নাম বস ।

তপস্তা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেবার্চনা, সিদ্ধাস্তপ্রবণ,
 লজ্জা, মৃতি, জপ, হোম—এই দশটিকে যোগশাস্ত্রবিশারদগণ
 নিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১-১৪ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভজ্ঞাসন, বজ্রাসন, বীরাसन,—এই
 পাঁচটির নাম আসন ॥ ১৫ ॥

উর্কোরূপরি বিস্তৃত সম্যক্ পাদতলে উভে ।
 অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবরীয়াঙ্কস্তাভ্যাং ব্যাংক্রমাত্ততঃ ॥ ১৬ ॥
 পদ্মাসনমিতি প্রোক্তঃ যোগিনাং হৃদয়নয়নম্ ।
 জানুর্কোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে ॥ ১৭ ॥
 ঋজুকারো বিশেষোঙ্গী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ।
 সীমনাং পার্শ্বয়োর্নাস্ত্র গুল্ফকৃষ্ণাং স্থানিচ্ছিতম্ ॥ ১৮ ॥
 ধৃষণাধঃ পাদপার্শ্বৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ ।
 ভজ্রাসনং সমুচ্ছিতং যোগিভিঃ পরিপূজিতম্ ॥ ১৯ ॥
 উর্কোঃ পাদৌ ক্রমাগ্ন্যস্য জাঘোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলীঃ ।
 করৌ বিদধ্যাদাখ্যাভং বজ্রাসনমঙ্গুস্তমম্ ॥ ২০ ॥
 একপাদমধ্যঃ কৃত্বা বিনাস্তোরৌ তথোত্তরম্ ।
 ঋজুকারো বিশেষোঙ্গী বীরাसनমিতীরিতম্ ॥ ২১ ॥

এক্ষণে আসনসকলের প্রণালী কথিত হইতেছে,—উত্তর
 পাদতল উর্কুর উপরি সম্যক্ রূপে বিস্তৃত করিয়া পরে
 ব্যাংক্রমাহুসারে হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গুষ্ঠকে নিবদ্ধ করিবে। ইহারই
 নাম যোগিগণের হৃদয়গ্রাহী পদ্মাসন। উত্তর পাদতলে জাহ্নু
 ও উর্কু উভয়ের অন্তরে সম্যক্ রূপে স্থাপন করিয়া সরলভাবে
 অবস্থিতি করার নাম স্বস্তিকাসন। সীমনীর উত্তর পার্শ্বে গুল্ফ-
 দ্বয়কে স্থানিচ্ছিতরূপে স্তম্ভ করিয়া পার্শ্ব ও পাণি দ্বারা ধৃষণের
 অধোদেশে পরিবদ্ধ করিবে। ইহার নাম যোগিগণের পরম পূজিত
 ভজ্রাসন। উর্কুযুগলে পাদদ্বয় যথাক্রমে বিস্তৃত করিবে এবং জাহ্নু-
 দ্বয়ে প্রত্যঙ্মুখে অঙ্গুলীসকল নিবদ্ধ করিয়া করযুগল ধারণ
 করিবে; ইহার নাম বজ্রাসন। একতর পদ অধঃকৃত করিয়া
 ঋজুকারে অবস্থিতি করার নাম বীরাसन ॥ ১৬-২১ ॥

ইড়ম্বাকর্ষয়েদায়ুং বাহুং ষোড়শমাত্রয়া ।
 ধারয়েৎ পুরিতং যোগী চতুষ্টয়া তু মাত্রয়া ॥ ২২ ॥
 শ্বশ্রুতামধ্যগং সম্যগ্ দ্ব্যজিংশমাত্রয়া শনৈঃ ।
 নাভ্যা পিঙ্গলয়া চৈতং রেচয়েদ্ষোগবিস্তমঃ ॥ ২৩ ॥
 প্রাণায়ামমিমং প্রাহ্বর্ষোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
 ভূয়োভূয়ঃ ক্রমান্তস্ত বাহুমেবং সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥
 মাত্রাবুদ্ধিক্রমেণৈব সম্যগ্ দ্বাদশবোদ্ধশ ।
 জপধ্যানাদিভিঃ সর্জিৎ সগর্ভং তং বিহবুর্ধাঃ ॥ ২৫ ॥
 তদপেতং বিগর্ভং চ প্রাণায়ামং পরো বিজ্ঞঃ ।
 ক্রমাদভ্যাসতঃ পুংসাং দেহে শ্বেদোদগমোহধমঃ ॥ ২৬ ॥
 মধ্যমঃ কল্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পুরো মতঃ ।
 উত্তমস্ত গুণাবান্তির্ষাবচ্ছীলনমৌষ্যতে ॥ ২৭ ॥

ইড়া দ্বারা ষোড়শমাত্রায় বহিবায়ু আকর্ষণ ও চতুষ্টমাত্রায়
 পুরিত বায়ু ধারণ এবং শনৈঃ শনৈঃ সম্যক্ রূপে দ্ব্যজিংশমাত্রায়
 শ্বশ্রুতামধ্যগত করিয়া পিঙ্গলানাড়ীযোগে রেচন করিবে। যোগ-
 শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ ইহাকে প্রাণায়াম বলিয়া কীর্তন
 করিয়াছেন। বারম্বার ক্রমানুসারে এইরূপে বাহু আচরণ
 করিবে। তৎকালে মাত্রাবুদ্ধিক্রমে দ্বাদশ ও ষোড়শবার ঐরূপ
 করিতে হইবে। জপ ও ধ্যানাদির সহকৃত হইলে সগর্ভ প্রাণা-
 যাম এবং জপ ও ধ্যানবিরহিত হইলে বিগর্ভ প্রাণায়াম নামে
 অভিহিত হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলেই দেহে যে
 শ্বেদোদগম হইয়া থাকে, তাহার নাম অধম প্রাণায়াম।
 কল্পসংযুক্ত প্রাণায়ামের নাম মধ্যম প্রাণায়াম। আর,

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্ ।
 বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোহভিধীয়তে ॥ ২৮ ॥
 অঙ্গুষ্ঠশূলকজাবমূলধারলিঙ্গনাভিবু ।
 হৃদগ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াম্ ততো নসি ॥ ২৯ ॥
 ক্রমধ্যে মস্তকে মূৰ্দ্ধি ছাদশাস্ত্রে যথাবিধি ।
 ধারণা প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগজ্যতে ॥ ৩০ ॥
 সমাহিতেন মনসা চৈতজ্ঞাস্তবর্তিনা ।
 আত্মভূতীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ৩১ ॥
 সমস্বং ভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।
 সমাধিমাছন্দ্যনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ৩২ ॥

ভূমিত্যাগসহকৃত হইলে উত্তম প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত
 হয় । যেমন অঙ্গুলীলন করিবে, তদনুসারে উত্তম প্রাণায়ামের
 গুণ দর্শিবে ॥ ২২-২৭ ॥

ইন্দ্রিয়সকল অব্যাহত বিষয়ে বিচরণ করিতেছে । সেই বিষয়
 হইতে বলপূর্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করার নাম প্রত্যাহার ॥ ২৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, শূলক, জাব, মূলধার, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠ, লম্বিকা,
 নাসিকা, ক্রমধ্য, মস্তক—এই সকলে যথাবিধি প্রাণ-বায়ুর ধারণ
 করার নাম ধারণা ॥ ২৯-৩০ ॥

মনকে সমাহিত ও চৈতন্তের অন্তর্কর্ত্তী করিয়া আত্মাতে
 অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করার নাম ধ্যান ॥ ৩১ ॥

নিত্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের অন্তঃসত্ত্বাবনার নাম

ইত্যাদি কথিতং বিপ্র কামাদিষট্‌কনাশনম্ ।
 ইদানীং কথয়ে তেহং মন্ত্রযোগমমৃতমম্ ॥ ৩৩ ॥
 বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মূনে ।
 চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবত্রৈকৈকরূপতাম্ ॥ ৩৪ ॥
 তিস্রঃ কোটিস্তুদর্শেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ।
 তাসু মূখ্যা দশ প্রোক্তান্তান্ত্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
 প্রধানা মেরুদণ্ডেন চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ।
 ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী ॥ ৩৬ ॥
 শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ।
 দক্ষিণে বা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥ ৩৭ ॥
 দাড়িমীকেশরপ্রখ্যা বিজ্ঞাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতা ।
 মেরুদণ্ডে স্থিতা যা তু মূলাদারদ্ধবিগ্রহা ॥ ৩৮ ॥

মুনিগণ অষ্টাঙ্গলক্ষণ সমাধি বলিয়াছেন। হে বিপ্র! ইহারা
 কামাদি রিপুষট্‌ককে বিনাশ করিয়া থাকে।

ইদানীং তোমার নিকট সর্বোত্তম মন্ত্রযোগ কীর্ত্তন করিতেছি।
 মূনে! পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব শরীর নামে কথিত হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য,
 অগ্নি ও তেজের সহিত জীবত্রয়ের 'একতা' এবং শরীরে সার্ব
 ত্রিকোটী নাড়িকা বিস্ত্রমান। তাহাদের মধ্যে দশটা নাড়ী প্রধান।
 সেই দশটা হইতে তিনটা ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে
 প্রধানার নাম ইড়া। এই নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী, শ্বেতবর্ণা,
 শক্তিরূপা ও সাক্ষাৎ অমৃতবিগ্রহা এবং মেরুদণ্ডের বামে প্রতিষ্ঠিত
 আছে। দ্বিতীয়ার নাম পিঙ্গলা। এই পুরুষরূপিণী সূর্য্যবিগ্রহা নাড়ী
 দক্ষিণে অবস্থিত আছে। দাড়িমীকেশরতুল্যা ঐ নাড়ীকে মুনিগণ

সৰ্বভেজোময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়জমা ।
 বিসর্গাধিন্দুপর্ষ্যস্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ততঃ ॥ ৩৯ ॥
 মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছানানক্রিয়াক্ষিকে ।
 মধ্যং স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥
 তদুর্দ্ধে কামবীজং তু কলাতিবিন্দুনাদকম্ ।
 তদুর্দ্ধে অগ্নিশিখাকারা কুণ্ডলী শ্রামবিগ্রহা ॥ ৪১ ॥
 কৃষ্ণাক্ষিকা পরা সা তু কৃষ্ণস্তম্ভেহুত্তমো ন হি ।
 তদ্বাহে হেমরূপাভং বশবসচতুর্দলম্ ॥ ৪২ ॥
 ক্রতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তচ্চ বিভাবয়েৎ ।
 তদুর্দ্ধে অনলপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্ ॥ ৪৩ ॥

বিজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর যে নাড়ী মূল হইতে
 মেরুদণ্ডের মুখে অবস্থিত আছে, তাহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী
 আরম্ভ বিগ্রহা, সৰ্বভেজোময়ী এবং যোগিগণের হৃদয়জমা। ইনি
 বিসর্গ হইতে বিন্দু পর্ষ্যস্ত ব্যাণ্ড করিয়া বিরাজ করিতে-
 ছেন ॥ ৩২-৩৯ ॥

ইচ্ছানান ও ক্রিয়াময় ত্রিকোণনামক মূলাধারে কোটি-
 সূর্য্যসমপ্রভ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার
 উর্দ্ধে কামবীজ, কলা ও বিন্দুনাদ। তাহার উর্দ্ধে অগ্নিশিখাকারা
 কুণ্ডলী। ইহার বিগ্রহ শ্রামবর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহার আত্মা।
 ইনি কৃষ্ণস্তম্ভে প্রতিষ্ঠিতা আছেন, অগ্ৰজ নহেন। তাহার
 বাহিরে স্বর্ণপ্রতিম বশবসচতুর্দল। সেই বিজ্ঞাবিত হেমসম-
 প্রভ পদ্মের ভাবনা করিতে হইবে। তাহার উর্দ্ধে অনলসদৃশ ও
 হীরকপ্রতিম ষড়্দল পদ্ম বিরাজিত ॥ ৪০-৪৩ ॥

বাদিনাস্তবড়র্গেন স্বাধিষ্ঠানমহুত্তমম্ ।

মূলমাধারষট্ কানাং মূলমাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ।

তদুর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্ ॥ ৪৫ ॥

মেঘাতং বিদ্যাদাতং চ বহুতৈজোময়ং ততঃ ।

মণেরত্তিন্নং তৎ পদ্যং মণিপূরং তচ্ছচ্যাতে ॥ ৪৬ ॥

দশতিষ্ঠ দলৈযুক্তং ধূম্রবর্ণৈর্দ্ব্যংগপ্রভম্ ।

বিগুহ্বং তদ্বতে যস্মাচ্ছীবস্ত্রেহ স লোকনাং ॥ ৪৭ ॥

বিগুহ্বং পদ্যমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্বুতম্ ।

তদ্বিস্মৃতিষ্ঠিতং পদ্যং বিষ্ণুলোকনকারণম্ ॥ ৪৮ ॥

তদুর্দ্ধেহনাহতং পদ্যমুত্তমাদিত্যসন্নিভম্ ।

কাদিষ্ঠাতদলৈযুক্তমর্কপঞ্জ্রেণ দ্বিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৯ ॥

ব হইতে ল পর্য্যন্ত বড়করপ্রতি অমুত্তম স্বাধিষ্ঠান এবং
আধারষট্কের মূল বলিয়া উহাকে মূলমাধার বলে । স্বশব্দে পর-
লিঙ্গ, সেইজন্য স্বাধিষ্ঠান বলিয়া থাকে । তাহার উর্দ্ধে নাভিদেশে
মহাপ্রভ মণিপূর বিরাজিত । উহা মেঘের ও বিদ্যাতের স্তায়
প্রভাসম্পন্ন এবং বহুতৈজোময় । মণি হইতে অতিন্ন বলিয়া
এই পদ্য মণিপূর নামে অভিহিত হইরাছে । এই পদ্য ধূম্রবর্ণ দশ
দলে অলঙ্কৃত, মহাপ্রভাবিশিষ্ট এবং জীবের অবলোকনবশতঃ
বিগুহ্বতাবাপন্ন । সেইজন্য ইহা বিগুহ্ব পদ্য বলিয়া বিখ্যাত ।
ইহার অন্ততর নাম আকাশ । ইহা অত্যন্ত অদ্বুত । স্বয়ং বিষ্ণু
ইহাতে অধিষ্ঠান করেন । এইজন্য ইহা বিষ্ণুর দর্শনলাভের
উপায়স্বরূপ ॥ ৪৪-৪৮ ॥

ইহার উর্দ্ধে অনাহত পদ্য । এই পদ্য উদীয়মান আদিত্যসন্নিভ

তন্মধো বাণলিঙ্গং তু সূর্যাসুতসমপ্রভম্ ।
 শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃষ্টতে ॥ ৫০ ॥
 তেনান্নাতাখ্যঃ তৎ পদ্যং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্ ।
 আনন্দসদনং তত্র পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫১ ॥
 তদুর্দ্ধে তু বিশুদ্ধাখ্যঃ দর্শনবোদ্ধশপঙ্কজম্ ।
 আজ্ঞাচক্রং তদুর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫২ ॥
 আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্ঞেতি প্রকীর্তিতম্ ।
 কৈলাসাত্মকং তদুর্দ্ধে তু বোধিনী তু তদুর্দ্ধতঃ ॥ ৫৩ ॥
 এবং তু ষট্‌চক্রাণি প্রোক্তানি তব স্মৃত্তত ।
 সহস্রারম্ভং বিন্দুস্থানং তদৃদ্ধমীরিতম্ ॥ ৫৪ ॥
 ইত্যেবং কথিতং সৰ্পং যোগমার্গমবুভবম্ ।
 আদৌ পুরকযোগেন আধারে যোজনেন্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

এবং ক হইতে ঠ পর্যন্ত দলে অলঙ্কৃত ও দ্বাদশপত্রে
 অঙ্কিত । ইহার মধ্যে অমৃত সূর্যাসমপ্রভ বাণলিঙ্গ বিরাজ
 করিতেছেন । উহাতে শব্দানাহত শব্দব্রহ্মময় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ।
 মুনিগণ সেই জন্তই ইহার নাম অনাহত পদ্য রাখিয়াছেন ।
 উহা পরম আনন্দের নিলয় এবং অরং পুরুষ উহাতে অবস্থিত
 আছেন । তাহার উর্দ্ধে বোদ্ধশব্দসমলঙ্কৃত বিশুদ্ধাখ্য পদ্য ।
 তাহার উর্দ্ধে আত্মনাধিষ্ঠিত আজ্ঞাচক্র । উহাতে আজ্ঞাসংক্রমণ হয়
 বলিয়া আজ্ঞা নাম হইয়াছে । তাহার উর্দ্ধে কৈলাসাত্মক ; তাহার
 উর্দ্ধে বোধিনী । হে স্মৃত্তত ! তোমার নিকট এই ষট্‌চক্র কীর্তন
 করিলাম । ইহার উর্দ্ধে সহস্রারম্ভ বিন্দুস্থান । এইরূপে সমুদায়
 অকুতম যোগমার্গ কীর্তন করিলাম ।

১. শুদমেদ্রাস্তরে শক্তিস্তামাকুধ্য প্রবক্ষ্যেৎ ।
 লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রং চ প্রাপয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
 শঙ্কনা তাং পরাং শক্তিমেকীভাব বিচিস্তয়েৎ ।
 তত্রোখিতামৃতং বহু কৃতং লাক্ষারসোপমম্ ॥ ৫৭ ॥
 পায়সিত্বা তু তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম ।
 ঘটচক্রদেবতাস্তত্র সংতর্প্যামৃতধারয়া ॥ ৫৮ ॥
 আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ স্থধীঃ ।
 পুনশ্চেনৈব মার্গেণ নয়েত শাস্ত্রবীং স্থধীঃ ॥ ৫৯ ॥
 এবমভ্যাসমানস্ত অহন্তুহ্নি নিশ্চিতম্ ।
 জরামরণজঃখাদৈত্তমূচ্যতে ভববন্ধনাং ॥ ৬০ ॥
 পূর্কোক্তদ্বিভী মন্ত্রাঃ সর্কে শুদ্ধ্যস্তি নাস্তথা ।
 যে গুণাঃ সন্তি দেবতা পঞ্চকৃত্যবিধায়িনঃ ॥ ৬১ ॥

প্রথমে পূরকযোগে মনকে আধারে সংযোজিত করিবে ; গুহ্য
 ও মেট্র এই উভয়ের অন্তরে শক্তি বিরাজ করিতেছেন । তাহাকে
 আকুঞ্চিত করিয়া প্রবদ্ধ করিবে এবং লিঙ্গভেদক্রমে বিন্দুচক্রে
 লইয়া যাইবে । শঙ্কর সহিত সেই পরাশক্তিকে অভেদরূপে চিন্তা
 করিতে হইবে । তথায় লাক্ষারসসদৃশ যে অমৃত কৃতবেগে উদ্ভিত
 হইতেছে, সেই কৃষ্ণাখ্যা যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী শক্তিকে উক্ত অমৃত
 পান করাইয়া তাহার দ্বারা তথায় ঘটচক্রদেবতাদিগকে সন্তুষ্ট
 করিয়া সেই পথে মূলাধারে আনয়ন করিবে । পুনরায় সেই পথেই
 শাস্ত্রবীতে লইয়া যাইবে ॥ ৫৬-৫৯ ॥

এইরূপে প্রতিদিন অভ্যাস করিলে সাধক নিশ্চয়ই জরামরণ-
 জঃখসকল ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় । পূর্কোক্ত দ্বিভি মন্ত্রসকলও

তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্তথা ।

ইত্যেবং কথিতং বিপ্র বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৬২ ॥

ইদানীং ধারণাখ্যং তু শৃণুস্বাবহিতো মম ।

দিক্কালাদনবচ্ছিন্নে কৃষে চেতো নিধায় চ ॥ ৬৩ ॥

তদ্ব্যয়ো ভবতি কিপ্রং জীবত্রৈক্যাব্যোজনাং ।

অথবা সমলং চেতো যদি কিপ্রং ন সিধ্যতি ॥ ৬৪ ॥

তদাবয়ববিযোগেন যোগী যোগান্ সমত্যসেৎ ।

পাদান্তোঙ্গে মনো দত্তান্নথকিঞ্জকচিজিতে ॥ ৬৫ ॥

জজ্বাযুগ্ধে তথা রামকদলীকাণ্ডশোভিতে ।

উরুদ্বয়ে মন্তহস্তিকরদণ্ডসমপ্রভে ॥ ৬৬ ॥

গঙ্গাবর্তগভীরে তু নাভৌ সিদ্ধিবিলে ততঃ ।

উদরে বক্ষসি তথা হারে শ্রীবৎসকৌন্তুভে ॥ ৬৭ ॥

সিদ্ধ হইরা থাকে, অন্তথা হয় না । আরাধ্য দেবতা যে যে গুণে
অলঙ্কৃত, সাধকও সেই সেই গুণে ভূষিত হন, সন্দেহ নাই । হে
বিপ্র ! এই আমি তোমার নিকট বায়ুধারণ কৌতুক করিলাম ।

একগুণে অবহিত হইরা ধারণাখ্য শ্রবণ কর । ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ
দিক্কালাদি সকল বিষয়েই অনবচ্ছিন্ন । তাঁহাতে মন নিবিষ্ট
করিলে জীবত্রৈক্যের ঐক্যাব্যোজনা ঘটয়া শীঘ্রই তদ্ব্যয়বিধান হয় ।
অথবা মন সমল হইলে যদি আশু সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যোগী
অবয়ববিযোগসহায়ে যোগচর্চায় প্রবৃত্ত হইবেন । অর্থাৎ দেবতার
নথরূপ পরাগরঞ্জিত পাদপদ্মে মন সংস্থাপিত করিবেন । সেইরূপ
দেবতার রামরস্তাসদৃশ শোভমান জজ্বাযুগ্ধে, মন্তমাতঙ্গের
উরুদ্বয়ে, গঙ্গাবর্তের তীর গভীর ও সিদ্ধিবিল

পূর্ণচন্দ্রায়ুতমুখে ললাটে চাকুরুন্তলে ।

শঙ্খচক্রপদাস্তোজদোৰ্দ্ধণ্ডপরিমণ্ডিতে ॥ ৬৮ ॥

সহস্রাদিত্যসঙ্কাশে কিরীটে কুণ্ডলদ্বয়ে ।

স্থানঃ স্থানং অপেক্ষস্ত্রী বিশুদ্ধঃ শুদ্ধচেতসা ॥ ৬৯ ॥

মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ক্রমঃ ।

বাবশ্বনো লয়ঃ যাতি কৃষ্ণে স্বাশ্বনি চিত্তধেয়ঃ ॥ ৭০ ॥

তাবদ্বিষ্টমমুং মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যাসেৎ ।

অতঃপরং ন কিক্ৰিত্বং কৃত্যমণ্ডি যতো হর্যো ॥ ৭১ ॥

বিদিতে পরতর্কে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলন্ ।

তালবৃন্তেন কিং কাযাঃ লব্ধে মলয়মাক্রতে ॥ ৭২ ॥

মন্ত্রাভ্যাসেন যোগে! হি ব্রহ্মজ্ঞানায় কল্পতে ।

ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি স- ॥ ৭৩ ॥

নাভিতে, উদরে, বক্ষঃস্থলে, হারে, শ্রীবৎসে, কোমুভে, পূর্ণচন্দ্রায়ুত-
সদৃশ মুখমণ্ডলে, শ্বেচাকুরুন্তললিতভালস্থলে, শঙ্খচক্রপদাপদা-
বিশোভিত দোৰ্দ্ধণ্ডমণ্ডলে, সহস্রদ্যুতসন্নিভ কিরীটে ও কুণ্ডলদ্বয়ে
চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া সর্বথা শুদ্ধাচারী হইয়া পবিত্র হৃদয়ে
সেই সেই স্থলে জপ করিতে হইবে। কৃষ্ণে মন নিবিষ্ট হইলে
নিশ্চয়ই তন্ময় হওয়া যায়। আত্মার অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীকৃষ্ণে মন
নিবিষ্ট হইলেই ধ্যানযোগসহায়ে জপ ও হোমসাধন পূৰ্ব্বক ইষ্টমন্ত্র
অভ্যাস করিবে। অতঃপর আর কোনরূপ কার্য্য করিতে হইবে
না। কারণ পরমতত্ত্বরূপী হরিকে বিদিত হইলে সমস্ত নিয়মই সম্পন্ন
হইয়া থাকে। মলয়মাক্রত প্রাপ্ত হইলে তালবৃন্তের আর প্রয়ো-
জন কি? মন্ত্রের অভ্যাস দ্বারাই যোগ ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করে।
যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগ কিছুই করিতে

যস্যোরত্যাংসবোণো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্ ।

তমঃপরিবৃত্তে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ॥ ৭৪ ॥

এবং মারাবৃত্তে ছাত্ত্রা যন্তুনা গোচরীকৃতঃ ।

এবং তে কথিতং ব্রহ্মমন্ত্রবোণং মহাত্মতম্ ॥ ৭৫ ॥

দুর্লভং বিসন্নাসক্তৈঃ সুলভং ছাদ্‌শামপি ।

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্ ॥ ৭৬ ॥

সমাধিঃ সংবিহুংপত্তিঃ পরজীবৈকতাং প্রীতি ।

যদি জীবঃ পরাভিন্নঃ কার্য্যতামেতি স্মৃত্ত ॥ ৭৭ ॥

অচিন্ত্যত্বং প্রসঙ্গোত ঘটবৎপিণ্ডিতো জনঃ ।

বিনাশিত্বং ভয়ত্বং চ দ্বিতীয়ত্বাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৭৮ ॥

পারে না। ওতপ্রোতভাবে উভয়েরই অভ্যাগবোণ ব্রহ্মসিদ্ধির কারণ। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপের সাহায্যে ঘট দৃষ্ট হইয়া থাকে; সেই রূপ মন্ত্রের সাহায্যেই মারাবৃত্ত আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ হয়। এই আমি তোমার নিকট পরমবিস্ময়কর মন্ত্রবোণ কীর্ত্তন করিলাম। বিষন্নাসক্ত ব্যক্তিগণ ইহা লাভ করিতে পারে না; বিষয়বিতৃষ্ণ তবাদৃশ পুরুষগণই অনারামে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অনন্তর যাহা দ্বারা সংসারবন্ধন মোচন হয়, সেই সমাধি কীর্ত্তন করিব। সমাধিশব্দে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের একতার প্রীতি জ্ঞানের বিকাশ। হে স্মৃত্ত! জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেই কার্য্যরূপে পরিণত হয়। ঘটের ভায় পিণ্ডিত লোক অচিন্ত্যত্ব, বিনাশিত্ব ও ভয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ

নিত্যঃ সৰ্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।
 একঃ সংভিদ্যাতে ভ্রান্ত্যা মায়ায়া ন স্বরূপতঃ ॥ ৭৯ ॥
 তন্মাদৈতৎ নাম নাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংহতিঃ ।
 ঘটাকাশো মঠাকাশো মহাকাশ ইতীরিতঃ ॥ ৮০ ॥
 তথা ভ্রান্তৈর্বিধা প্রোক্তো হ্যাত্মা জীবেৎখরায়না ।
 নাহং দেহো ন চ প্রাণো নেক্সিয়ানি তথৈব চ ॥ ৮১ ॥
 ন মনোহং ন বুদ্ধিচ্চ নৈব চিত্তমহংকৃতিঃ ।
 নাহং পৃথ্বী ন সলিলং ন চ বহিস্তথানিলঃ ॥ ৮২ ॥
 ন চাকাশো ন শব্দচ্চ ন চ স্পর্শতথা রসঃ ।
 নাহং গন্ধো ন রূপোহং ন মায়াহং ন সংসৃতিঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতি প্রসিদ্ধি আছে। আত্মা নিত্য, সৰ্বগত, কূটস্থ, দোষ-
 বিবর্জিত ও অদ্বিতীয় একস্বরূপ; মায়াবশে ও ভ্রান্তিবশেই
 ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। নতুবা এইরূপ ভিন্নতাপ্রতীতি
 তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ স্বভাব নহে। এই কারণে বৈতের নামমাত্র
 নাই; প্রপঞ্চ ও সংহতিও কিছুই নহে। যেমন বৈতত্বাবের ভ্রান্তি-
 বশে মঠাকাশ, ঘটাকাশ ও মহাকাশ এইরূপ উল্লিখিত হয়, সেই-
 রূপ ভ্রমক্রমেই জীব ও জৈবরভেদে আত্মা বিধা কথিত হইয়া
 থাকেন। বস্তুতস্ত অবৈতত্বাবে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি,
 ইন্দ্রিয় নহি। অথবা আমি মন নহি, বুদ্ধি নহি, চিত্ত নহি ও
 অহংকার নহি। অথবা আমি পৃথ্বী নহি ও জল নহি, অনিল নহি
 ও অনল নহি। অথবা আমি আকাশ নহি, শব্দ নহি, স্পর্শ নহি ও
 রস নহি। অথবা আমি গন্ধ নহি, রূপ নহি, মায়া নহি ও সংসার

সদা সাক্ষিস্বরূপত্বাৎ কৃষ্ণ এবাস্মি কেবলম্ ।
 ইতি ধ্যানং মুনিশ্রেষ্ঠ সমাধিরিহ চোচ্যতে ॥ ৮৩ ॥
 অথবা পঞ্চভূতেভ্যো জাতমগ্নং মহামুনে ।
 ভূতমাপ্তিতয়া দন্ধা বিবেকেনৈব বহ্নিনা ॥ ৮৫ ॥
 পুনঃ স্থলানি ভূতানি সূক্ষ্মভূতান্যনা তথা ।
 বিনাশ্যৈব বিবেকেন ভূতভূতাপি বুদ্ধিমান্ ॥ ৮৬ ॥
 মায়ামাত্রং তথা দন্ধা মায়ার্থং প্রত্যগাত্মনা ।
 সোহং কৃষ্ণো ন সংসারী ন মত্তোহ্যং কদাচন ॥ ৮৭ ॥
 ইতি বিজ্ঞাৎ সমাদ্যানং স সমাধিঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 অথবা যোগিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণঃ প্রণবমীকয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
 পঞ্চবর্ণাত্মকঃ বিজ্ঞাৎ ককারাদিক্রমেণ তু ।
 অনিরুদ্ধঃ করারম্ভে বিশ্বাধো মূলবিগ্রহঃ ॥ ৮৯ ॥

নহি । সৰ্ব্বদা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণ । হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ ধ্যানকেই সমাধি বলিয়া থাকে । অথবা,
 হে মহামুনে ! পঞ্চভূত হইতে অগ্নি প্রসূত হইয়াছে । বিবেকরূপ
 বহ্নি দ্বারা সেই ভূত দন্ধ করিয়া পুনরায় সূক্ষ্মভূতাত্ম্যসহায়ে স্থল-
 ভূতসকল বিনাশ করিবে । অনন্তর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবেক দ্বারা
 সেই সূক্ষ্মভূতকেও মায়ামতে দন্ধ করিয়া প্রত্যগাত্মা দ্বারা মায়াধ
 বিনাশপূৰ্ব্বক আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ, আমি সংসারী নহি, আমি হইতে
 অগ্নি কিছুই নাই ; এইরূপে প্রকীর্ত্তিত আত্মাকে চিন্তা করিবে, ইহারই
 নাম সমাধি । অথবা যোগিশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণবরূপে দর্শন
 ও ককারাদি পঞ্চবর্ণ রূপে জ্ঞান করিবেন । তদ্বাধো বিশ্বনাথক

প্রহ্মাণ্যো লকারেণ অন্তঃকরণবৃত্তিকঃ ।

অন্তঃকরণবৃত্ত্যা তু প্রহ্মাণ্ডৈজসাম্বকঃ ॥ ৯০ ॥

সদ্বৰ্ণো লগ্নাখ্যন্ত নির্জিকল্পস্বরূপকঃ ।

সমাধৌ স্বধরূপোহসৌ তুরীয়ঃ স্বর এব হি ॥ ৯১ ॥

তুরীয়াখ্যো বাসুদেবো বিন্দ্বাত্মা ব্রহ্ম কেবলম্ ।

প্রজ্ঞাত্মানং বদন্ত্যেকে একং চিদ্রূপ কেবলম্ ॥ ৯২ ॥

জীবমীশ্বরভাবেন বিদ্যাং সোহহমিতি ধ্রুবম্ ।

এবা তু বুদ্ধির্জিহ্বাভিঃ সমাধিরিতি কীর্তিতা ॥ ৯৩ ॥

যথা কেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাছথিতং পুনঃ ।

সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে ॥ ৯৪ ॥

তস্মান্নন্তঃ পৃথঙ্ নাস্তি জগন্মায়ী চ সর্বদা ।

ইতি বুদ্ধিসমাধানাং স সমাধিরিহোচ্যতে ॥ ৯৫ ॥

মূলবিগ্রহ অনিরুদ্ধ ককার নামে অভিহিত । অন্তঃকরণবৃত্তিক
প্রহ্মাণ্ড লকারস্বরূপ । অন্তঃকরণবৃত্তিসহায়ে এই প্রহ্মাণ্ড তৈজসাম্বক ।
নির্জিকল্পস্বরূপ সদ্বৰ্ণ লগ্ননামে অভিহিত । সমাধিতে ইনি স্বধরূপ
এবং তুরীয়স্বরূপ । তুরীয়াখ্য বাসুদেব ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমুদায়
বিশ্বরূপ । কেহ কেহ তাঁহাকে প্রজ্ঞাত্মা এবং কেবল এক চিদ-
ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন । জীবকে জৈশ্বরভাবে—আমি নিশ্চয়ই
সেই—বলিয়া জ্ঞান করিবে । বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এইরূপ
'বুদ্ধিকেই' সমাধি বলিয়াছেন । যেমন কেন ও তরঙ্গাদি
সাগর হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় সেই সাগরেই বিলীন হয়,
তদ্বৎ জগৎ আত্মাতে লয় পাইয়া থাকে । এই কারণে আমরা
হইতে জগৎ ও মায়ী কোন কালেই পৃথক্ নহে । এইপ্রকার

বর্ণৈব্য পরমায়া চ পৃথগ্ভূতঃ প্রকাশিতঃ ।
 যদ্যাতিপরমং ভাবং স্বয়ং সাক্ষাৎ পরামৃতম্ ॥ ৯৬ ॥
 যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সৰ্ব্বত্রয়ং সদা ।
 যোগিনোহব্যবধানেন তদা সম্পদ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৯৭ ॥
 তদা সৰ্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেব হি পশুতি ।
 সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পত্ততে স্বয়ম্ ॥ ৯৮ ॥
 যদা সৰ্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেব হি পশুতি ।
 সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পত্ততে তদা ॥ ৯৯ ॥
 যদা সৰ্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশুতি ।
 একীভূতঃ পরেশাসৌ তদা ভবতি কেবলম্ ॥ ১০০ ॥
 যদা জন্মজরাহুঃখব্যাদীনামেকভেষজম্ ।
 কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেহসৌ তদা হরিঃ ॥ ১০১ ॥
 তস্মাদ্বিজ্ঞানতো মুক্তির্নানুধা ভবকোটিভিঃ ।
 কৰ্মসাধ্যস্ত নিতাত্মং কেচিদিচ্ছন্তি তাদ্ভিক্কাঃ ॥ ১০২ ॥

বুদ্ধিসমাধানকেই সমাধি বলে। সৰ্ব্বগামী চৈতন্ত যোগীর হৃদয়ে
 অব্যবহিতরূপে প্রতিভাত হইলেই স্বয়ং ব্রহ্মরূপে প্রাক্তভূত
 হয়। সাধক এইরূপ আত্মাতে সৰ্ব্বভূত ও সৰ্ব্বভূতে আত্মাকে
 দর্শন করিলেই স্বয়ং ব্রহ্মরূপে প্রাক্তভূত হইয়া থাকেন। সমাধিস্থ
 হইয়া সৰ্ব্বভূতকে বথন দর্শন না করে, কেবল ব্রহ্মের সহিত
 একীভূত হইয়া থাকে; বথন জন্ম, জরা, দুঃখ ও ব্যাদির এক-
 মাত্র উষধ কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞান উদ্ভূত হয়, তখনই হরিস্বাক্ষর্য্যলাভ
 হইয়া থাকে। এই কারণে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই মুক্তি সংঘটিত
 হয়; অন্তথা কোটিজন্মেও তাহা সিদ্ধ হয় না।

জ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানমজ্ঞানমিতরং মূনে ।

অহো জ্ঞানস্ত মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ১০৩ ॥

যথা বহ্নির্দ্ব্যহীপ্তঃ শুক্কাষ্ঠঃ বিনির্দহেৎ ।

তথা শুভাশুভং কৰ্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দহতি কণাৎ ॥ ১০৪ ॥

পদ্মপত্রং যথা ভোমৈঃ স্নৈরপি ন লিপ্যতে ।

তথা শব্দাদিভিজ্ঞানী বিষয়ৈর্ন' বিলিপ্যতে ॥ ১০৫ ॥

মল্লৌষধিবলৈর্যদ্বজ্জীর্ণ্যতে ভক্ষিতং বিষম্ ।

তদ্বৎ সৰ্ব্বাণি পাপানি জীৰ্য্যন্তি জ্ঞানিনঃ কণাৎ ॥ ১০৬ ॥

বহ্ননোক্তেন কিং সৰ্ব্বং সংগ্রহেণোপপাদিতম্ ।

শ্রদ্ধয়া গুরুভক্ত্যা তু বিদ্ধি কৈবল্যসংগ্রহম্ ॥ ১০৭ ॥

দেহাভিমানো গলিতে বিদিতে পরমাস্মিন ।

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

কোন কোন তাত্ত্বিক কৰ্ম্মসাধার নিত্যঃ বাঞ্ছা কবেন । মূনে ! জ্ঞানশব্দে বেদান্তবিজ্ঞান, তদ্বিপরীতই অজ্ঞান । অহো, জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে ! যেমন প্রবল প্রজ্বলিত বহ্নি শুক্কাষ্ঠ দগ্ধ করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি শুভাশুভ কৰ্ম্ম কণ-কাল মধ্যেই দগ্ধ করিয়া থাকে । যেমন পদ্মপত্র স্বল্পমাত্র সলিল দ্বারাও লিপ্ত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ শব্দাদি বিষয় দ্বারা লিপ্ত হন না । যেমন ভক্ষিত বিষ মল্লৌষধিবলে জীর্ণ হয়, তেমন জ্ঞানীর সমস্ত পাতক কণমধ্যেই জীর্ণ হইয়া থাকে । অধিক বলিয়া আর কি হইবে, সংক্ষেপে সমুদায় উপপাদিত হইল ।

শ্রদ্ধা ও গুরুভক্তি দ্বারাই কৈবল্যসংগ্রহ হইয়া থাকে, জানিবে । দেহাভিমানো বিগলিত ও পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলে যে যে

অহং কৃষ্ণো ন চাক্ষোহস্মি মুক্তোহহমিতি ভাবয়েৎ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥ ১০৯ ॥

তমেবাহমহং স্বং চ সচ্চিদাত্ত্রবপুর্ভবান্ ।

আবয়োরন্তরং কৃষ্ণ নশ্রুত্বাজ্ঞাবলাভব ॥ ১১০ ॥

এবং সমাধিযুক্তো যঃ সমাধানায় কল্পতে ।

সদা কৃষ্ণোহহমিত্যুজ্জ্বল্যেচ্ছন্ন্য বিহরেদযতিঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন বাধ্যতে ন চ কৰ্ম্মণা ॥ ১১১ ॥

যথাগ্নিনা দ্রুতং স্বর্ণং মালিন্যং দহতি কণাৎ ।

তথা কৃষ্ণার্পিতাত্মাসৌ কৰ্ম্মভির্ন চ বধ্যতে ॥ ১১২ ॥

আত্মহ্যাং দেবতাং ত্যজ্য বহির্দেবং বিচিন্ততে ।

করস্বং কোদন্তং ত্যজ্য ভ্রমতি কাচচেষ্টয়া ॥ ১১৩ ॥

স্থলে মন ধাবমান হয়, সেই সেই স্থলেই সমাধি হইয়া থাকে ।
আমি কৃষ্ণ, তত্ত্বিন্ন অস্ত্র নহি; আমি মুক্ত, এইপ্রকার ভাবনা
করিবে। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্যমুক্তস্বভাববিশিষ্ট ।
তুমিই আমি ও আমিই তুমি । তুমি সচ্চিদাত্ত্রশরীরবিশিষ্ট ।
কৃষ্ণ ! তোমার আজ্ঞাবলে আমাদের উভয়ের প্রভেদ বিনষ্ট
হউক । এই প্রকার সমাধিযুক্ত পুরুষই সমাধানে কল্পিত
হইয়া থাকে । যতি পুরুষ, সর্বদা আমি কৃষ্ণ, এই
প্রকার বলিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিবেন এবং তিনি
পাপে লিপ্ত ও কৰ্ম্মে বদ্ধ হইবেন না । যেমন স্বর্ণ অগ্নিতে
দহ হইলে তৎকণাৎ মলিনতা পরিত্যাগ করে, তেমন ত্রীকৃষ্ণ
আত্মা অর্পণ করিতে পারিলে কৰ্ম্মবন্ধন তলিত হইয়া যায় ।
আত্মাতে বিরাজমান দেবতাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে তাহার

এবং তে কথিতং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিনিদর্শনম্ ।

বিজ্ঞায় গুরুতো ভক্ত্যা সংসারসাগরং তরয়ে ॥ ১১৪ ॥

যজ্ঞ যজ্ঞ মৃতশায়ং শ্মশানে যপচালয়ে ।

১১৫

এবমবহু ক্রতুরায় কল্পতে নানুথা যুনে ॥ ১১৫ ॥

ইতি বিজ্ঞানবিধিনা জ্ঞানবিজ্ঞানলোচনঃ ।

আনন্দোন্মেষসন্দর্শী বিহরয়েৎ কাশ্মপীমিয়াম্ ॥ ১১৬ ॥

অপকষোগী যদি চেন্দ্রিয়তে জ্ঞানবর্জিতঃ ।

নল্পেণ তন্ত তৎ কুর্যাদবদ্বস্ত সাংপরায়িকম্ ॥ ১১৭ ॥

প্রতিমাং তস্য যত্নেন কল্পয়েচ্ছাটিকেন চ ।

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা কৃষ্ণং সর্কোপচারকৈঃ ॥ ১১৮ ॥

বিধিজঃ পূজয়েন্তক্ত্যা তন্মন্ত্রেণ চ সাধকঃ ।

গুরুভট্টৈকতাং নীত্বা কৃষ্ণং চৈকাত্মতাং নরয়েৎ ॥ ১১৯ ॥

অধেষণ করিলে করহ কৌস্তভরত্ন ত্যাগ করিয়া কাচচেষ্টায়
ভ্রমণ করা হইয়া থাকে । ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট
ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদর্শন কীৰ্ত্তন করিলাম । গুরুর নিকট ইহা অবগত
হইলে সংসারসাগর পার হওয়া যায় । এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ হইলে
শ্মশানে অথবা চণ্ডালভবনে, যেখানে মৃত্যু হউক, ব্রহ্মস্বাক্ষর
লাভ করা যায়, ইহার অন্তথা হয় না । এইরূপ বিজ্ঞানবিধি দ্বারা
জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ লোচনসম্পন্ন হইয়া আনন্দোন্মেষ সন্দর্শন করিয়া
পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০-১১৬ ॥

যোগের অপরিণত অবস্থার জ্ঞানবর্জিত হইয়া মৃত্যু হইলে
মন্ত্র দ্বারা তাহার যথাকর্তব্য সাংপরায়িক বিধান করিবে । সাধক
ব্রহ্মসহকারে স্রবণপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া তিন রাজি বা দশ রাজি

জীবমুক্তিক্রিয়া হেবা প্রেতহাদিবিমোক্ষণে ।
 ততশ্চ কৃষ্ণভূতোহসৌ জ্ঞায়তে নাত্তথা যুনে ॥ ১২০ ॥
 অন্নং দদ্যাৎ সাধকেভ্যো বহমানপুরঃসরম্ ।
 ত্রীখণ্ডাজ্যভোজ্যশ্চ বজ্রালঙ্করণাদিভিঃ ॥ ১২১ ॥
 এতন্তে কথিতং বিপ্র সৰ্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্ ।
 অস্যা বিজ্ঞানমাত্রেন কৃষ্ণাশ্চৈক্যং সমম্ভূতে ॥ ১২২ ॥
 ন প্রকাশ্যমিদং তন্ত্রং ন দেয়ং যন্ত কস্যাচিৎ ।
 মজ্জাঃ পরাশ্রুখা বাস্তি আপদশ্চ পদে পদে ।
 ইহ লোকে চ দারিদ্র্যং পরত্র পশুতাং নয়েৎ ॥ ১২৩ ॥
 যদুপগেহে বিদ্যাতে গ্রহো লিখিতস্তত্র বেশ্মনি ।
 কমলাপি স্থিরা ভূত্বা কৃষ্ণেন সহ মোদতে ॥ ১২৪ ॥

বহুবিধ উপচার দ্বারা ভক্তি ও মন্ত্রসহ ত্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে ।
 গুরুভে একাত্মতা আনয়ন পূর্বক ত্রীকৃষ্ণে তাহার বোজনা
 করিতে হইবে । প্রেতহাদি বিমুক্তির জন্ত এই জীবমুক্তি-
 ক্রিয়া কথিত হইল । হে যুনে ! তাহা হইলেই ঐ ব্যক্তি
 কৃষ্ণভূত হইয়াছে, জানা যায় । সাধকদিগকে বহমানপুরঃসর
 অন্নদান, ত্রীখণ্ড ও আজ্যমিশ্রিত ভোজ্য, বজ্র ও অলঙ্কারাদি
 প্রদান করিবে । এই আমি তোমার নিকট সৰ্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম
 তন্ত্র কীর্তন করিলাম । ইহার বিজ্ঞানমাত্রই কৃষ্ণের সহিত
 একতাপ্রাপ্তি হয় । এই তন্ত্র যাহাকে তাহাকে দিবে না ও প্রকাশ
 করিবে না । তাহা হইলে মন্ত্রসকল পরাশ্রুখ হইরা প্রস্থান
 করে, পদে পদেই বিপৎ উপস্থিত হইয়া ইহলোকে দারিদ্র্য-
 ভোগ ও পরলোকে পশুতাপ্রাপ্তি হইরা থাকে । যে গৃহে এই গ্রন্থ

ইত্যেবং কথিতো গ্রন্থো ময়া তে মুনিসত্তম ।

অস্যালোকনতচ্চিত্তে কৃষ্ণাত্মা স্প্রশসীদতি ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।

লিখিত থাকে, তথায় লক্ষ্মী স্থির হইয়া কৃষ্ণের সহিত নিত্য বিহার করেন। হে মুনিসত্তম! এই আমি তোমার নিকট গ্রন্থ কীর্ত্তন করিলাম। ইহার আলোচনামাত্রই চিত্তে কৃষ্ণাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১১৭-১১৫ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

সমাপ্ত